CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

2-3

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, [illegible]
वाराणसी-5

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, [illegible]
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
[illegible], करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय–ग्रन्थाकुञ्ज,
भरतनिधि, भदैनी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदा
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতরস।

[পূর্ব্বার্দ্ধ]

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত মূল সংস্কৃত
গোবিন্দলীলামৃতের সহিত—
মহাজন যদুনন্দন ঠাকুর কৃত পদ্যানুবাদ মিলাইয়া
সংশোধন-সেবাকৃত পয়ারাবলী-সম্বলিত
এবং
শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের অতিরিক্ত লীলাবলী যথাস্থানে
ভুক্ত করিয়া, রসবিশ্লেষণ, লীলা-সমন্বয়,
ও সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি ব্যাখ্যাপূর্ব্বক
শ্রীধাম বৃন্দাবন গোপীনাথ বাগ নিবাসী—

শ্রীকৃষ্ণপদদাস বাবাজি কর্তৃক

গ্রন্থিত ও প্রকাশিত।

কুমিল্লা শঙ্করপ্রেসে, ও গ্রন্থকারের নিকট, এবং
শ্রীহট্ট করিমগঞ্জ সহরবাসী—
শ্রীশচীকুমার দাসের নিকট প্রাপ্তব্য।

কুমিল্লা শঙ্করপ্রেসে শ্রীরজনীকান্ত নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য [illegible] আনা মাত্র। ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আম্নায়-গ্রন্থালয়, ...কাশী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়,
জয়নিধি, করৌঁদী
বারাণসী-5

উৎসর্গ-পত্র।

আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের সুমঙ্গলোৎসবে—আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি ও গৌরবের পরমাধার, এই গ্রন্থের প্রয়োজক কর্ত্তা, সর্ব্ববিষয়ে উপদেষ্টা ও আশীর্ব্বাদক, একালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যাতা, সুপণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বনামধন্য আচারনিষ্ঠ আচার্য্য শিরোমণি

শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন

মহোদয়ের করকমল যুগলে এই গ্রন্থ ভক্তি-পূতান্তরে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি ২০ আশ্বিন
১৩৩০ বঙ্গাব্দ

প্রণতাধম—শ্রীকৃষ্ণপদ দাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়,
ভরতনিধি, করৌঁদী
বারাণসী-5

জয় শ্রীবিশ্বম্ভর।

সম্পাদকের নিবেদন।

ভজনীয়-গুণের নিধি-শ্রীভগবানের স-প্রেম উপাসনায়ই সাধক দেহের সর্ব্বোচ্চ-সার্থকতা। কারণ, তাহাতেই নিত্যসিদ্ধ-পরিকর-দেহে প্রেমসেবা প্রাপ্তিরূপ সর্ব্বাতিশায়ি-সিদ্ধি লাভ হয়। কিন্তু মাধুর্য্যে অবগাহন বিনা প্রেম-পূর্ব্বক ভজন করা চলে না, অতএব মাধুর্য্যের সন্ধ কোথায় পাওয়া যায়? ইহাই ভক্তিমার্গে ভজনাভিলাষীর প্রথম অন্বেষণীয়।

শ্রীভগবানের পূর্ণতম মাধুর্য্য—প্রথমে শ্রীযশোদানন্দনলীলায়, তৎপরে শ্রীশচী-নন্দনলীলায় জগতে প্রকটিত হন। অতএব একই স্বয়ং ভগবানের ঐ উভয়-স্বরূপের গুণ রূপলীলায় মন লাগানোই, উক্ত মাধুর্য্য লাভ ও অনুভব করার এক মাত্র উপায়। ঐ মাধুর্য্যের, ও লীলাপরিকরগণের-অতুলনীয়-সুখ-সৌভাগ্যাদির সারস্য বোধের-বিষয়ীভূত হইলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তল্লাভের জন্য প্রাণ আকুল ও চঞ্চল হয় এবং চেষ্টার ফলে ঐ লোভ্য উত্তরোত্তর-সংবর্দ্ধিত হইয়া চরমদশা প্রাপ্ত হইলেই—দেহাবসানে পূর্ব্বোক্ত সৌভাগ্য দশা অবশ্যলাভ হয়। লৌল্যের সেবাই উত্তরোত্তর তদ্বর্দ্ধনের উপায়, উহা অষ্টকালীয়-লীলা শ্রবণ পঠন ও তৎ-স্মৃতি-উদ্দীপনরূপা।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থখানি তাহার পদ্ধতি। ইহাতে দাস্য সখ্য-বাৎসল্য মধুর চারিভাবের ভক্তবৃন্দের আস্বাদনীয়—যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোর কালীয় প্রাত্যহিকী সুললিত লীলাবলী, অতি মধুরাক্ষরেও অপূর্ব্ব পরিপাটিতে, রসিকগুরু মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

কিন্তু মূল গোবিন্দলীলামৃত সংস্কৃত ভাষায় বিলিখিত বটে। অথচ তাহার টীকায় বা গদ্যানুবাদে, লীলার ও রসের-মাধুর্য্য বিশ্লেষণ করা হয় নাই। পূজ্য পাদ মহাজন-যদুনন্দন ঠাকুর কৃত একখানি পয়ারানুবাদ আছে, তাহাতেও অধিকাংশ স্থলে উহা নাই! তাহাতে প্রায়শঃ "ব্যাপারের দিগ্‌দর্শনমাত্র" আছে, এবং সমস্ত শ্লোকের শব্দাবলীই আংশিক পরিত্যক্ত; দেড় শতাধিক শ্লোকের কথা একেবারেই অনুবাদিত হয় নাই, এবং মূলশ্লোকাবলীর কাব্য-সৌন্দর্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত !! বিশেষতঃ অপণ্ডিতগণের দ্বারা নকল হইতে হইতে লিপিকর-প্রমাদে পয়ারগুলি পরিপূর্ণ এবং নানাদেশীয়-কথ্যভাষার-পাঠান্তরে-ভরা !! স্থানে স্থানে অর্থ বোধই হয় না ! সুতরাং মূলগ্রন্থোক্ত-প্রেমলীলার ও প্রেমসেবার মাধুর্য্য—যাহার পূর্ণ পরিজ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়— পৌনে ষোল আনা লোকেরই গ্রন্থপাঠ করিয়া তাহা লাভ হয় না।

শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী ভজন-প্রাণ আদর্শ-বৈষ্ণবগৃহস্থ ব্রজরস-সর্ব্বস্ব সুবিজ্ঞ ভক্তপ্রবর তাড়াসাধীশ্বর ৺রাজর্ষি বনমালী রায় মহাশয় এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত-শিরোমণি প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণ গোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন প্রভৃতি মহোদয়বৃন্দ, ৺যদুনন্দন ঠাকুরকৃত পূর্ব্বোক্ত পয়ারাবলীর ভুল ও অপূর্ণতাদি সংশোধন পূর্ব্বক (মূলগ্রন্থের রস ও লীলা মাধুর্য্যাদি যাহাতে বৈষ্ণব সাধারণের হৃদয়ে লাগে এইরূপ ভাবে) গ্রন্থের একখানি সংস্করণ প্রকাশের নিমিত্ত এ অধমের প্রতি কৃপা নির্দেশ প্রদান করেন। পক্ষান্তরে পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরও নিজ পয়ারের অনেক স্থানে সংশোধন সেবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এবং জগদ্গুরু পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীচরণানুসরণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভ লেখায় দাক্ষিণাত্যভট্ট মহাশয়ের "ক্রান্তব্যুৎক্রান্ত খণ্ডিত" লিপিগুলি "বিবিচ্য পর্য্যাবং কৃত্বা" বিলেখনের-সদৃষ্টান্ত শিরোধার্য্য করিয়া মৎসর্ব্বস্ব প্রভু শ্রীবিশ্বম্ভর চন্দ্রের কৃপায় ও প্রেরণার ফলরূপ এগ্রন্থ প্রকটন করিলাম। তথাপি ঠাকুর যদুনন্দনের ও সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলীর শ্রীচরণে নিজ ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই যথাযুক্ত পাদনোটের সাহায্যে তাৎপর্য্য, সারস্য ও শিক্ষা প্রকটনের চেষ্টা করিয়াছি, এবং মূলগ্রন্থের পরিশিষ্ট-স্থানীয় সুবিখ্যাত সুরসিক ৺বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থে যেখানে যাহা অতিরিক্ত লীলা বা সেবা বর্ণিত আছেন, তৎসমস্ত নোটে তুলিয়া দিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ গ্রন্থ হইতে সখা সখী অনেকের পরিচয়ও প্রদান উদ্ধার করিয়াছি। ষোড়শ সর্গের ৬ষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-পদতল-চিহ্নের এবং একাদশ সর্গের ৫১নং শ্লোকোক্ত শ্রীরাধার চরণতল চিহ্নের বর্ণনার সহিত শাস্ত্রান্তরের ভিন্ন বর্ণনার সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছি। রসের ও ভাবের প্রকার ও বিচারাদি শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি হইতে তুলিয়া দিয়াছি। গ্রন্থোক্ত "বিবিধক্রীড়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নানারঙ্গ ভঙ্গী-বিশেষ, হাস পরিহাস, প্রহেলী লীলাদির প্রকার, বা নমুনা জানিবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হয়, মোটে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তাহার দিগ্‌দর্শন দিয়াছি। এবং যে পয়ার, বা যে ত্রিপদী যে মূল শ্লোকের অনুবাদ তাহাতে সেই শ্লোকের নম্বর দিয়াছি। ইত্যাদি বহু অতিরিক্ত সেবা করিতে হইয়াছে।

আধুনিক ধরণে নূতন পদ্যানুবাদ করা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম আমরা করিয়াছি, তাহার কারণ এই যে (১) পূজ্যপাদ ঠাকুর যদুনন্দনের কৃত প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভিক-বন্দনা এবং উপসংহারের-নিবেদনগুলি বড় সুন্দর, এবং ভজনের অঙ্গীভূত ব্যাপার। দুই এক স্থানে মূলশ্লোকাতিরিক্ত একটু একটু লেখাও এত সুন্দর যে ত্যাগ করা যায়না। (২) মহাজন পদ-কর্ত্তার লেখা পয়ারাদি, সর্ব্বত্র সুর-সংবদ্ধ। এখনও কোনও কোনও কীর্ত্তনীয়া সে সুর জানেন। এই বস্তুটি চিরকাল থাকা উচিত।

(ভুলের কথা)

দূরদেশে গ্রন্থ ছাপাইতে হইলে নিজে প্রুফ দেখা অসম্ভব হয়। কাজেই মুদ্রন-ভূল কিছু কিছু ঘটিয়াই থাকে। তথাপি শুদ্ধি-পত্র দেওয়ার যোগ্য মারাত্মক ভুল বেশী ঘটে নাই। "ভাঙ্গা"র স্থানে "ভঙ্গা" ইত্যাদি সামান্য ভুল সকলেই ধরিতে পারিবেন। তবে প্রথমাধ্যায়ের ৮৫শ্লোকের প্রারম্ভ ছত্রটা পরিত্যক্ত হওয়া নিদারুণ ভুল হয়েছে বটে; সেখানে "বিহারে খসিয়া আছে তাড়ঙ্ক শয্যায়।" বসা উচিত ছিল।

অনুবাদের ভূল শোধন।

২২৭ পৃষ্ঠার ৪ হইতে ৮ম ছত্র এইরূপ হইবে :—

মণ্ডপের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষাবলম্বিত, ফুলে ও বসনে চারি হিন্দোলাসজ্জিত।
দক্ষিণে চম্পক বৃক্ষে হিন্দোলা-বন্ধন, পূর্ব্বদিকে কদম্বেতে তাহার দোলন।
পশ্চিমে রসালে চারু হিন্দোলিকা সাজে।

আর ইহার ব্যাখ্যার শেষাংশ—প্রত্যেক মণ্ডপের পার্শ্বদ্বয়স্থ দুই দুই বৃক্ষের ডালে বাঁধা এক এক খানি করিয়া চারিখানি হিন্দোলা চারি ঘাটের উপরে সুশোভিত। এইরূপ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণপদ দাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচীপত্র।

(আদৌ শ্লোক সংখ্যা। তৎপর বিষয় বিবৃতি। তৎপরে পত্র সংখ্যা)

প্রথম সর্গ, মঙ্গলাচরণ, মূল গ্রন্থকর্ত্তার দৈন্য (যদুনন্দন ঠাকুরের কৃত বন্দনা ও ব্রজলীলার স্বরূপ কথন) ও নিশান্তলীলা বর্ণনা।

১ম মূল শ্লোকে ও তদ্ব্যাখ্যায় শ্রীগোবিন্দের বন্দন মঙ্গলাচরণ ১পৃঃ

২য় মূল শ্লোকে ও তদ্ব্যাখায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বন্দন মঙ্গলাচরণ ২

৩য় ঐ ঐ নৈত্যিকি নিত্যলীলার বন্দনা, প্রাপ্ত্যুপায় ও মানসীসেবা ২

৪র্থ ঐ ঐ কোন্ সময়ে কোন নিত্যলীলা হয়। ৩।৪

ঐ সকল শ্লোকের ও ৫ হইতে ৯নং পর্য্যন্ত শ্লোক সকলের পয়ারানুবাদ ও ব্যাখ্যা ৫—৯

দৈন্যের লক্ষণ, যদুনন্দন ঠাকুরের দৈন্য ও গুরুবর্গ বন্দনা ৯—১৩

ব্রজবাসিগণের প্রেম; পরকীয়া ভাবের অর্থ ও শ্রেষ্ঠতা কথন; ব্রজলীলা কিরূপ ব্যাপার? উহা ভজনীয় কেন? ইহার শ্রেষ্ঠতা কি? সাধারণ উপাসনা হইতে পার্থক্য কি? লীলার ক্রম ও ইহাকে বেদের অগোচর বলার তাৎপর্য্য ইত্যাদি ১৩—২১

নিশান্তলীলা, (শেষ ছয় দণ্ড রাত্রে)

১০ রাত্র্যন্তে ব্রজবৃন্দে শ্লোক, যদুনন্দন ঠাকুর কৃত বন্দনা ও তদ্ ব্যাখ্যা ২৫

ঐ শ্লোকের পয়ার ২৬

১১।১২ শ্লোকের পয়ার ও ব্যাখ্যা, সখীগণের সেবা ২৭

১৩—২০ বনচর পক্ষিগণের রাধাশ্যাম জাগানের জন্য শব্দাদি করণ ২৭—৩০

২১-২৬ রাধাকৃষ্ণের কপটনিদ্রা ও গৃহ শারিকার মনুষ্যবৎ বাক্যে জাগানো ৩১-৩৩

২৭—৩২ গৃহপালিত শুকের তদ্বৎ উক্তি ও চেষ্টা ৩৩—৩৬

৩৩—৩৭ বৃন্দার-পাঠিত কলবাক্-সুবুদ্ধী শারীর তদ্বৎ উক্তি ও চেষ্টা ৩৬।৩৭

৩৮—৪০ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়নের ছবি ৩৮

৪১—৪৪ শ্লোকে দক্ষ শুকোক্তি ৩৯

৪৫ শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ ৪০

৪৬ সখীগণের যুগল মাধুরী দর্শন ৪০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৯—৫০ ময়ূর ময়ূরী ও হরিণ হরিণীর তদ্দর্শন প্রকার ও প্রেম	৪১।৪২
৫১।৫২ শ্রীকৃষ্ণের রাধা-মাধুর্য্যাস্বাদ (ত্রিপদী ছন্দে) বর্ণন	৪২—৪৪
৫৩।৫৫ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে কোলে ধারণের ছবি	৪৪—৪৬
৫৬-৫৯ শ্রীরাধার কৃষ্ণমুখ দর্শন মাধুরী বর্ণন	৪৬।৪৭
৬০।৬১ সখীগণের কুঞ্জ-প্রবেশ-রঙ্গ	৪৮।৪৯
৬২।৬৩ যুগলের রূপ	৪৯।৫০
৬৪।৬৫ কেলি-শয্যার শোভা বর্ণন	৫০
৬৬-৭১ শ্রীকৃষ্ণের রসোক্তিতে শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত	৫১—৫২
৭২-৭৮ শুভাগ্যা শারীর বক্তৃতা	৫৩।৫৪
৭৯-৮৮ কুঞ্জ হইতে নির্গমন	৫৫—৫৮
৮৮-৯১ যুগলের বস্ত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্টে সখীগণের রঙ্গ ও রাধাশ্যামের ভাবোচ্ছ্বাসাদি	৫৮।৫৯
৯১-৯৩ ললিতার অরুণ নিন্দন কবিত্ব	৬০
৯৪।৯৫ অরুণের প্রতি শ্রীরাধার রাগ ও পরিহাস	৬০
৯৬-১০৬ প্রভাত শোভা ও বস্ত চরিত্র বর্ণন ছলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোচ্ছ্বাস প্রকটন ও তৎশ্রবণে যুগলের ও সখ্যাদির গৃহ-গমন-বিস্মৃতি	৬১-৬৫
১০৭-১১৬ বৃন্দেঙ্গিতে কক্খটী বানরীর ছলোচ্চারিত জটিলা শব্দ শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া দিকে দিকে সকলের পলায়ন ও গৃহ গমনের প্রকারাদি বর্ণনা	৬৬-৬৮

দ্বিতীয় সর্গ।

(প্রাতঃ ৬ দণ্ডের জাগরণাদি লীলা।)

১ রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ইত্যাদি সূত্রশ্লোক তৎপয়ার, বন্দন পয়ারাদি	৭১
২-৭ নন্দালয়ের প্রাভাতিক শোভা ও দেবী পৌর্ণমাসীর আগমনাদি	৭২-৭৪
৮ সখাগণের আগমন	৭৫
৯—১১ মধুমঙ্গলের জাগরণ ও কৃষ্ণ প্রবোধন রঙ্গ	৭৬
১২-১৭ শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ ও তদঙ্গের নিশি-বিলাসের চিহ্নাদিকে সখাসঙ্গে মল্ল ক্রীড়োদ্ভব ভাবিয়া মা যশোদার ভ্রান্তি, ও তদর্থক আক্ষেপাদি	৭৬-৭৮
১৮।১৯ মধুমঙ্গলের স্বার্থবাক্যে তৎসমর্থন	৭৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় — পৃষ্ঠা

২০-২৩ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব প্রদর্শনাদি — ৭৯

২৪-২৭ শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান মাধুর্য্য — ৮০।৮১

২৮-৩০ অঙ্গনে সমাগত সখাগণের শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া নানা আনন্দ ব্যবহার, তদ-ন্তর গোশালে গমন — ৮১।৮২

৩১-৩৫ পথে পরিহাস রসে আদিত্য-কৈবর্ত্ত্যের জাল-বিস্তার, চাঁদের মৃগ কোলে লইয়া পলায়ন, আকাশ-রমণীর চন্দ্র-প্রসবাদি প্রসঙ্গ বর্ণন ও প্রদর্শন দ্বারা মধু-মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন দিকস্থা গোপী বদন দেখানো — ৮২-৮৪

৩৬-৪০ গোশালা প্রবেশের দৃশ্য ও গাভীগণের নাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানাদি — ৮৪।৮৫

৪১ শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন দৃশ্য — ৮৬

৪২-৪৬ শ্রীরাধার গৃহে মুখরার গমন ও জটিলার সহিত কথাবার্ত্তা — ৮৬।৮৭

৪৭ জটিলার বধূ জাগানো ৮৭ পৃঃ। শ্রীরাধার জাগরণ মধুরী — ৮৯।৯০

৫২ মঞ্জরীগণের আগমন ও সেবা — ৯০

৫৩-৫৬ রাধাঙ্গে পীতবাস দর্শনে মুখরার ত্রাস ও বিশাখার তদ্বঞ্চন চাতুরী — ৯১।৯২

৫৭ সখীগণের আগমন ও রসোদ্গার — ৯৩

৫৮-৬৯ শ্রীরাধার স্নান প্রকার — ৯৪-৯৬

৭২-১০৫ শ্রীরাধার বেশভূষা করণ (টিপ্পনীতে ১৬ শৃঙ্গার ও ১২ আভরণের বর্ণনা) — ৯৭-১০৭

তৃতীয় সর্গ।

(প্রাতঃ ৬ দণ্ডের রন্ধন-ভোজনাদি লীলা।)

১ তাবদ্ গোষ্ঠেশ্বরী শ্লোক ও বন্দনা — ১০৯।১১০

২-১২ স্বস্বকর্ম্মে পরিজনের ব্যাগ্রতা সত্ত্বেও মা যশোদার তাড়া ও রন্ধনীয় দ্রব্যের নাম — ১১০।১১১

১৩-১৬ রন্ধনার্থ শ্রীরাধাকে আনিতে কুন্দলতাকে প্রেরণ ও প্রেমোপদেশ — ১১৪

১৭-২২ কুন্দলতার যাবটে গমন ও জটিলাকে প্রবোধ প্রদান — ১১৫-১১৭

২৩-২৮ শ্রীরাধার গমনে বাধা প্রদর্শন ও জটিলার বিশেষ অনুরোধ — ১১৭-১১৯

২৯-৩৫ পথে পথে শ্রীরাধার সহিত কুন্দলতার পরিহাস রস-বর্ণন — ১১৯-১২২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় পৃষ্ঠা

৩৬ নন্দালয়ে গমন. টিপ্পনীতে কৃষ্ণভাবনামৃতোক্ত দর্শন রসের প্রকাশ ১২৩

৩৭-৫১ শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের প্রতি মা যশোদার স্নেহ ও রন্ধন বিষয়ে উপদেশ ১২৩—১২৮

৫২-৬০ দাসীগণের প্রত্যেকের প্রতি ব্রজেশ্বরীর কর্ত্তব্যোপদেশ ১২৮-১৩০

৬১।৬২ শ্রীরাধাকে মা যশোদার নববধূবৎ লালন ও তাঁহার রন্ধনালয়ে গমন ১৩০

৬৩ ৭৭ দাসাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নান-দ্রব্য ও বেশ-দ্রব্য প্রস্তুতার্থ বস্তুর নামোল্লেখে আজ্ঞা ১৩০-৩৩

৮৭।৭৮ পানের বীড়া প্রস্তুতের প্রকারাদি বিষয়ে উপদেশ ১৩৩

৮১-৮৩ শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিলম্বে মায়ের উৎকণ্ঠা ও লোক প্রেরণ ১৩৪

৮৪-১১৩ রন্ধন-গৃহে গিয়া একে একে সমস্ত প্রস্তুত দ্রব্য পরিদর্শন ১৩৪-৪০

(টিপ্পনীতে এই সর্গের বর্ণনা হইতে সাধকের স্মরণীয় ও শিক্ষণীয়ের নির্দ্দেশ)

৪র্থ, সর্গ। শ্রীকৃষ্ণের স্নান ভোজন ও বনগমন।

১ অথব্রজেন্দ্রেণ শ্লোক ও যদুনন্দন ঠাকুরকৃত বন্দনা ১৪২-১৪৩

১-৭ শ্রীকৃষ্ণের গোশালা হইতে গৃহাগমন ও মায়ের লালনাদি ১৪৩-৪৪

৮—২০ শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও ভূষণ পরিধানাদির প্রকার বর্ণনা ১৪৪-৪৭

২১-৬০ ভোজনরঙ্গ (টিপ্পনীতে কৃষ্ণভাবনামৃতোক্ত মধুমঙ্গলের পরিহাস রস) ১৪৭-৫৭

৬১।৬৩ ভোজনান্তে শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও দাসগণের সেবা ১৫৭।৫৮

৬৪।৭১ শ্রীরাধার বিশ্রাম, ভোজন, ভোজনান্তে নববধূচিত বস্ত্রালঙ্কার প্রাপ্তি ১৫৮।৬০

৭২ পরিবর্ত্তিত বসনের প্রদান, নোটে কৃষ্ণভাবনামৃতোক্ত গুহামিলন ১৬০।৬১

৭৩।৭৭ শ্রীকৃষ্ণের বনগমন যোগ্য বেশধারণ (নোটে বহির্ম্মুখ শব্দের অর্থ) ১৬৩

পঞ্চম সর্গ। পূর্ব্বাহ্ন (৬ দণ্ডের) লীলা।

১ পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ শ্লোক ও তদ্‌ব্যাখ্যা পয়ার ও ঠাকুর-কৃতবন্দনা ১৬৫-৬৬

২-৯ গোশালার দৃশ্য—১৬৭-৬৮। ১০-১২ গোপাল সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের শোভা বর্ণন ১৬৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় পৃষ্ঠা

১২-১৩ ব্রজভূমির কৃষ্ণসেবানন্দ ১৬৯।১৭০। ১৪-১৭ ব্রজজনের আগমন প্রকারাদি ১৭০।১৭১

১৮ ব্রজের তাৎকালিক নিরানন্দাবস্থার দৃশ্য ১৭১

১৯-২২ শ্রীকৃষ্ণের স্থগিত গতি ও প্রেয়সীগণের মুখ দর্শনাদি ১৭১।১৭২

২৩-২৭ সখাগণের মাতৃবর্গের কৃষ্ণস্নেহের প্রকর্ষ, ব্রজেশ্বরীর লালন ও আক্ষেপ, নোটে এই আক্ষেপের উত্তরে মধুমঙ্গলের কথিত বনমাধুরী ও সুখোৎকর্ষ, ভাবনা সূত্র হইতে উদ্ধার ১৭২-৭৪

২৮-২৯ গোচারণের নীতি ও ধর্ম্ম কথনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাতৃ প্রবোধ ১৭৪

৩০-৩৪ বলদেবাদির হস্তে কৃষ্ণার্পণ, ও নৃসিংহ মন্ত্রে রক্ষা-বন্ধনাদি ১৭৫

৩৫-৩৭ আশীর্ব্বাদ ও লালনাদি ১৭৬

৩৮-৪৩ তরুণীগণের প্রতি কৃষ্ণের প্রেমকটাক্ষ আস্বাদও অনুমতি গ্রহণ ১৭৬-৭৮

৪৪-৫০ বালভাবে পিতৃমাতৃ প্রবোধ ও স্থির হইয়া গৃহে আহারাদির অনুরোধ ১৭৮-৮০

৫১-৫৯ কান্তাগণের প্রতি প্রেমকটাক্ষপূর্ব্বক বন প্রবেশ ও ব্রজজনের আক্ষেপ ১৮০-৮৪

৬০-৬৩ জটিলার নিকট কুন্দলতার রাই সমর্পণ ও বক্তৃতা ১৮৪।৮৫

৬৩-৭৩ বধূর সূর্য্যপূজার্থ কুন্দলতাকে, জটিলার অনুরোধ-শ্রীরাধাকে পূজার সঙ্গের আজ্ঞা ১৮৫-৮৬

৭৪-৭৮ শ্রীরাধার বিশ্রাম, সখীগণের সেবা। তৎপর স্বয়ং বৈজয়ন্তী মালা ও বীটিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎসহ কস্তুরী ও তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ। ১৮৭।৮৮

৭৯-৮০ পক্কান্ন ও অমৃত কেলি লড্ডুকাদি বিরচনান্তে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা ১৮৯

ষষ্ঠ সর্গ। সখাসঙ্গে ক্রীড়া ও শ্রীরাধাসহ মিলনোৎকণ্ঠা।

১ প্রথিতাবসরঃ শ্লোক ও যদুনন্দন ঠাকুর কৃত বন্দনা। ১৯১-৯২

১-৮ সখাগণের কৃষ্ণপ্রীত রাগ্য শ্রীকৃষ্ণের ও গোপীদের ব্যবহারাদি হাস্য কৌতুক ১৯৩-৯৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় পৃষ্ঠা

৯ ১১ সানন্দে বৃন্দাদেবীর অটবী-উদ্‌বোধন ও পশুপক্ষ্যাদির প্রতি উপদেশ ১৯৪।৯৫

১২-১৫ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে স্থিরচরের সাত্ত্বিকোদয় ও ধর্ম্মবিপর্য্যয় ১৯৬ ৯৭

১৬-১৮ বনের ও বনচরের মাধুরীতে ও ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের বনময় রাধা দর্শনা বেশাদি ১৯৮-২০০

২৭।২৮ দর্শনানন্দবিহ্বল বৃক্ষলতামৃগ-পক্ষ্যাদির কুশল জিজ্ঞাসা ২০১

২৯।৩০ চিত্তস্থিরার্থ সখাসহ গোবর্দ্ধন তটে শ্রীকৃষ্ণের নানা খেলা ২০২

৩১—৩৪ নানাখাদ্য লইয়া ধনিষ্ঠার আগমন তৎসহ পিতামাতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা ২০২।৩

৩৫-৪২ ধেনুগণকে জলপান করাইয়া, জলক্রীড়া, তদন্তর মিষ্টান্নাদি ভোজন, তদন্তর বন-বিহরণ-ছলে রাই মিলনে গমন, চম্পক-পুষ্প-ধারণে সাত্ত্বিকোদয় ২০৩।২০৫

(নোটে কৃষ্ণভাবনামৃত হইতে অন্যবিধ মিলনছলের বর্ণনা উদ্ধার)

৪৩-৪৯ কুসুম সরোবরতীরে বসিয়া মিলনের যুক্তি পরামর্শ ২০৬-৮

৫০-৫৭ বীড়া-বৈজয়ন্তী সহ তুলসীর আগমন ও শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায়, শ্রীরাধার-বিরহোন্মাদে জলঘট মন্থন দৃষ্টে জটিলা কর্ত্তৃক অবরোধাদি ছলকথা ২০৯।১১

৫৮-৬৬ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকট দুঃখ দর্শনে তুলসীর প্রকৃত সংবাদ দান ২১২।১৪

(নোটে, দিনান্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতোক্ত শ্রীরূপমঞ্জরীর আগমন ও কৌতুক উদ্ধৃত)

৬৭-৭৪ শৈব্যা কৃষ্ণান্বেষণে আসিয়া অবস্থাদৃষ্টে, মান বাঁচাইবার জন্য শ্রীরাধার সাক্ষাৎকারার্থ আইসার কল্পিত উক্তি করণ এবং তুলসী কর্ত্তৃক তদনুরূপ রসময় কল্পিত প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক বৃন্দাসহ গমনাদি ২১৫।১৮

৭৫-৮৬ শৈব্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কপটালাপ ও তাহাকে চন্দ্রাবলী সহ সুদূর গৌরীতীর্থে গমনের পরামর্শ দান ও কংসপ্রেরিত গো চোরের কল্পিত প্রসঙ্গে তৎ প্রতারণা ২১৮।২২২

সপ্তম সর্গ। শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুণ্ড দর্শন, পূর্ব্বাহ্ললীলা।

১ কিঞ্চিদ্ বক্তব্যো শ্লোক ও যদুনন্দন ঠাকুর কৃত বন্দনা ২২৩।২৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় পৃষ্ঠা

২-৫ শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাট চতুষ্টয় ও তদুপরিস্থ মণ্ডপ ও হিন্দোলা ২২৬।২৭

৬ রত্ন সেতুর বর্ণনা ২২৮।৭।৯ তীরস্থ বৃক্ষ ও তন্নিম্নের কুট্টিমা ২২৮।২৯

১০।১১ চতুষ্কোণের চতুঃশালা তীরবর্ত্তী পুষ্পকুঞ্জশ্রেণী, তদবহিস্থ কদলীবলয় পুষ্পবন, উপবন, জলমধ্যস্থ মন্দির, তীরস্থ সেবা সম্ভার গৃহ কথন ২২৯।৩০

১৫।১৭ বৃন্দাদেবীকৃত সাজসজ্জার ও কেলি উপকরণের বর্ণনা ২৩০

১৮।৩০ জলস্থলবর্ত্তী বৃক্ষপক্ষ্যাদির ধ্বনি-মাধুরী ও পুষ্পাদির শোভা অষ্টকুঞ্জ শিল্পশালা, পথ, ভিত ও দ্বারের সাধারণ শোভাবর্ণন ২৩০।৩৩

৩১।৭২ ললিতানন্দদাখ্য উত্তর দিকের কুঞ্জ বর্ণন, (৩২।৪০ কর্ণিকার ৪১।৪৩ বায়ুকোণ দলের শাখাকুঞ্জ ৪৩।৫৪ নৈঋতদলস্থ পদ্ম মন্দির, ৫৫ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত অগ্নিকোণস্থ হিন্দোলকুট্টিমা, ৬৫ ঈশান দলস্থ শাখাকুঞ্জ ৬৬।৬৭ শ্লোকের পয়ারে উত্তরদলের ও ৬৮।৬৯ শ্লোকে পূর্ব্বদলের, ৭০ শ্লোকে দক্ষিণদলের এবং ৭১।৭২ শ্লোকের পয়ারে পশ্চিমদলের শাখাকুঞ্জ মিলিত এই অদ্ভুত কুঞ্জ) ২৩৩।২৪৫

৭২।৭৮ কুণ্ডের ঈশান কোণবর্ত্তী, বিশাখার মদনসুখদাকুঞ্জ, ৭৯-৮০ শ্লোকে পূর্ব্বদিগস্থ চিত্রানন্দদ চিত্রকুঞ্জ, ৮১।৮৪ শ্লোকে অগ্নিকোণস্থ ইন্দুলেখাসুখদ পূর্ণেন্দু কুঞ্জ, ৮৫।৯২ শ্লোকের পয়ারে দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী চম্পকলতার হেমকুঞ্জ, ৯৩।৯৫ নৈঋতবর্ত্তী রঙ্গদেবীর শ্যামকুঞ্জ, ৯৬।৯৭ তুঙ্গবিদ্যার অরুণ কুঞ্জ, ৯৮।৯৯ বায়ুকোণস্থ সুদেবীর হরিৎকুঞ্জ, ১০০।১০১ কুণ্ডমধ্যস্থ অনঙ্গমঞ্জরীর পদ্মকুঞ্জ বর্ণনা ২৪৫।৫২

১০২ কুণ্ড মহিমা ২৫৩।১০৩।১১০ নাগরের সর্ব্বত্র রাধাঙ্গশোভাও তল্লীলা দর্শন ২৫৪।২৫৭

১১১।১১৩ শ্যামকুণ্ডের সাধারণ কথা ২৫৭

১১৪।১১৫ তদ্বায়ুকোণস্থ সুবলানন্দাখ্য শ্রীরাধার কুঞ্জ ও মানস পাবন ঘাট ২৫৭।৫৮

১১৬ উত্তরের মধুমঙ্গলানন্দ ললিতাকুঞ্জ ২৫৮।১১৭ ঈশানস্থ উজ্জ্বলানন্দ বিশাখা কুঞ্জ ২৫৮

১১৮ গৌঘাট বর্ণন, ঐ। ১১৯এ সকলের দর্শনাধিকারী কাহারা? ২৫৯

১২০।১৩২ মদন সুখদাকুঞ্জে কৃষ্ণের আগমন মিলনোৎকণ্ঠা ও তদবস্থা ২৫৯।৬১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়—গ্রন্থালয়, সনাতনধর্ম্ম, কাশী

বিষয়

অষ্টম সর্গ। মধ্যাহ্নলীলা, শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা অভিসার ও মিলন।

১ মধ্যাহ্নেহথোক্ত সূত্র শ্লোক, তদনুবাদপয়ার ও বন্দনা ২৬৪।৬৫

২।৯ শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা প্রকটন ২৬৮।৬৯। ১০।১৫ তুলসীর প্রত্যাগমনানন্দ ২৭০।৭১

১৭।১৯ ললিতার বাক্যে শ্রীমতীর পুনরুৎকণ্ঠা ও বিধি নিন্দন ও আক্ষেপ ২৭২

২০।৩৭ ধনিষ্ঠার আগমন, তৎসহ প্রথমে শ্লিষ্ট বাক্য, পরে খোলা সংলাপ ২৭৩।৮০

৩৮।৪৫ অভিসার যাত্রা ২৮১। ৮৩।৪৬।৪৮ শ্রীমতীর কাননে কৃষ্ণনাম্য বেশ ২৮৩।৮৪

৪৯।৫১ সখীগণের কাননে রাই সাম্যমনন ২৮৫

৫২।৬৫ অন্যান্য যূথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গাশঙ্কা এবং তমালে হেমযূথী দর্শনে ঈর্ষা, ধনিষ্ঠাকে ভর্ৎসন, সখীগণের হাস্যে জ্ঞানোদয় ও লজ্জা ২৮৬।৯০

৬৬।৭২ সূর্যামন্দিরে গমন ও দ্রব্যাদি রাখিয়া সূর্য্যপ্রণাম করিয়া যাত্রা ২৯০।৯১

৭৩।৮১ কৃষ্ণপ্রেরিত বৃন্দার সহিত কুঞ্জেনরায় সাক্ষাৎকার ও কৌতুকালাপ ২৯২।৯৪

৮২।৯২ কুন্দলতার কপট প্রাগলভাকথার প্রত্যুত্তরে বৃন্দার চাতুর্য্যবাণী, রসময় প্রার্থনা বৃন্দার প্রতি ললিতার কৃষ্ণতাড়নাজ্ঞা লইয়া নানাপরিহাস ২৯৫।৯৮

৯৩।১০৫ অসামায়িক হাস্য কথায় সখীগণের বিলম্বোৎপাদনে শ্রীমতীর বিমর্ষভাব দৃষ্টে ব্যপদেশ বাক্যে বৃন্দা, সখীগণকে শীঘ্র যুগলমিলনার্থ উত্তেজনা করণান্তর নিজসেবা সমাধান ২৯৯।৩০২

১০৬।১০৮ রাধাশ্যামের পরস্পর দর্শনে স্ফূর্ত্তিভ্রম বর্ণনা ৩০২।৩

১০৯।১১০ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াদর্শনোত্থ ভ্রান্তির প্রকার ও বিচারবর্ণন ৩০৩।৫

১১১।১১২ শ্রীরাধার তদুচিত প্রেমভ্রান্তি ও বিচার ব্যবহার ৩০৫।৮

১১৩।১১৫ সখীগণের দ্বারা শ্রীমতীর বিস্ময়ভঞ্জন ও যুগলের স্তম্ভভাবাদি ৩০৮

নবম সর্গ। রাধাশ্যামের ভাববিকার, কুসুমনর্ম্ম, গ্রহপূজা

পঞ্চদেব পূজা ও দিক্‌পালপূজনরঙ্গ (মধ্যাহ্নলীলা।)

১ অথানয়োর্ম্মনিস শ্লোক ও বন্দনা ৩১০।৩১১

১—১০ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গোদিত ভাববিকার বর্ণনও ২২ ভাবালঙ্কার কি কি? ৩১১—১৫

১১—২১শ্রী রাধার বিলাসাখ্যভাব, যুগপৎ লজ্জা, বাম্য, ঔৎসুক্য, ললিতালঙ্কার মাধুরী, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রগতি দৃষ্টে, বাম্যেও স্পর্শোৎসুক্যে পুষ্পচয়ন ছলে পার্শ্বে অপসরণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বস্ত্ররোধে কিলকিঞ্চিতোদ্গম ও পুষ্প চয়নাদি ৩১৬—৩২১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয় — পৃষ্ঠা

২২ কন্দর্পদর্পেরসকন্দন ৩২১। তৎপরে শ্রীমতীর বিষাক মৌনতা

২৩—৩৮ শ্রীমতীর নির্ব্বাকতা ঘুচাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বহু খণ্ড খণ্ড বক্তৃতা ৩২১—২৯

৩৯—৪৩ তৎশ্রবণে শ্রীমতীর ভাব ব্যবহার ৩৩০—৩১

৪৪—৫৭ শ্রীমতীর প্রত্যুত্তর ৩৩১—৩৫

৫৮—৬৭ অবজ্ঞা দেখাইয়া শ্রীমতীর গমনাভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধাদানে নানা রস ৩৩৫—৩৮

৬৮—৭৯ রাধাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চদেব-পূজনরঙ্গাদি ৩৩৮—৪২

৮০—৯৩ শ্রীরাধার নখখানি অঙ্গ চুম্বন ছলে নবগ্রহ পূজারঙ্গ ৩৪২—৪৫

৯৪—১০৬ দিক্‌পাল-পূজন ব্যপদেশে সখীগণের সহিত রসলীলা ৩৪৫—৫১

দশম-সর্গ। (রাহুলীলায় রসরঙ্গ ও বংশী-হরণ নিকুঞ্জবিলাসাদি।)

১—৭ হরগৌরী-লীলার চেষ্টায় নানারঙ্গ ৩৫২—৫৬

৮—১১ রাধাবদনে ভ্রমরাগমন তাহাতে চকিত ভাবে কৃষ্ণালিঙ্গনাদি ৩৫৭—৫৮

১২—১৯ তাহাতে সখীগণের অঙ্গে আনন্দজ-বিকারোদয়ে সখীর-প্রেমবর্ণন ৩৫৯—৬২

২০—২২ শ্রীরাধার বাম্য ও ললিতাকে ভর্ৎসন রঙ্গ ৩৬২—৬৩

২৩—৩২ ললিতার রঙ্গোক্তি ও যুদ্ধ-সজ্জায় আনন্দে কৃষ্ণহস্ত হইতে বংশীচ্যুতি ৩৬৩—৬৭

৩২—৫১ শ্রীকৃষ্ণের রাহুলীলা শ্রীরাধা ও সখীগণকে ধারণাদিরঙ্গ ৩৬৭—৭৪

৫২—১২৮ বংশীহরণ ও অন্বেষণ উপলক্ষে নানা কৌতুক ৩৭৪—৩৯৮

১২৯—১৪৩ বংশীর সন্ধানদানের উৎকোচরূপ চুম্বনাদি দানার্থ, শ্রীকৃষ্ণের বিশাখাকে আক্রমণ, সখীদের হুড়াহুড়ি, শ্রীরাধার লুক্কায়ন ও তদুপলক্ষে বিশাখা কুন্দলতা চিত্রাদির পরস্পরেও কৃষ্ণসহ পরিহাস ৩৯৮—৪০৩

১৪৪—১৪৯ নিকুঞ্জবিলাস ৪০৩—৫।

কৃষ্ণভাবনামৃতোক্ত দুই কৃষ্ণরঙ্গ ৪০৬—১১

একাদশ সর্গ। শ্রীরাধার নখচিহ্নাঙ্কিত অঙ্গশোভা দর্শনে হাস পরিহাস ও কৃষ্ণাগ্রহে রাধাঙ্গ বর্ণন।

বন্দনা ও আস্বাদনীয়-ব্যাখ্যা ৪১২—৪১৫

১—৭ বৃন্দা ও নান্দীমুখীর আগমন, রাধাকৃষ্ণের পরস্পর বেশ রচনা, শ্রীকৃষ্ণের পদ্মপত্রে পত্র-রচনা ; কুঞ্জ হইতে বহির্গমনাদি ৪১৬—১৮

৮—১৭ রাধাঙ্গে নখক্ষতাদি দর্শনে সখীগণের হাস্য, শ্রীমতীর তদুত্তরে কারণান্তর-কথন, তাহা লইয়া সখীগণের নানা কৌতুক ৪১৮—২২

১৮—১৪২ কৃষ্ণাগ্রহে সখীগণের নানাভঙ্গীতে রাধাঙ্গ বর্ণনা ৪২২—৪৭৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতরস।

পদ্যানুবাদ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা

(মূলানুরূপেও পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরের কৃত পয়ার অবলম্বনে লিখিত)

———:০:———

প্রথম সর্গ।

(প্রাগুক্ত ঠাকুরের ধৃত মূলের শ্লোক)

শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দ-সন্দোহানন্দ-মন্দিরম্।
বন্দে বৃন্দাবনাধীশং শ্রীরাধা-সঙ্গ-নন্দিতম্ ॥ ১ ॥

(তাৎপর্য্য)

(১) সর্ব্বশাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্তপূর্ণ স্বয়ং ব্রহ্মার-মুখোদ্গত শ্রীব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ—যাহা কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুরদ্বারা বঙ্গদেশে প্রচারিত ; তাহাতে যাঁহাকে "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণই গোবিন্দ ;—তিনি সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় নরবপুতে--লোকাতীত লোকবৎ-পরমমধুর-নরলীলায়—প্রপঞ্চে প্রকটিত—শ্রীবৃন্দাবনে বিলসিত বলিয়া, অথবা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধার সহিত লীলায় সংমিলিত হইয়া "শ্রীগোবিন্দ"। তিনি ব্রজভূমি সম্বন্ধীয় সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম-জীবাদিরও নিজজনের জীবনীভূত-আনন্দের শ্রী-মূর্ত্তিতে বিরাজিত ; এবং ব্রজেই তাঁহার আনন্দ ; সুতরাং তিনিই ব্রজানন্দ। আরও যিনি সর্ব্ববিধ-আনন্দের (সন্দোহানন্দের) প্রপূরণের মন্দির, (ভাণ্ডার স্বরূপ) অথচ সমস্ত আনন্দের আশ্রয়াধার হইয়াও যিনি সতত শ্রীরাধার সঙ্গানন্দে আনন্দিত হইতেছেন, সেই বৃন্দাবনাধীশ্বর (কল্পতরুপূর্ণ বৃন্দাবনের ঈশ্বর, সুতরাং বাঞ্ছাতীত সৌভাগ্য দাতা) শ্রীগোবিন্দকে বন্দনা করি।

১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং কৃপালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্ ।
স্বপ্রেম-সম্পৎ-সুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥
শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশ-শেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈ র্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা ।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈ র্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি ॥৩

(কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে অর্থাৎ সংস্কৃত মূল শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বন্দে বৃন্দাবনানন্দং এইরূপ পাঠান্তর আছে। তদবলম্বনে যদুনন্দন ঠাকুরের অনুবাদ নহে।)

(২) জগতের যাবতীয় জীবগণ অজ্ঞানতাবশতঃ সংসার-প্রমত্ত অর্থাৎ পাপে বা পুণ্যে বিষয় ভোগেই মাতোয়ারা! অথবা পরমার্থ ভুলিয়া—ভক্তি প্রেমের পরানন্দ হারাইয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের নিমিত্ত পাগল!! জীবের এইরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে যিনি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের পরম-মঙ্গলার্থ আপনার অদ্ভুত প্রেমসুধা অর্থাৎ—সর্ব্বলোকাতীত, ব্রহ্মা-শিবাদিরও অগম্য, ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যময়—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ—মহাপ্রেমরস, (যাহা কেবলমাত্র আপনার ব্রজ-পরিকরগণের সহিত সতত আদান প্রদান আস্বাদন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী লীলানন্দ, সেই পরম মহামৃত) জগৎ জুড়িয়া বিতরণ করিয়া এবং আচরণ দ্বারা তদাস্বাদনের প্রকার শিখাইয়া অজ্ঞান-মত্ততা-বিদূরণ-পূর্ব্বক প্রেম-মত্ততায় জগৎ প্রমোদিত করিতেছেন, সেই ভুবন-মঙ্গলাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রই আমার একমাত্র আশ্রয় (তাঁহার কৃপা ভরসায়ই ব্রজরসে আমার ভাসিবার সাধ); তাঁহার শ্রীচরণে আমি নিরন্তর প্রণতি করি।

মূল শ্লোকোক্ত "উল্লাঘয়ন্" শব্দের অর্থ নীরোগ করিয়া। সুতরাং ইহাদ্বারা জীবের অজ্ঞান-মত্ততা একটি দুঃসাধ্য রোগ এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই ইহার সুচিকিৎসক, এই ব্যঞ্জনার্থটিও আস্বাদনীয়।

(৩) শ্রীরাধার প্রাণবল্লভের অর্থাৎ রাধাসহ-লীলা-বিলসিত শ্রীকৃষ্ণের "শ্রীচরণের নখ পর্য্যন্ত" ব্রহ্মাদির দুর্লভ, পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুর আবেশের বশে এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ফলতঃ তদীয় শ্রীচরণ যুগলের প্রেমসেবা যাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি, কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চলীলাং, বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।

শ্রীললিতা-বিশাখাদি ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যব্রজ-পরিকরগণকর্ত্তৃক পরমাহু রাগে কৃত হয়, উহাই (ক) ব্রহ্মা (ঈশ) মহেশ্বর (শেষ) অনন্ত প্রভৃতির অগম্যা ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়। এই প্রেমসেবা কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অনির্ব্বচনীয় সর্ব্ববিস্মৃতিক্রমি একাগ্র-ব্রজজাতীয়া অদম্যা লালসাতে সাধকের লভ্যা হন। ব্রহ্মাদির তাহা না থাকায় দেবদেব হইয়াও উহা পাইতে পারেন না মায়িক, জড়ীয়, অপবিত্র ইন্দ্রিয়াধীন মানবগণ এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবাঙ্গ ভক্তি যাজন-কারি ভক্তগণও উহার অনধিকারী;. এই অভিপ্রায়েই শ্লোকে আদি শব্দের ব্যবহার।

যদ্দ্বারা অদমনীয়-লালসার উদয় হইয়া ঐ প্রেমসেবা লভনীয়া হন, তাহারই নাম "রাগমার্গীয় ভজন-পদ্ধত্যনুসারে—শ্রীরাধাকান্তের নৈত্যিক ব্রজলীলার মানসী সেবা"। ঐ সেবার সবিস্তার-বর্ণন-সামর্থ্য লাভের নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীর বিরচিত এই শ্লোকটী গ্রহণ করিয়া সিদ্ধান্ত প্রচার পূর্ব্বক শ্রীলীলাকে বন্দনা করিয়াছেন। এই মানসী সেবা অর্থাৎ স্মরণাঙ্গ-ভক্তি-যাজনের আরম্ভে শ্রীলীলার প্রণাম অবশ্যকর্ত্তব্য।

রাগমার্গীয় ভজনপ্রণালী অনুসারে প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া বাহ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অবশিষ্ট অষ্টাঙ্গভক্তিও যাজন কর্ত্তব্য এবং গুরুদেবের নিকটে আপন প্রাপ্তব্য অভীষ্ট সিদ্ধদেহাদির পরিচয় অবগত হইয়া প্রগাঢ় লোভে সর্ব্বদা তৎপরিচিন্তা করিলেই হৃদয়ে সিদ্ধদেহের স্ফূর্ত্তি হয়; বাহ্য-বিস্মৃতিময় এক অপূর্ব্ব অন্তর্দ্দশা আসিতে থাকে। উহাতেই মানসী সেবার পরিণতি।

আর নৈত্যিক প্রেমলীলাদির প্রকার ব্যবহার ও নিজাভীষ্ট লীলাপরিকরগণের অনুষ্ঠিত, কালোপযোগিসেবার পারিপাট্য ও পদ্ধতি সম্যকরূপে জানিয়া শুনিয়া, মানসে তৎপরিচিন্তন কর্ত্তব্য। তাহাতেই প্রেমসেবাপ্রাপ্তির উৎকট আকুলতা ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া মানসে সেবাচরণ আরম্ভ হয়; পরিশেষে ইহার প্রভাবে সচ্চিদানন্দ সিদ্ধদেহে ব্রজপরিকরে জন্ম এবং নিত্যসিদ্ধ পরিকরনিকরের সঙ্গপ্রাপ্তি ও সাক্ষাৎ প্রেমসেবা লাভ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

—মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাঽপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥৪

(৪) এই যে নৈত্যিক লীলার মানসীসেবা, ইহা নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়ং, প্রদোষ ও নিশা—এই অষ্টকালে আটপ্রকার।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬ দণ্ড নিশান্তকাল। বৃন্দাবনস্থ বিলাসকুঞ্জে, নিভৃত নৈশ-লীলাতে, নিদ্রাগত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এই সময়ে জাগরিত হইয়া, গোষ্ঠ-ভবনস্থ নিজ নিজ গৃহে গোপনে গমন করেন।

তৎপরের ৬ দণ্ড প্রাতঃকাল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন এবং (সখাগণের সহিত গোশালার সন্নিধানে নানা খেলা, রন্ধনার্থ আগতা শ্রীরাধার সহিত দর্শনাদি, 'আহ্নাং" শব্দের দ্বারা জ্ঞাতব্য) তদনন্তর ভোজন ও শয়নলীলা।

৭ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত সঙ্গব অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নকাল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণার্থ বনগমন এবং তথায় সখাগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকাদি।

১৩ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত দেড়প্রহর মধ্যাহ্নকাল এবং রাত্রির ঐ দেড়প্রহর নক্ত বা নিশানামে খ্যাত। এই দুই সময়ে শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ বিপিন-বিলাস (বিপিন শব্দে ১৬ ক্রোশ লীলাবৃন্দাবন; শ্রীরাধাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ডাদি সব ইহার অন্তর্গত) দিনের শেষ ৬ দণ্ড অপরাহ্নকাল। এই সময়ে ধেনুসহ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে আগমন। সন্ধ্যার ৬ দণ্ডের নাম সায়ংকাল, তাহাতে গোদোহন ভোজনাদি লীলা। তৎপর রাত্রি ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত প্রদোষ। এই সময় নন্দ মহারাজের রাজসভায়, সুহৃদ্বর্গের ও গুণিগণের যথাযোগ্য সংবর্দ্ধনা, নৃত্য-দর্শন-শ্রবণ দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন।

এই রীতি অনুসারে নৈত্যিক-লীলায়-বিলসিত শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনায় শ্লোকের উপসংহার করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে আসল রসলীলার আস্বাদন-দান এবং প্রেমসেবোপযোগী দেহ দিয়াও সেবা প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। প্রেমসেবোপযোগী দেহ বলিতে মধুররসাশ্রিত সাধকের পক্ষে শ্রীরাধার কিঙ্করী কিশোরী গোপীদেহ।

এই শ্লোকটী সংক্ষিপ্ত স্মরণের পদ্ধতি নহে, দিগ্‌দর্শন মাত্র। সেই জন্যই গ্রন্থকার ইহাতে শ্রীরাধার সকল কালীয় লীলার সূত্র দেন নাই। কিন্তু তাহা বাদ দিবার অভিপ্রায় নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(অনুবাদ)

এই সব শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপ করিয়া,
লিখিমাত্র আপনার মন বুঝাইয়া।
শ্রীগোবিন্দ ব্রজানন্দ, আনন্দ-মন্দির কন্দ, শ্রীরাধিকাসঙ্গানন্দময়,
বন্দো বৃন্দাবনাধীশ, বাঞ্ছাকল্পতরু ঈশ, সর্ব্বানন্দ যাহার আশ্রয় ॥১
অজ্ঞানেতে মত্তক্ষিতি,দেখি কৃপা কৈলা অতি,নিজপ্রেমসুধা অদভূত
দিয়া, মাতাইলা যেই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই, তাঁরপদে প্রণতিবহুত ॥২
শ্রীরাধিকা প্রাণবন্ধু, পাদপদ্ম-নখ ইন্দু, ব্রহ্মাশিব-শেষ-অগোচর,
প্রেমসেবা সাধ্য যেই,গাঢ়লোভে মিলে সেই,ব্রজবাসি-চরিততৎপর।

---

(১) এই সব শ্লোকের—উদ্ধৃত শ্লোক চতুষ্টয়ের। আপনার মন বুঝাইয়া—নিজ মন, যাহাতে স্থির, শান্ত, প্রলুব্ধ হইয়া লীলারসে ও প্রেমসেবার মাধুর্য্যে মগ্ন হয় কেবল মাত্র এই অভিপ্রায়ে। কন্দ—এই শব্দটি মূলে নাই, মূলের সন্দোহ শব্দের স্থানে প্রপূরক অর্থে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন। কন্দ অর্থ—বৃক্ষ গুল্মাদির আবাদমূল, তাহাতে বৃক্ষের অঙ্গাদিও প্রপূরিত হয় বটে। বাঞ্ছাকল্পতরু-ঈশ—ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করাই এই মাধুর্য্যের ঠাকুরটির ঈশিতা, তাই বিশেষণে ঈশ শব্দ ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

(২) ইহার তাৎপর্য্য ও শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। দয়াই শ্রীভগবৎ-স্বরূপের অসাধারণ ধর্ম্ম এবং স্বয়ংরূপেই দয়ার পরাকাষ্ঠা। এইটুকু সংক্ষেপোক্তিতে, ইহা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের স্বয়ং ভগবত্তাও ব্যঞ্জিত বটে।

(৩) "বন্ধন করে যে" এই অর্থে বন্ধু শব্দটী স্ত্রীবাচকও হইয়া থাকে। এই অর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শিশুপালের উক্ত 'বন্ধুহন্' শব্দের ব্যাখ্যায়—অবিদ্যাকেও বন্ধু বলিয়াছেন। তদনুসারে "শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু" (জীবাতু) এবং "শ্রীরাধা যাহার প্রাণকে প্রেমে বন্ধন করিয়াছেন" এই উভয় অর্থে মূলে 'শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোঃ" এবং অনুবাদে "শ্রীরাধিকা-প্রাণবন্ধু" শব্দে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নখইন্দু" শব্দটি মূল শ্লোকে নাই, ইন্দু অর্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাগপথে পথি হৈয়া, ব্রজভাবে প্রবেশিয়া, লভ্য যেই নৈত্যিক সেবন,
মানসের সেবা যেই, বিস্তার করিয়ে এই, প্রণমিয়া তাঁহার চরণ ॥৩
নিশা-অন্তে কুঞ্জ হৈতে, পররেশ গোষ্ঠে নিতে, গোদোহনভোজনাদিলীলা
প্রাতঃকালে সায়ংকালে, খেলা সবসখা মিলে, গোচারণ সঙ্গবের বেলা
মধ্যাহ্নে নিশায় যার, রাধাসঙ্গে সুবিহার, বৃন্দাবনে হয় মহানন্দে,
অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃদ স্থান, রাখু সেই কৃষ্ণ রসকন্দে॥৪

(অন্যান্য শ্লোকের অনুবাদ)

যে অপূর্ব্বামৃত পানে, বচনেও মনে প্রাণে, অহর্নিশি পিয়াসা বাঢ়য়,
অপরূপ গুণ ধরে, ভবরোগ নাশ করে, প্রেম-মদ-মোহান্ধ করয়।
আস্বাদন হয় যত, রসদান বাঢ়ে তত, দেহেন্দ্রিয়-হৃদি-পুষ্টি করে,
সে গোবিন্দলীলামৃত, হও সদা জয়যুত, যাহে স্বর্গামৃত-স্পৃহাহরে ॥৫

চন্দ্র। পদ্মে ও চন্দ্রে নিত্যসিদ্ধ বিবাদ সর্ব্বপরিজ্ঞাত কবিপ্রসিদ্ধি। চন্দ্রের কিরণে পদ্ম মুদ্রিত হয়, প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া নখরূপ চন্দ্রের এবং পদতলরূপ পদ্মের মধ্যেও প্রেমধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। এই চরণাশ্রয় এবং এই শ্রীচরণ স্মরণে এমনি হয়। এই মহিমা এবং শোভা সৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশাদি গুণ, প্রাণে জাগাইবার জন্যই মহাজন অনুবাদক এই "নখইন্দু" শব্দটির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন "আপনার মন বুঝাইয়া" লিখিব।

এই নখেন্দু-সমুদ্ভাসিত শ্রীপাদপদ্মের প্রেমসেবা, কেবলমাত্র "ব্রজবাসিগণের চরিত তৎপর" অর্থাৎ তৎপরায়ণ ব্রজবাসিগণের স্বভাবসিদ্ধ আচরণ এবং সাধ্য অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বারাই সাধনীয়া হন উহা শিব ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভা। তথাপি রাগমার্গীয় প্রগাঢ় লোভে ইহা লাভ হয়, ইহাই পরম ভরসা। অন্যান্য কথা শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৪) আস্বাদনীয় নব কথাই শ্লোকের তাৎপর্য্যে বলা গিয়াছে। নিতে—নিতি নিতি অর্থাৎ প্রতিদিন।

(৫) পানে—পানের কালে, এই শ্লোকানুবাদটি আমাদের যোজনা; আদর্শ-গ্রন্থে ছিল না। সম্ভবতঃ ভুলে অনুবাদিতই হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(গ্রন্থকর্ত্তার দৈন্য)

আমি যে অপটু অতি, তটস্থ বুদ্ধির গতি, অতি অপাত্র আমা-হাড়িসম
কৃষ্ণলীলা রসসার, তাহে চাহি রাখিবার, হাসিবেন বৈষ্ণবেরগণ।
কৃষ্ণলীলামৃতার্ণবে, বিহরে বৈষ্ণব সবে, নিরবধি হিত দাতা হন
অদোষ-দরশি চিত, সদা করে পরহিত, শুনি ইহা হরষিত মন ॥৬॥

(৬) ৩।৪ নং শ্লোকে অষ্টকালীয় প্রেমসেবার মানস-সাধনের আবশ্যকতা প্রকটন ও তদ্‌বন্দনা, এবং লীলাবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা করিয়া ৫নং শ্লোকে শ্রীলীলার পরমাদ্ভুত অমৃতগুণ গাইয়া জয়কীর্ত্তন পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ সমাধা করিয়া, এক্ষণে চারিটী শ্লোকে আপনার দৈন্য, সঙ্কোচ এবং গ্রন্থ-করণাগ্রহের কারণ নিবেদন করিয়াছেন। এই ৬নং শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, গ্রন্থকর্ত্তা ভাবিতেছেন অষ্টকালীয়-লীলা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া আমার মনে এই বিচার আসিতেছে যে, এই বিষয়ে আমি স্বভাবতঃই দক্ষতাহীন (অপটু); তাহাতে আবার অতি তটস্থ (লীলারসের ভিতরে আমার বুদ্ধির গতি নাই); এবং অতি অপাত্র ; পূজ্যপাদ মূলগ্রন্থ কর্ত্তা, উদাহরণ দ্বারা কথা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—মৃত্তিকা নির্ম্মিত অদগ্ধ কাঁচা হাড়ির (আমা হাড়ির) ন্যায় আমি রসধারণে অপাত্র ! আমা-হাড়িতে দ্রবদ্রব্য রাখিতে দেখিলে লোকে যেমন হাস্য করে, তেমনি এই যে আমি সকল রসের সার শ্রীকৃষ্ণলীলারস আমার অসার অনুপযোগি হৃদয়ে রাখিতে অর্থাৎ ধারণ করিতে চাহিতেছি, ইহা দেখিয়াও অবশ্যই বৈষ্ণব-বৃন্দের হাস্য সংবর্দ্ধিত হইবে।

আরও যে বৈষ্ণববৃন্দ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলার সাগরে বিচরণ করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই লীলারস সিঞ্চন করিতে (শুনাইতে) উদ্যত !! এত বাল-চাপল্যও কি হাস্য করিবেন না ?

আমার লেখা অবশ্য হাসিবার যোগ্য এবং ইহাও সুনিশ্চিত কথা যে রসজ্ঞ বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকটে ইহা উপহসিত এবং উপেক্ষিত হইলে আর কেহই ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিবেন না, কাজেই আমিও লজ্জা পাইয়া ইহা প্রচার করিতে নিরস্ত হইব। তথাপি এই দুঃসাহস করিতেছি কেন ? সেই বিষয়ে—"নিরবধি হিতদাতা হন" প্রভৃতি পরবর্ত্তী কথাগুলিতে বৈষ্ণবের গুণ বলিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরূপসন্নটরাজ, কৈলা যে নাটক কাজ, কৃষ্ণলীলামৃত-রসময়।
ব্রজের বৈষ্ণবগণ, তাহাতেই নিমগন, সবে হন রসের নিলয়॥
তাঁর আগে মোর বাঁণী, হাস্যপ্রকাশন মানি, ভণ্ডপ্রায় বচন আমার,
যদি বাক্যমন্দ অতি,তথাপি বৈষ্ণব তিতি, পাইবেন আনন্দ অপার॥৭
ভাগবত শাস্ত্রেকহে, কৃষ্ণকথা উক্তি যাহে, তাতে সর্ব্বপাপ বিনাশয়,
শ্রীগোবিন্দলীলা যবে,মন্দবাক্য আর্য্য হবে,সাধুগণ যাহা আদরয়॥৮॥

এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে "কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিরন্তর সকলের হিতদাতা অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরের মঙ্গলবিধান করেন কাহারও দোষ দেখেন না; এই কথা ভাবিয়া আমার এইরূপ আনন্দও আসিতেছে যে—শ্রবণাগ্রহ-প্রকটন পূর্ব্বক আমার দ্বারা শ্রীলীলা বলাইয়া আমারও হিতসাধন করিতে পারেন।

(৭) মহানুভব বৈষ্ণবগণ তোমার লেখা পাঠ করিয়া হাস্য করিবেন, যদি এমনি মনে কর, তবে লেখার দুরাগ্রহ কেন? ৭।৮নং শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ৭নং শ্লোকের সারকথা এই যে নাট্যপণ্ডিতগণের শিরোরত্ন শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ, শ্রীবিদগ্ধমাধবাদি কৃষ্ণলীলামৃতপূর্ণ যে নাটক সকল রচনা করিয়াছেন, শ্রীব্রজধামের রসিক বৈষ্ণবমণ্ডলী অধুনা তাহে অর্থাৎ তদ্ রসাস্বাদেই নিমগ্ন আছেন। এ সময়ে তাঁর আগে অর্থাৎ সেই সঙ্গে মাদৃশ মন্দজনের বাক্য সকল ভণ্ডপ্রায় অর্থাৎ ভাঁড়ের কথার মত প্রহসন স্বরূপে তাঁহাদের প্রমোদ প্রদান করিবে বলিয়া আমি মনে করি (মানি)।

মন্দবাক্য—মন্দজনের বাক্য। মূল শ্লোকের পাঠ—"বাঙ্মন্দস্য মে"। ততি—সমূহ।

(৮) "তদ্বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ। ইতি।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে যাহে অর্থাৎ যে বাক্যে, শ্লোকে প্রসঙ্গে বা যে গ্রন্থে সমস্তজনের পাপনাশিনী শ্রীভগবৎ কথা থাকেন, ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ সাধুগণ তাহা অবশ্যই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হন। অতএব শ্রীগোবিন্দলীলাবর্ণনের প্রভাবে মাদৃশ মন্দজনের বাণীও (মন্দবাক্যও) আর্য্যা অর্থাৎ আদরণীয় হইবে, আমার ইহা দৃঢ় ভরসা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মরুভূমি মুখ মোর, বাণী তাহে খিন্নচর, গোকুল উন্মুখী ধেনুগণ,
বৈষ্ণবের কর্ণ সরে, যদ্যপি প্রবেশ করে, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন ॥৯॥

(যদুনন্দন ঠাকুরের দৈন্য)

না জানি শ্লোকার্থগণ, যৈছে তেছে সঙ্ঘটন করি,গুরু বৈষ্ণব বন্দিয়া
কৃষ্ণ-লীলামৃত সার, নিগূঢ়ার্থগণ তার, পণ্ডিতেহ না বুঝয়ে ইহা।

---

(৯) রসভাবাদির অভাবে বিশুষ্ক বাক্যসকলও রসিক ভক্তমণ্ডলীর শ্রবণে প্রবিষ্ট হইলে (তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়ে পরিব্যাপ্ত ভাবাদির সহিত সংমিলিত হইয়া) স্নিগ্ধ ও পরিপুষ্ট অর্থাৎ শ্রবণ-সুখদ হয়। অর্থাৎ মহাত্মামণ্ডলীর শ্রবণানন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলেই উহা শুনিয়া সুখ পান। বাক্যরূপ গো-সকলের উপজীব্য ব্রজভাবরূপ সুকোমল তৃণও ব্রজলীলারূপ রসবিহীন উত্তপ্ত মরুতুল্য আমার মুখে বিচরণ করিয়া, যে বাক্যাবলী খিন্নচর অর্থাৎ বিচরণকারি "কৃশ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য" ধেনুর দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে তরুলতা-তৃণগুল্মাদিমণ্ডিত ও সুমিষ্ট জলাশয়সঙ্কুল মধুর রসময়ী গোকুলভূমিতে গমনোন্মুখী হইয়াছে। কিন্তু খিন্নতা ও দুর্ব্বলতা হেতু গমনের সামর্থ্য নাই। পশুগণের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিলে গোপালকগণ সুমিষ্ট সরোবরের তৃণাকীর্ণ তীরে চরাইয়া ও সেই সরোবরের জলে স্নানাদি করাইয়া তাহাদের বলপুষ্টি ও প্রফুল্লতা বিধান করে। আমার দৃঢ় ভরসা মদীয় বাণীরূপ খিন্ন ধেনুগণকে তেমনি বৈষ্ণবের কর্ণরূপ (সরে) সরোবরতটে বিচরণ করাইলে রসস্নিগ্ধ ও পরিপুষ্ট হইবে এবং তৎফলে আমার মনসাধ পূর্ণ হইবে।

"বৈষ্ণবের কর্ণসরে" এই শব্দটি সামীপ্যার্থব্যাঞ্জক অধিকরণের পদ। মূল শ্লোকের পাঠ "কর্ণকাসারসন্নিধৌ"।

(ক) এই পর্য্যন্ত রসিকগুরু মূলগ্রন্থকর্ত্তা শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কৃত মঙ্গলাচরণ ও দৈন্যাদি প্রকাশক-শ্লোক সকলের অনুবাদ করিয়া, অনুবাদক যদুনন্দন ঠাকুর এই স্থানে নিজের দৈন্য ও বন্দনাদি বিবৃত করিয়াছেন। দৈন্য শ্রীগৌরভক্তের অসাধারণ ধর্ম্ম। আপন কৃতিত্ব, সম্পূর্ণরূপে যাহাতে বিস্মৃত করায় এবং জানা বিষয় সম্বন্ধেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানি না বলিয়া বোধ জন্মায়

২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি অতি তুচ্ছ মতি, না জানিয়ে স্থান স্থিতি,
ভাল মন্দ বিচার উদ্দেশে,
শুনি কৃষ্ণগুণ স্তুতি, বিহ্বল হইল মতি, গায় যদুনন্দন হরিষে। (ক)

এবে করি গুরুবর্গ বৈষ্ণব বন্দনা,
যাতে বিঘ্ন নাশ, হয় মঙ্গল ঘটনা।
বন্দনা করিব মাত্র এই মোর সাধ,
ক্রম-বিপর্য্যয়ে না লইবে অপরাধ। (খ)

নিজের তুচ্ছতাব্যঞ্জক সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ-বুদ্ধির ব্যাপারকে দৈন্য বলে। তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পূজ্যপাদ পদ্যানুবাদক ঠাকুর যদুনন্দন এই চারি ছত্রে বলিয়াছেন-শ্লোকের সারার্থে আমার বুদ্ধির গতি নাই। গুরুবর্গকে ও বৈষ্ণববৃন্দকে বন্দনাপূর্ব্বক তত্তৎকৃপায় যেরূপ (যৈছে) স্ফূর্ত্তি ঘটে তাহাই (তৈছে) লিখিতে বসিলাম। যাহা (যে লীলা) শ্রীকৃষ্ণলীলার সারবস্তু, তাহাই শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক সকলের নিগূঢ় অর্থ, দেখা গিয়াছে, কৃতবিদ্য পণ্ডিত লোকেই উহা বুঝিতে পারেন না। অতিতুচ্ছবুদ্ধি নগণ্য অপণ্ডিত আমি সাধারণ শব্দের স্থান স্থিতি এবং ভাল মন্দ বিচারের উদ্দেশ পর্য্যন্ত জানি না, তথাপি লীলারসজ্ঞ-সুপণ্ডিত-বৈষ্ণবের মুখে তদ্বর্ণিত কৃষ্ণগুণাবলী শুনিয়া, আমার মতি বুদ্ধি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই অযোগ্য যদুনন্দন (আমি) উহা গীতযোগ্য পদ্যে মাতৃভাষায় গাইতেছি।

বন্দনার কথা। পয়ারের তাৎপর্য্য।

(খ) গুরুবর্গের বন্দনা—গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু এবং পরমেষ্ঠী গুরুর বন্দনা।

বন্দনার ক্রম বিপর্য্যয় শব্দে অগ্রে যাহার বন্দনা করা উচিত, পশ্চাৎ তদ্বন্দনা করা। একত্রে বহুতর মাননীয় জনের বন্দনায় এ নিয়ম অনুবর্ত্তন প্রায়শঃ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে ক্রমভঙ্গের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য পরিহার প্রার্থনা করিয়াছেন। এইরূপ বন্দনা করাই বৈষ্ণব সমাজের শিষ্টাচার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যথা রাগ)

বন্দো গুরু পদতল, চিন্তামণিময়স্থল, সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি,
আচার্য্য প্রভুর সুতা,নাম শ্রীল হেমলতা,তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি।
অজ্ঞানের অন্ধকারে,পতিত দেখিয়া মোরে,জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়াকরি,
যাহারকরুণা হৈতে,নেত্র হৈল প্রকাশিতে,দূরেগেল অন্ধকারাবলী।
বন্দো শ্রীআচার্য্যপ্রভু,আমার প্রভুর প্রভু,তাঁর পদে কোটি পরণাম,
শ্রীগোপালভট্ট নাম,রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম,পরাপর গুরু কৃপাধাম। (গ)
বন্দো প্রভু গৌরচন্দ্র,সকল আনন্দ কন্দ,পরমেষ্ঠি গুরু তিঁহো,হায়!
যিহোঁ কৃষ্ণপ্রেম বন্যা,দিয়া কৈলা ক্ষিতি ধন্যা,অনন্ত প্রণতি তাঁরপায়,
বন্দো তাঁর ভক্তগণ, তাঁর গুণ অনুক্ষণ, রোদন মিশালে যারা গায়।
না জানয়ে নিশিদিশি,গৌরপ্রেমরসে ভাসি,কৃপাময় কল্পতরুপ্রায় (ঘ)

(যথারাগ বন্দনার টিপ্পনী)

(গ) পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী যত্নুনন্দন ঠাকুরের মন্ত্রগুরু। এই নিমিত্ত প্রথম চারি ছত্রে তদ্বন্দনা করিয়া,তৎপর পরমগুরু আচার্য্য প্রভুর, তৎপর পরাপরগুরু জগদ্বন্দিত শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের এবং তৎপরে আপন পরমেষ্ঠী গুরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের বন্দনা করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও মর্য্যাদা অতিক্রম করা হয় নাই। শাস্ত্রমর্য্যাদানুরূপে ইহাই গুরুবর্গের বন্দনার নিয়ম।

অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে পথভ্রান্তি কূপাদিতে পতন, বস্তুর ও ব্যক্তিবর্গের প্রকৃত পরিচয়ে বাধা, অবস্তুতে বস্তুবোধ, ইহাই সংসারিজীবের দুর্দ্দশার সংক্ষিপ্ত সার চিত্র। জ্ঞানাঞ্জন দিলা—সারাসার বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞানরূপ সিদ্ধাঞ্জনদ্বারা অন্ধকারের ভিতরেই দর্শনের শক্তি বিকাশ করিয়া দিলা। ইহা দ্বারাই, সদ্গুরু ও সুদীক্ষার প্রাথমিক পরিচয়।

(ঘ) শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের বন্দনাতে 'হায়!' শব্দের দ্বারা আক্ষেপ করার অভিপ্রায় এই যে অধম আমি তাঁহার অনুশিষ্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বন্দো নিত্যানন্দ রায়, গৌরপ্রেমময় গায়, অনেক প্রণাম করি তাঁরে
বন্দো তাঁর ভক্তততি, সদয়হৃদয় অতি, প্রেমের সাগরে যারা ডারে (ঙ)
আচার্য্য অদ্বৈত রায়, প্রণতি করিয়ে তাঁয়, গৌরচন্দ্র বিনা স্মৃতি নাই,
বন্দো তাঁর ভক্তচয়, যে আচার্য্য-মত লয়, যাহা হৈতে গৌরচন্দ্র পাই।(চ)
বন্দো রূপ সনাতন, সর্ব্বদা বিহ্বল মন, রাধাকৃষ্ণ লীলারস রঙ্গে,
বহু শাস্ত্রগণ জানি, প্রকাশিলা সার ছানি, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তরঙ্গে।
বন্দো ভট্ট রঘুনাথ, বন্দো দাস রঘুনাথ, বন্দো আর শ্রীজীবগোসাঞি
বন্দো রায় রামানন্দ, গদাধর প্রেমকন্দ, বন্দো আর স্বরূপ গোসাঞি
বন্দো শ্রীমুকুন্দদাস, বন্দো নরহরি দাস, বন্দো আর শ্রীরঘুনন্দন,
শ্রীখণ্ডেতে যার বাস, গৌরপ্রেম-সুখোল্লাস, যার শীল ভুবনবন্দন।(জ)
ঠাকুর পণ্ডিত পায়, বন্দনা করহো যায়, সদা বহে প্রেমনন্দপূর,
গৌরাঙ্গজীবন যার, কে কহিবে গুণ তাঁর, যার নামে তাপহয় দূর। (ঝ)

(ঙ) শ্রীনিতাই চাঁদের বর্ণনায়,—'গৌর প্রেমময় গায়"—কথার অর্থ এইযে গৌর প্রেমময় গা (কলেবর) যাহার তাঁহাকে। ততি—সমূহ। ডারে—বলপূর্ব্বক নিমজ্জিত করে।

(চ) শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রেরগণে—কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে খর্ব্ব করিয়া, 'অদ্বৈতগোবিন্দ" নামে এক নূতন মত প্রচার করেন। বন্দনায় এই দলকে বাদ দিয়াছেন। যে চৈতন্য মানে না, সে দৈত্যতুল্য।

(ছ) শ্রীরূপসনাতন বহুশাস্ত্র জানিয়া অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়া সমস্তের সার ছানিয়া অর্থাৎ ছাঁকিয়া ভক্তিশাস্ত্রসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন।

(জ) ইহাদের পরে বন্দিত শ্রীনরহরিদাস—স্বনাম-ধন্য শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর। মুকুন্দদাস—তাঁহার ভ্রাতা এবং রঘুনন্দন—মুকুন্দের পুত্র।

(ঝ) ঠাকুরপণ্ডিত সম্ভবতঃ সরকারঠাকুরের শিষ্য চৈতন্যমঙ্গলপ্রণেতা ঠাকুর লোচন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণিতে বিলম্ব হয়, গ্রন্থ বাড়ে অতিশয়, নাহি জানি বন্দনার ক্রম।
আপনা পবিত্র কাজে,নাম গাই গ্রন্থ মাঝে,নাশাইতে মনের বিভ্রম।
সকল বৈষ্ণবগণ, দৃশ্যাদৃশ্য যতজন, সভার চরণ-ধূলি যত,
আপন মস্তকেকরি,হরষিত হইয়া ধরি,প্রত্যেকে বন্দিবআর কত(ঞ)
আচার্য্যপ্রভুরগণ, পরিবার যতজন, প্রণমহো সভার চরণে,
আমি অতি দুপামর,মোরে কৃপা দৃষ্টি কর.দন্তে তৃণ করো নিবেদনে;
পতিত-তারণ কাযে. সবে আইলা ক্ষিতি মাঝে, সবে মহা দয়ারসাগর,
সংসার-সাগরানলে.পড়িয়া কাকুতি করে,এ যত্নন্দনে কর পার (ট)

(আবার পূজ্যপাদ যত্নন্দনের দৈন্য)

শ্রীগুরু শ্রীপদদ্বন্দ্ব করিয়া বন্দন,
সংক্ষেপে কহিব কিছু কৃষ্ণলীলাক্রম,

(ঞ) ইহার পর যত্নন্দন ঠাকুরের নিবেদন, যথা—বৈষ্ণবের শ্রীনামোচ্চারণে দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি সব পবিত্র হয়. চিত্তের বিভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তিও বিক্ষেপাদি নাশ হয়; তৎকলেই অভীষ্টের পূর্ত্তি এবং স্ফূর্ত্তি। সেইজন্য কয়েকজন মাত্র প্রসিদ্ধ মহাত্মার নাম এইস্থানে কীর্ত্তন করিলাম; সাধ পূর্ণকরিয়া নিজেরজানাশুনা সমস্ত বৈষ্ণববর্গের শ্রীনাম বলিবার ভাগ্য হইল না! ক্ষোভ রহিয়া গেল !! কারণ তাহা করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং অনেকসময় লাগিবে। কাজেই মূললীলা বর্ণনে বিলম্ব ঘটিয়া উঠিবে। অতএব মানসিক সেবারূপে আমি দৃশ্যাদৃশ্য অর্থাৎ প্রকট অপ্রকট পরিচিত অপরিচিত সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া সকলকে বন্দনা করিতেছি।

(ট) তাহা হইলেও গুরুপরিবারের বিশেষ বন্দনা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং পূজনীয়া শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্যানুশিষ্য সকলেই আচার্য্যপ্রভুর পরিবারে গণনীয়; সেইজন্য পরমবন্দনীয় শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভুর সমস্ত গণের ও পরিবারের বিশেষবন্দনা শেষ চারিছত্রে করিয়াছেন। সাগরানল—বাড়বাগ্নি। সংসারসাগরানল—জাগতিক সুখ হইতে উত্থিত তাপ।

(আবার যত্নন্দন ঠাকুরের দৈন্যের তাৎপর্য্য।)

(ঠ) শ্রীভগবানের এবং তদ্ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বুদ্ধিহীন, মূর্খ, শাস্ত্র-জ্ঞানহীন বড়,
ভালমন্দ বিচারের না জানিয়ে দড়।
তথাপিও চিত্ত মোর করে ধক্‌ধকি
মনের প্রবোধ লাগি যে-তে-মতে লিখি ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি পায়ে কোটি নমস্কার,
অদোষ-দরশি চিত্ত সদাই যাহার।
যদি মুঞি অতিশয় জড়-মতি ছার,
না জানিয়ে শুদ্ধ যন্ত্রতন্ত্রের বিচার,
তথাপিও অন্য নহে-লিখি কৃষ্ণগুণ,
আস্বাদনে বাঢ়ে সুখ, পাপ হয় শূন।
নিজ দোষ কত মুই লিখিব বিস্তার,
চলিতে না পারো এত পাতকের ভার।

এবং নিজের অযোগ্যতা-বুদ্ধিটি স্বভাবের সঙ্গে মিশিয়া গেলেই, পদে পদে রূপ প্রার্থনার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বদা জাগরিত থাকিয়া কার্য্য করায়। তাই দৈন্য ব্যবহারটি মহাজনগণের সর্ব্বস্ব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ব্রজলীলাটি কি ব্যাপার? উহা ভজনীয় কেন? অন্যান্য উপাসনা অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ অংশে? সাধারণ উপাসনার সহিত ইহার পার্থক্য কি? প্রকারই বা কি? এই সকল কথা মোটামোটি জানা না থাকিলে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের রসাস্বাদ দুরূহ। সেই জন্য ক্রম পূর্ব্বক এইগুলি সংক্ষেপে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুর পুনরায় দৈন্য, বন্দনা প্রার্থনা, এবং নিরাশা ও ভরসার প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তাই সকল কথার সহিতেই তাঁহার দৈন্য।

প্রারম্ভিক কথাগুলির সার অভিপ্রায় এই যে, আমি নির্ব্বোধ, মূর্খ, শাস্ত্র-জ্ঞানশূন্য এবং যন্ত্রতন্ত্রের বিচার বিরহিত হইয়াও যে এইগুলি লিখিতেছি ইহার মূল কারণ নিজ চিত্তের প্রবোধবিধান। আলোচনায় ও অনুশীলনে চিত্তের যেমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণলীলা এ জন লিখিতে সাধ করে.
বিচার করিতে পড়োঁ লজ্জার ভিতরে।
অনন্ত সহস্র মুখে বর্ণিতে না পারে,
ব্রহ্মা শিব সনকাদি চিন্তয়ে অন্তরে।
নারদ প্রহ্লাদ আদি অনন্ত ভকত,
ব্যাস শ্রীউদ্ধবাদি আর শত শত।
ইহারা না পায় অন্ত হেন লীলা যার,
মুঞি ক্ষুদ্র কীট হইয়া কি পাইব পার।
শুকদেব ঠাকুর যে লীলা রসময়
কিছু প্রকাশিলা তিহোঁ ভাগবতে কয়। (ঠ)

(শ্রীলীলারক্রম)

"সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এই 'সত্তার' জ্ঞান,
'ব্রজবাসিগণের' প্রেমভক্তি অনুপাম।

প্রবোধ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। যদি বল বৈষ্ণববৃন্দতো পাঠ করিয়া বর্ণশুদ্ধি শব্দাশুদ্ধি দ্বারা বিরক্ত হইবেন। উত্তর—হইবেন না। তাঁহার তো দোষদর্শী নহেন। প্রদাতার ও প্রদান ব্যাপারের দোষ দৃষ্টি বিনা গঙ্গাজল পানের ন্যায় সমাদরে ও পরমাগ্রহে তাঁহারা সুখদ ও পাপঘ্ন শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ ও আস্বাদন করেন। শূন—শূন্য।

(ড) অতঃপর বক্তব্য-লীলার ক্রমাদি আরম্ভ করিয়া কহিতেছেন—সর্ব্বজ্ঞ মুনিপুঙ্গব শ্রীশুকদেব ঠাকুরের শ্রীমদ্ভাগবতীয় উক্তিই এ ব্যাপার বুঝিবার প্রথম সূত্র।

উহার প্রথম কথা এই যে—বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর-নারায়ণেরও আশ্রয়, মূল ভগবান্; ইহাই সকলে জানেন। (বলা বাহুল্য সাধারণ ভক্তেরাও ঐ জ্ঞানমূলেই তাঁহার উপাসনা করেন। ইহার নাম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়-ভক্তি বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা সঙ্কুচিত-প্রেম। সাধন পরিপাকে মাধুর্য্যে মন ডুবিলে ঐশ্বর্য্য বুদ্ধির রাজত্ব যায়।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কে কহিতে পারে তাহা বিনা ব্রজবাসী ?
অহর্নিশ রহে যেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি।
সর্ব্বসুখস্থল কৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধাম,
সুখময় সঙ্গী-সব তাহারি সমান।
ইচ্ছা-লীলা করে কৃষ্ণ মায়াগন্ধহীন,
পিতামাতা-দাস-সখা-ভাব পরবীণ।
প্রেয়সী সহিতে সুখ-বিলাস অপার"
গোবিন্দলীলামৃতে এই লীলার বিস্তার।(ড)

ব্রজবাসিগণের ভাব ইহার বহু উপরের বস্তু, উহা অনির্ব্বচনীয় এবং উপমা-রহিত প্রেমভক্তি। ব্রজজনসিগণ দিবারাত্রি স্বপ্নে জাগরণে নিরন্তর ঐ প্রেমে ভাসিয়া বেড়ান। কৃষ্ণাবেশ মুহূর্ত্তের কি পলকের জন্যও তাঁহাদের ভাঙ্গেনা। অন্যাবেশ সংস্পৃষ্ট-লোকে তাঁহাদের সে প্রেম বুঝা, ও বলা দুইই অসাধ্য বিষয়।

২য় কথা—যত ধামে যত লোকে যত প্রকার সুখ আছে শ্রীধাম বৃন্দাবন সমস্ত সুখের মহাভাণ্ডার এবং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলীলার পরিকরগণ সকলেই তাঁহার ন্যায় সুখময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ তনু।

তৃতীয় কথা—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-লীলা। তাঁহার বৃন্দাবনীয় লীলা প্রয়োজনানুরোধে ব্রহ্মাদির প্রার্থনায় অনুষ্ঠিত ভূভার হরণাদি—অনুরোধময়ী লীলা নহেন। স্বেচ্ছাকৃত-আনন্দোল্লাসময়ী মহালীলা। মায়াগন্ধহীন, লোকবৎ হইয়াও লোকাতীতধর্ম্মবিশিষ্ট, চিচ্ছক্তিরূপিণী যোগমায়া দ্বারা সম্পাদিতা।

চতুর্থ কথা—শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ব্রজলীলাই চারিটি ভাবের মধ্যে কোনও ভাবের অধীন। যথা পিতামাতার ভাব (রক্ষণ পালনময় বাৎসল্য) ; দাসগণের ভাব (আত্মার্পণময় দাস্য) ; সখাগণের ভাব (সম্ভ্রম গৌরবশূন্য অসঙ্কোচ-বিশ্বাসময় সখ্য) এবং কান্তাগণের ভাব (শৃঙ্গাররসাত্মক সর্ব্ববিধ সেবায় সুখদানাত্মক-মধুর) এই চারি রসময়ী। তন্মধ্যে প্রেয়সী-নিষেবিত সুখ বিলাসই অনবধিরূপে বিদ্যমান অর্থাৎ দিবারাত্র স্বপ্নে জাগরণে উহার বিরাম নাই, ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সদা পূর্ণ। পরবীণ—প্রবীণ, প্রধান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপপতি ভাব কৃষ্ণে রাধিকাদিগণে,
নির্ম্মল উজ্জলরস, সর্ব্বোত্তমোত্তমে।
পরকীয়া-বিলাস শ্রীরাধিকাদি লৈয়া
রসিকশেখর খেলে রসলোভী হৈয়া।
কৃষ্ণের প্রেয়সী সবে, কেহ নহে পর,
রসের কারণে হয় লীলা স্বতন্তর। (ঢ)

(ঢ) এই যে প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসবিলাস, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ইহারই সারাংশের বিস্তারিত বর্ণনা। রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরতমুনি—"মন্মথেন্দ্র পরমারতি" বলিয়া যাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপন করিয়াছেন, ইহা সেই প্রচ্ছন্ন-কামুকতা, পরস্পরদুর্লভতা, এবং বহুবার্য্যমাণাত্মক-পরকীয়া ভাবময় বস্তু।

পরকীয়া ভাবের অর্থ—"আমাদের বিপ্রাগ্নিসাক্ষিক বিবাহ হয় নাই" এইরূপ অলস্ত-জ্ঞানসত্ত্বেও ইহপরকালের শুভাশুভ, বিধি-নিষেধ, লজ্জা, ধর্ম্ম, ভয়, বিচারাদির বিক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বিমর্দ্দনকারি কোনও অনম্বরণীয় নির্ম্মলোজ্জ্বল-প্রেমরসের তরঙ্গে স্বাধীনতা হারাইয়া নায়কনায়িকার একপ্রাণতা। ইহা নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণেচ্ছামূলক পশুভাব নহে। ইহা কখনও পরম-ধর্ম্মের মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া চলে না।

মধুর রস স্বতঃই সর্ব্বোত্তম অর্থাৎ সকল রসের সংমিলনে অপূর্ব্বতাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠরস। তাহার মধ্যেও স্বকীয়াভাব হইতে পরকীয়া ভাবের প্রভাব ও প্রেমোৎকর্ষ বহুগুণ অধিক। তাহাতেই বলিয়াছেন, নির্ম্মল উজ্জ্বল রস সর্ব্বোত্তমোত্তমে; নির্ম্মল—নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাসনাশূন্য।

তাহাতেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই পরকীয়া রসের লোভী এবং শ্রীরাধাদি ব্রজযুবতীগণের সহিত এই রসে তাঁহার বৃন্দাবনীয় নিত্যলীলা। শ্রীরাধাদি গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই নিত্যকান্তা, কেহই পর নহেন। পরপুরুষের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের বিবাহ হয় নাই। যোগমায়া ভগবতী, তাহাদের মায়া-মূর্ত্তির সহিত অভিমন্যু-আদি গোপগণের কুহকবৎ-প্রাতীতিক-বিবাহাভিনয় প্রদর্শন করিয়া পরকীয়া ভাবটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধন জানিতে ইহা বুঝিবে সর্ব্বথা
কিন্তু ব্রজবাসীজনে পরকীয়া মতা।
এই মত নিত্য লীলা, যার নাহি নাশ,
রসিক ভকত পাইবারে করে আশ।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্ত্যে ইহার নিত্যতা
অদ্ভুত ইহাতে নাই, দুর্ভাবনা বৃথা ; (ণ)
কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৃষ্ণ সঙ্গে স্থিতি,
অতএব ব্যক্ত কৈল এ সব চরিতি।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার,
প্রকাশিলা যিহোঁ কৃষ্ণলীলার ভাণ্ডার। (ত)
প্রাকৃতে লিখিয়া বুঝোঁ এই মোর সাধ,
এ সব সম্পূর্ণ হয় বৈষ্ণব প্রসাদ। (থ)

(ণ) মধুর-রসাত্মক-ব্রজভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াকালে শ্রীলীলারসের এই সকল তত্ত্ব বেশ করিয়া বুঝা সাধকের আবশ্যক। কিন্তু প্রেমমুগ্ধ-শ্রীভগবানের এবং তথাবিধ গোপগোপীগণের হৃদয়ে কখনও এ সব 'তত্ত্বের" স্ফূর্ত্তি হয় না। লীলাসাধিনী শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে পরকীয়া ভাবই তাঁহাদের হৃদয়ে সদা বিদ্যমান এবং তদ্ভাবাঢ্যলীলাও নিত্য বর্ত্তমান।

(ত) শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ব্রজলীলার কস্তুরী মঞ্জরী। সুতরাং সিদ্ধ সাধক উভয় দশায়ই তিনি আপন সেবা-রসাবেশে সতত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলায় মগ্ন থাকিয়া সবই জানেন, তাই তাঁহার কথাগুলি অভ্রান্ত এবং আর্ষবাক্যবৎ আদরণীয়। তাঁহার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম।

(থ) প্রাকৃতে (আমাদের সাধারণ ভাষাতে) শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর কৃত অপূর্ব্ব-শ্লোক নিবদ্ধ-শ্রীলীলার ধারাটি ধরিয়া নিজে বুঝিবার জন্যই আমার চেষ্টা ও আগ্রহাকাঙ্ক্ষা ; যে হেতু ভজনশীলা উজ্জ্বলাখ্য ভক্তিই তদর্পিত্যু লীলার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উজ্জ্বলাখ্য ভক্তি এই যার প্রাণ ধন,
প্রেমময় লীলা এই সর্ব্বোত্তমোত্তম।
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা প্রকাশ করিতে,
আনন্দ, বিষাদ, ভয়, উপজয়ে চিতে। (দ)

(যদুনন্দন ঠাকুর কৃত লীলাক্রম।)

অথবা কৃষ্ণের লীলা অনন্ত অপার,
কে আছে এমন যেই করে অন্ত তার?
এক দিনের লীলাক্রম সংক্ষেপ করিয়া,
লিখি মন বুঝাইব এই মোর হিয়া।

প্রাণ-সর্ব্বস্ব এবং ইহা আমাদের প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আচরিত-সর্ব্বোত্তমোত্তমা-নিগূঢ়া-প্রেমলীলা।

(দ) কিন্তু সাধারণের বোধ্যভাষাতে ইহা লিখিলেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হইতেছে। নিজের অযোগ্যতা ভাবিয়া অসমাপ্তির আশঙ্কায় বিষাদও আসিতেছে। আনন্দে, ভয়ে ও বিষাদে আমি নিমগ্ন। আবার মনে উঠিতেছে "শ্রীকৃষ্ণের অপার অনন্ত লীলাবলীর মধ্যে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অতি সংক্ষেপে একদিনের লীলার ক্রমমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার চুম্বকানুবাদ লিখিতেও আপন অশক্তির কথা ভাবিয়া বিষাদিত হইলে, ভজন চলিবে কি করিয়া? অতএব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-ভরসায় আমি দৃঢ়সঙ্কল্পে বুক বাঁধিয়া, লিখিয়া মন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

(ধ) গ্রন্থে একদিনের লীলামাত্র বর্ণিত হইলেও বুঝিতে হইবে এই পরিবারের সঙ্গে অর্থাৎ শ্রীরাধাদির সহিত এমনি এই ক্রমে, নিত্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমময় লীলাবিলাস হইয়া থাকে। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে ইহা দ্বিবিধা। কিন্তু উভয়ত্রই পরকীয়া ভাবময়। দেশভেদে একই সূর্য্যের উদয়াস্ত ও কিরণ দানের (সময়সম্বন্ধীয়) পার্থক্যের ন্যায় প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত বৃন্দাবনে, প্রকটলীলা প্রতিকল্পান্তরে একবারমাত্র পরিদৃশ্যা হন এবং ১২৫ বৎসর বর্ত্তমান থাকেন, অন্য সমস্ত সময় অপ্রকটরূপে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করেন। প্রকট-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু এই পরিবার সঙ্গে অনুক্ষণ
প্রকটাপ্রকট লীলা, নাহি বিশ্রমণ।
প্রকটেও পরকীয়া, অপ্রকটে সেই,
পরিবার ভিন্ন নহে, নিত্যরূপ সেই। (ধ)
গুহাদতিগুহ্য এই পরকীয়া রস,
সদা কৃষ্ণ আস্বাদয়ে হৈয়া যার বশ।
পাষণ্ড লাগিয়া সদা ভয় লাগে চিতে,
পাষণ্ড না রহে যেন গোবিন্দচরিতে। (ন)
তবে যদি তর্কে কেহ করে পরিহাস,
সর্ব্বথায় গলে সে বাঁধিল যম-পাশ।
"কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-গণে যে করে বিদ্বেষ,
নিন্দা করে, পিতৃসঙ্গে পায় মহা ক্লেশ।

লীলার অন্তর্গত জন্মলীলা, বাল্যলীলা এবং পৌগণ্ডলীলার শৃঙ্গাররস অপ্রকটে নাই; তাহাতে কেবল কৈশোরলীলা। এই পরমমধুর কৈশোরলীলোচিত যুগল-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা (প্রকটে অপ্রকটে) প্রাপ্তিই সাধকজীবনের সকল-সাধের সার এবং ভজনের সার্থকতা; সুতরাং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে সেই গুহ্যাতিগুহ্য নিকুঞ্জলীলাদির বর্ণনাই সকল কথার লক্ষ্য।

প্রকটা এবং অপ্রকটা উভয়বিধ লীলাই ব্রহ্মাণ্ডভেদে সদা বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং দুইই নিত্যবস্তু এবং উভয়লীলার পরিকরও একই।

(ন) সংসার-সর্ব্বস্ব বহির্ম্মুখ পাষণ্ডগণ এই বিশুদ্ধ-চিন্ময় পরমমঙ্গলরূপা ভগবৎ-প্রেমলীলাকে মায়িক জগতের কামময়-ব্যবহারের সহিতসমান মনেকরিয়া অপরাধে অধঃপাতগ্রস্ত হইবে এই ভাবিয়া তাহাদের মঙ্গলসাধনের অভিপ্রায়ে কহিতেছেন—ইহা কেহ পাষণ্ডগণের নিকট প্রকাশ করিবেন না। রসিক-ভক্তের সহিত আস্বাদন করিবেন।

(প) আরও এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা তর্কনিষ্ঠ। ঐশ্বর্য্যভাবে শ্রীভগবানের ভজন করেন, মাধুর্য্য বুঝেন না—পরকীয়া রস মানেন না সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহু জন্ম নরক ভুঞ্জয়ে সেই পাপী,
ঐছে কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত পরম প্রতাপী।"
এই কথা শাস্ত্রে শুনি বাড়িল আহ্লাদ,
আরম্ভ করিনু গ্রন্থ ভাঙ্গিল বিষাদ।
দোষ না লইও প্রভু বৈষ্ণব গোসাঞি,
তোমা সভা বিনে মোর অন্য গতি নাই।
শ্রীগুরু-শ্রীপাদপদ্ম এই মাত্র জানি,
যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানি।
নাহিক বিশ্বাস লব তাঁর পদে মোর,
তাঁহার চরিতে তথাপিও লোভে ভোর।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ করিয়া বন্দন,
সংক্ষেপে কহিনু কিছু কৃষ্ণলীলাক্রম।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান,
ইহাতে জড়িত চিত্ত নাহি সমাধান।

সকল লোকের মঙ্গলার্থ "তবে যদি" শব্দের প্রয়োগদ্বারা কহিতেছেন—মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ শুকদেব, যে লীলার যে রসের বক্তা, সমস্ত মুনিগণের ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের সহিত আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিৎ যাহার শ্রোতা; কলিপাবনাবতার স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু যাহার আস্বাদক, শ্রীরূপরঘুনাথাদি ভুবনবন্দিত-সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্‌পরম বিরক্ত মহাত্মাগণ যাহা ভজনের সার বলিয়া ব্যবস্থাকারক, পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় মহাপণ্ডিত ও ভজনবিজ্ঞ গ্রন্থকর্ত্তা যাহার পরিবেশক, রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরতমুনি যাহার সর্ব্বাতিশায়ী-শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তনকারী, সেই পরকীয়া রসময়ী শ্রীভগবল্লীলায়ও যদি কেহ তর্ক বা উপহাস করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই সাধ করিয়া যমের দড়ী গলায় লাগাইবেন।

তার্কিকেরা শাস্ত্র মানেন। "শাস্ত্রে আছে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণভক্তের যে ব্যক্তি দ্বেষ করে সে পিতৃলোকের সহিত মহাক্লেশ পায় এবং বহুজন্ম নরকভোগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা সমাধান বিঘ্ন নহে কৃষ্ণ ভক্তি,
ভক্তি-হীন জনে লীলা বর্ণনে কি শক্তি ?
চিত্তের প্রবোধ মাত্র যে-তে-মতে করি,
যাতে সুখী হয় মন সেই অনুসারি। (প)
যেই লীলা ব্রহ্মা-শিব-শেষ-অগোচর,
ব্রজবাসীজনে মাত্র সম্বন্ধ গোচর।
বিধিভক্ত্যে না মিলয়ে এই কৃষ্ণ লীলা,
রাগাত্মিকা জনে মাত্র করে এই খেলা।
কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান কভু নাহি করে,
তাঁরে দেখি জীয়ে সবে, না দেখিলে মরে।
আত্মসুখ-দুঃখে কারো নাহিক বিচার,
কৃষ্ণ-সুখ লাগি সব করয়ে আচার।

করে” এই কথা শুনিয়া আমার মনে আশা ও আনন্দ হইতেছে যে এই ভয়ে তাহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় লীলাপরিকর নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের এবং তদনুগত সাধকভক্তগণের নিন্দা করিয়া নিরয়গামী হইবেন না।

(ক) অতঃপর আপন স্বভাবসিদ্ধ সুমধুর ও ইষ্টসাধক-দৈন্য ষোলটি ছত্রে প্রকাশ করিয়া, এই নিগূঢ় প্রেমলীলাটি কাহাদের আয়ত্ত এবং কি করিয়া ইহা লাভ করা যায়, তাহা প্রকাশ করিতেছেন যথা—বিধিভক্তির দ্বারা ইহার নাগ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র রাগাত্মিকা ভক্তিময় ব্রজজনের নিজ নিজ সম্বন্ধানুসারে ইহা গোচরীভূতা হন।

প্রেমের যে প্রকর্ষাবস্থায় প্রিয়জনের জন্য কৃত দুঃখকে সুখ বোধ হয়, প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি প্রতিক্ষণে অধিক এবং নবীন হইয়া মনে লাগে, নিরন্তর-দর্শনাদিদ্বারাও সাধ মিটে না, তাহার নাম রাগ। শ্রীরাধাদির প্রেম স্বভাবতঃ এবং প্রথমাবস্থাবধিই এইরূপ রাগময়, সেইজন্য উহার নাম রাগাত্মিকা প্রীতি। এই প্রীতিবন্তেরাই পূর্ব্বোক্তলীলা খেলা করেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের ঈশ্বরবুদ্ধি হয় না, অদ্ভুত অলৌকিক-লীলা দেখিলে মনে করেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহিল না হয়,
যার মনে উপজয়ে সেই সে বুঝয়।
বড় রসময় কথা লোক-অগোচর,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ পর। (ক)
পরমলালসা-মূল্যে সেই প্রেম মিলে,
"বেদ অগোচর কথা" মহাজনে বলে।
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি কহোঁ বারবার,
যত্ন করি এই গ্রন্থ করিবে বিচার।
পয়ার বলিয়া মনে না করিবে হেলা,
শ্লোক প্রবন্ধে কহে এই যত খেলা।
শ্লোকের অর্থের কথা কিছুই না জানোঁ,
যেই উঠে মনে সেই সত্য করি মানোঁ।
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা বহির্ম্মুখ স্থানে
যত্ন করি রাখিবেন করিয়া গোপনে।

পিতা নন্দ পরমভক্তিতে শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা করায় তৎপ্রসাদে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর শক্তি-লাভ হইয়াছে, অথবা তপঃসিদ্ধ মুনিগণ হইতে মহামন্ত্রাদি শিখিয়া তৎ-প্রভাবে এইরূপ করিতেছে; ইত্যাদি।

আরও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের একনিমিষ অদর্শনে যেন মরিয়া যান, এবং দর্শনে পুনর্জ্জীবন লাভকরেন। নিজের সুখ দুঃখে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, কৃষ্ণসুখার্থ যাবতীয় আচরণ করেন। কৃষ্ণ-নিষেবনের বাধক ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্য্যন্ত তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না।

(ক) সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলায় ভাব, মাধুর্য্য এবং আনন্দাদির কথা শুনিয়া শুনিয়া তৎপ্রতি দুর্ব্বারণীয় পরম লালসা উদয় হইলেই নিজাভীষ্ট ব্রজপরিকরের আনুগত্যময় এই জাতীয়া রাগানুগা প্রেমভক্তি সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূতা হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপন সম্প্রদা-বিনা অন্যে না কহিবে,
এই মোর নিবেদন বিচার করিবে।
বৈষ্ণবচরণে মোর একান্ত শরণ,
এই সে ভরসা, সবে সংসারতারণ।
পুনঃ পুনঃ দৈন্য করোঁ না লইবে দোষ,
প্রেমদৈন্য-বিনা প্রাণ সদা অসন্তোষ।
"আমি লিখি" কহি মাত্র অভিমান করি,
যে কহান কৃষ্ণ, তাহা উঁচায়ে উচ্চারি।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে
এ যদুনন্দন কহে গোবিন্দ-বিলাসে। (ব)

এই পরমালীলার প্রসঙ্গ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে আছে। কিন্তু সর্ব্ববেদের সারভূতা শ্রীমদ্ভাগবত-কথা জানা শুনা ব্যতীত, জ্ঞানকাণ্ড-কর্ম্মকাণ্ডাত্মক-বেদসকলের ভিতরে খুঁজিয়া উহা বাহির করা দুষ্কর; তাহাতেই বলা হয় ইহা বেদ অগোচর। শ্লোক প্রবন্ধে মূলগ্রন্থে যেরূপ লীলা বর্ণিত, পয়ারেও তাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অথ শ্রীনিশান্তলীলা।

(মূলগ্রন্থধৃত শ্রীরূপগোস্বামীকৃত-শ্লোকে দিগ্‌দর্শন।)

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহু-বি-রবৈর্বোধিতৌ, কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি, সুখশয়নাদুত্থিতৌ, তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ কক্‌খটীগীঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌসতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥১০

(যদুনন্দন ঠাকুরকৃত বন্দনা।)

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর,
প্রেমময়তনু সদা কৃপাপূর্ণান্তর।
কৃপাকর ওহে প্রভু পতিতপাবন!
তোমা না ভজিনু প্রভো! মো বড় অধম॥
জয়জয় রাধাকৃষ্ণ! লীলারসময়,
জয়জয় ব্রজবাসী যত মহাশয়।

বন্দনার সারস্থ। একাধারে দয়া, ইচ্ছা ও শক্তি যাঁহাতে বর্ত্তমান, তিনিই শরণ্য এবং বন্দনীয়, আমার শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রে এ তিনেরই পরাবধি। তিনি পরম করুণার্দ্রহৃদয়, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বাধীশ্বর ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান। প্রেমদান ও ব্রজপ্রেমাস্বাদনের নিমিত্ত প্রেমময়-নরবপুতে ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার গুণে ঝুরিয়া ও জয় গাহিয়া এবং কৃপা প্রার্থনা করিয়া তদীয় ব্রজ-স্বরূপের অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রূপের ও প্রেমলীলার-পরমধাম-শ্রীবৃন্দাবনের-অধিবাসী-তত্তৎ প্রিয় ভক্তগণের, ধ্যান, বন্দন ও সুপবিত্র-নামোচ্চারণ পূর্ব্বক দেহ মনকে প্রেমজলে-ভিজাইয়া ব্রজ-লীলানুশীলন করা অবশ্যফলদা-সর্ব্বোত্তমা-বৈষ্ণবরীতি; তাই পূজ্যপাদ মহাজন ঠাকুর এই গ্রন্থের প্রত্যেক সর্গারম্ভে ঐ তিনের বন্দনা ও প্রার্থনা পূর্ব্বক অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই বন্দনায় যোগদিয়া এ গ্রন্থ পঠন শ্রবণ কর্ত্তব্য।

(১০) হৃদ্য—হৃদয়ানন্দপ্রদ। অহৃদ্য—ভয়শঙ্কাদির উৎপাদক। বচনে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবে কহি কৃষ্ণলীলা সংক্ষেপ করিয়া
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ পুনঃ প্রণমিয়া ॥

(পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ)

রাত্রিশেষে শুকশারী আদি পক্ষীগণ,
বৃন্দার নিদেশে শব্দ করে বিলক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন সে ধ্বনি শুনিয়া
রসের আলসে তবু রহিলা শুইয়া।
নানাপদ্যে, হৃদ্য আর অহৃদ্য-বচনে,
তবে, শুকশারী জাগাইল দুইজনে।
শয্যায় বসিলা উঠি কিশোর কিশোরী
আনন্দে মগন দোহে দোহা-মুখ হেরি।
এইকালে সখীগণ করিলা প্রবেশ,
দরশনে বাড়িগেল আনন্দ বিশেষ।
নানা পরিহাস কথা নানা সুচাতুরী
নিমগন হৈলা হেরি সে রস মাধুরী।
কক্‌খটী কহিল তবে "জটিলা আইলা"
তার বাক্যে রাধাকৃষ্ণ, সখী, চমকিলা।
তবে দোহে গেলা নিজনিজ গৃহ মাঝে,
তৃষিত অন্তরে দোহে শুইলেন শেষে।১০।

মনুষ্যের মত অর্থযুক্ত বাক্যে। পদ্য—গীত শ্লোকাদি। সকল কথাই পরে যথাস্থানে বিবৃত আছে। কক্‌খটী—এক বানরীর নাম। নানানর্ম্মে ও রস চাতুর্য্যে দোঁহাকে নিমগ্ন দেখিয়া গৃহগমন বিস্মৃতি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সে ১০৮নং শ্লোকোক্ত চাতুরীতে, শ্রীরাধার শাশুড়ী জটিলার বনে আগমন ভয় জাগাইয়া দিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যথাক্রমে মূল:শ্লোকাবলীর মর্ম্ম)

(এইতো কহিলো সূত্র। ইহার বিস্তার
বিবরিয়া কহি শুন, মাধুরী অপার ;)
নিশি শেষে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন মাঝে
শয়ান, কুসুম কুঞ্জে কুসুমিত শেযে।
রসের আলসে দোঁহে সুখে নিদ্রা যান।
হেম-মরকত-মণি যদ্রু একস্থান।
সেবাপরা সখীগণ সময় জানিয়া
যার যেই সেবা হয়, করে হর্ষ হৈয়া।
নিশি অবসানে পক্ষী জাগিয়া সকলে
মূক হৈয়া রহে সবে নিজ নিজ স্থলে।
রাধাকৃষ্ণে জাগাইতে উৎকণ্ঠা অন্তরে
বৃন্দা-আজ্ঞা বিনা শব্দ করিতে না পারে।
তবে বৃন্দাদেবী আজ্ঞা দিলা সভাকারে,
ক্রীড়ার নিকুঞ্জ বেঢ়ি সবে শব্দ করে।১১।১২

(১১।১২) কুসুমিতশেযে—পুষ্প শয্যায়। কেলিকুঞ্জে বারমাস বসন্ত, সুতরাং সদাই পুষ্পশয্যা। ৩৮।৩৯নং শ্লোকে শয়নের ধ্যান দ্রষ্টব্য। হেমমণি—স্বর্ণবর্ণ, আর মরকত—নীলকান্ত মণি। সেবাপরা সখীগণকে মঞ্জরী এবং প্রিয়নর্ম্মসখীও বলে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-সেবা বিনা ইঁহারা থাকিতে পারেন না বলিয়া সেবাপ্রাণাও কহা যায়।

ইহাদের মধ্যে, দায়িত্বের-সহিত কে কে কি কি সেবা করিবেন তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে এই পরিচারিকাগণ সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া প্রধানা এবং নিজ নিজ গুরুরূপা সখীগণকে জাগাইয়া তাঁহাদের মুখ প্রক্ষালনাদি করাইলেন। তারপর প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর মুখ চক্ষু হস্তাদি প্রক্ষালনের নিমিত্ত কেহ কেহ স্বর্ণ-ঝারিতে সুবাসিত জল রাখিলেন। কেহ কেহ সুকোমল-সূক্ষ্মবস্ত্রের গামছা সুগন্ধি সলিলে ধুইয়া পাট করিয়া রাখিলেন। কেহ কেহ রাধাস্নানের নিমিত্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্রাক্ষাবৃক্ষে শারী আর দাড়িম্বেতে কীর
কোকিল কোকিলা ডাকে আম্রবৃক্ষে স্থির।
পিলুবৃক্ষে কপোতেরা, কদম্বে ময়ূর,
লতাতে ভ্রমরগুঞ্জে, ভূমে তাম্রচূড় ।১৩।
ভ্রমরের শব্দ যেন মদনের শঙ্খ,
ভ্রমরী-ঝঙ্কৃতি রতি-ঝল্লরী প্রবন্ধ ।১৪।

সৌরভিত টাট্‌কা ফুলের দ্বারা মালা রচনা, কেহ কেহ চন্দন ঘর্ষণ, কেহ কেহ পানের বীটিকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেহ কেহ বারংবার গিয়া প্রেমময় প্রেমময়ীর জাগরণের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে কিনা, সেই সংবাদ আনিতে লাগিলেন, এবং রসিক-মিথুনের রসালসে প্রেম-শয়নের মধুরিমা—বিগলিত-বেশ ভূষাদির ও উন্মুক্ত অঙ্গের নয়ন সাফল্যকর-সুবিচিত্র-শোভা দর্শনাস্বাদনে আনন্দোন্মাদিতা হইয়া, প্রধানা সখীগণকে ও নিজ সঙ্গিনীগণকে আনিয়া দেখাইতে লাগিলেন। যেন কোনও অসাধারণ মহাশিল্পী, পরস্পর-জড়াজড়িযুক্ত, হেমমণির একটি অপরূপ স্ত্রীমূর্ত্তি ও তথাবিধ একটি—নীলমণির পুরুষমূর্ত্তি "হাসিমাখামুখে, নিমীলিত নয়নে, নিস্পন্দে শায়িত"—এইরূপ ভঙ্গীতে গঢ়িয়া কেলি শয্যায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে।

কেহ কেহ বৃন্দাদেবীর জাগরণ জানিবার জন্য গমন করিলেন। ইত্যাদি।

(১৩) দ্রাক্ষা — আঙ্গুর। শারী — শুকের স্ত্রীজাতি। কীর — শুক। কপোত—পায়রা ও ঘুঘু। তাম্রচূড়—মোরগ। এই শ্লোকোক্ত পক্ষিগণ, সকলে স্ব স্ব শব্দে একসঙ্গে ডাকিতে লাগিল।

(১৪) ওস্তাদ-বাদ্যকর যেমন মনোমদ-বাদ্যের দ্বারা দেহমন নাচাইয়া আনন্দোত্তেজিত করে, তেমনি ভ্রমর ভ্রমরীগণ প্রথমতঃ কুঞ্জ-সংবেষ্টিত পুষ্পিতা লতায় থাকিয়া এবং পরে কুসুমিত কেলিশয্যার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া, ঐকতান-বাদ্যের ন্যায় মধুর শব্দে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ঘুম-ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবালয়ে যেন শঙ্খ এবং ঝাঁজ বাজায় তেমনি ভ্রমরগণ যেন কন্দর্পের উন্মাদনা-ময়-শঙ্খ এবং ভ্রমরীগণ কন্দর্পপত্নী-রতির ঝাঁজ বাজাইয়া রাধাশ্যামের অলসাবসাদ বিদূরণের সেবা আরম্ভ করিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুসুমিত-কুঞ্জে, শয্যা কুসুমে-রচিত,
মকরন্দ-লুব্ধ অলি ফিরে চারিদিভিত ।১৫।
পিকশ্রেণী-গান, যেন মন্মথের বীণা,
তারস্বরে গান করে রস-পরবীণা ।১৬।
কোকিলার গান রতি-বিপঞ্চির ধ্বনি,
কোকিলের কাছে গায় মন মোহে শুনি ।
আম্রের মুকুল খাঞা স্পষ্টকণ্ঠ হৈয়া
গানকরে রাধাকৃষ্ণ-প্রবোধ লাগিয়া ।১৭।
কন্দর্প-ব্যাঘ্রের সম কপোত-ঘুৎকার,
লাজমৃগী, মানবৃক, ভাগে গোপিকার।
গোপীদের ধৈর্য্য ধর্ম্মচর্য্যা দূরকরে
ঐছন মধুরধ্বনি কপোত আচরে ।১৮।

(১৬।১৭) পিক অর্থ—কোকিল। তারস্বরে—উচ্চস্বরে। রস-পরবীণা—আনন্দদানে সুপটু। ফলতঃ কোকিল কোকিলার কলগান এমন উন্মাদক ও এত মধুর হইল যেন স্বয়ং মদন বীণা বাজাইতে এবং তৎপত্নী রতি বিপঞ্চী বাদন করিতে লাগিয়াছেন, যাহাতে কেহই নিদ্রিত বা স্থির থাকিতে পারেনা। বিপঞ্চী—স্ত্রীলোকের-বাদনীয়া বীণা বিশেষ।

(১৮) কপোতের ঘুৎকার শব্দে বোধ হইতে লাগিল যেন আজ স্বয়ং কন্দর্প বৃহৎ ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া—গোপীগণের লজ্জারূপ মৃগী ও মানরূপ বৃকের (অর্থাৎ ক্ষুদ্র-ব্যাঘ্রের) ভয়োৎপাদক এবং ধৈর্য্য ও ধর্ম্মচর্য্যার (পাতিব্রত্যের) বিদূরক পরম পরাক্রমান্বিত অথচ শ্রুতি মধুরশব্দে রসিক-মিথুনের ঘুম ভাঙ্গিতেছে। মূলশ্লোকে আছে "বিদ্রাব্য গোপিধৃতিধর্ম্মচর্য্যা" (অর্থাৎ গোপীরধৃতি ও ধর্ম্মচর্য্যা বিশেষভাবে দূর করিয়া) তাহার তাৎপর্য্য ও সারস্য এই যে পূর্ব্বে রাসাদিনৈশ লীলায় তাহা সম্পন্ন করিয়া কৃতকার্য্যতা জনিত উন্মাদের ও দর্পের গর্জ্জনবৎ কন্দর্পরূপ তরক্ষুরাজ যেন উচ্চশব্দ করিতেছে। যদি বল তাহা হইলে তো অকর্ম্মক দ্রু ধাতুকে নিজন্ত পূর্ব্বক সাধিত-দ্রাবি ধাতুর উত্তর এস্থলে (এক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ময়ূর ময়ূরী কথাকহে রসময়—
কেকা কেকা শব্দে তারা জিজ্ঞাসা করয়।
"রাধাধৈর্য্য ধরাধর কে চালন করে ?
কৃষ্ণমত্তকরী বাঁধা কা'র প্রেমডোরে ?"
"কৃষ্ণবিনে অন্য কেহ নারে চালিবারে
রাধাপ্রেমে বাঁধা কৃষ্ণ" এ উত্তর তরে।১৯।

কর্ত্তার নিষ্পন্ন দুই ক্রিয়া বিধায়) "সমান কর্ত্তৃকয়োঃ পূর্ব্বকালেক্ত্বা" এই ৩।৪।২১ পানিনি সূত্রানুসারে ক্ত্বা প্রত্যয় হইয়া দ্রাবিত্বা পদ হইত ? উত্তর—অনঞ্ অব্যয় পূর্ব্বে থাকিয়া সমাস হইলে "সমাসে হ নঞ্-পূর্ব্বেক্ত্বো-ল্যপ্ এই পানিনি সূত্রানুসারে, (বিশেষণে দ্রাবি ইত্যর্থযুক্ত) তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন শব্দ বিধায়) ক্ত্বা স্থানে ল্যপ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

(১৯) পূর্ব্বশ্লোকে বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত-কন্দর্প-তরক্ষুকরা শ্রীরাধার ধৃতি ও ধর্ম্মচর্য্যার বর্ণন করিয়া, যেন সভয়ে তৎসংশোধন পূর্ব্বক কহিয়াছেন। গর্জ্জন করিলেও তরক্ষুর সে কার্য্য প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ সাহায্যেই কৃত। ফলতঃ (ধরাধর অর্থ পর্ব্বত) শ্রীরাধার ধৈর্য্য, পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল। যেমন একমাত্র ভূমিকম্প ব্যতীত পর্ব্বত টলেনা, তেমনি কেবল শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণকেও একমাত্র শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহ সকল-ভুলাইতে পারেনা। এই তত্ত্বটি প্রাণে জাগাইয়া এই শ্লোকার্থ আস্বাদনীয়। যথা এই যে ময়ূর ময়ূরী 'কেকা কেকা' শব্দ করিতেছে, ইহার 'কে' শব্দে এই প্রশ্ন করিতেছে যে—বল দেখি শ্রীরাধার ধৈর্য্য-পর্ব্বতকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কেহ কি চালনা করিতে পারে ? আর 'কা' শব্দের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে শ্রীরাধারূপ শৃঙ্খলা ভিন্ন কৃষ্ণরূপ-মদমত্ত-হস্তী কি অন্য কাহারও প্রেমডোরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ?

এই উভয় প্রশ্নেই "না" এই উত্তরটি উহ্য। ময়ূর ময়ূরীর শব্দের ধ্বন্যর্থ এই যে সেইজন্যই আজ রাধাশ্যাম দুজনে ভয়, বিপদ্, লজ্জা, গুরু পরিজনাদির শ্লেষ এবং সময়োচিত-কর্ত্তব্যাদি সমস্ত ভুলিয়া এখনও রসালসে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু হায় ! এই সঙ্কট সময়ে ইহাতে-গুণে দোষ হইয়া উঠিতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হ্রস্বদীর্ঘ প্লুতোচ্চারে বেদধ্বনি-পারা
"কুকুকূকূ" শব্দ-ছলে বলে তাম্রচূড়া।২০।
এইমত পক্ষিদের কোলাহল হৈতে,
জাগিলেন রাধাকৃষ্ণ দোঁহু-অবিদিতে।
দৃঢ় আলিঙ্গন-ভঙ্গে কাতর হইয়া
কপট-নিদ্রার ছলে রহিলা শুইয়া।২১।
সুবর্ণ-পিঞ্জরে আছে গৃহের শারিকা
অতি সুপণ্ডিতা সেই দয়িতা-রাধিকা।

অতএব জাগাইতেই হইবে। অতএব আমরা তাঁহাদের পরম মহিমাব্যঞ্জক—কেকা কেকা ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াই জাগাবো।

(২০) প্লুতোচ্চারে— অত্যন্ত লম্বা ধ্বনিতে উচ্চারণ পূর্ব্বক। কু শব্দের অর্থ মন্দ। তাম্রচূড় কুক্কুটগণ যেন বেদধ্বনির ন্যায় ক্রমিক-হ্রস্বদীর্ঘ-প্লুত উচ্চারণে—শব্দ করার ছলে কুকুকূকূ বলিয়া ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে—'এ সময়ে পরাধীন-নায়ক নায়িকার ঘুমের ঘোরে বিভোর থাকা সর্ব্বপ্রকারে কু (মন্দ) কখনও উচিত নহে। (এইরূপে "বৃন্দেরিত বহবি" অর্থাৎ) বৃন্দার আদেশিত—বৃন্দাবনীয়-পক্ষিগণের আন্তরিক সেবা এবং সমবেত কলরবের দ্বারা যৌথিক সেবায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের জাগরণ।

(২১) দুহু অবিদিতে—একের জাগরণ অপরে বিদিত হইলেন না। ভিতরে জাগ্রত, বাহিরে সকপটে নিস্পন্দ এবং মুদ্রিত নয়ন। আলিঙ্গন ভঙ্গে—দৃঢ় আলিঙ্গন ভঙ্গ হইবার ভয়ে। কৃষ্ণভাবনামৃতগ্রন্থের বর্ণনানুসারে এই সময়ে আমাদের প্রাণের ঠাকুরাণী শ্রীরাধা, কুক্কুট-গণের অপ্রিয় শব্দে বিরক্ত হইয়া মনে মনে তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন যে—"তোমরা যমপুরে গিয়া যমকে জাগাও" অনন্তর ক্ষণেক তাহাদের শব্দ না শুনিয়া মনে ভাবিলেন—ইহারা যমালয়ে গিয়াছে, আর প্রভাত হইবার আশঙ্কা নাই। এই ভাবিয়া প্রাণবল্লভকে দৃঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক পুনরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। ইহাদের উপর বিশেষ বিরক্তির কারণ এই যে প্রভাতকালে সু-উচ্চারণ করিয়া মাঙ্গলিক ধ্বনি করিতে হয়। ইহারা অমাঙ্গলিক কুকু উচ্চারণ করিতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিশাকেলি-সাক্ষী সেই, সব লীলা জানে
কহিতে লাগিল কিছু মধুর-বচনে ।২২।

(শুক শারিকার উক্তি)

জয়জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলের বন্ধু !
জয় বৃন্দাবন নাথ ! জয় রসসিন্ধু !
রতিভরে শ্রান্তা কান্তা—জাগিয়া জাগাও
শশিকল্প-শয্যা ছাড়ি নিজ গৃহে যাও ।২৩।
উদয় হৈল পূর্ব্ব দিকেতে অরুণ
তরুণী-নিচয়ে এই স্বতঃ-অকরুণ।

---

(২২) মূল শ্লোকে আছে এই শারিকার নাম মঞ্জুভাষিণী, শারিকাটি শ্রীরাধার পালিতা এবং বড় প্রিয়পাত্রী (দয়িতা); ইহাকে তিনি বহুবিদ্যা শিখাইয়া সুপণ্ডিতা করিয়াছেন; এই পক্ষিণীটি ঠিক্ মানুষের মত কথা বলিতে, কবিতা রচনা করিতে ও আবৃত্তি করিতে পারে !! অতঃপর সে নিজ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিতে লাগিল।

(২৩) হে কৃষ্ণচন্দ্র ! (হে আনন্দাকর্ষক ও সর্ব্বাহ্লাদক !) তুমি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ কর। তুমি—নিখিল-গোকুল জনের বন্ধু—(প্রেমে প্রাণপ্রিয়-বন্ধন-কারী); বৃন্দাবনের নাথ অর্থাৎ অধীশ্বর, এবং রসের সমুদ্র (তোমাতেই সমস্ত প্রেমিকের সর্ব্বরসের-গতি ও স্থিতি): তোমার প্রেমাকর্ষণে, প্রভাত হইতে না হইতেই সকলে তোমায় দেখিতে ছুটিবে। অধীশ্বরের সর্ব্ব সমাধান করা প্রয়োজন, এবং সাবধান হওয়া উচিত ;—যেন অঙ্কগতা-নিদ্রিতা কান্তাকে লজ্জা ও গঞ্জনার সাগরে ভাসাইয়া রসসিন্ধু নামে কলঙ্ক না লাগাও। অতএব স্বয়ং জাগ্রত হইয়া অতিপ্রিয় রতিশ্রমে ক্লান্তা-কোমলাঙ্গী কান্তাকে জাগাও। ইত্যাদি

শশিকল্প—চন্দ্রবৎ শীতল (এই হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত শ্লোকে কীর শারীর হৃদ্য-হৃদ্য-পদ্য শ্রবণে রাধাকৃষ্ণের শয্যোত্থান।)

(২৪) যমুনার তটবর্ত্তী বলার অভিপ্রায়—এখনি প্রাতঃস্নানে লোক সকল আসিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব যমুনারতট-শয্যা হৈতে—
নিভৃতে উচিত নিজ গৃহেতে যাইতে।২৪।
কমলবদনি! ধনি! তুয়া দোষ নাই,
নিশান্তে শয়ন,—অঙ্গালস-ঘুচে নাই।
তোমার সুখের বৈরী অরুণ-উদয়!
চন্দ্রাবলী-সখীপ্রায় মোর মনে লয়।২৫।
রজনী গমন কৈল, প্রভাত হইল,
সূর্য্যের মণ্ডল শীঘ্র উদয় করিল।
শীতল-পল্লব-শেযে-শয়ন ছাড়িয়া
স্বগৃহে শয়ন কর তৎকাল যাইয়া।২৬।

(গৃহ শুকের উক্তি)

তবে কীররাজ আসি কৃষ্ণে জাগাইতে;
প্রগাঢ় গরিম-প্রেমে লাগিলা কহিতে।

---

(২৫) শ্রীরাধার হাসিমিশা—ঘুমন্ত-মুখের শোভা দর্শনে "কমল বদনি!" সম্বোধন। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মভদ্রারন্যায়, হতভাগা অরুণ তোমার-সুখের বৈরী। শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে এ উদয় হওয়া ভুলিয়া যায়। আমাদের সে দুঃখের নিশিকে কত দীর্ঘাতিদীর্ঘ করে। কেবল তোমার কুঞ্জে কৃষ্ণের অবস্থান হইলেই দেখি উদয়ে উতালা হয়। ইহা স্বাভাবিক অকারুণ্য নহে—স্পষ্ট বৈরাচার! অতএব সারা নিশি জাগিয়া নিশান্তে নিদ্রাজনিত সাহজিক এবং অদোষ অঙ্গালস ত্যাগ করিয়া জাগো এবং উঠ।

(২৬) তৎকাল—অবিলম্বে। (২৭) গরিম — গৌরবময়। সুদীপ্ত—পরিস্ফুট। প্রসন্ন—প্রসাদ গুণবিশিষ্ট মধুরাক্ষর। উদ্ভট বচনে—প্রত্যুৎপন্নতা-ময় প্রসঙ্গ সঙ্গত কথায়। বাক্যগুলি আবার শ্রীকৃষ্ণের জাগরণ সম্পাদনে সুসমর্থ। প্রবোধন—জাগরণ। এই বিচক্ষণ নামক শুকটি—শ্রীকৃষ্ণের পালিত ও তৎপ্রেম গৌরবে তাহার প্রাগল্‌ভ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচক্ষণ নামতার বাক্যপটু বড়,
সুদীপ্ত প্রসন্নপদ্যে বাক্য কহে দঢ়।
কৃষ্ণপ্রবোধন দক্ষ-উদ্ভট-বচনে ;
অতি হৃষ্ট হন কৃষ্ণ সে কথা শ্রবণে।২৭।
"জয়জয়গোকুলমঙ্গল! সর্ব্বমূল!
জয় ব্রজরমণীর প্রাণ সমতুল।
জয় ব্রজাঙ্গনাভৃঙ্গী কমল বিরাজ!
জয়জয় অচ্যুত! আনন্দ ব্রজরাজ।
জয়জয় নতজন সকলের শন্দ!
জয় বৃন্দাবনচন্দ্র! সর্ব্বরস কন্দ! ।২৮।

---

(২৮) বিচক্ষণ শুকের উক্ত, নামগুলিও বিশেষার্থব্যঞ্জক যথা—হে কৃষ্ণ! তোমার জয় হৌক। তুমি গোকুলের (গোকুল শব্দে সমস্ত ব্রজের) মূর্ত্তিমান্-মঙ্গল স্বরূপ। ব্রজবাসিগণের স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, দেহ গেহ সমস্তই তোমার জন্য, তুমিই তৎসমস্তের মূল। সেইজন্য সকলেই তোমার সুপ্রাভাতিক দর্শনার্থ রাত্রি না পোহাইতেই আকুল হইয়া বাহির হন। ব্রজরমণীগণের ও তুমিই প্রাণস্বরূপ—তোমাকে না দেখিলে তাঁহারাও বাঁচেনা।

ভৃঙ্গীগণ যেমন প্রাতঃপ্রস্ফুটিত কমলের পরিমলে আকুলা হইয়া প্রধাবিত হয়, তেমনি তোমার সম্ভোগযোগ্যা ব্রজযুবতীগণ, তোমার বদনারবিন্দের সৌর ভাশায় নিশি জাগিয়া, নিশান্ত-সময়ে তোমার অন্বেষণার্থ বনে বনে সখী প্রেরণ করেন। অতএব এই সকল ব্যাপার ঘটিবার পূর্ব্বেই তোমার ঘরে যাওয়া উচিত। তোমার নাম অচ্যুত, কর্ত্তব্যকার্য্যে চ্যুতিঘটা তোমার পক্ষে উচিত নহে। বিশেষতঃ তুমি ব্রজরাজের সর্ব্বানন্দের নিদান, তিনি জাগরিত হইয়া তোমাকে ঘরে নিদ্রিত না দেখিলে বিষম বিভ্রাট ঘটিবে। দাসাদি সমস্ত পদানত জনেরও তুমিই একমাত্র শন্দ অর্থাৎ সুখ ও মঙ্গল প্রদাতা। অতএব হে বৃন্দাবনচন্দ্র! হে সর্ব্বরসের মূল! তোমার জয় হউক, এখনি ঘরে গিয়া সকলের আনন্দ বিধান পূর্ব্বক নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। ইহাই বিচক্ষণের ধ্বনি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘোষবাসিগণের তৃষিত-নেত্র অলি,
সে অলিগণের তুমি কমল একলি।
অতএব প্রভৃত-বিশিষ্ট লোকময়—
গোষ্ঠে যাও, অভীষ্ট-ভাজহ এসময়।২৯।
দেখ পূর্ব্বদিক্ হয় নায়িকা সমান
সূর্য্যের মণ্ডল তার নায়ক প্রমাণ।
তাহারে আগত দেখি লজ্জিত অন্তরে
তৎকাল উড়নী কৈল অরুণ অম্বরে।
অতএব কুঞ্জ-নিদ্রা, করি বিসর্জ্জন
এখনি উঠহ ওহে কমল নয়ন।২৯।৩০।

(বিচক্ষণ শুকের উক্তি)

সূর্য্যের উদয়ে মনে চমৎকার পাঞা
চন্দ্রের মণ্ডলে গেল বনিতা লইয়া।
রজনী চলিয়া গেল। তুমিও ত্বরিতে
প্রিয়া সহ চলহ নদীর তট হৈতে।৩১।

---

(২৯) সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুরুজন ভ্রমরবৎ তোমার বদনপদ্ম দর্শনে আকুল। এখনি ঘরে চল, নহিলে বড় লজ্জা ইতি তাৎপর্য্য।

(৩০) পূর্ব্বদিক্ একটি প্রগল্ভ-চরিতা স্বাধীনা নায়িকা এবং সূর্য্য তাহার প্রিয়তম কান্ত, ইহাদের নিরবচ্ছ-অসঙ্কোচ-প্রেমব্যবহার সর্ব্ব-বিজ্ঞানিত বস্তু। তথাপি দেখ, নিজনাথ সূর্য্যের আগমন দৃষ্টে সে কুলাঙ্গনা না হইয়াও নারী জনোচিত-লজ্জায় অরুণবর্ণ-আকাশকে উড়নী-বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়া মস্তকে ঘোমটা দিয়াছে। কুলাঙ্গনার লজ্জানাশ মরণাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সুতরাং কুল-ললনা শ্রীরাধার লজ্জা রক্ষাকরা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব নিদ্রা ও কুঞ্জশয্যা পরিত্যাগ কর। হে কমল নয়ন! সূর্য্যোদয়ে সমস্ত কমলই বিকশিত হইয়াছে, তোমার নয়ন কমল এসময়ে মুদ্রিত কেন?

(৩১) দেখ, আকস্মিক-সূর্য্যোদয়ে চমকিত হইয়া আকাশের চন্দ্র, নিজ বনিতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চক্রবাকী, একনেত্র চক্রবাকে ধরে,
আর এক নেত্র ধরে অরুণ-পাটলে।
সূর্য্যের কিরণে পেঁচা, তরুর কোটরে—
প্রবিষ্ট হইবে বলি অনুবন্ধ করে।
অতএব কৃষ্ণ! কুঞ্জে নিদ্রা তেয়াগিয়া—
ঘরেতে গমন কর কান্তারে লইয়া।৩২।

(কলবাক্ সূক্ষ্মধীশারীর উক্তি)

বৃন্দার পাঠিত শারী পদ্য কহে সার,
রাধিকাতে স্নেহবতী, চাহে বারবার।

রজনীকে সঙ্গে করিয়া অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। তাই আজ যামিনী-নাই-তৎসহ চলিয়া গিয়াছে।* পত্নীর পতি হইয়াও, দেবতা হইয়াও, চন্দ্রের এ সাবধানতা! সুতরাং পরপত্নী নয়তা হইয়া এসময়ে তোমার বিচার-বিহ্বলতা শোভা পায়না। অতএব অতি সত্বরে প্রিয়ার সহিত নদীতট হৈতে চল।

(৩২) সময়োচিত-ব্যবহার এবং সময় প্রতীক্ষাতেই প্রেমের মর্য্যাদা। বিধি নির্ব্বন্ধে নদীর বিভিন্ন তটাশ্রয়ি-রথাঙ্গ অর্থাৎ চক্রবাক পক্ষীর ব্যবহার দেখ। একটি চক্রবাকী দুর্ব্বার প্রেমভরে নিজ পতির প্রতি এক নয়ন রাখিয়া অন্যনেত্রে অরুণের পাটল অর্থাৎ শ্বেত-সংমিশ্রিত-রক্তকান্তি পূর্ব্বাকাশে দেখিতেছে। কেবল চন্দ্রাস্ত দ্বারা নয়, ইহার দ্বারাও নিশি অবসান জানা যায়। কারণ সূর্য্যোদয় বিনা তাহার কান্ত সঙ্গম নাই। সময়াসময়ের বিচার পক্ষী জাতিতে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। তাই বলি সে বিচার ভুলিয়া তুমি প্রেমে কলঙ্ক লাগাইও না।

নিশাবসানের আরো উত্তম প্রমাণ এই যে সূর্য্যের প্রকাশ-অসহিষ্ণু-অন্ধকারপ্রিয়-পেচকগণ সকলেই তরুকোটরে প্রবেশের অনুবন্ধ (চেষ্টা) করিতেছে। বনে ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রমাণ আর কি হইতে পারে? অতএব উঠ, এখনি সূর্য্যোদয় হইবে।

---

* মূলগ্রন্থের পাঠ—"বিধুনা সহিতা সনিতৃশঙ্কিতা রজনী বনিতা চলিতাত্বরিতা"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কলবাক্ সূক্ষ্মধীনাম প্রেমোৎফুল্লতনু
পটুবাক্য কহে অতি বেদধ্বনি যনু।
জিহ্বারঙ্গভূমে বাণী নৃত্য করাইতে
স্নেহ-মধু-মত্ত হৈয়া লাগিল কহিতে।৩৩।৩৪।
ব্রজপথে ব্রজবাসী যাবৎ না যায়
তাবৎ রাধিকে! ঘরে চলহ ত্বরায়।৩৫।
সুন্দরবদনি! ত্যজ ত্বরিত শয়ন,
তৎকাল গমন কর আপন ভবন।
উদয় পর্ব্বতে সূর্য্য গমন করিল
দেখহ কিরণ তাঁর উদয় হইল।৩৬।
অলস, নিকুঞ্জ ছাড়ি নিজগৃহে যাহ,
প্রাতঃকালোচিত কৃত্য করিবারে চাহ।
কৃষ্ণকে জাগাও, রতি অলসিত অঙ্গ
অতি শীঘ্র ত্যজ ধনি! নিদ্রা-সুখ রঙ্গ।৩৭।

(৩৩—৩৭) বৃন্দাদেবীর এত চেষ্টায়, বন্য পক্ষিগণের এত কলরবে ও গূঢ়ার্থ-বাক্যে, এবং পালিত-শুক শারীর সযৌক্তিক-মধুরোত্তেজক-পদ্যাবলীতেও সঙ্গভঙ্গ-কাতর-প্রেমিক প্রেমিকার প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন শিথিল হইলনা! বিঘ্ন-বিপদের-বিচার প্রাণকে স্পন্দিত করিল না!! তখন বৃন্দাদেবীর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্তা শ্রীরাধিকার প্রতি অতি-প্রেমবতী কলবাক্-সূক্ষ্মধীনামা সারিকা, যে নিদ্রিতা-রাধাবিনোদিনীর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া প্রেমোৎফুল্লা হইতেছিল, সে ভয় বিপদের আশঙ্কায় স্নেহপ্রমত্ত হইয়া, (৩৫ হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত তিনটি শ্লোকে) শ্রীরাধাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রিয়া এই সম্বোধনে ‡ আড়ম্বর ও অলঙ্কার শূন্য সহজ কথায় শীঘ্র গৃহগমনের ঔচিত্যটি রাধাশ্যামের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিল। তাৎপর্য্য—আর অনু-

---

† এই সম্বোধনের সার্থকতাময় অর্থ ধ্বনি এই যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রের সর্ব্বানন্দের নিদান, সুতরাং "শ্রীকৃষ্ণ ঘরে নাই" একথা জানিলে তিনি অন্বেষণার্থ এস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িতে পারেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধাকৃষ্ণ জাগিলেন দুঁহো অগোচর,
দুহুঁ দোঁহো ত্যাগ ইচ্ছা নাহয় অন্তর।
রাইর নিতম্ব কৃষ্ণ-জানু-সুযন্ত্রিত,
কৃষ্ণবক্ষে রাধিকার উরোজ অর্পিত।
কৃষ্ণ মুখচন্দ্রে রাই, মুখচন্দ্র ধরে,
কৃষ্ণকণ্ঠ ধরে ভুজে, কৃষ্ণভুজ শিরে।৩৮।৩৯
গোষ্ঠ-গন্তুমনা কৃষ্ণ, উৎকণ্ঠা তাহাতে
রাই-দৃঢ়-আলিঙ্গন নারেন ছাড়িতে।
সঙ্গভঙ্গ-কাতরেতে বিশৃঙ্খল মন,
কপট নিদ্রারছলে করেন শয়ন।৪০।

মানে ও কার্য্যকারণে বুঝিবার কথা নয়, আখি মেলিয়া দেখ সূর্য্যোদয় হইত
বিপদ ভয় নারীরই অধিক, অতএব তুমি জাগিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জাগাও।

(৩৮—৩৯) রসিক মিথুন পূর্ব্বাবধি একএকবার জাগিয়া আবার প্রেম
নিমগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু একের জাগরণ অপরকে জানিতে দিতে ছিলেন
শুকবধূ শারীর প্রাণস্পর্শী-প্রেমবচনে এবার ঘুমের ঘোর দূরে গেল।
তবুও উভয়ের অঙ্গালসে মিশামিশির সুখভরে কেহ কাহাকে ছাড়িতে
লেন না, পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিলেন।

সেই রসের শয়নের ছবিটি এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তমামণির নিতম্বের
একহাটু ও নীচে এক হাটু দিয়া নিতম্বদেশকে পরিযন্ত্রিত করিয়া অর্থাৎ
রাখিয়াছেন ; শ্রীরাধা নিজ স্তনযুগল প্রাণনাথের বক্ষে অর্পণ করিয়া, মুখ
দিয়া, ভুজলতায় তাঁহার কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া এবং তাঁহার বামহস্তরূপ উপা
রসভরে সুখশায়িতা হইয়া, যথাবৎ পূর্ব্ব-শিয়রে শুইয়া রহিলেন।

(৪০) শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গন্তুমনা অর্থাৎ গোচারণার্থ উৎকণ্ঠান্বিত
বহুভাগ্যলব্ধ-বামাশিরোমণি-প্রাণপ্রেয়সীর দৃঢ়ালিঙ্গন ত্যাগে অসমর্থ হই
সেকথা মনে করিতেই বুকফাটে !! দোটানায় তাঁহার মনটি বিশৃঙ্খল
উঠিল ; পরিশেষে সঙ্গ ভঙ্গের ভয়ই প্রাধান্য লাভ করিল এবং তাহাতে
হইয়া পূর্ব্ববৎ কপট নিদ্রায় শুইয়া রহিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(দক্ষ নামক শুকের উক্তি)

দক্ষ নামে কীর কৃষ্ণলীলাদি রচয়,
লক্ষ লক্ষ শ্লোক পাঠে পণ্ডিত সে হয়।
প্রফুল্লিত পাখা, কৃষ্ণপ্রেম রসানন্দে—
কহিতে লাগিল তিহো নানা পদ্যছন্দে ।৪১।
যাবত জননী তব গৃহেতে জাগিয়া
তব নিদ্রা ভঙ্গ ভয়ে চকিত হইয়া—
উচ্চশব্দ উৎপাদক-দধির-মন্থনে—
দাসীকে নিষেধ নাহি করেন যতনে।
তাবৎ নিভৃতে তুমি যাহ নিজ ঘরে
সেখানে শয়ন কর আনন্দ অন্তরে ।৪২।
কালিন্দিকা আদিকরি যত গাভীগণ
সবেই করিছে তব-পথ-নিরীক্ষণ।
স্তব্ধকর্ণে উর্দ্ধমুখে স্তনদুগ্ধভরে—
পীড়াপায়, তবু বৎস আহ্বান না করে।
তুমি গেলে তা সবার দুঃখ যায় দূর,
তৃষ্ণার্ত্ত বাছুরে তবে পিয়ে দুগ্ধপূর ।৪৩।
প্রাতঃকৃত্য করি দেবী পৌর্ণমাসী, সুখে
মিলিতে না যান যবে তব জননীকে ॥
তোমাকে দেখিতে যাবৎ তোমার মন্দিরে
প্রবিষ্ট না হন, তাবৎ যাহ নিজ ঘরে ।৪৪।

(৪২।৪৩।৪৪) এই তিন শ্লোকোক্ত ঘটনাগুলি প্রতিদিন ঘটিয়া থাকে, দক্ষ কীর কোনও অনুমিত-সম্ভাবিত-আশঙ্কার কথা না বলিয়া ঐ সকল বাস্তব-ব্যাপারের স্মৃতি জাগাইয়া স্নেহময়ী জননীর-আকুলতায় ও গুরুলজ্জায় উদ্দীপন, এবং পরম স্নেহভাজন তদ্গতপ্রাণ-গবাদির আচরণ বর্ণনায়-কারুণ্য উদ্বোধন, এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কীরবাক্যশুনি গোষ্ঠগমনে সত্বর—
উঠিলেন, শয্যা হৈতে শ্যামলসুন্দর ।৪৫
অল্পে অল্পে প্রিয়া অঙ্গ হৈতে অঙ্গ লৈয়া
দেখেন প্রিয়াঙ্গশোভা শয্যাতে বসিয়া ।০
পূর্ব্বেই জাগিয়াছেন সব সখীগণ *
বৃন্দাসহ দিয়া কুঞ্জ-রন্ধ্রেতে আনন।
প্রাতঃকাল হৈল জানি সশঙ্কিত হিয়া
দেখয়ে দোঁহার শোভা নয়ন ভরিয়া ।৪৬

সর্ব্বমান্য-সিদ্ধতপস্বিনী ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট অপরাধ সংঘটনের বিচার শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। পয়ার সরলার্থ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

(৪৫) দক্ষ শুকের হৃদয়স্পর্শিনী-বক্তৃতা শ্যামসুন্দরের প্রাণে ক্রিয়া প্রকাশ করিল, ভাব শাবল্যে সত্বর গৃহে গমনার্থ শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন ; এবং প্রাণাধিকা কান্তা (কেলিশ্রম কাতরা) প্রিয়তমার নিদ্রাসুখ ভঙ্গের ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তদঙ্গ হৈতে অঙ্গ সরাইয়া লইলেন। কিন্তু তখনি দুঃসহ বিরহ বিক্রমে ভাব ফিরিয়া গেল। শয্যাতে বসিয়া প্রেয়সীর উন্মুক্ত অঙ্গশোভা দেখিতে লাগিলেন।

(৪৬) সখীসকল রাধাশ্যামের আগেই জাগরিত হইয়া, বৃন্দাদেবীর সহিত কেলিকুঞ্জের বাহিরে দাঁড়াইয়া লতাছিদ্রে নয়ন দিয়া যুগলের সম্ভোগ চিহ্নাঙ্কিত উভার অঙ্গের-অপরূপ শোভা দর্শনে প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের মতে ইহারা মঞ্জরী এবং পক্ষিগণের কলরবের পূর্ব্ব হইতে যুগল সেবার প্রতীক্ষা ও যুগল মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। হায়রে রাধাশ্যামের রূপের অপরূপ মহিমা ! হায়রে প্রেমের মহিয়সী শক্তি !! হায়রে প্রেমনয়নে-দর্শনের

---

* মূলশ্লোকে সবসখী কথাটি নাই, ভাবনামৃতে আছে—"কতিপয় কিঙ্করী।" "ওসখি! আমরা যুগলের বেশ রচনা ঠিক জানিনা বলিয়াই-শৃঙ্গারম্ রাধাশ্যামের এই বসন ভূষণ-বিহিন তিলকাদি সম্ভোগ চিহ্নময় অপরূপ বেশ রচনা করিয়া দিয়াছে।" ইত্যাদি রসরঙ্গালাপে তাহারা পরস্পরকে সুখী করিতেছিলেন। পক্ষিগণের শব্দারম্ভের পরে বৃন্দাদেবীর আগমন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকার-রতিভরোদ্ধতা-কলাপিনী,
সুন্দরী সে নাম এক ময়ূর রমণী।
ময়ূরের সঙ্গ ছাড়ি তথায় আইল
রতিমন্দিরাঙ্গনেতে আসিয়া রহিল।৪৭
কদম্বের তরু হৈতে ময়ূর নামিল
তাণ্ডবিক নাম তার নাচিতে লাগিল।৪৮
(কৃষ্ণেতে তাঁহার প্রেম কহন না যায়
কৃষ্ণবর্ণ দেখি নাচে সানন্দ হিয়ায়)৽
রঙ্গিনী হরিণী নাম রাই-সহচরী—
কুঞ্জ দ্বারে আসি, নিজপতি পরিহরি।

মহাপ্রভাব !! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কে না ইহাতে মুগ্ধ ও উন্মাদিত হয় ? অনিমিখ দর্শনেও অতৃপ্তি ! কেবলই নবনব দর্শন ও নবনব আকাঙ্ক্ষা, আর নবনব আনন্দ !! এই পরম-মহানন্দের আস্বাদনের বা অনুভবের সৌভাগ্যশূন্য-জনগণের জন্মজীবন সব বৃথা ! ব্রজের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ-সর্ব্বাতিশয় সৌভাগ্য লাভে সুধন্য। এই শ্লোকোক্ত সখী-গণের দর্শন ও, ৪৭ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত শ্লোক সকলে বর্ণিত ময়ূর মৃগাদির যুগলরূপ-নিরীক্ষণানন্দ ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ। সাধক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এই যে—"কবে আমার এই মহাভাগ্য লাভ হইবে ?"

(৪৭) রাধিকার রতিভরে—তৎপ্রতি অবিচ্ছিন্ন প্রেমভাবের আধিক্যে। উদ্ধতা—সতত সর্ব্বোৎফুল্লা। কলাপিনী—ময়ূরী। তাণ্ডবিক নামক শ্রীকৃষ্ণের পালিত ময়ূরের সহিত শ্রীরাধার পালিতা সুন্দরী নামা এই ময়ূরীর বিবাহ উভয়ে কৌতুক করিয়া দিয়াছেন। প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরীর বিলাসালসান্ত রূপ দর্শনের লালসে সুন্দরী নিজ পতির সঙ্গ ছাড়িয়া কুঞ্জাঙ্গনে আসিয়া নিশ্চলভাবে অনি-মিখে চাহিয়া রহিল।

(৪৮) তাণ্ডবিক নামক ঐ ময়ূরও কদম্বের ডাল হইতে তথায় নামিয়া যুগলরূপ ও যুগলের প্রেমচেষ্টা দর্শনে আনন্দভরে নাচিতে নাচিতে চাহিয়া রহিল।

৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চঞ্চল নয়নে দেখে দুহু মুখ-শোভা,
মাধুর্য্য দেখিয়া বাঢ়ে হৃদয়ের লোভা ।৪৯
সুরঙ্গ হরিণনাম কৃষ্ণ প্রাণ যার
কুঞ্জদ্বারে দেখে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের সার ।৫০
(তবে সখীগণ দেখি দুহুকো সুষমা
অন্যোন্যে কহে কথা মাধুরী ঘটনা) ।০

তবে কৃষ্ণ উঠি বসি, মৃদু মন্দ মন্দ হাসি, নিজবাহু প্রসারি যতনে,
রাইকে আনিয়া কোলে, আখিভরে হর্ষজলে, মাধুরী হেরেন দুনয়নে।
ছলে রাই নিদ্রাযায়, আখিমেলি নাহি চায়, রতিভরে ক্ষীণ কলেবর
কৃষ্ণ নিরখয়ে শোভা, সঘন নয়ন লোভা, সাধুরীতে, সাধে বহুতর ।৫১

(৪৯।৫০) রঙ্গিনী—শ্রীরাধাগতপ্রাণা সদা তৎসহচরী হরিণী। সুরঙ্গ—কৃষ্ণগত প্রাণ ও সদা তৎসহচর-হরিণ। রাধাশ্যাম আপনাদের প্রিয় এই হরিণ হরিণীরও বিবাহ দিয়াছেন, তাই নিজপতি শব্দের প্রয়োগ। রঙ্গিনী—রাই-কানুর শুধু মুখ-শোভা দর্শনে, এবং সুরঙ্গ—শুধু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দর্শনেই বিভোর হইয়া পড়িল। রঙ্গিনী চঞ্চল নয়নে একবার শ্রীরাধার, একবার শ্রীকৃষ্ণের বদন শোভা দর্শন করিতে এবং সুরঙ্গ স্থির নয়নে কৃষ্ণ মাধুর্য্য দেখিতে লাগিল।

(৫১) ৪৫নং শ্লোকানুসারে প্রাণপ্রিয়তমার অঙ্গ হইতে অঙ্গ আলগা করিয়া তদীয়া মাধুরী দর্শন করিতে করিতে গৃহ গমন ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ভিতরে ভিতরে শ্রীরাধার জাগরণ জানিয়া, মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে আপন কোলে তুলিয়া প্রেমাশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে নয়নদ্বয়ের সাধ মিটাইয়া তদঙ্গ মাধুরী দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি জাগরণে ও রতিশ্রমে ক্লান্ত কলেবরা শ্রীরাধা তাহাতেও আঁখি না খুলিয়া কপট-নিদ্রা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে সুযোগ পাইয়া ও ভাগ্য মানিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ নয়নমনোলোভা সেই শোভা সাধ মিটাইয়া নির্ব্বিবাদে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সখীগণের আনন্দ উছলিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতের তাৎপর্য্যে শ্রীললিতাদি সখীগণ এই সময়ে আসিয়া পক্ষিরবের পূর্ব্ব হইতে লতারন্ধ্রে লীলা দর্শনকারিণী পরি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভাত কমল সম, মুখ-পদ্ম মনোরম, তাতে চক্ষু-খঞ্জন যুগল ;
তাহাতে ঘূর্ণায়মান, রসের অলসকাম, অলিকে অলকা-ভৃঙ্গ চল।

চারিকা সখীগণের সহিত মিশিয়া যুগলের রূপ মাধুর্য্যাদির তাৎকালিক অপূর্ব্বতা দর্শন, আস্বাদন ও বর্ণন দ্বারা মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন। উহার সহিত এই গ্রন্থোক্তি বেশ মিলান যায়। অতএব সেই রীতিতে ৫২ হইতে ৫৯নং শ্লোকগুলি কস্তুরী মঞ্জরীর তৎকালীয় উক্তির অনুবাদরূপে আস্বাদন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ভ বনামৃত ২য় সর্গে আছে, এই সময় শ্রীবিশাখা বলিলেন, সখি ললিতে! ভূষণের ভূষণাঙ্গ আমাদের রাধাশ্যামের উপরে, অভাব কখনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা। এই দেখ উভয়ে নিরংশুক (বিবস্ত্র) হইয়াও অংশুকে (কান্তিতে) সুষমাবৃত; মণিহার হীন হইয়াও মনোহারি নখাঙ্ক মালায় বিভূষিত; অঙ্গদ বর্জ্জিত হইয়াও পরস্পরে অঙ্গদ ও অনঙ্গদ; নিরঞ্জননয়ন হইয়াও পরস্পরের নিরঞ্জন (অর্থাৎ নিতরাং রঞ্জক); অধর তাম্বূলরাগ বিহীন হইয়াও স্বাভাবিক রাগে উজ্জ্বলতর। এই সকল লক্ষণেও ত্রস্ত শয্যায় অগাধ নৈশ বিহারের পরিচয় দিতেছে। শ্রীললিতা কহিলেন—তাহাতেইতো চূড়া এবং বেণী স্খলিত হইয়াও সুললিত! বিম্বাধর যুগল দশনাঘাতেও মনোহরতর। বক্ষঃস্থল—নখরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও অসংখ্য শশিকলা খচিতের সুষমাসম্পন্ন; কিন্তু উভয় পক্ষেই তৎসমতা দৃষ্টে আমি বুঝিতে পারিতেছিনা যে বিলাস সমরে কে জয়ী এবং কে পরাজিত হইয়াছিলেন? এইকথা শুনিয়া সুস্মিতাননী বিশাখা কহিলেন—জয়, এ দুয়ের মধ্যে কাহারও নহে—জয়, প্রেমের। ওই দেখ সখী রাধা নিজ রমণের চরণ যুগল নিজ উরোজে ধারণ করায় শ্রীকৃষ্ণের চরণতল কুঙ্কুমারুণ; আর শ্রীকৃষ্ণ রাধার যাবকরঞ্জিত-পদদ্বন্দ্ব নিজ মস্তকে ধারণ করায় তৎকেশ যাবকারুণ!! এই ছলে সখী রাধা নিজ হৃদয়ের অনুরাগ কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণ সখী রাধার চরণানুরাগ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, কাজেই প্রেমের জয়!! ইত্যাদি সখী বাক্যরস ও তন্মর্ম্মাত্মক রূপের ও লীলার ধ্যান সাধকের স্মরণীয়। পূর্ব্বোক্তরীতে ৫১নং শ্লোকাবধি আস্বাদন যথা—দেখ এখন আমাদের দর্শন সুখোন্মাদিত-কালাচাঁদ, পুনঃ স্পর্শানন্দের লালসাকুল হইয়া মৃদু মন্দ হাস্যের সহিত বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক প্রাণেশ্বরীকে কোলে তুলিয়া আনন্দাশ্রু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি, দিয়া আপনার আখি,-ভ্রমর যুগল মত্ত-রাজ,
পানকরি মুখশোভা, মকরন্দ, মনোলোভা, অতিশয়-তৃষ্ণায় বিরাজ।৫২
তবে রাই উঠি বসি, বাহুদুই পরকাশি, অঙ্গুলি মোটনে অঙ্গ মোড়ে
বদনে উঠয়ে হাই, দশনকিরণে-ছাই, হেরেন শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে।৫৩
তবে পুনঃ কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি মৃদু মন্দ মন্দ, রাই লঞা আপনার কোলে
উত্তান-শয়নেরাখি, হেরিশোভা, দিয়াআখি ;
নিমগন আনন্দ হিল্লোলে।

ধর্ষণ করিতে করিতে তাহার শ্রীবদনের মাধুরী দর্শন করিতেছেন। হায় হায়! সারা রজনী বিহার করিয়াও পিপাসা মিটে নাই !! প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রেমার্ত্তি নবীন হইয়া বাড়িতেছে।

এদিকে দেখ রসিয়া-নাগরের-রঙ্গ-দর্শনের কৌতূহলে, রঙ্গিনীরাধা জাগিয়াও "যেন তিনি জাগেন নাই" এইরূপ কপটতা করিয়া, চক্ষু খুলিতেছেন না ; এবং চতুর চূড়ামণি নাগর ইহা বুঝিয়া কিছুই উচ্চবাচ্য না করিয়া কেবল নিজ নয়নের বাসনা পূর্ণ করিতেছেন।

(৫২) নাগরী শিরোমণি আর থাকিতে পারিলেন না। ঐ দেখ চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, প্রভাতকালের নববিকশিত-কমলের ন্যায় মনোহর—তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলে—রসালসময়-বিঘূর্ণিত-নয়নদ্বয় যেন দুইটি ক্ষুদ্র খঞ্জন দুলিতেছে! এবং ললাটস্থ বায়ু বিকম্পিত-চূর্ণ কেশগুলি যেন শ্রেণীবদ্ধ-ভ্রমরের মত শোভা বিস্তার করিতেছে। (অলিকে—ললাটে ; অলক—ললাটের উপরিস্থ কেশ রাশির গোড়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ।) দেখ কৃষ্ণচন্দ্র, আপনার-নয়ন রূপ-দুই ভ্রমর রাজের সাহায্যে নিজ প্রাণেশ্বরীর মনোহর শ্রীমুখপদ্মের এই শোভা রূপ মকরন্দ অনবরত পান করিয়াও, অতিশয় তৃষ্ণায় বিরাজ করিতেছেন।

(৫৩) দেখ দেখ-চতুরিণী রাই কিঞ্চিৎ অঙ্গ উত্তোলন করিয়া, মাথার উপরে হস্তদ্বয় উঠাইয়া সর্ব্বাঙ্গুলি পরস্পর সংযোজন পূর্ব্বক গা-মোড়া দিয়া, ছলে প্রাণ বল্লভের দিকে পয়োধর প্রদর্শন দ্বারা হেলালঙ্কারে বাসনা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার মুখে হাই উঠায় দন্তকান্তি বহির্গত হইয়া কুঞ্জভবন ছাইয়া গিয়াছে আর শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হইয়া চাহিয়া রহিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাই মিথ্যাকরি কান্দে, হাসে মৃদুমন্দ ছান্দে,
বেণী অর্দ্ধ অগ্রভাগে খসে,
"বিমর্দ্দিত ফুলমালা, চন্দনকুস্কুমধূলা, মণিহার ছিড়ি, রহে অংসে।
অলসে ঘূর্ণিতআখি, ক্ষণে মেলেমুদে দেখি," দেখে কৃষ্ণবদনসুষমা,
কেলিশ্রান্তরাইঅঙ্গে, নিরখি লাবণিভঙ্গে,
কৃষ্ণ-আখি নাহি দেয় ক্ষমা।৫৪
স্বর্ণপদ্মজিনিঅঙ্গ, আছে কৃষ্ণঅঙ্গ সঙ্গ, সুরত-আলস ভেল তায়
নবীন তমাল জিনি, কৃষ্ণঅঙ্গ সুলাবণি, তাহে রাই স্বর্ণলতা প্রায়।

(৫৪) দেখ, আবার কৃষ্ণচন্দ্র মৃদুমধুর হাস্তের সহিত প্রেয়সী শিরোমণিকে যথাবৎ কোলে রাখিয়াও আপনার উরুদ্বয়ের উপরে (উত্তান শয়নে) চিৎকরিয়া শোয়াইয়া. নয়ন ভরিয়া শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আনন্দের তরঙ্গে নিমগ্ন হইলেন, সুখের হিল্লোলে তাঁহার অঙ্গ দুলিতেছে।" এই বলিয়া প্রেমময়ীর অনুপম-প্রেম চরিত্রের আলোচনা করিতে লাগিলেন। যথা—(৫৪ দেখ) প্রাণ-বল্লভের মনেরসাধ পূর্ণ করিয়া এবং তদীয় প্রেমাকুল ব্যবহার দর্শন করিয়া আমাদের রাইমণির অন্তরে আনন্দ ধরিতেছেনা; তথাপি অবহিখাভরে ভাবান্তর প্রদর্শন পূর্ব্বক, রসাবেশে যেন রসিক শেখরের-প্রেমাদরকে নিশান্ত-অত্যাচার-গণ্য করিয়া, অলসিতাঙ্গে-প্রতীকারের-অসামর্থ্যহেতু শুকনো কপটকান্না আরম্ভ করিলেন। অথচ অধরে মৃদুমন্দ হাসিও বিরাজ করিতেছে।

দেখ—শ্যাম-সোহাগিনীর বেণী, অগ্রভাগের দিকে অর্দ্ধেক খুলিয়া রহিয়াছে, গলার ফুলমালা কেলি-বিমর্দ্দিত; কৃষ্ণাঙ্গ-সংঘর্ষে শ্রীঅঙ্গের চন্দন কুঙ্কুম ধূলায় পরিণত হইয়াছে। গলার মণিহার ছিন্ন হইয়া অংসে অর্থাৎ স্কন্ধদেশে লাগিয়া রহিয়াছে।

ঘুমের ঘোরে আখি ঘুরিতেছে, তাহা ক্ষণে ক্ষণে মেলিতেছেন এবং কান্ত বদন দেখিয়া আবার মুদ্রিত করিতেছেন। দেখ দেখ প্রাণপ্রিয়তমার এই সকল সুষমা এবং কেলিশ্রমময়-শ্রীঅঙ্গের লাবণ্য-তরঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আখি ক্ষমা দিতেছেনা, অর্থাৎ নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেনা!! শ্রীরাধার সবই সুন্দর বিগলিত বেশ, ঢুলুঢুলু আখি, মৃদু হাস্যান্বিত সোহাগের কান্না, সবই লোকাতীত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দামিনীজলদে যদি, স্থির রহে নিরবধি, তবে রাধাকৃষ্ণের সুষমা—
বেকত করিয়া কহি, আর অন্যস্থান নাহি, দেখাইয়া কহিতে উপমা॥৫৫

(শ্রীরাধার কৃষ্ণমুখ দর্শনানন্দের বর্ণনা)

"মকরকুণ্ডল দোলে, কৃষ্ণের শ্রবণমূলে, ঢলঢল অঙ্গের লাবণি
মুখে মৃদুমন্দ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, মদালসে, নয়ন-শোহনি।
ললাটে অলকালোল, যেনভৃঙ্গ-পাঁতি-দোল,

মুখপদ্ম শোভা-মধুপানে॥৫৬

মুখস্বদশন-ক্ষত, অঞ্জনে মলিন মত, ওষ্ঠাধর, ভোগেল চুম্বনে।"
এইরূপ কৃষ্ণমুখ-দেখিধনি পাঞা সুখ, পুনঃ-বিলসিতে লুব্ধা হৈলা
নয়নে নয়নে দোঁহ, অবলোকি লহ লহ, লাজে নেত্র কুঞ্চিত করিলা।

---

(৫৫) হায় হায়! "স্বর্ণবর্ণ পদ্মের-কান্তিও কোমলতা বিনিন্দিত ও সুরতানন্দ-যুক্ত বরাঙ্গিনী-রাধার অঙ্গখানি, নবঘনতমাল-বিনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আজ স্বর্ণলতার ন্যায় বিনিহিত-রহিয়াছে" এ উপমা দিয়া আমার মনের ক্ষোভ মিটিবেনা। যদি সৌদামিনী কখনও নব মেঘের কোলে স্থির নিশ্চলা হইয়া লাগিয়া থাকে, তবেই আমাদের শ্যামা শ্যামের আজিকার এ সুষমা ব্যক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ বর্ণনা করা যায়, উপমা দিবার আর স্থান নাই।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের রাধামাধুর্য্যাস্বাদন ও যুগল মাধুরী প্রাণের কথায় বর্ণন করিয়া একত্রে শ্রীরাধার কৃষ্ণমুখদর্শনোত্থ-আনন্দের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন।

(৫৬) দেখ—কেলিশয্যোপবিষ্ট আনন্দতরঙ্গিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণমূলের মকর কুণ্ডল, বিস্ফূর্জ্জিত হইয়া মধুর মধুর দোলিতেছে! শ্রীঅঙ্গে লাবণ্যের তরঙ্গ ঢলঢল খেলিতেছে। শ্রীমুখের মৃদুমন্দ হাস্য যেন সুধা উদ্গার করিতেছে!! নয়ন-যুগল মদন-মদালসে দোলে। ললাটোপরি-কুঞ্চিত ক্ষুদ্র কেশগুলি নড়িতেছে, যেন মুখপদ্মের মধুপানার্থ চঞ্চল ভ্রমরের ক্রীড়া!! *

---

* মূলশ্লোকের কথা—"কমলগন্ধিলোলালকম্" উৎসরন্ত অর্থ পদ্মগন্ধবৎ সৌরভিত চূর্ণকেশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাতে ঈষত হাসি, দেখি রাই-মুখশশী,
গোবিন্দেরো অতি তৃষ্ণা ভেল,
পুনঃ বিলাসের লাগি, মনে মনমথ জাগি,
দেখ তাহা আরম্ভ হইল ।৫৭।
নিজ বামহস্ততলে, ধরি রাই-বেণীমূলে, চিবুক ধরিয়ে অন্যকরে
হাস্যময় গণ্ডশোভা, দেখি কৃষ্ণ হৈয়া লোভা,
হাসি হাসি চুম্বেন কপোলে ।৫৮।
কৃষ্ণাধর-সুপরশ, কেবল অমিয়া রস, পাইয়া, আনন্দ সিন্ধুমাঝে—
মগন হইলা ধনি, ঢুলান সঘনে পাণি, অলপ-কুঞ্চিত-চঞ্চুলাজে।
নহি নহি কহে ধনি, আনন্দে গদ্‌গদ বাণী, মুচকি মুচকি হাসি তায়
(দেখিয়া সখীর আঁখি, হইল পরম সুখী, এ যদুনন্দন দাসে গায়) ॥৫৯

(৫৭) আর কেলির সময়ে নিজের (শ্রীরাধার) দশনাঘাতে বন্ধুয়ার মধুর অধরে যে ক্ষত চিহ্ন উপজাত হইয়াছে, এবং নিজের নয়ন চুম্বনে তাঁহার বদনে যে কজ্জলের দাগ লাগিয়াছে, তদ্দর্শনে প্রাণবল্লভের বিলাস-সুখাধিক্যের অনুভবে শ্রীরাধা, পরমানন্দে মগ্ন হইয়া ও পূর্ব্বোক্ত মাধুরী-মালা অবলোকন করিয়া করিয়া পুনর্ব্বিলাসের নিমিত্ত লালসাকুলা হইলেন এবং নয়নে নয়নে লঘুলঘু সলালস-দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক লজ্জায় নয়ন কুঞ্চিত করিলেন। তাহা দেখিয়া গোবিন্দ ও অত্যন্ত বিলাস তৃষাতুর হইয়া তন্মঙ্গলাচরণ জুড়িয়া দিলেন।

(৫৮) দেখ সখি! রসের নাগরটি নিজ বাম করে রসময়ীর-বেণী-মূল ধারণ এবং দক্ষিণ করে চিবুক উন্নত করিয়া ধরিয়া তদীয় হাস্য শোভা-বিলসিত গণ্ডে, ললাটে ও বদনে কত চুম্বন করিতেছেন।

(৫৯) নিজ বাসনার অনুরূপে কৃষ্ণের অধর-সুধারস এবং রসময়-স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের শ্যাম-আদরিণী, আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু লজ্জায় নয়ন কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া রস-পোষক-প্রেমবাক্যে, মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত ঘন ঘন নিষেধ-ভঙ্গীময়-হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন, এবং আনন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে বীণা বিনিন্দিত-মধুর স্বরে না! না! না! বলিয়া রসিকেন্দ্র নাগরবরকে বাম্য-প্রেম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(সখীগণের কুঞ্জে প্রবেশ)

দুরন্ত প্রভাত-ভয়ে সব সখীগণ
প্রবিষ্ট হইলা কুঞ্জে সহাস্য বদন।
একে আনে কহে "তুমি আগে চল মাঝে"
এইরূপ বলি হাসি, হাসাবার কাজে।
একত্রে আছেন দুহু রসের বিলাসে—
হেনই সময়ে তথা সবে পরবেশে।৬০।

মধু পান করাইয়া প্রমত্ত করিতেছেন। আহা! এই যে বাক্যমহামৃত, ই[illegible] মহিমা—ইহার মাধুরী—ইহার মর্য্যাদা কে জানে? ইহা আমাদের রসি[illegible] শেখর নাগরবরের বশীকরণ মহৌষধ, অপরে ইহার গৌরব কি বুঝিবে?

বলা বাহুল্য যে এই ত্রিপদীর সর্ব্বশেষ ছত্রটি যদুনন্দন ঠাকুরের নি[illegible] (ব্যাখ্যা অনাবশ্যক)।

(৬০) এ হেন মহাসুখের-হন্তারক দুরন্ত প্রভাত-সমাগত প্রায়, দেখিয়া[illegible] গণের আবেশ ভঙ্গ হইল, তাঁহারা ভয়াকুলা হইয়া উঠিলেন। প্রাণের-[illegible] কিশোর কিশোরীর সময়োপযোগী সেবা করিয়া ঘরে পাঠাইবার মানসে, তাঁ[illegible] কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রাধাশ্যাম উভয়েরই অসম্বৃত-বসন[illegible] উন্মুক্ত অঙ্গ; দেখিয়া, একে অন্যকে দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে এবং "তুই [illegible] যা! তুই আগে যা!" বলিয়া পরস্পরকে হাসাইতে হাসাইতে,—রসিক-মিথুন[illegible] মুখী হইয়া একাসনে রস বিলসিত থাকিতেই—কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন।

(এই সুললিত লীলার পূর্ব্বে—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার বেশভূষা করার ও [illegible] মঙ্গল আরতি করার একটি পরম মনোহর-প্রাণারাম লীলা, শ্রীকৃষ্ণভাব[illegible] গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছেন, উহা রাগানুগীয় ভক্তগণের অবশ্য পরিভাব[illegible] কারণ, শ্রীরাধার শ্যাম-আদর-ময় স্বাধীন-ভর্তৃকা নায়িকা-ভাবটি ঐ লীলাতেই[illegible] ব্যক্ত, এবং তদীয় কুচ মণ্ডলে পত্রভঙ্গ রচনাকালে বিদগ্ধ চূড়ামণি রসিয়ার[illegible] কম্পন এবং আকা বাঁকা অঙ্কনাদি ও চরণে যাবক রঞ্জন করা কালে, নির[illegible] লেখা ও আরক্ত বদন হওয়া প্রভৃতি, বড়ই মধুরাদপি মধুর লীলা। [illegible]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সখীদের হাস্য দেখি রাধা সুধামুখী
চঞ্চল-নয়না হৈলা ; কৃষ্ণ ইহা দেখি—
দ্বিগুণ হইলা সুখী। রাই সুবদনী
কৃষ্ণ উরুযুগ হৈতে উঠিলা তখনি।৬১

(রূপবর্ণনা)

সত্বরে উঠিয়া ধনি পীত-বাস লৈঞা
আচ্ছাদন কৈলা বপু, সেই বস্ত্র দিয়া।
কৃষ্ণ-বামপার্শ্বে রাই বসি লজ্জা পাঞা
সখী-মুখ-নিরখেন চঞ্চলা হইয়া।৬২
তবে সব সখী দেখে দুহুঁকো সুষমা
অনিমিখ-নেত্রে দেখে তবু নাই ক্ষমা।
দুহুঁকো অধরে শোভে দশনের চিন
বিলাসে অলস দৃষ্টি দুহু-পরবীণ।
নখাঙ্ক-শোভয়ে ভাল, দুহু কলেবরে
পত্রাবলী বিগলিত-হৈল শ্রমজলে।

সকল লীলা সমাধানের অপেক্ষা না করিয়াই দুরন্ত প্রভাতাগমের ভয়ে সখীগণের বিলাসকুঞ্জে প্রবেশ।)

(৬১) প্রেমানন্দে বিহ্বলা প্রেমময়ী শ্রীরাধা, প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই সখীগণ আজ এত হাসিতেছে কেন? তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া চঞ্চল নয়নে প্রত্যেক সখীর প্রতি বারংবার চাহিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিগুণ সুখলাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উরুযুগল হইতে তৎক্ষণাৎ শ্রীরাধা উত্থিত হইলেন।

(৬২) শেষে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া প্রাণকান্তের পীত-বাস গায় দিয়া, আপন অঙ্গাবৃত করিলেন ও তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লথবস্ত্র কুন্তল—টুটল দুহু-হার—
পুষ্পমালা, ছিঁড়িয়াছে—রত্নমালা আর।
শোভা দেখি সবসখী হরিষ হইলা,
বিলাস সুখের-সাক্ষী-বেশ যে দেখিলা।৬৩

(কেলিশয্যার বর্ণনা)

তবেত শয্যার শোভা দেখি সখীগণ
বিপরীত কেলি-কথা জানিলা তখন।
মধ্যভাগে কৃষ্ণাঙ্গের কুঙ্কুম লেপিত,
দুইপার্শ্বে রাধাপদ-যাবক শোভিত।
সিন্দুর ; চন্দনকণা, কাজলের বিন্দু
নানা চিত্র কৈল, (যেন তল্প পূর্ণ ইন্দু)।৬৪
পুষ্প সব ম্লান, আর তাম্বূলের রাগ,
অঞ্জন শোভয়ে আর কুঙ্কুমের দাগ।
রাধার অঙ্গেতে বিলাসের চিহ্ন যথা
সেইমত পুষ্পশয্যাখানিও চিত্রিতা।৬৫

---

(৬৩) এই সময়কার সম্ভোগ-চিহ্নময়-মাধুরী দর্শনে দুজনের বিলাস[illegible] ধিক্যের অনুভবে বিভোর হইয়া সখীগণের সকল যুক্তি-বুদ্ধি, প্রেমের [illegible] ভাসিয়া গেল !! পয়ারোক্ত এই শ্লোকের সহজ সরল বর্ণনাময় যুগলরূপের [illegible] প্রাণে ধারণের চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য।

(৬৪) কেলি শয্যার মধ্যভাগে কৃষ্ণাঙ্গ-বিগলিত-কুঙ্কুমের গৌরবর্ণ-চিহ্ন [illegible] দুইপার্শ্বে শ্রীরাধার পদ-বিগলিত যাবকের রাঙ্গাচিহ্ন, আর শিরঃপ্রান্তে [illegible] সোহাগিনীর শ্রমজল বিধৌত-গণ্ড-ললাটক্ষরিত-সিন্দুর চন্দনের ও নয়ন-কজ্জ[illegible] বিন্দুগুলি দেখিয়া সুচতুরা সখীগণ তখনই বুঝিতে পারিলেন—আজ [illegible] বিপরীত বিলাস ঘটিয়াছে।

(৬৫) শ্রীরাধার অঙ্গ যেমন শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত-তাম্বূলের রসে, এবং [illegible] কজ্জলে ও কুচ-কুঙ্কুমের রাগে রঞ্জিত হইয়া বিলাসের বলিহারী ব্যক্ত করি[illegible]

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শ্রীকৃষ্ণের রসোক্তি)

অল্পাক্ষরে সখী-কাছে কহেন গোবিন্দে
শুনিয়া মগন ধনি লজ্জা ও আনন্দে।৬৬
আপনার বক্ষ কৃষ্ণ ইঙ্গিতে দেখান,
রাই-ভাব-শবলতা দেখিবারে চান।৬৭
ব্যপদেশে কহেন সুচাতুরি বচন—
দেখদেখ সখীগণ! আর বিলক্ষণ।
দিবি ছাড়ি অস্তাচলে চাঁদের গমনে
ভয়ে শতচন্দ্র রাধা, লেখয়ে গগনে।৬৮
হসিতা-সখীর সঙ্গে কৃষ্ণ বাক্য শুনি
সঙ্কুচিত-লোল চক্ষু হৈলা সুবদনী।
বিকশিত গণ্ডস্থলা, ভ্রূভঙ্গী করিয়া
হানিলা কটাক্ষবাণ কৃষ্ণে নিরখিয়া।৬৯

তেমনি আজ কেলিশয্যাখানিও ঐ সকল প্রসাদ লাভ করিয়া ও পরিম্লান-কুসুমাঙ্কিত হইয়া-হইয়া যেন বলিতেছে—"আজ যুগল বিলাসের সীমা হইয়া গিয়াছে।"

(৬৬) অল্পাক্ষরে—অল্পকথায় ও ইঙ্গিতাধিক্যে। কহেন—শ্রীরাধার রজনী বিলাস নৈপুণ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। লজ্জা ও আনন্দে—আনন্দ গর্ভ-লজ্জায় নিমগ্না হইলেন। ধনি—শ্রীরাধা।

(৬৭) ভাব শাবল্য—লজ্জা, ঈর্ষা, চাপল্য, রাগ, বাক্য অভিলাষাদি নানা ভাবের মিলন মাধুরী।

(৬৮) ব্যপদেশ—অন্তঘটনারূপে আরোপ করিয়া কথা বলা। এখানে নিজ বক্ষে শ্রীরাধার কৃত বহুতর নখচিহ্ন দেখাইয়া রাধাখ্য-তারা কর্তৃক আকাশে চন্দ্র-কলা লেখার অলৌকিক শক্তি কথনের ছলে শ্রীরাধার (নায়কোচিত-বিলাস কলার দক্ষতা) ব্যক্তকরণ। দিবি—আকাশ। ভয়ে—রজনী-প্রভাতের ভয়ে। রাধাশব্দের শ্লেষার্থ—বিশাখা নক্ষত্র, সেই ছলে উক্তি।

(৬৯) হসিতা—শ্রীকৃষ্ণের রসোক্তি শ্রবণে হাস্তবদনী। কৃষ্ণবাক্য—শ্রীকৃষ্ণের;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(কিলকিঞ্চিত)

হেলা ও উল্লাসযুত, অল্প মুকুলিত,
বাষ্পসার্দ্র, অরুণান্ত লজ্জায় পূরিত;
আশঙ্কা, চাপল্য আর চকিত, ভঙ্গুর,
ঈর্ষা স্মের আদি সব ভাবের অঙ্কুর।
এইমত রাধাদৃষ্টি তখন হইল
দেখি গোবিন্দের-মনে আনন্দ বাড়িল।৭০
প্রাতঃকালে ঐছে দুহু অঙ্গের মাধুরী
নানা রঙ্গভঙ্গী, আর বচন চাতুরী।
শুনি সখীগণ ডুবি সুখাব্ধি তরঙ্গে,
বিস্মৃত হইলা গোষ্ঠ-গমন-প্রসঙ্গে।৭১

ঐ সব লজ্জাউদ্দীপক কথা। সুবদনী—পশ্চাদুক্ত ভাব শাবল্যে-মনোহরতরা শ্রীরাধা। লজ্জায় চক্ষু সঙ্কোচিত হইল, তথাপি চঞ্চল দৃষ্টিতে সকলের ঈ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আভ্যন্তরিক হর্ষভরে গণ্ডদ্বয় প্রফুল্ল হইল অর্থা ভ্রূভঙ্গী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-শাসন-কটাক্ষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দু ধামো।

(৭০) গ্রীবা বাঁকাইয়া ভ্রূনেত্র ঘুরাইয়া শৃঙ্গার বাসনা প্রকটনের নাম হে হেলা ও উল্লাসযুক্তা শ্রীরাধা, নাগরচন্দ্রের ভাণ্ডভাক্ষ রসিকতায় নিজ নয়ন অ মুকুলিত-করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অল্প অরুণিত-নয়নপ্রান্ত দ্বা ক্রোধ এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্পার্দ্র দৃষ্টিদ্বারা যেন "এখন রক্ষা কর" বলিয়া রোদ ও শঙ্কা চাপল্য দ্বারা ভয় প্রকটন করিতে লাগিলেন। আবার ঈর্ষাভরে ভ অর্থাৎ বক্রনেত্রে—যেন সময়ে শোধ দিবেন বলিয়া গর্ব্বও দেখাইতে লাগিলে সুতরাং এখানে গর্ব্ব, অভিলাষ, রুদিত, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, উল্লা সহিত মিশিয়া কিল-কিঞ্চিত নামক ভাব স্তবক উদিত হইল। শ্রীরাধার নয়নে বদনে এই অষ্টভাবের শাবল্য অর্থাৎ মিলন দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে সম্ভো সুখাপেক্ষাও কোটীগুণ অধিক আনন্দ হয়।

(৭১) "প্রভাত সমাগত প্রায়" এই অর্থে "প্রাতঃকালে" শব্দের প্রয়ো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শুভা সারিকার কথা)

তবে বৃন্দাদেবী মনে সঙ্কোচ পাইলা,
শুভাখ্যা সারিকে নেত্রে ইঙ্গিত করিলা।৭২
কহে ইঙ্গিতজ্ঞা সেই সারী সুপণ্ডিতা,
গুরুলজ্জা, পতিভয়, লোক-হাস্য কথা।৭৩
"গোষ্ঠ হৈতে তুয়াপতি ক্ষীরভার লৈয়া
আইলেন, উঠ রাধে! বাস্তু পূজ গিয়া"
একথা যাবৎ তব পতির জননী
না কহে তাবৎ হও সত্বর গমনী।
কুঞ্জ-শয্যা ছাড়ি যাও আপন আলয়
কালোচিত কর্ম্ম কর যেই যেই হয়।৭৪

ঐছে—ঐ প্রকার, বিস্মৃত হইলা—সকলেই গৃহগমন কর্ত্তব্যতার প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

(৭২।৭৩) ইহা দেখিয়া লীলাসাধিনী-শ্রীবৃন্দাদেবী আপন! কর্ত্তব্যাচরণে প্রবৃত্তা হইলেন। এখন অতি সত্বরে ঘরে না গেলে শ্রীরাধিকাকে গুরুজনের নিকটে লজ্জিত, পতি কর্ত্তৃক ভৎর্সিত, এবং সর্ব্বসাধারণের নিকটে ঘৃণার ও বিদ্রূপের পাত্রী হইতে হইবে—ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী কথায় রাধামাধবের প্রেম-বিহ্বলতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তিনি নিজ-শিক্ষিতা শুভা নামিকা সারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই সারিকা কহিতে আরম্ভ করিল।

(৭৪) রাধে! তোমার শাশুড়ী এখনি তোমার শূন্য-গৃহের দ্বারদেশে গিয়া তোমাকে ডাকিয়া কহিবেন—"বধূ! তোমার পতি ভাণ্ডপূর্ণ দুগ্ধের ভার লইয়া ঘরে আসিয়া গিয়াছে, অতএব শীঘ্র উঠিয়া বাস্তু পূজা কর।" তিনি এই কথা বলিবার পূর্ব্বেই তোমার সত্বরে ঘরে যাওয়া কর্ত্তব্য। সুখে কুঞ্জশয্যায় বসিয়া আর বিলম্ব করার সময় নাই, এখনি ঘরে গিয়া কালোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। (শ্রীরাধার পতি অভিমানী অভিমন্যু গোপ পুংশক্তি রহিত ছিলেন, এইকথা শ্রীরাধার নিকট গোপন রাখার জন্য সততই তিনি গোশালায় রাত্রি বাস করিতেন।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজপতি সহ নিশি বিলাস করিয়া
দেখ সব তারাগণ লুকাইল গিয়া।৭৫
আকাশ কপিল হৈল রবির কিরণে
রাজ-পথ পূর্ণ হবে জনের গমনে।
কুঞ্জ-পথ ছাড়ি ত্বরা শুনহ সরলা!
ঘোষ-পথে যাইবার এই ভাল বেলা।৭৬
শুন শুন ওহে কৃষ্ণ! কি তুয়া চরিত!
লোক-লজ্জা ধর্ম্মকর্ম্মে নাহি মানো ভীত?
পতি কটুমতি অতি শাশুড়ী দুর্জ্জনা.
শঙ্কা-পঙ্কে থাকে ধনি সতত মগনা।
ননদী কণ্টকী। তাহে দুর্জ্জনের বাণী
প্রাতেও না ছাড় রাধা কি বিচার জানি? ৭৭

---

(৭৫) এ প্রেম-বিহ্বলতার সময় নহে। দেখ আকাশের তারা নায়িকাগণ নিজপতি সুধাকরের সহিত সারা নিশি বিলাস করিয়া এক্ষণে অন্তরালে লুকাইতেছে। তাঁহারা দেবতা, আকাশে থাকেন; নরলোকের কেহ দেখিলেও কিছু বলিতে পারিবেনা, বিশেষতঃ তাঁহারা বিবাহিতা পত্নী, তথাপি প্রেম মর্যাদায় ও লজ্জায় রস সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু রাধে! তুমি পরপত্নী বলিয়া সুবিখ্যাতা সুতরাং এসময়ে তোমার প্রেম-বিহ্বলতা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। এইরূপ ভাব প্রাণে জাগাইয়া দেওয়াই কথার উদ্দেশ্য।

(৭৬) কি সর্ব্বনাশ! সূর্য্যের কিরণ-প্রতিভাত হইয়া (চন্দ্রপথ) আকাশ কপিশবর্ণ (ভস্মবর্ণ) হইয়া উঠিয়াছে। এখনি রৌদ্র উঠিবে। গোষ্ঠের রাজপথেও জনগণের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। সরলে! বল দেখি লোকে তোমাকে এখন কুঞ্জপথে দেখিলে তুমি কি উত্তর দিবে? অতএব এখনি কুঞ্জপথ-অতিক্রম করিয়া গোষ্ঠ-পথে প্রবিষ্ট হও।

(৭৭) সারিকা, এই শ্লোকে শ্রীরাধার শাশুড়ী, ননদিনী, পতি প্রভৃতির সন্দেহ, অপ্রিয় প্রখর-বাক্যে ও অত্যাচারের-কথা স্মরণ করাইয়া নির্য্যাতন-সম্ভা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সারিকা-বচন শুনি রাধাবিনোদিনী
সঙ্কোচ পাইলা মনে প্রাতঃকাল জানি।
মন্দর পর্ব্বত ক্ষীর-সমুদ্রে পতনে,
ক্ষুব্ধকরে যৈছে মহা মহা-মীনগণে।
ঐছন রাধিকা, মন-নয়ন ঘূর্ণিতা—
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা হইলেন সমুত্থিতা।৭৮

(কুঞ্জহৈতে নির্গমন)

চঞ্চল-নয়ন-যুগ দেখিয়া রাধার
তৎকাল উঠিলা কৃষ্ণ জানিয়া বিচার।
চলিবারে নিজঘরে; বিমনা হইলা
শ্রীরাধার নীলবাস অঙ্গেতে ধরিলা।৭৯

বনা উদ্‌বোধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে আতঙ্ক উৎপাদন ও লোক লজ্জাভয় জাগাইতেছে। আহা! কমলিনী যেমন স্বতঃই সতত পঙ্কে লগ্ন থাকে, তেমনি আমাদের-ধনি পদ্মিনী সততই ছিদ্রান্বেষি ক্রুর-গুরুজনের শঙ্কারূপ-পঙ্কে পড়িয়া কালকাটায়। তাঁহার এত দুঃখের উপর নূতন দুঃখ ঘটিলে না জানি কি ভয়ঙ্কর দশাই ঘটিবে।

(৭৮) প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণে নিজ দুঃখাপেক্ষা প্রেমাস্পদের দুঃখ লজ্জাদির ভয় লক্ষগুণ ভীষণ। প্রেমময়ী শ্রীরাধা ভাবিতে লাগিলেন—গুরু-পরিজন আমাকে যতই যন্ত্রণা দিক্, যতই গঞ্জনা করুক সকল সহিতে পারিব; কিন্তু ছুতা পাইয়া আমার প্রাণেশ্বরের যে সহস্রমুখে দুর্নাম রটাইবে সেইটি সহকরা অসাধ্য। এইরূপ দুর্ভাবনায় তাঁহার মন ও নয়ন ঘুরিতে লাগিল। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থন কালে মন্দর পর্ব্বতের পতনে সমুদ্রের জল ও জলজন্তুগণ যেমন মহাবিক্ষোভিত হইয়াছিল, তেমনি শ্যাম-গরবিণী শ্রীরাধার প্রাণ দুশ্চিন্তাতরঙ্গে উচ্ছলিত হইতে লাগিল ও মনে হইতে লাগিল এরূপ ঘটিলে গুরু পরিজন এমত কোনও বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিবে যাহাতে আমার অভিসার ও কৃষ্ণসেবা জন্মের মত বন্ধ হয়।

(৭৯) শ্রীরাধার ভীতি ব্যঞ্জক-নয়ন চাঞ্চল্য দর্শনে রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনের বিচার বুঝিতে পারিয়া এবং তদীয় বিপদাশঙ্কা করিয়া আকুল অন্তরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্ত্র-পরিবর্ত্ত তাতে হইল দোঁহার
করে করে ধরিয়া আইলা কুঞ্জদ্বার ।৮০
বাম হস্ত পদ্মে রাই-হস্ত-পদ্ম ধরি
দক্ষিণ হস্তেতে বেণু ধরিয়ে মুরারী।
এইমত চলিলেন উপমা কি হয়?
বিদ্যুন্মালা সঙ্গে যেন মেঘের উদয় ।৮১
সুবর্ণ-ভৃঙ্গার কেহ হাতেতে লইলা,
কোনো সখী স্বর্ণদণ্ড-বিজন ধরিলা।
দর্পণ লইলা কেহ, মলয়জ পাত্র,
কুঙ্কুমের পাত্র, কেহ তাম্বূলের পাত্র।
পিঞ্জরস্থ-সারিকা লইলা কোনো সখী
হরষিত-হঞা সবে চলে গৃহমুখী ।৮২
সিন্দুরের পাত্র লইলেন অন্যজন,
অদ্ভুত গঠন তার শুন বিবরণ।
কাঞ্চনের তলা, নীলমণির ঢাকনি,
কুচযুগ শোভে যেন প্রথম গর্ভিণী ।৮৩

তখনি (তৎকাল) গৃহ গমনার্থ তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বৈমনস্যজনিত অনবধানে শ্রীরাধার নীল উড়ুনীখানি গায় দিয়া ফেলিলেন।

(৮০) শ্রীরাধাও তদ্ভাবাক্রান্তা; বস্ত্রাদির সম্বন্ধে অবধান নাই। ৬২নং শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে পূর্ব্বেই তাঁহার নিজনাথের পীতোত্তরীয় দ্বারা অঙ্গআবৃত; এই অবস্থায়ই পরস্পরের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক বিচ্ছেদ কাতরপ্রাণে নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন।

(৮১—৮৩) সমস্তই সরলার্থ। বিদ্যুন্মালা—স্থির দামিনীর মালা। সুবর্ণ ভৃঙ্গার—সোনার ঝারি। স্বর্ণদণ্ডবীজন—সুবর্ণের বাটযুক্ত পাখা। মলয়জপাত্র—ঘর্ষিত চন্দনের কটোরি। কুঙ্কুম—কেশর বাটা। সিন্দুরপাত্র—“সকাঞ্চনং দান্তং” মূল শ্লোকের অক্ষর এইরূপ, দান্তঅর্থ হস্তীদন্ত নির্ম্মিত, অনুবাদে দাস্ত শব্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলিঙ্গনে ছিন্ন যেই মুকুতার হার
কুড়াঞা অঞ্চলে বান্ধে কোনো সখী আর।৮৪
লঞা রাইকর্ণে-রতি মঞ্জরী পরায়।৮৫
তবে প্রিয় নর্ম্মসখী-শ্রীরূপ মঞ্জরী,
শয্যা হৈতে কঞ্চুলিকা তুলি ত্বরাকরি।
গোপত করিয়া রাধিকার করে দিলা
তুষ্ট হইয়া রাই, তার মুখ নেহারিলা।৮৬
চর্ব্বিত তাম্বূল ছিল শয্যা সমীপেতে
গুণমঞ্জরিকা সখী লইলা নিভৃতে।

বাদ পড়িয়াছে। গর্ভ হইলেই স্তনের বোটা কালবর্ণ হয়। মূলে 'কুচযুগ' কথা নাই, যুগশব্দটা অনুবাদে অনবধান যোজনা। এই সকল বস্তু আবশ্যক মত সেবার জন্য লইয়া বাহির হইলেন, আর নাই বলিয়া ঘরে নিয়ে যাবার জন্য নহে।

(৮৪) আলিঙ্গনে—কেলি বিলাসের সময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনের বেগে।

(৮৫) তাড়ঙ্ক—কর্ণভূষণ-বিশেষ। রতি মঞ্জরী—সেবাপরা সখী বিশেষের নাম।

(৮৬) প্রিয়নর্ম্ম সখী—সেবাপরা পরিচারিকা সখী। কান্তের সহিত শায়িতা ও উত্থিতা নায়িকার যে সকল সখী হইতে সঙ্কোচ হয়না, যাহারা নায়িকার দ্বিতীয় মূর্ত্তিবৎ স্বতন্ত্র সুখেচ্ছাশূন্যা, তাহারাই প্রিয়নর্ম্ম সখী। (অলঙ্কার কৌস্তুভ, ৫ম কিরণ ৬৩সংখ্যাত কারিকা দ্রষ্টব্য।)

"কাঁচুলী ছাড়িয়া আজ বুঝি তুমি পুরুষ সাজিয়া বিলাস-বিক্রমে মাতিয়াছিলে?" শ্রীললিতাদি পরিহাস-পরা সখীগণ এইরূপ পরিহাস দ্বারা অবশ্যই শ্রীরাধাকে এখনি লজ্জা দিবেন জানিয়া শ্রীরূপ মঞ্জরী, তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে কাঁচুলী তুলিয়া "গোপনে" শ্রীরাধার হস্তে দিলেন এবং শ্রীরূপের চাতুরীতে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি প্রণয়াবলোকনে প্রশংসা করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরম হরিষে দিলা সবারে বাঁটিয়া
ভক্ষণ করিলা সবে আনন্দিত হৈয়া ।৮৭
কুঙ্কুম-চন্দন-পঙ্ক আর পুষ্পমালা,
শয্যাতে পতিত যেই, লইলা মঞ্জুলা।
তাহা পরাইলা তিঁহো প্রতি সখীগণে
তবে কুঞ্জদ্বারে সবে করিলা গমনে ।৮৮
মেঘাম্বর দেখি সবে কৃষ্ণের শরীরে
পীতাম্বর দেখি রাধা-বিনোদিনী ধরে।
অন্যোন্যে দেখায় হাসে আচ্ছাদিয়া মুখ
চঞ্চল চক্ষের ভঙ্গী কথা-রসসুখ ।৮৯
সখী-পরিহাসভঙ্গী দেখি দুইজনে
পরস্পর-মুখ হেরি (উৎফুল্ল-নয়নে)।
উথলি উঠিল প্রেম সমুদ্র তরঙ্গ
নিমগন ভেলা তাহে, হৈল স্তব্ধ অঙ্গ ।৯০

---

(৮৭) গুণমঞ্জরী—সেবাপরা সখী বিশেষ। সকল সেবাপরাগণেরই সাধারণ খ্যাতি মঞ্জরী বা মালা।

(৮৮) মঞ্জুলাকে মঞ্জুলালীও বলা হয়। শয্যাতে পতিত—বিলাসশ্রমজঘর্মে গলিয়া পড়া।

(৮৯) মেঘাম্বর—মেঘবর্ণ শ্রীরাধার উড়্নী। পীতাম্বর—শ্রীকৃষ্ণের পীতোত্তরীয়। সবে—সমস্ত সখী সকলে। আমাদের রাধাশ্যাম একে অন্যের আদর ভাজন-দ্রব্যের প্রতি ও প্রিয়জনের প্রতি স্বতঃ স্নেহান্বিত; আজ্ তৎপ্রভাবই বুঝি উভয়ের অজ্ঞাতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে ? অথবা লীলাকালে বসন ত্যাগ করার অভিমানে একের বস্ত্র অন্যের শরীরে আপনি চলিয়া গিয়াছে ? ইত্যাদি ইঙ্গিত গর্ভ-অল্লাফরি রসসুখকথা।

(৯০) "সখীরা এসময়ে এত হাসে কেন ? এবং পরিহাস ভঙ্গীতে চাওয়া চাওয়ি করিয়া কি বলে ?" ইহাই জিজ্ঞাসার ছলে প্রথমতঃ রাধাশ্যামের পরস্পর মুখদর্শন। কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব-বিস্মারী প্রেম-উছলিয়া উঠিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘনশ্যাম-কৃষ্ণাঙ্গেতে সূক্ষ্ম-নীল-বাস
লখিল না হয়, অঙ্গ, বস্ত্র, একভাস।
গৌরাঙ্গিনী-রাধাঅঙ্গে পীতবস্ত্র-চীন,
পরিচয় নহে, অঙ্গে বস্ত্রভেল লীন।
শঙ্খমধ্যে দুগ্ধ যৈছে জ্ঞান নাহি হয়,
ঐছন আপন বস্ত্র দোহে না চিনয়।৯১
"রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত আস্বাদ করিতে
বিঘ্ন কৈল প্রাতঃকাল, অরুণ উদিতে।"
জানিয়া ললিতা দেবী নিন্দয়ে অরুণা,
"না জানয়ে রস এই, না জানে করুণা।
কান্ত সঙ্গে উষায় বিলসে বরনারী
তাহাভঙ্গ-পাপে পদ গলিত ইহারি।
তথাপিও প্রতিদিন করে রসভঙ্গ
জানিনু দুস্ত্যজ হয় স্বভাব-তরঙ্গ।৯৩।৯২

(৯১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, সততই স্বর্ণোজ্জ্বল-গৌরাঙ্গিনী প্রিয়তমামণি শ্রীরাধার-উদ্দীপক পীত বসন পরিধান করেন এবং শ্রীরাধা, শ্যামঘন-চিক্কণ-কান্তি-প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক নীল দুকূল নিরন্তর ধারণ করেন। আজ তাঁহাদের সেই বস্ত্রের পরিবর্ত্তনেও, অদ্যাপি উভয়ে অনবধান কেন? উত্তর—শঙ্খের ভিতরে দুগ্ধ রাখিলে যেমন উহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়না, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গ-কান্তির সহিত নীল-দুকূলের এবং রাধাঙ্গ কান্তির সহিত পীতোত্তরীয়ের বর্ণ-সামঞ্জস্য হেতু একের বস্ত্র অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেনা। বাস—বস্ত্র; লখিল—লক্ষ্য; একভাস—একই বর্ণ; চীন—চীন-চেল নামক সূক্ষ্মবসন। লীন—মিলিত।

(৯২।৯৩) অরুণ, উদয় হওয়ার দ্বারা প্রাতঃকালকে আনিয়া, রাধামাধবের নিশান্তলীলার রস-রূপ-অপূর্ব্বামৃত আমাদিগকে আস্বাদন করিতে দিলনা!! এইরূপ প্রেমান্ধ-সিদ্ধান্ত করিয়া, ক্রোধের সহিত শ্রীললিতা সুন্দরী তুচ্ছ সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন—এই অরুণার রস বোধ এবং দয়া দুইই নাই। বরনারী অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি, সখী ললিতার উপহাস বাণী
কহিতে লাগিলা তবে রাধা বিনোদিনী।
অরুণে অরুণ দৃষ্টি প্রকাশ করিয়া
মৃদু মন্দ মন্দ বাক্যে, ঈষৎ হাসিয়া ।২৪
পদহীন তথাপিও আকাশ লঙ্ঘিয়া
উদয় করয়ে অতি প্রভাতে আসিয়া।
দুই উরু অরুণের যদি হে থাকিত॥
রজনী বলিয়া নাম তবে না রাখিত ।২৫

(শ্রীকৃষ্ণের কথা।)

মনোরমপ্রভাতের শোভা হেরি, হরি,
পান করি রাধিকার বচন মাধুরী।

প্রেমবতী-রমণীগণের নিজ নিজ রমণের সহিত পরম সুখের উষা-বিলাস ভঙ্গ করায়, তজ্জনিত পাপ রোগে (গলিত কুষ্ঠে) ইহার পা দুখানি পড়িয়া গিয়াছে তথাপি ইহার চৈতন্য নাই। হায় হায়! বদ্ধমূল-স্বভাব এমনি দুস্ত্যজ্য, এমনি ভয়ঙ্কর। (ফলতঃ জন্মাবধিই অরুণ পদহীন)

(২৪) যাহারা প্রেমের মর্য্যাদা জানেনা, তাহাদের উপরে প্রেমময়ী শ্রীরাধার বড় রাগ। সুতরাং নিজ সখী ললিতার এই সকল উপহাসযোগ্য কথা শ্রবণ করিয়াও সেই ভাবের আবেশে প্রথমতঃ ললিতার কথাগুলিকেও বাস্তবব্যাপার-রূপে গ্রহণ করিয়া অরুণের উপর তাঁহার-বিষম রাগোদয় হইল, তাহাতে মুখ এবং চক্ষু লাল হইয়া গেল। পরে ললিতার-কবিত্ব-বুঝিয়া মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত রসপুষ্টি করিয়া কহিলেন।

(২৫) পদদ্বয়ের সহিত উহার উরু দুখানিও পাপরোগে নষ্ট হইয়াছে। তথাপি তার এত বিক্রম যে প্রভাত না হইতে হইতেই দৃষ্টির-সীমাতীত আকাশকে লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া উদয় হয়; উরু দুখানি থাকিলেই, সে আর রজনীর নামও রাখিতনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরষে উন্মাদে গোষ্ঠ-গমন পাশরি
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ রাধামুখ হেরি।৯৬
"দেখ রাধে! প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিক্ রাগ,
কান্তা, আনসনে হেরি কান্ত-অনুরাগ।
মানেতে যেমন হয় অরুণ নয়ান
এইমত পূর্ব্বদিক্ আরক্ত বয়ান।৯৭
নলিনীর উপহাসে, লাজে কুমুদিনী
সঙ্কোচ হইল। পত্র-ম্লানে-অনুমানি।
কহয়ে নলিনী যেন—ওহে কুমুদিনি!
তুয়াকান্তচন্দ্র, এবে খাইল বারুণী!
পড়িয়া রহিল গিয়া তেই অস্তাচলে?
"তমোহন্তাশান্ত," তবে ঐছে কাহে করে?৯৮

(৯৬) ঈষৎ অন্ধকারে ও অল্প অরুণরাগে সংমিশ্রিত প্রভাতের মনোহর-শোভা দর্শনে রসিকেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে শ্রীরাধার খণ্ডিতা-লীলা এবং তদুচিত "মানেমলিন ও রাগে অরুণিত" শ্রীবদনের সুষমা জাগিয়া উঠিল। তাহাতে বিভোর হইয়া এবং প্রেয়সী-শিরোমণির সুধা-মধুর-বচন মাধুরী আস্বাদন করিয়া, গৃহ গমন-কর্ত্তব্যতা ভুলিয়া গেলেন!! শ্রীরাধার বদন-শোভা দর্শন করিতে করিতে রসভরে কহিতে লাগিলেন।

(৯৭) রাধে! পূর্ব্বদিক্ রূপা-নায়িকার প্রাভাতিক রাগ দেখ। তোমার ন্যায় সোহাগিনী কান্তা, যেমন নিজনাথের অন্য রমণীর প্রতি ভালবাসা দেখিলে, রাগে অরুণবর্ণ ধারণ করেন; তেমনি ইহার প্রাণনাথ-সূর্য্য, অন্যদিক্ রূপা বধূর সঙ্গ করিয়া প্রভাতে আগমন করায় সে যেন রাগে ও ঈর্ষায় আরক্ত, ও মানে মলিনা হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। এমনি তোমার ন্যায় যথার্থ সুন্দরীর রাগেও রাগ! অর্থাৎ ক্রোধের দ্বারাও শরীরের অনুরঞ্জন সম্পন্ন হয়, ইহাই বাক্যের ধ্বনি।

(৯৮) এদিকে যমুনার জলে কমলিনী-নায়িকার কান্ত-গরবিনী-ভাব দেখ,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তমঃক্ষয়ি-চন্দ্রে দেখি কোকিল চকিত,
পুনঃ দেখে পূর্ব্বদিকে অরুণ উদিত।
কুহু শব্দে অমাবস্যা আর অন্ধকার—
নিজবর্গ-মিত্রগণে করয়ে ফুকার।
রাহু-মিত্র সহ আসি চন্দ্রসূর্য্য গ্রাসে,
ডাকে পিক কুহু কুহু এই অভিলাষে।৯৯

সে নিজবন্ধু-দিনমণিকে দেখিয়াই আনন্দে প্রফুল্লা হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম পরি-মল-বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কুমুদিনীর পানে চাহিয়া যেন তাহাকে কহিতেছে—"দেখ কুমুদিনী! তোমার প্রাণকান্ত-চন্দ্র কি বারুণী মদিরা (অর্থাৎ তদ্‌গুণান্বিত পশ্চিমদিক্‌-বধূর অধররস) পান করিতে করিতে অঙ্গ ধারণে অসমর্থ হইয়া অস্তাচলের উপর ঢলিয়া পড়িল!! হাঁগো! সেতো শান্ত ও তমোহর নামে সুপ্রসিদ্ধ, তবে সারানিশি তোমার সঙ্গ করিয়াও এমন চঞ্চল (অশান্ত) এবং তমোগুণাক্রান্ত (অলসিত) হইল কেন?" দেখ রাধে! নলিনীর এইরূপ সগর্ব্ব-পরিহাসেই যেন মুগ্ধা কুমুদিনী নায়িকা, লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়াছে, উহার দলগুলির মুদ্রন ভাব দেখিয়া এমনি মনে হইতেছে। আহা! এসকল দেখিয়া আমার প্রাণে তোমার কত দিনের কত সৌভাগ্যগর্ব্বমাধুরী মনে পড়িতেছে! ইহাই কথার ধ্বন্যর্থ। বারুণী শব্দের এক অর্থ মদিরা, অন্যঅর্থ—পশ্চিম দিক্‌।

(৯৯) অমাবস্যার একনাম কুহু, কোকিল এবং অমাবস্যা উভয়েই কালবর্ণ, সুতরাং পরস্পরের মিত্র। কোকিল, ঘুম হইতে জাগিয়া সম্মুখে পশ্চিমাকাশে চন্দ্রকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল; প্রিয়তমে! সে, ঘুমের-ঘোরে ভাবিল—এই তমঃক্ষয়ী ধব্‌ধবে চন্দ্রটি, তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারের-মিত্র জানিয়া বুঝি আজ আমাকে ও নাশ করিবে! তখনি আবার পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় দেখিয়া দ্বিগুণ ভয়াকুল হইয়া উঠিয়াছে!! সেইজন্য কুহুকুহু শব্দে নিজমিত্র-অমাবস্যাকে ডাকিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে—অমাবস্যা, নিজমিত্র-রাহুকে সঙ্গে করিয়া আসিবে ও একসঙ্গে চন্দ্র সূর্য্য দুজনকে তাহার দ্বারা গ্রাস করাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে, কথাগুলির একটি সারস্য এই যে—ভ্রান্তবুদ্ধি-কোকিল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখ রাধে! বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত হৈল
ইহার কারণ শুন—মনে যে লইল।
নিজকান্ত বসন্তের সঙ্গ হৈল যবে,
আনন্দ পাইল সব তরুলতা তবে।
কপোত ঘূৎকার ছলে অটবী সীৎকার!
কহিতে কৃষ্ণের সুখ বাড়য়ে অপার।১০০
কুমুদিনী সঙ্গে অলি রজনী বঞ্চিয়া
আগত, বিলাস-চিহ্ন অঙ্গেতে ধরিয়া।
ভ্রমরী করয়ে স্তুতি তারে পদ্ম-কোষে!
অন্যকান্তাভুক্ত-কান্ত যেন এই দোষে।১০১

চন্দ্র সূর্য্যাকে বৈরী জ্ঞান করিয়া দণ্ড-দানের উদ্দেশ্যে শব্দ করিতেছে বটে, কিন্তু বস্তুর মাধুর্য্যে এই শব্দেও প্রাণে আনন্দোন্মাদনা আসিতেছে! এমনি তুমি যখন সন্দেহাকুলা হইয়া আমাকে দণ্ডিত করণার্থ কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য নিজ সখীগণকে প্রাণঘাতী আদেশ প্রদান কর, সেই ভর্ৎসনসময়েও তোমার কলকণ্ঠের-সুধামধুর ধ্বনিতে, আমার কর্ণানন্দ বিধান করে।

(১০০) শব্দার্থ সহজ। শ্রীকৃষ্ণের মনোভাবজ-ধ্বন্যর্থ এই যে—কান্তসঙ্গ-সুখানন্দে অটবীর এই সীৎকার শব্দ শ্রবণে, তোমার রহস্তলীলা কালীয় উন্মাদানন্দ-মধুর সীৎকারের স্মৃতিতে আমি অপার সুখের সাগরে ভাসিতেছি?

(১০১) অন্য রমণীর বিলাস-চিহ্নাঙ্কিত অঙ্গে প্রভাতে সমাগত কান্তকে, মানিনীর স্তুতিভঙ্গীময়-ভর্ৎসনা অর্থাৎ "প্রভাতে দর্শন পাইলাম দিন ভাল যাবে, দণ্ডবৎ" ইত্যাদি কথা বলা, রসের মর্য্যাদা বটে। আমি এই মর্য্যাদাটিকে বড় ভালবাসি। কি আনন্দ! রাধে! তোমার প্রেম-ধাম-বৃন্দাবনের পক্ষী পতঙ্গেরা পর্য্যন্ত এই মর্য্যাদা জানে। দেখ—রাত্র্যাগমে পদ্মের মুদ্রন সময়ে, মধুপানে প্রমত্তা একটি ভ্রমরী, তাহাতে আটকিয়া রহিয়া ছিল এবং তাহার ভ্রমর তাহাকে ছাড়িয়া সারারাত্রি কুমুদিনীর মধুপান করে। এক্ষণে সেই ভ্রমরটি কুমুদিনীর পরাগে পিঙ্গলাবস্থায় কমল কোষস্থা সেই ভ্রমরীর নিকটে আসিলে ভ্রমরী কতনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অরুণের ছটা লাগি অরুণ-পুষ্করে,
দ্বিগুণ অরুণ ভেল দেখ মনোহরে!
দেখি চক্রবাকী মনে আনন্দ পাইয়া
চঞ্চুতে চুম্বয়ে, চক্রবাক অনুমিয়া।১০২
কলম্বন নাম হংস, নিজ হংসী ছাড়ি
কামাতুরা। আসিতেছে আমা দোহা হেরি।১০৩
তুণ্ডিকেরী তারহংসী, স্বামী ভুক্ত শেষ
মৃণাল মুখেতে শব্দ করিয়া বিশেষ।
পদ্মাননে! তব মুখ হেরিয়া একান্ত
আসিতে উৎকণ্ঠা করে যথা নিজ কান্ত।১০৪

মিনতিভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। মানে, এই প্রকার স্তুতি নতিতে তোমার চাঁদ বদনে নানা ভাবের সম্মিলন জনিত যে অপূর্ব্ব মাধুরী প্রকটিত হয় তৎস্মৃতির সুধারসে আমি হাবুডুবু খাইতেছি।" ইহাই মনোকথা।

(১০২) মনোহরে! আরোও একটি প্রাণস্পর্শী ঘটনা, তোমার তমাল আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রেম-বিভ্রান্তির-মহিমা ও মহামাধুর্য্য জাগাইয়া আমার হৃদয়কে নাচাইতেছে। ঐ সে ঘটনাটি দেখ—আরক্ত কমলের উপর অরুণের ছটা পড়িয়া, উহা দ্বিগুণ উজ্জল হওয়ায়, নিশি-বিরহিণী-চক্রবাকী, পদ্মটিকে নিজকান্ত চক্রবাক, মনে করিয়া পরমানন্দে চঞ্চুদ্বারা চুম্বন করিতেছে! আহা! তোমার বৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই, তোমার প্রেমের উদ্দীপন-তরঙ্গ!!

(১০৩।১০৪) আরোও যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমতরঙ্গিত-চিত্তে উদয় হইতেছে যে—প্রিয়তমে! তোমার বৃন্দাবনের পশু পক্ষ্যাদি-(পুং স্ত্রী নির্ব্বিশেষে) সকলেরই তোমাতে অতুলনীয় প্রেম। তাই বলিতেছেন—দেখ! কলম্বন নামক হংসটি (নদীগর্ভ হইতে) আমাদিগকে দেখিয়া, রমণাভিলাষিণী-কামাতুরা-নিজ সঙ্গিনী হংসীকে ছাড়িয়া, এদিকে ধাইয়া আসিতেছে; এবং তুণ্ডিকেরী নামা তাহার হংসীটি স্বামীর ভুক্তাবশেষ-মৃণাল ভক্ষণার্থ মুখে লইয়া তোমার মুখ-পদ্মে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় অমনি মৃণাল-মুখে করিয়াই নিজনাথ-হংসের কাছে (তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মলয় পবন বহে পদ্মগন্ধ লৈয়া
লতাকুমারীকে নাচাইছে গুরু হৈয়া।
শীতল জলের সঙ্গে বিহার করয়
সরমণ-রমণীর-স্বেদ করে ক্ষয়।১০৫
এইমত রাধাকৃষ্ণ বাক্যের বিলাসে
সহচরী সঙ্গে মাতি, বিছুরিলা বাসে।১০৬
হেরি বনেশ্বরী-চিত্তে হৈল চমৎকার,
কক্খটিকে করে দৃষ্টি-ইঙ্গিত-প্রকার।
বৃন্দার ইঙ্গিত সে কক্খটি ভাল জানে
কক্খটি-বানরী কহে সুপদ্য বচনে।১০৭

পদান্তিকে) ছুটিয়া আসিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিয়াছে! "এমনি তোমার প্রেমে স্বভাব ভুলাইয়া দেয়!! ইহাই কথার সারস্থ।

(১০৫) কেবল পশুপক্ষী কেন? বৃন্দাবনের তরুলতা, জলবায়ু পর্য্যন্ত সকলেই তোমার নিরুপাধিক-মহাপ্রেমের অংশভাক্!! ঐ দেখ—পদ্মপরিমলে-সৌরভিত মলয়পবন কি নিঃস্বার্থ-প্রীতিতে লতিকারূপা-নটকুমারীগণকে যেন গুরু হইয়া নাচাইতে নাচাইতে কত কত অপূর্ব্ব নৃত্যকলা শিখাইয়া, এক্ষণে শীতলজলে বিহার পূর্ব্বক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জলকণা সকল আনিয়া দিয়া কান্তসহ বিলসিতা-নায়িকামণির (গূঢ়ার্থ তোমার) অঙ্গের ঘর্ম্ম বিদূরিত করিতেছে। মলয় পবনের এই প্রেম সেবার পরিপাটি দেখিয়া, তোমাকে এমনি সেবা করিয়া ধন্য হইবার সাধ কার না হয়? ইহাই বাক্যের আকূত।

(১০৬) বিছুরিলা—বিস্মৃত হইলা; বাসে—গৃহকে। সকলেই গৃহগমন ভুলিয়া গেলেন। বাক্যের বিলাসে—ধ্বন্যর্থময়-প্রেমব্যঞ্জক-বর্ণনায়। কেবল কাব্যরসে এতদূর হইবার নয়।

(১০৭) বনেশ্বরী — বৃন্দাদেবী। নিজের শিখানো পদ্য বলিতে ইঙ্গিত করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুজন বন্দ্যা রক্তাম্বরা তপস্বিনী
প্রাতঃসন্ধ্যা নামে সর্ব্বপরিচিতা যিনি।
ঊর্দ্ধ প্রসারিত রবি কিরণ-জটিলা,
এই দেখা যাইতেছে নিকটে আইলা।১০৮
"জটিলাভরতী" বুঝি, তাহার নামেতে
পড়িলেন রাধাকৃষ্ণ শঙ্কার পঙ্কেতে।১০৯
ভয় পাঞা সখীগণ, ইতস্ততঃ চলে
বস্ত্রশ্লথ, কেশশ্লথ, মালাচ্ছিন্ন গলে।১১০
"বামে চন্দ্রাবলীর সখীরা" সমুঝিয়া,
ডাহিনে সভয়া কান্তাপানে নিরখিয়া।

---

(১০৮) প্রাতঃ-সন্ধ্যার আগমন বর্ণনার ছলে শ্রীরাধার-শাশুড়ী বলিয়া পরিচিতা জরতী জটিলা-বুড়ির নামোচ্চারণ, এই পদ্যের উদ্দেশ্য; সুতরাং সকল বিশেষণই দ্ব্যর্থবোধক। যথা—জটিলা পক্ষে "সাধুজনবন্দ্যা" অর্থে বৃদ্ধা। রক্তাম্বরা—রক্তবর্ণ-বসন-পরিধৃতা। তপস্বিনী—পুত্রের মঙ্গলার্থ দেবারাধনাদি-কারিণী; প্রাতঃসন্ধ্যা—অতি প্রভাতে জাগ্রত হওয়ার স্বভাব হেতু পরিহাসের নাম। ঊর্দ্ধের রবিকিরণদ্বারা স্পষ্ট চেনা যাইতেছে, জটিলাবুড়ি, রাধাশ্যাম এইরূপ বুঝিলেন। কিন্তু প্রাতঃসন্ধ্যাপক্ষে রক্তাম্বরা অর্থ অম্বরকে অর্থাৎ আকাশকে রক্তবর্ণকারিণী, তপস্বিনী—তপস্যাসাধিনী। ঊর্দ্ধদিকে বিচ্ছুরিত সূর্য্যকিরণরূপ জটাযুক্তা। ইহাই কথার অর্থ।

(১০৯) গভীর কর্দ্দমে পড়িলে যেমন নড়াচড়ায় আরো নিমগ্নতা ঘটে, তেমনি শঙ্কামগ্ন হইলেন। জটিলা যখন আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা, পদ্মা, কি ভদ্রা, ইহারা সংবাদ দিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে এবং তাহারাও সঙ্গে আছে ইত্যাদি শঙ্কার প্রকার।

(১১০) সকলে একত্র থাকিলে উহাদের কথাই সাব্যস্ত হইয়া পড়িবে, অন্যথায় "সূর্য্যপূজার্থ ভ্রমরের-অস্পৃষ্ট-পুষ্পচয়নার্থ দাসীর সহিত শ্রীরাধার বনে আগমনাদি বঞ্চনা চলিতে পারিবে" এইরূপ বিচারে, ভয়ে সখীগণের অপসরণ।

(১১১) জটিলাকে আনয়নকারিণী চন্দ্রাবলীর সখীগণ অবশ্যই বামদিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্মুখে কি বৃদ্ধগণ? পশ্চাতে জটিলা?
এমতি সশঙ্ক হৈয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিলা।১১১
রাই মনে ভাবি জটিলার আগমন
ত্বরায় চলিতে ইচ্ছা, সশঙ্কিত মন।
উন্নত-নিতম্ব আর পীণস্তন-ভার,
হৃদয়ে সঙ্কোচ, তাহে স্তম্ভের সঞ্চার।
তৎকাল চলিতে নারি আকুল-বিথারে,
কেশবস্ত্র শিথিল ধরিলা নিজ করে।১১২
ভয়ে অনুরাগে-ধুম্র-চঞ্চল-লোচন—
পটে যেন পথপ্রান্ত করি আবরণ।
আগে রূপ মঞ্জরিকা, লোক নিরখিয়া
মনোরথে তুলি যেন চলিলা লইয়া।১১৩
পাছে পাছে যায় রতি-মঞ্জরী সহায়া,
চঞ্চলাক্ষি শর, মনোভাব সৈন্য নিয়া।১১৪

রহিয়াছে, এই বুদ্ধিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া। সভয়াকান্তা শ্রীরাধার নিরাপদ-গমন দর্শনার্থ ডানদিকে দৃষ্টি করিয়া। বনরীর সঙ্কেতে আমরা গহন বনেরভিতর দিয়া অগ্রে অগ্রে আসিতেছি, যমুনার তীরপথে সমাগতা জটিলা কুগ্নে আমাদিগকে না পাইয়া অবশ্যই পাছে পাছে আসিতেছে, এইরূপ বিচারে ভয়শঙ্কা।

(১১২) তৎকাল—সত্বর। আকুল বিথারে — ব্যাকুলতার আধিক্যে। শ্লথ—শিথিল।

(১১৩) যে দিকে শ্রীরাধার গমন তাহার অগ্রে কোনও মানুষ আছে কিনা দেখিবার জন্য শ্রীরূপমঞ্জরী কতক আগে আগে চলিলেন। তাঁহার ভয়চকিত লোচনাঞ্চল পর্দ্দার ন্যায় লোকদৃষ্টি নিবারণ করিতে লাগিল। শ্রীরাধাকে যেন নিজমনরূপ রথে চড়াইয়া লইয়া চলিলেন।*

(১১৪) রতিমঞ্জরী শ্রীরাধার পাছে পাছে সঙ্গে চলিলেন কিন্তু তাহার

---

* কথার সারার্থ—যানারোহী ব্যক্তি যেমন যানের গতির অধীনে চলে, তেমনি শ্রীরাধা শ্রীরূপমঞ্জরীর মনের গতি অনুসারে তৎপ্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইতস্ততঃ ক্ষেপে নেত্র সেনাপতি রাজ
এইরূপে গেলা নিজ নিকেতন মাঝ।
নিজ-নিজাঙ্গনে তবে চকিত হইয়া
পাদ-বিক্ষেপণ করে মন্থর করিয়া।
গুরুজন-গৃহদ্বার, চঞ্চল-সভয়—
নয়নে, নিরখে আর গমন করয়।
এইরূপে গেলা দুঁহে, না জানিল পরে,
নির্ভয়ে প্রবেশ কৈলা নিজ নিজ ঘরে।
নিজ নিজ শেযে রাধাকৃষ্ণের শয়ন
দোঁহাকার তৃষ্ণা পুনঃ-মিলন কারণ।১১৫
সখীরা শয়ন কৈলা নিজ নিজ ঘরে,
অলসে আকুল হৈলা সতৃষ্ণ অন্তরে।
প্রতিকল্পে যেন হরি করেন শয়ন
সেখানে শয়ন করে যেন বেদগণ।১১৬

চঞ্চল দৃষ্টি, বাণের ন্যায় ও মনোভাব প্রহরী-সৈন্যের ন্যায় আগে আগে চলিতে লাগিল। অর্থাৎ অতি-সতর্কতার সহিত সম্মুখ ও পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে চলিলেন, ঠিক যেন তিনি একজন প্রধান সেনাপতি।

(১১৫) নিজ নিকেতন বলিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিজ নিজ বাটিকা অঙ্গনে—গৃহপার্শ্বাঙ্গনে। (মূল সংস্কৃত গ্রন্থে এই সর্গের শ্লোক সংখ্যা ১১৭টি শেষ শ্লোক সকল সর্গেই সমান। যদুনন্দনঠাকুর কেবল মাত্র ২১ ও ২৩ অধ্যায়ে উহার অনুবাদ দিয়াছেন। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ—শ্রীরূপগোস্বামী পাদের সেবাফলে, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আদেশে, শ্রীজীবগোস্বামীর সঙ্গগুণে এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর বরপ্রভাবে এই গ্রন্থ প্রাদুর্ভূত।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যত্নন্দন ঠাকুরের কথা)

গোবিন্দ চরিতামৃত-কথা অনুপম
অপরূপ রসেতে জুড়ায় কর্ণ মন।
বিশ্বাস করিয়া যেই করয়ে শ্রবণ
ইহাতেই পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ।
নিকুঞ্জে নিশান্তকেলি মধুর বিলাস
এ যত্নন্দন কহে সংক্ষেপ আভাষ।

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রাতঃ ৬ দণ্ডের লীলা।

(শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মূল সূত্র। গ্রন্থধৃত আসঙ্গ শ্লোক)

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজ-পয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈ স্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে।১।

(যদুনন্দন ঠাকুরের নিজকৃত বন্দনা)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাময় !
পতিত পাবন প্রভো ! সদয়হৃদয়।

বন্দনার সারস্ত-ব্যাখ্যা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের জগৎ পাবনী-ব্রজলীলায় ও তদু-চিত সেবা-পরিপাটির-নিদানীভূত-পরকীয়া রসের সংজ্ঞা "উন্নত-উজ্জ্বল রস।" এই সর্ব্বোত্তম রস জগতে বিতরণই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের প্রধা কারণ, তিনি উহা চিরদিন দান করিতেছেন ও করিবেন। তাঁহার শ্রীচরণাশ্র বিনা উহা লাভ হয় না, উহার রসবোধও হয় না, এবং তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামের অষ্টকালীয় লীলার মাধুর্য্য-সহজে ও সুচারুরূপে, প্রাণে জাগেও না, লাগে না। কাজেই যুগলের-লীলা-বিলাস শ্রবণকীর্ত্তন আস্বাদনের সার ফল চিত্তেন্দ্রিয় মনের-বিশুদ্ধি ও সেবার প্রতি লোভ, তাহাও সিদ্ধ হয় না। তাই তল্লীলাগুণাদি শ্রবণ কীর্ত্তনের আগে, জগন্মঙ্গলাবতার-শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের স বাঞ্ছিতপ্রদ-বন্দনা ও গুণ মহিমাদির-স্তুতিরূপ মঙ্গলাচরণ দ্বারা বিশেষভাবে ত কৃপালাভের অনুষ্ঠান, সুবিজ্ঞ বৈষ্ণব-বর্গের স্বাভাবিক নিয়ম। তদনুসা পূজ্যপাদ যদুনন্দন-ঠাকুর কৃত, এই বন্দনার তাৎপর্য্য এই যে—হে মহাকৃপাম হে পতিত পাবন ! হে সদয় হৃদয় প্রভো-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ! তুমি চিরদিন আ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জয় জয় ব্রজবাসি-কৃষ্ণভক্তবৃন্দ !
জয়জয় রাধাকৃষ্ণ নিত্য সুখানন্দ !
শুন সব লোক ! এই অদ্ভুত কথা
রাধাকৃষ্ণ বিলাসের সুধাময় গাঁথা।

(উদ্ধৃত শ্লোকের অনুবাদ)

রাধা স্নাত-বিভূষণা, (নানাচিত্র বিলেপনা), ব্রজেশার আজ্ঞার কারণ,
সখীগণে সঙ্গে নিয়া, তাঁহার ভবনে গিয়া, প্রাতে তথা করেন রন্ধন।
কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা, গিয়া ধেনুশালা যথা, করি তাহাঁ গোদোহন কাজ
তবে সখাসনে মেলা—করিয়া, কৌতুক খেলা,
ঘরে আসি স্নানবেদী মাঝ।
তাহাঁ করি স্নান কাম; তবে সঙ্গে সখা, রাম, ভোজন করেন রসময়
শয়ন হইলে তবে, দাসগণ পদসেবে, বিবিধ কৌতুক তাতে হয়।

অবতারের কারণীভূত পূর্ব্বোক্তরূপ করুণাটি বিশেষভাবে পতিতাধম-মায়ামুগ্ধ আমার প্রতি প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ কর। (প্রথম জয় শব্দে সর্ব্বোৎকর্ষ প্রার্থনা এবং দ্বিতীয় "জয়" শব্দের অর্থ বন্দনা।) তোমার শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম। অযোগ্য বলিয়া আমাকে বঞ্চিত করিও না।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর, তদাজ্ঞায় ব্রজবাসকারী এবং রসশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণেতা এবং ব্রজানুগা-ভজন-পদ্ধতির ও ব্রজলীলার প্রদর্শক-আদর্শ কৃষ্ণভক্ত শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের ও অন্যান্য বৃন্দাবনবাসিগণের উক্তরূপে বন্দনা করিয়াছেন। ইঁহাদের শ্রীচরণের এবং উপদিষ্ট বর্ত্মের-বিস্মৃতিতেই আমাদের কিছুই হইতেছেনা।

সর্ব্বশেষে লীলাবিলাসী শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের, সহর্ষে জয় কীর্ত্তন ও বন্দনা দ্বারা কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। ঠাকুর যদুনন্দনের ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া কাতরে ও ভক্তিভরে এই বন্দনাটি পাঠ কীর্ত্তন করিলে, হৃদয়ে অবশ্যই শ্রীলীলার উদয় এবং তন্মাধুর্য্যে মন নিমগ্ন হইবে।

(১) উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত "ব্রজপত্যাহৃতাঃ" শব্দে ব্রজ পালিকা মা যশোদা কর্ত্তৃক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাই নিজ সখীসনে, কৃষ্ণের শেষান্নাশনে, বহুরঙ্গে করেন ভোজন
এইরূপ লীলান্বিত, বৃন্দাবনে বিরাজিত, রাধাশ্যাম আমার শরণ ১।

(শ্লোক সকলের ক্রমিক অনুবাদ)

প্রাতঃকালে নিত্যকৃত্য করি পৌর্ণমাসী
অচ্যুতজননী স্থানে মিলিলেন আসি।

আহূতা (আহ্বানিতা)। প্রগে—অর্থ প্রাতঃকালে। বুদ্ধং—জাগরিতং। অবাপ্ত—প্রাপ্ত। ধেনুসদন—গোশালা। নির্ব্যূঢ়—সমাপ্ত। শ্লোকোক্ত বৃত্তান্ত যথা—"দুর্ব্বাসা মুনির বর প্রভাবে শ্রীরাধার-কৃত অন্নাদি অতি অপূর্ব্বাস্বাদ এবং পরমায়ু বর্দ্ধক জানিয়া ব্রজেশ্বরী-মা যশোদা, শ্রীরাধার দ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাতঃকালীন আহার্য্য রন্ধন করাইয়া থাকেন। তদনুসারে যে শ্রীরাধা, স্নান করিয়া বিচিত্র অনুলেপনাদি শ্রীঅঙ্গে ধারণান্তে আপন অন্তরঙ্গা সখীদিগের সহিত নন্দালয়ে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্ষ্য ভোজ্যাদি রন্ধন করেন; এবং যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে নিজ গৃহে জাগিয়া গোশালায় গমন পূর্ব্বক গোদোহন করেন ও করান; অনন্তর সখাগণের সহিত নানা প্রকার কৌতুক ক্রীড়া করিয়া ঘরে গিয়া স্নান করেন; তৎপরে আপন প্রিয়তম সখাগণের ও দাদা বলরামের সহিত একত্রে বসিয়া রসময়ী ভোজনলীলা করেন, এবং পরিশেষে শ্রীরাধা, যাঁহার প্রসাদসমন্বিত অন্নাদি সখীগণের সহিত নানা রঙ্গে ভোজন করেন "সেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি"—মূলশ্লোকে এইরূপ প্রার্থনা। এই প্রার্থনা টুকু অনুবাদিত ছিলনা আমরা যোগ করিয়া দিলাম। এই সকল সুধাময়ী-লীলার সম্যক বর্ণন অসম্ভব, কিন্তু সুধা যতটুকু আস্বাদ করা যায় তাহাই যথেষ্ট। এই সর্গে, এবং তৃতীয় চতুর্থ সর্গে (তিন সর্গে) এই শ্লোকোক্ত লীলার বিবৃতি।

(২) পৌর্ণমাসী—বৃদ্ধা সিদ্ধ তপস্বিনী, সান্দীপনী মুনির জননী। যমুনাতীরে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলার সংঘটনা করেন। স্বরূপতঃ ইনি অঘটন-সম্পাদিকা যোগমায়া। ব্রজের সকলেই ইঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। অচ্যুতজননী—শ্রীকৃষ্ণের মাতা যশোদা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিয়া শ্রীনন্দালয় অতি মনোহর—
প্রেম-চন্দ্রে পূর্ণ পৌর্ণমাসী-কলেবর ।২।
স্নেহার্দ্র-স্বজনান্বিত রত্ন-চিত্রাঙ্গন,
তাহে শোভে মন্থনের গব্য বিন্দুগণ।
দুগ্ধ-ফেন-সমশয্যা কোমল-নির্ম্মল,
তাহাতে শায়িত কৃষ্ণ শ্যামল সুন্দর।
শ্বেতদ্বীপ প্রায় সেই আলয় দেখিয়া,
রহিলেন পৌর্ণমাসী হরষিতা হৈয়া ।৩। *

পৌর্ণমাসী-তিথি যেমন পূর্ণচন্দ্র দ্বারা পূর্ণা, নন্দালয়ের তাৎকালিকী শোভা দর্শনে দৈবী পৌর্ণমাসী তেমনি প্রেমরূপ-চন্দ্রের-পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হইলেন, অর্থাৎ প্রেমানন্দে পূর্ণা হইলেন।

(৩) দেখিলেন—নানারত্ন-খচিত-বিচিত্র-আঙ্গিনাতে শ্রীকৃষ্ণের নিজজন সকল স্নেহার্দ্র হৃদয়ে দধি মন্থনাদি করিতেছে এবং মন্থনোদ্গীর্ণ-গব্য বিন্দুতে (সর দধি বিন্দুতে) সমস্ত অঙ্গন আকীর্ণ। মূল শ্লোকে আছে "ক্ষীরোর্ম্মি উচ্ছলিত"; তাহাতে মনে হয় উদ্বৃত্ত বহুতর বাসি দুগ্ধ ঢালিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় দুগ্ধ তরঙ্গ। টীকাকারের ব্যাখ্যা—অসঙ্গত; কারণ সে সময়ে গোদোহনই হয় নাই। অন্যান্য পয়ার সরলার্থ—এই স্থানে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে আছে, যথা শ্রীকৃষ্ণের শয়ন গৃহখানি, মহলের দক্ষিণদিকে। পশ্চিমদিকে ভাণ্ডার গৃহ, তাহার দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের শয়নালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে রন্ধনালয়। নৈঋ্ঋত কোণে শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রস্তুত অন্তঃপুর। বায়ু কোণে নন্দ বাবার অন্তঃপুর। উত্তর দিকে বলদেবের শয়নাগার, ঈশান কোণে তাঁহার নিমিত্ত নির্ম্মিত অন্তঃপুর। পূর্ব্বদিকে লক্ষ্মী নারায়ণ-শালগ্রামজিউর গৃহ।

আরোও একটি কথা এস্থানে বলিয়া রাখি। রাগানুগীয় ভক্তগণ যাহারা সাধন সাফল্যে দেহান্তে ব্রজপরিকরে জন্মিয়া সিদ্ধ গোপীদেহে শ্রীরাধার দাসী

* অপ্রকট প্রকাশে শ্রীগোলকে যে লীলা হয়, তদ্বর্ণনায় কোনও কোনও শাস্ত্রকর্ত্তা গোকুলকে শ্বেতদ্বীপ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনার অনুরূপ নন্দালয়ের শোভা দর্শনে দেবী পৌর্ণমাসীর আনন্দ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজেশ্বরী, দেখি পৌর্ণমাসী আগমন,
অভ্যুত্থান করি কাছে করিলা গমন ।৪।
ব্রজেশ্বরী গিয়া, তাঁরে প্রণাম করিলা,
কৃষ্ণের মাতাকে তিঁহো আলিঙ্গন কৈলা ।৫।
আশীর্ব্বাদ করি তাঁরে পৌর্ণমাসী ক'ন—
কুশলে তো আছে পতি পুত্র ধেনুগণ ?৬।
তিঁহো কহে "সব ভাল" তোমার প্রসাদে,
চল, পুত্রে দেখি ভাঙ্গি মনের বিষাদে।
এতবলি দোঁহে অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া
কৃষ্ণ-শয্যালয়ে গেলা দর্শন লাগিয়া ।৭।
হেনই সময়ে সব কৃষ্ণ-সখাগণে—
আসিয়া ডাকয়ে কৃষ্ণে রহিয়া প্রাঙ্গনে।
ভদ্রসেন, স্তোককৃষ্ণ, গোভট; সুবল,
অর্জ্জুন, শ্রীদাম, দাম, আর যে উজ্জ্বল।

হইবার অভিলাষী ও সিদ্ধদেহের উদ্দীপনে দিবারাত্র মানসী সেবা করিতে এ নিজেশ্বরীর-শ্রীচরণ নিকটে সিদ্ধদেহে—অবস্থান-কামনা তাঁহাদের করিতে হ তাঁহারা শ্রীরাধার অগোচরে-সম্পাদিত-নন্দালয়ের লীলাবলী এইরূপ মনো লোভ জাগাইয়া স্মরণ করিয়া থাকেন-যে সংবাদ দায়িকা দাসীগণ উহা দে আসিয়া আপন প্রাণেশ্বরীর নিকট যথাযথ বর্ণনা করা কালে তদবগতির লাভ কবে আমার হইবে।

প্রেমময়ী শ্রীরাধা দণ্ডে পলে নিজ দয়িতের সংবাদ না শুনিয়া থাকিতে পা না। সেজন্য সখীসকল সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকেন, এই শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, রসের ভক্তগণের স্মরণাঙ্গ ভক্তি যাজনের সাধারণ গ্রন্থ, এইজন্য ইহাতে সে বিশেষ ভাবে বর্ণিত নাই, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে ইহার সুন্দর বর্ণনা আছে।

৪।৫।৬।৭ শ্লোকানুবাদ সরলার্থ, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুদাম, কিঙ্কিনী, আদি আর যত সখা
সবেই আসিলা তার কে করিবে লেখা।
সবে বলে "বলরাম অঙ্গনে তোমার
প্রভাত হইল কৃষ্ণ! উঠ এইবার" ।৮।

(৮) ভদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের সখাসৈন্যের সেনাপতি। ইনি ও গোভট, সুভদ্র প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ সখা শ্রেণীভুক্ত। সুহৃদ্ সখারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার্থ নিজনিজ পিতামাতা দ্বারা নিযুক্ত।

স্তোককৃষ্ণ—ইহার আকৃতি ক্ষুদ্রাকার কৃষ্ণের ন্যায়, মথুরা গমন কালে শ্রীকৃষ্ণ ইহার নিকট আপনার চূড়াবাঁশী রাখিয়া যান. তদ্দ্বারা ইনি গোগণকে ভুলাইয়া রাখিতেন। ইনি এবং শ্রীদাম, সুদাম, দাম, কিঙ্কিনী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা শ্রেণীভুক্ত, ইহারা মল্লযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি নানা ক্রীড়া কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। ইহার মধ্যে শ্রীদাম পীঠমর্দ্দ-নামক "নায়ক সহায়" শ্রেণীতেও গণনীয়, তিনি চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন করণে সুপটু

সুবল, অর্জ্জুন, উজ্জ্বল, কোকিল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্ম সখা। ইহাদের সব রহস্য লীলাই গোচর বটে, ইহারা সকলেই নায়ক সহায়। কতিপয় সখার পরিচয় এই:-

শ্রীদাম—শ্রীরাধার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বয়স ১৬ বৎসর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পিঙ্গল বস্ত্র, তাম্রবর্ণ পাগড়ি।

সুদাম—ঈষদ্-গৌরবর্ণ, নীলবসনে ও রত্নাভরণে বিভূষিত। পিতার নাম—মটুক; মাতার নাম রোচনা। ইনি বিদগ্ধের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

সুবল—গৌরদেহ, হরিৎবসন, নানারত্নে ও পুষ্পমালায় বিভূষিত, বয়স সাড়ে তের বৎসর। ইনি সতত সখী ভাবাশ্রিত। যুগল মিলন বিষয়ে সুনিপুণ।

অর্জ্জুন—রক্তোৎপলেরবর্ণ, চন্দ্রকান্তি বসন, নানারত্নে বিভূষিত। মাতা—ভদ্রা, পিতা—সুদক্ষিণ। বয়স সাড়ে চৌদ্দ বৎসর। ইনি বসুদামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

উজ্জ্বল—হরিন্মণির ন্যায় বর্ণ। অরুণবস্ত্র, মণিমুক্তা ও পুষ্পমালায় ভূষিত। বয়স ১৩ বৎসর, পিতার নাম সাগর। মাতার নাম বেনী বা বেলা, ইনি ইন্দুরেখা সখীর সহোদরা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সখা বাক্যেতে বটুর নিদ্রা গেল,
জানিলেন সব সখা অঙ্গনে আইল।
হিহি হিহি শব্দে মধুমঙ্গল উঠিলা
গমন স্খলনে কৃষ্ণ-নিকটে আইলা।৯
নিকটে যাইয়া বটু উচ্চ করি ডাকে
উঠ উঠ উঠ কৃষ্ণ! চলহ গোষ্ঠকে।১০
তাঁর বাক্যে গত-নিদ্র গোবিন্দ হইলা,
কিন্তু ঘূর্ণাকুল নেত্র উঠিতে নারিলা।১১
ক্ষীরোদকশায়ী, যেন রতন মন্দিরে
অনন্তশয্যায় র'ন, যোগ নিদ্রা ছলে।
প্রলয় কালাবসানে: বেদ-মাতা যাঞা
চেতন করান তাঁরে স্তবন করিয়া।
সেইমত এইখানে ব্রজেশ্বরী মাতা
জাগান শ্রীকৃষ্ণে করি সুস্নেহ মমতা।১২
পর্য্যঙ্ক উপরে দিলা নিজ বামকর
অঙ্গভার দিলা সেই হস্তের উপর।
অন্যহস্তে লালেন কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গ
ওমুখ দেখিয়া বাঢ়ে প্রেমের তরঙ্গ।

বটু—সান্দিপনী মুনির পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়-বিদূষক-সখা মধুমঙ্গল। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শয়নালয়ে, অন্য প্রকোষ্ঠে শয়ন করেন। ইনি ঈষৎ শ্যামল বর্ণ, গৌর বসন, বনমালাধারী, মাতা সুমুখী।

(৯) মধুমঙ্গল শয্যা হইতে উঠিয়া কতকটা ঘুমের ঘোরে ও কতকটা হাসি রসের ভরে ঢুলিয়া পড়িতে পড়িতে গমন-সামলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেলেন।

(১০) গোষ্ঠকে—গোশালে। (১১) ঘুম চলিয়া গেল কিন্তু ঘুমের ঘোর রহিল। (১২) ক্ষীরোদকশায়ী—শ্রীবিষ্ণু।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নয়নে আনন্দ-ধারা বহে অবিরাম,
স্তন দুগ্ধ ধারে যেন, শয্যা কৈল স্নান।
কহেন বাৎসল্যভরে গদগদ বাণী—
"উঠ পুত্র! মুখপদ্ম দেখুক জননী।১৩
যদিও সুরভীগণ তোমায় না দেখি
বৎসে না পিয়ায় দুগ্ধ, নাহি হয় সুখী।
তবু তব নিদ্রাভঙ্গভয়ে তব পিতা,
আপনেই গোষ্ঠে গেলা ধেনু বৎস যথা।১৪
উঠ পুত্র! করি তব মুখ প্রক্ষালন,
সখাসঙ্গে গিয়া কর গাভীর দোহন।
"বলাইর-নীলবাস কেনে তব অঙ্গে?"
এতবলি সেইবস্ত্র নিরখেন রঙ্গে।
অঙ্গ হৈতে নীলবাস ধনিষ্ঠাকে দিলা
নখক্ষত অঙ্গে দেখি কহিতে লাগিলা।১৫
দেখ ভগবতি! অঙ্গ অতি সুকোমল,
তুলনা না হয় নীল-নলিনীর দল।
ঝামর হৈয়াছে অঙ্গ! খর-নখে ক্ষত!
চঞ্চল-বালক-সনে মল্লযুদ্ধ-কৃত।—
নানা ধাতুরাগ চিত্র, অঙ্গে লাগিয়াছে
হাহা কি করিব! এর উপায় কি আছে?১৬

(১৩) মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের শয্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

(১৫) শ্রীরাধার নীলউত্তরীয় কৃষ্ণাঙ্গে দেখিয়া বাৎসল্য স্নেহান্ধা-জননীর মনে হইল, ইহা বলরামের নীলবসন। আহা! ইহারা দুই ভাইতে বস্তুতঃই একাত্মা বটে! এই বিচারজ-রঙ্গে।

(১৬) বিপরীত-বিহারে শ্রীরাধার কৃত-নখচিহ্ন কৃষ্ণচন্দ্রের শরীরে দেখিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্নেহ-ভরা জননীর-চিত্র-পদা বাণী,—
লজ্জা-সচকিত-নেত্র কৃষ্ণ, তাহা শুনি ।১৭
কৃষ্ণের সঙ্কোচ দেখি শ্রীমধুমঙ্গল
কহিতে লাগিলা কিছু উঠাইয়া ছল ।১৮
হাঁ মা ! কেলি-লোল সখা কথা নাহি শুনে
খেলে কুঞ্জে সুচঞ্চল-বয়স্যালী সনে ।১৯
এমত বচন কৃষ্ণ শুনিয়া সকল,
মাতৃ আগে করি বাল্য-প্রকাশের ছল।

মা মনে করিলেন, ইহা মল্ল ক্রীড়াকালে বলিষ্ঠ বালকগণের নখের আঁচড়ের চিহ্ন, এবং রাধাঙ্গের সিন্দুর কুঙ্কুম কজ্জলাদির দাগ দেখিয়া বুঝিলেন, মল্লক্রীড়াকালে যে নানারঙ্গের মাটিতে গা সাজায়, এগুলি সেই ধাতুরাগ। তাহাই মার আক্ষেপ—"চঞ্চল বালক, নিষেধ করিলেও শুনে না, কি করি।"

(১৭) নিজ জননীর বিচিত্রভাবময়ী (চিত্রপদা) বাণী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে, মূল ব্যাপার জাগিয়া উঠায় এবং ভগবতী পৌর্ণমাসী নিকটে থাকায়, তিনি লজ্জায় চঞ্চল নেত্রে তৎপ্রতি ও নিজাঙ্গে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। চিত্রপদা অর্থ—বক্তার অভিমত বা অনভিমত বিচিত্রার্থ ব্যঞ্জক।

(১৯) রঙ্গছাড়া মধুমঙ্গলের কথা নাই। এই শ্লোকোক্ত তাঁহার কথাগুলিরও দুই অর্থ। বাহিরের অর্থে—মা যশোদার বাক্য সমর্থন, কিন্তু ভিতরের অর্থে—যথার্থ ব্যাপারের বর্ণনা। যথা (১) হাঁ মা! কেলিলোল অর্থাৎ খেলা চঞ্চল সখা কৃষ্ণ, কাহারও নিষেধ শুনার পাত্র নহে, সে আমার নিষেধও শুনে না! নিরন্তর সুচঞ্চল-বয়স্যের আলী অর্থাৎ খেলার জন্য অস্থির সখাশ্রেণীকে লইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ঐ সকল খেলা করে ইহাই—প্রথমার্থ। (২) দ্বিতীয়ার্থ—বিলাস-চঞ্চল কৃষ্ণ, কেলি-সুচঞ্চলা-সঙ্গিনী সকলকে লইয়া (বয়স্যা আলী লইয়া) সর্ব্বদা কেবল কুঞ্জ ক্রীড়া করে, এই সকল চিহ্ন তাহারই নিদর্শন। স্নেহের প্রতিমা-মা, প্রথমার্থই গ্রহণ করিলেন। কুঞ্জের শীতল ছায়ায় কৃষ্ণের খেলা জানিয়া সুখী হইলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈষত হাসিয়া যত্নে চক্ষু প্রকাশিয়া,
পুনঃ পুনঃ মুদেন আলস দেখাইয়া ।২০।
তবে পৌর্ণমাসী শুনি ব্রজেশ্বরী বাণী,
দেখি কৃষ্ণ-বাল্য চেষ্টা, মনে অনুমানি।
ব্রজেশার ভাবান্তরাচ্ছাদন করিতে
হাসিয়া হাসিয়া কৃষ্ণে লাগিলা কহিতে ।২১।
নিরন্তর সখাসহ বিহার করাতে
শ্রান্ত হৈয়ে শুয়ে আছ এইত প্রভাতে।
তাহাতে তোমারে আর কেবা দিবে দোষ,
কিন্তু তোমা-দরশনে সবার সন্তোষ।
ধেনুগণ দুগ্ধভরে স্তনে পায় পীড়া
বৎসেরা তৃষিত বৎস! ত্যজ নিদ্রাক্রীড়া ।২২।
সঙ্কর্ষণ, অঙ্গনেতে সখাগণ লঞা
আছয়ে তোমার লাগি অপেক্ষা করিয়া।
অতএব উঠ কৃষ্ণ! যাও গোদোহনে
জাগিয়া করহ প্রাতঃকৃত্য আচরণে ।২৩।
এইমত কতকত প্রণয় বচন—
বলি জাগাইলা। কৃষ্ণ—উঠিলা তখন।

---

(২০) কিন্তু সুচতুর কৃষ্ণ গূঢ়ার্থ বুঝিয়া, উহা আচ্ছাদন জন্য বার বার চক্ষু খুলিয়া ও মুদিয়া শিশু ক্রীড়া জুড়িয়া দিলেন। উদ্দেশ্য সেই রসে মাকে ডুবাইয়া দিবেন।

(২১) কৃষ্ণের বাল্য-চেষ্টার কারণ, অনুমানে বুঝিয়া ভগবতী পৌর্ণমাসী, ব্রজেশা-মা-যশোদার-চিত্তে আক্ষেপাদি অন্যভাব আসিবার পথে আচ্ছাদন দিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ কথা কহিতে লাগিলেন। (মূল শ্লোকোক্ত তাহার কথিত সখীনাং শব্দটিও চিত্রপদা; তদ্দ্বারা সখাগণ ও সখীগণ দুই অর্থই করা যায়) পয়ার সরলার্থ।

(২৩) সঙ্কর্ষণ—বলরাম। প্রাতঃকৃত্য—মুখপ্রক্ষালনাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুই হস্তে মুষ্টি বান্ধি অঙ্গ-বিমোড়ন,
রসালসে করিলেন জৃম্ভা বিসর্পণ ।২৪
দশনাংশুজাল চন্দ্র চন্দ্রিকা-শোহন,
নূতন তমাল তনু, মদনমোহন।
পালঙ্কের একদিকে বসিলেন আসি,
পাদাব্জ-যুগল-তলে পৃথিবী-পরশি।
জৃম্ভা-বিসর্পণে কহি গদ্‌গদ বচন,
যোড়হস্তে কৈলা পৌর্ণমাসীর বন্দন ।২৫
এলাইল কেশ, মঞ্জু-অঞ্জনের পুঞ্জ !
খসিল কুসুমাবলী-সর্ব্ব মনোরঞ্জ।
স্নেহভরে ব্রজেশ্বরী সেইত কুন্তল
সম্বরি, বাঁধিয়া দিলা চূড়া মনোহর ।২৬

---

(২৪) জাগাইলা—মা যশোদা ও ভগবতী শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রালস্য দূর করি-লেন। শ্রীকৃষ্ণ শয়ন হইতে উভয় হস্তাগ্র একত্র করিয়া গা মোড়া দিয়া হাই ত্যাগ করিলেন।

(২৫) সেই সময়ে তাঁহার দন্তপ্রভা, চন্দ্রজ্যোৎস্নার ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তারপর তরুণতমালরুচি-সুকোমলকলেবর-মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ শয্যার পার্শ্বে অগ্রসর হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিলেন, পাদাগ্রে পৃথিবী স্পর্শ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় আবার জৃম্ভা ত্যাগ করিয়া, প্রেম গদ্‌গদ বচনে "দেবি! কৃপাকরুন" বলিয়া জোড়হস্তে ভগবতী পৌর্ণমাসীকে বন্দনা করিলেন।

(২৬) মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করা কালে শ্রীকৃষ্ণের-পরম মনোহর কজ্জল স্তূপের বর্ণ কেশরাশি সম্মুখের দিকে এলাইয়া পড়িল ও তদ্-বিজড়িত সুবনাধার কুসুমাবলী খসিয়া পড়িল। দেখিয়া মা ব্রজেশ্বরী সেই কুন্তল-কলাপ (কেশাবলী) গুছাইয়া উপরের দিকে উত্তোলন পূর্ব্বক পরম সুন্দর চূড়া রচনা করিয়া দিলেন। বিনাফুলে বিনাময়ূর-পুচ্ছেই 'চূড়া' অপূর্ব্ব শোভাময় হইল। সুন্দরের শরীরে কি না সুন্দর হয়?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিকটে স্বর্ণের ঝারি, সুশীতল জলে
মুখ প্রক্ষালন করিলেন কুতূহলে।
মাতা, নিজ পটাঞ্চলে মুখ মুছাইলা
অলসে ঘূর্ণিত আঁখি দেখি সুখী হৈলা ।২৭
মধুমঙ্গলের কর ধরি বাম করে,
ডাহিনে ধরিলা বংশী অতি মনোহরে।
মাতা, পৌর্ণমাসী সহ শয্যালয় হৈতে
অঙ্গনে আইলা কৃষ্ণ অতি হরষেতে ।২৮
দেখি সখাগণ সব আইলা ধাইয়া
কৃষ্ণাঙ্গ-পরশ কৈলা অতি হৃষ্ট হৈয়া।
কেহ আসি কর স্পর্শে, কেহ বা পটান্ত,
কেহ অঙ্গ স্পর্শে কেহ দরশে-সুশান্ত।
প্রেমোৎসাহে সবে মিলি প্রফুল্ল বদনে
বেড়িলেন সখাগণ কমল-নয়নে ।২৯

---

(২৭) নিকটেই স্বর্ণ ভৃঙ্গারে দাসগণ সুশীতল সলিল রাখিয়াছিল; স্নেহাকুলা জননী সেই জল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ-প্রক্ষালন করিলেন এবং তাহাতে অনিদ্রা জনিত নয়নের বর্ণ-কিঞ্চিৎ বিদূরণের সম্ভাবনায় এবং বদন-নয়নাদিতে-সংলগ্ন শ্রীরাধার সিন্দুর-কজ্জলাদির চিহ্ন বেশ করিয়া ধুইয়া যাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ আনন্দপূর্ণ হইলেন। কিন্তু বারংবার দত্ত শীতল জলেও নয়নের-আলস্য-ঘূর্ণা পূর্ণরূপে গেলনা। মধুর মধুর ঘূর্ণা রহিয়া গেল। সুন্দরের সবই সুন্দর! স্নেহময়ী জননী আপন পরিহিত-পট্টবস্ত্রের আঁচলে বাছার মুখ মুছাইয়া দিয়া মনঃসুখে সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

(২৮) ডাহিনে—দক্ষিণকরে। অতি মনোহরে—পরম মনোহর ভঙ্গীতে। মাতা—মা যশোদা।

(২৯) পটান্ত—কৃষ্ণের বস্ত্র প্রান্ত। দরশে—কোনও কোনও সখা দর্শনানন্দেই শান্তি লাভ করিল। কমল নয়নে—শ্রীকৃষ্ণকে; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও প্রেমপ্রফুল্ল নয়নে সখাগণকে দেখিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জননী কহেন কৃষ্ণ! গোষ্ঠেতে যাইয়া
তৎকাল আইস ঘরে গাভী দোহাইয়া।৩০
তবে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে, গাভী-দোহাইতে
গোষ্ঠে চলিলেন সুখে, করিয়া ত্বরিতে।
কহিতে লাগিলা মধুমঙ্গল যে বটু—
পরিহাসভরে সে অতি বাক্য পটু।
গগনে ঘটনা করি নয়ন যুগল
কহেন, দেখহ কৃষ্ণ! অদ্ভুত সকল।৩১
আকাশ-দীঘিতে সব তারা-মৎস্যগণ,
আদিত্য-কৈবর্ত্ত তারে করিতে বন্ধন।
নিজ কিরণের জাল প্রসারণ-কৈল,
সঙ্কোচ পাইয়া তারা-মৎস্য লুকাইল।৩২

---

(৩০) গোষ্ঠেতে—গোশালায়। তৎকাল—অবিলম্বে। কৃষ্ণভাবনামৃতের বর্ণনানুসারে এই সময়ে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে খানিকটা মাখন মিশ্রি খাওয়াইয়া দিলেন।

(৩১) বটুঅর্থ—অবিবাহিত ব্রাহ্মণ বালক। মধুমঙ্গল, মধুর রসের নায়ক-সহায়, বিদূষক-সখা, সুতরাং ইহার সকল কথাই পরিহাস-ভঙ্গীময়, অথচ শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় সেবাসাধক। গোশালায় গমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য যে সকল অনুরাগিনী গোপসুন্দরীগণ পথের উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকা-শ্রেণীর-ছাদে আসিয়াছেন, দাদা বলদেব সঙ্গে থাকায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পানে সাধ মিটাইয়া চাহিতে পারিতেছেন না! সেইটি বুঝিয়া তিনি গগনের পানে নয়ন দিয়া পূর্ব্বাকাশস্থ সূর্য্যের কথা বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। যথা—

(৩২) দেখ সখে! কৈবর্ত্তেরা অর্থাৎ ধীবরেরা যেমন জলের-উপরে উড়ো-জাল হঠাৎ ফেলিয়া মৎস্য সকলকে তন্মধ্যে বদ্ধ করে, তেমনি যেন সূর্য্যরূপ-কৈবর্ত্ত, তারারূপ মৎস্য সকলকে নিজ কিরণরূপ জালে আবদ্ধ করণার্থ হঠাৎ আকাশ-জুড়িয়া কিরণ জাল-বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু তারাগণ বড় সেয়ানা!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃগতৃষ্ণাকর-মৃগাদন-সূর্য্যোদয়ে—
গিরিগুহা-গেল চাঁদ ; নিজ মৃগ লয়ে।৩৩
অথবা আশ্চর্য্য দেখ, চমৎকার হয় !
আকাশ-রমণী-গর্ভে চন্দ্র-নিকশয় !!
অঙ্গের ভূষণ তারা ত্যজি, তে কারণ
কপোত-ঘুৎকার ছলে, তাহার কুন্থন।৩৪
কিম্বা চন্দ্রমুখ ! তব মুখ-চন্দ্র হেরি—
আকাশ ত্যজিয়া চন্দ্র গেলা গিরি-দরী।

তাহারা এইরূপ ঘটিবার আশঙ্কাতেই সঙ্কোচ পাইয়া আকাশ-দীঘির গভীর জলে লুকাইয়া গিয়াছে।

(৩৩) এইরূপে পূর্ব্ব-দিগ্‌বর্ত্তিনী গোপতরুণীগণকে দেখাইয়া, পশ্চিম-পার্শ্বের সুন্দরীগণকে দেখাইবার ছলরূপে পশ্চিমাকাশের পানে তাকাইয়া, অস্তগমনোন্মুখ-চন্দ্রের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দেখ—মরিচিকা-সৃজক সূর্য্যকে (মৃগ তৃষ্ণাকরকে), মৃগভক্ষক-সিংহবৎ-এক লম্ফে আকাশে উদিত দেখিয়া ও মৃগে তৃষ্ণাধারী মনে করিয়া অর্থাৎ মৃগাদন অর্থাৎ মৃগ ভক্ষক মনে ভাবিয়া যেন চন্দ্র, আপন ক্রোড়স্থ-মৃগকে লইয়া সূর্য্যের অগম্য গিরিগুহায় গেল। (চন্দ্রের মৃগাঙ্ককে মৃগরূপে বর্ণনা)

(৩৪) কথা অল্পেই ফুরাইয়া যাওয়ায়, আরোও ভাল করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত নূতন ছল তুলিয়া প্রকারান্তরে ঐ ঘটনারই বর্ণনা করিয়া পুনঃ কহিলেন —না, ঠিক্ বলা হইলনা ; লুকাইবার রীতিতে চন্দ্রের গমন নহে ; ধপ্ করিয়া পতন। অতএব মনে হয় এ যেন আকাশরূপা- পূর্ণগর্ভা-নারীর গর্ভ হইতে চন্দ্ররূপ-সন্তান, টপ্ করিয়া অস্তাচলে পতিত হইতেছে ও প্রসব-কালে প্রসূতীগণ যেমন অঙ্গের আভরণ নিচয়- উন্মোচন করে, তেমনি আকাশরূপা প্রসূতী, তারারূপ-আপন অঙ্গ-ভূষণ-সমূহ ত্যাগ করিয়া, কপোতের ঘুৎকারশব্দ ছলে কুন্থন করিতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা দেখি পদ্মগণ হাসে অতিশয়,
সহজেই মিত্র, বৈরী-মিত্রে নিবারয়।৩৫
চন্দ্রে তুচ্ছ কৈল এই তোমার বদন,
দেখিয়া হাসয়ে সব নলিনীরগণ!
যগুপিও চন্দ্র পদ্মে অহিতের স্থল,
তথাপিও মুখচন্দ্র পদ্ম-হিতকর।০
এইমত সরঙ্গে বটুর পরিহাস,
হাসে সব কৃষ্ণ-সখা পরম উল্লাস।
গোপাল-পালক পশুপালক-বালক
গোশালা-মালাতে তবে ভেল প্রবেশক।৩৬
বটু, বলরাম, সহ নন্দের নন্দন,
আপন গোশালে করিলেন পদার্পণ।

---

(৩৫) অতঃপর সরোবরতীরস্থ কান্তাগণকে দেখাইবার মানসে সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—আরো দেখ হে চন্দ্রানন! তোমার অপরূপ মুখ-চন্দ্র দেখিয়া, নিজ-সৌন্দর্য্যের-প্রতি ধিক্কার-বুদ্ধি-উপজাত হওয়ায় লাজে আকাশ ত্যাগ করিয়া চন্দ্র যে, গিরিদরীতে অর্থাৎ পর্ব্বতের গুহায় প্রবিষ্ট হইল, তাহা দেখিয়া পদ্মগণ হাসিতেছে। যদি বল চন্দ্র এবং পদ্ম দুয়েরইতো জল হইতে জন্ম, তবে ভ্রাতার অপমানে ও পলায়নে, ভাই হাসে কেন? উত্তর, ভাই হইলে কি হইবে? চন্দ্র সততই হিম-কিরণ দ্বারা পদ্মকে জ্বালাতন করে। বৈরী হইলে, "মিত্রের অভ্যুদয়-নিবারণ পর্য্যন্ত মিত্রে করিয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক ব্যাপার, পরাভবে হাসিবেনা? পক্ষ্যান্তরে অর্থ—তোমার বদন-চন্দ্র সর্ব্বদাই পদ্মের আনন্দ বর্দ্ধন করে, সুতরাং তাঁহার জয়ে সহজেই পদ্মের আনন্দ।

(৩৬) মধুমঙ্গলের কথাগুলিকে হাস্যোদ্দীপক-পরিহাস-কথামাত্র মনে করিয়া সখাগণ পরমসুখে হাসিতে হাসিতে নিজ নিজ গোশালায় প্রবেশ করিলেন। গোপাল—গরুর পাল; পশুপালক বালক—গোপশিশু। ভেল—হইল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুক্র আর গুরু সহ সায়ংকালে শশী
গগনে উদয় যেন হইলেন আসি।৩৭
কৈলাসের গণ্ড-শৈল-মণ্ডলীর মাঝ
মহা ঐরাবত সম রামের বিরাজ।৩৮
ধবলাবলীর মাঝে কৃষ্ণ প্রবেশিলা,
তাহাতে বাড়িল অতি সৌন্দর্য্যের কলা।
অলি যেন বিলসিত শ্বেত পদ্মবনে ৩৯
সুগম্ভীর হিহি শব্দে ডাকেন গোগণে।
"হিহি গঙ্গা! গোদাবরি! ধবলি! শ্যামলি!
হি কালিন্দি! ধূম্রা! তুঙ্গি! যমুনা! কমলি!
হিহি হংসি! হি ভ্রমরি! হরিণি! করিণি!
হিহি রম্ভা! চম্পা!" বলি করি করি ধ্বনি।৪০
এইরূপে ধেনুগণে করি সম্ভোষণ—
গোদোহন-কার্য্য কৃষ্ণ, কৈলা আরম্ভন।

(শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন)

দুইজানু মধ্যে কৃষ্ণ ধরিয়ে দোহনী,
পাদপদ্ম-অগ্রে ভর করিয়া মেদিনী।

---

(৩৭) শুক্র—শুকতারা। গুরু—বৃহস্পতি নামক তারা। শশীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপমা।

(৩৮) গণ্ডশৈল—পর্ব্বতের খণ্ডাংশ। কৈলাস পর্ব্বত সততই তুষারধবল, তাহার খণ্ডিতাংশ সমূহের মধ্যে শ্বেতবর্ণ-মহাকায় ঐরাবত হস্তীর অবস্থানের ন্যায় ধবলা ধেনু-গণের মধ্যে শ্রীবলদেব শোভা পাইতে লাগিলেন।

(৩৯।৪০) ভ্রমর যেমন গম্ভীর মধুর গুঞ্জন করিতে করিতে বারংবার পদ্মে পদ্মে উড়িয়া বেড়ায়, স্নেহ-চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণও তেমনি গোপ জাতির রীত্যনুসারে হি হি উচ্চারণ পূর্ব্বক গঙ্গা প্রভৃতি নাম ধরিয়া গাভীগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রত্যেকের নিকট গিয়া লালন করিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দোহেন গাভীর দুগ্ধ, দোহান কাহারে,
বাছুরে পিয়ান স্তন, হরিষ অন্তরে।
লালন করেন যত ধেনুবৎসগণে
অঙ্গ মুছি করি করি, অঙ্গ কণ্ডুয়নে।৪১
এইরূপে করি কৃষ্ণ গো-দোহন লীলা
বাছুর চরান, করি সখাসঙ্গে খেলা।০

(শ্রীরাধাকে জাগানো)

ওথা শ্রীরাধিকা, গৃহে শয়ন করিয়া—
রসালসে নিদ্রা যান পথশ্রম-পাঞা।
মুখরা, জাগিয়া গেলা নাতিনী জাগাতে
জটিলা সহিতে দেখা হৈল অঙ্গনেতে।৪২
স্বভাব-কুটিলা অভিমন্যুর জননী,
পুত্রের সম্পদ-বাঞ্ছে দিবস-রজনী।

---

(৪১) দোহান কাহারে—কোনও কোনোও গাভীর দুগ্ধ গোপগণের দ্বারা ও দোহাইলেন, অসংখ্য গাভীবৎস, একা কত দোহাইবেন? কিন্তু সমস্ত ধেনু বৎসের গায় হাত বুলাইয়া অঙ্গমুছিয়া এবং চুলকাইয়া দিয়া তাহাদিগকে সুখী করিলেন।

(০) এইসব লীলার কথা শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে পরিস্ফুট বর্ণিত আছে।

(৪২) রসালসে—সারানিশি রস-বিলাস-জনিত অলসে। পথশ্রম—কুঞ্জ হইতে দ্রুতবেগে আগমন-জনিত ক্লান্তিতে। মুখরা—শ্রীরাধার মাতামহী, শ্রীরাধা ইহাকে বড়িমাই বলিয়া ডাকেন, বড় আই বা বড়াই নামেও ইনি প্রসিদ্ধা। মুখরা শ্রীরাধাকে কোটি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, প্রতিদিন প্রভাতে তাঁহাকে দেখিতে যান। বাল্যকালে বহুদিন পর্য্যন্ত শ্রীরাধাকে নিজের বাড়ীতেই রাখেন। সেখানেই পূর্ব্বরাগ লীলার আরম্ভ। "মুখরাই" নামক গ্রামে মুখরা বুড়ির বাড়ী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুখরাকে কহে—শুন পৌর্ণমাসী আজ্ঞা
(নীতিকার্য্যে পৌর্ণমাসী অতি বড় বিজ্ঞা)।৪৩
"অগ্রে প্রাতঃকালে বধূ স্নান করাইবে,
বস্ত্র আভরণ তাঁর অঙ্গে পরাইবে।
তনয়ের ধন-পুত্র-আয়ুর-লাগিয়া
নিতি সূর্য্যপূজা করাইবে নিয়োজিয়া৪৪
যশোদার আজ্ঞা তুমি হেলা না করিবে
অবিজ্ঞ জনের কথা কভু না শুনিবে।"৪৫
এই আজ্ঞা তাঁর। তোমার নাতিনী
এখনো শয়নে আছে, প্রভাত রজনী!
অতএব যাঞা তারে জাগাও আপনি
করাও মঙ্গল, যাতে পুত্র হয় ধনী।৪৬
তাঁহাকে এতেক কহি বধূ প্রতি কহে—
উঠ বাছা! স্নান কর যেন দিন নহে।
বাস্ত্ত পূজা কর। সূর্য্য-পূজা-উপহার—
করিয়া, তৎকাল যাও পূজা করিবার।৪৭

(৪৩) শ্রীরাধার স্বামীঅভিমানী জটিলার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অভিমন্যু (দ্বিতীয় নাম আয়ান) "সিদ্ধতপস্বিনী পরমনীতিজ্ঞা ভগবতী পৌর্ণমাসী আমার প্রিয়পুত্রের মঙ্গলার্থ, আমাকে কয়েকটি আজ্ঞা করিয়াছেন, সেগুলি তোমাকে বলি শুন।" ইহাই অভিপ্রায়।

(৪৫) সেই আজ্ঞাগুলির উল্লেখ করিয়া, ৪৬নং শ্লোকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন "কিন্তু প্রভাত হইয়া গিয়াছে, তোমার নাতিনী এখনও নিদ্রাগত। প্রাতঃকালের অগ্রে স্নান নিষ্পন্ন হয় কি করিয়া? অতএব তুমি তাহাকে জাগাইয়া দেও, যাহাতে আমার পুত্রের ধন ও আয়ু বৃদ্ধিহয়, জাগিয়া সেইসকল কার্য্যকরার উপদেশ কর।

(৪৭) অনন্তর আঙ্গিনা হইতেই শ্রীরাধাকে ডাকিয়া কহিলেন—বাছা!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এতবলি গেলা তিঁহো আপন নিলয়,
মুখরা আইলা একা রাধার আলয়।
আসি কন—"উঠ পুত্রি! প্রভাত হইল
দেখ তব গুরুকুল সবাই জাগিল ।৪৮

শীঘ্র উঠো, প্রভাত হইয়া গিয়াছে। দিন হইবার পূর্ব্বে উঠিয়া স্নান কর ও বাস্তু পূজা কর, তারপর শুদ্ধাচারে সূর্য্যপূজার উপহার প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র (তৎকাল) সূর্য্যপূজায় যাও। বাস্তু পূজাগৃহে সূর্য্যের প্রভাতার্ঘ্য প্রদানান্তর সূর্য্যকুণ্ডের-তীরবর্ত্তী সূর্য্যমন্দিরে যে সূর্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহ আছেন, তিনি বড় জাগ্রৎ দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথায় শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজার জন্য জটিলা পাঠাইয়া থাকেন। তদর্থে প্রচুর পুষ্প-চয়নের ও শ্যামকুণ্ডস্থ পাতাল গঙ্গার জলে স্নানের ছলে শ্রীরাধা নিজ কুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতা হন।

(৪৮) আপন নিলয়,—জটিলা বাস্তুবাটীর দক্ষিণাংশে কুড়ে ঘরে বাস করেন। বাটীর উত্তরাংশের সহিত তদুত্তরস্থ উদ্যান সামিল করিয়া শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু রাজকন্যার একটি বৃহৎ মহল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। জটিলার অঙ্গনের দিকে উহার সিংহদ্বার, অন্য তিনদিকে চকমিলানো দ্বিতল অট্টালিকা, পশ্চিম দিকের ঘরে (গ্রীষ্মের দিনে নিম্নতলেও শীতকালে দ্বিতলে) শ্রীরাধা বাস করেন। পূর্ব্বদিকের ঘরে আমোদ আহ্লাদের বৈঠকখানা, উত্তরদিকের ঘরে স্নানবেদী, বেশাগার ও ভোজনের স্থান। অট্টালিকার বাহিরে পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম তিনদিক্ বেড়িয়া পুষ্পোদ্যান তারপর উচ্চ প্রাচীর, তারপর গড়খাই, গড়খাইর বাহির ও প্রাচীর ঘেরা।

শ্রীরাধার শয়ন গৃহের নিম্নতলার উত্তরের প্রকোষ্টটি অন্ধকারময়, সেই কোঠার পশ্চিম উত্তর কোণে একটি গুপ্তদ্বার, এবং সেই দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাচীরেও এক গুপ্তদ্বার আছে এবং গড়খাইর উপরে বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত একটি গুপ্ত সেতু আছে, উহাদ্বারা নিশাভিসার লীলা হয়। শ্রীরাধার শয়ন মন্দিরের দ্বিতলের উপরে "হাওয়াঘর" আছে তথা হইতে নন্দালয় দর্শন করা যায়। মূলবাটীর-সম্মুখ পূর্ব্বদিকে সাক্ষাতে কিশোরীকুণ্ড নামক বৃষভানুরাজের কৃত সরোবর। তাহার পশ্চিমতীরে বাবট নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষরাজ। জাত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যত্নন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি)

(মুখরার দৃষ্টে রাধা অমৃত প্রদীপ
অতি স্নেহে মানে যেন নিজ কোটী জীব)

(মূলানুগত অনুবাদ)

অমৃত-স্রাবক-কথা কন ধীরে ধীরে
উঠ পুত্রি ! পাশরিলে আজি রবিবারে ?
স্নান সুমঙ্গল করি পূজা দ্রব্য লঞা
সূর্য্য পূজ গিয়া নিজ অভীষ্ট লাগিয়া ।৪৯

(যথারাগ। ত্রিপদী)

রতন মন্দিরে, রসালসভরে, শয়নে আছেন রাই,
মুখরা-বচনে, জাগিয়া বিশাখা জাগায় তাঁহারে যাই।
অতি ত্বরা ডাকি, কহে উঠ সখি ! ঘুচাও অলস কাজে,
তার বাণী শুনি, মুগধিনী ধনি, জাগি জাগি ঘুমে মজে ।৫০

-ভিমানিনী জটিলা, শ্রীরাধার ভবনে প্রবেশ করেন না। অঙ্গনে থাকিয়া কথা কহেন।

(৪৯) রবিবার সূর্য্যের নিজের দিন। এদিনের পূজায় সূর্য্য বড়ই সন্তুষ্ট হন, এবং পূজকের অভীষ্ট পূর্ণ করেন; তাহাতেই শ্রীরাধাকে ত্বরান্বিতা এবং উত্তেজিতা করণার্থ মুখরা কহিলেন—আজ যে রবিবার, এ কথাকি তুমি ভুলে গিয়েছ ?

প্রকৃতপক্ষে মুখরা সততই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সহায়িনী, তিনি বাহিরে বিরুদ্ধ ভাব প্রকটনের ন্যায় কথা কহেন, এবং ভিতরে লীলানুকূল কার্য্য করেন, ইহাই তাহার অপূর্ব্ব রস; সেইজন্যই কহিলেন—"সূর্য্য পূজ গিয়া নিজ অভীষ্ট লাগিয়া।"

(৫০) জাগিয়া বিশাখা,—"শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে বর্ণিত আছে, গুরুজনাদির জাগরণ লক্ষ্য করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীমতী বিশাখাসুন্দরী শ্রীরাধার শয়নালয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাজহংসী যথা, তড়াগে রাজিতা তরঙ্গে ঈষতি চলে
রত্ন পালঙ্কেতে, তেমতি তাহাতে, ধীরে রাই অঙ্গ দোলে।৫১

(মঞ্জরীগণের আগমন)

হেনকালে রতি-মঞ্জরী, সুমতি, জানি অবসর কাল—
আসি নিজেশায় ধরিয়া দু পায়, সেবাকরে সু-রসাল।৫২
কতেক প্রকার-করি, বারবার-, জাগায় সকল সখী
উঠি ত্বরা করি, বসিলা সুন্দরী, ক্ষিতিতলে পদ রাখি।
হেনই সময়ে, মুখরা দেখিয়ে, গায়েতে পীয়ল বাস
বিশাখাকে রোখি, কহিলেন একি ? দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস।৫৩

দ্বারের বহির্দ্দেশে বসিয়াছিলেন, তদবস্থারই তাহার একটু নিদ্রাবেশ হয়, তাহা হইতে জাগিয়া।

(৫১) তার বাক্যগুনি,—মূল শ্লোকেআছে "তাসাংবচোভিঃ" ; অতএব জটিলা, মুখরা, বিশাখা তিনজনের কথাই শ্রীরাধা ঘুমের ঘোরে শুনিতেছিলেন এবং জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছিলেন। সুখিনী—অলসাধিক্যে বিচারে অশক্তা। ধনী বলিতে এখানে শ্রীরাধা।

যেন সরোবরের জলে ভাসমান একটি অলসাঙ্গী-রাজহংসীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে (মূল শ্লোকের পাঠ বীচিচয়ৈঃ,—বীচি অর্থ ক্ষুদ্র তরঙ্গ) দোলায়, তেমনি জটিলা, মুখরা ও বিশাখা সখীর বাক্যতরঙ্গে শয্যা-শায়িতা শ্রীরাধা বিচলিতা হইতে লাগিলেন, অর্থাৎ অল্প অল্প অঙ্গ নাড়িতে লাগিলেন।

(৫২) রতি মঞ্জরী—সেবা পরা সখী। ইহার নামান্তর তুলসী ও ভানুমতী, তড়িৎবর্ণ, তারাবলী দুকূল। অন্তর্বসন মেঘবর্ণ, পীতবর্ণ ও শোণবর্ণে বিচিত্রিত। বয়স ১৩ বৎসর ২ মাস, গৌরলীলায় ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

(৫৩) প্রকার—নানাবিধ সেবা। পায়ে হাত বুলান, অঙ্গমর্দ্দন ইত্যাদি। শ্রীরাধা জাগিয়া (উঠিয়া) পা ঝুলাইয়া পদতলে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পালঙ্কের একপ্রান্তে বসিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হাহা পরমাদ! হাহা পরমাদ!! একি পরমাদ হায়!
দ্রব-হেম-কাঁতি, বসনের ধ্বতি, তোমার সখীর গায়!!৫৪
কল্য যে সন্ধ্যায়, বনমালী গায়, দেখিয়াছি এই বাস,
কুলবতী হঞা, তাহারে লইয়া, ধরম করিল নাশ?
মুখরা বচন, করিয়া শ্রবণ, বিশাখা চকিতে ধাঞা
আসি রাইপাশ, দেখি পীতবাস, "একি?" কহে ধীর হৈঞা।৫৫
মুখরাকে তবে, কহে শুন—"এবে—স্বভাব-আন্ধলাতুয়া,
একে আন দেখ, আনে আন লেখ, নাহি কহ বিচারিয়া।

---

(৫৪) দ্রব হেমকান্তি—(আগুনে গলা-সোণার বরণ), এই বস্ত্র রাধার অঙ্গে কি করিয়া আসল?

(৫৫) সন্ধ্যা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গায়ে যে বস্ত্র দেখিয়াছি, প্রভাতে রাধা উহা কোথায় পাইল! অবশ্যই রাত্রে পেয়েছে। উঃ কুলবতী সতী কি ধর্ম্মনাশ করেছে? ইত্যাদি, কথার ঢং।

মুখরার বাক্যে চমকিতা প্রত্যুৎপন্নমতী বিশাখা, অমনি সবেগে শ্রীরাধার নিকটে গিয়া তাঁহাকে আবরণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, একি কাণ্ড? এখনো সেই বসন অঙ্গে রহিয়াছে!

(৫৬) অনন্তর মুখরার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন—বড়িমা! বৃদ্ধ বয়সের ধর্ম্মে তোমার নয়নে স্বাভাবিক-আন্ধ্য উপজাত হওয়ায় এক বস্তুকে অন্য বস্তুর মত দেখ এবং বল, বিশেষতঃ প্রভাতে ও সন্ধ্যাতে তোমাদের বিশেষ বিপদ। সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণাঙ্গের বসনও নিশ্চয়ই তুমি ভাল দেখিতে পাও নাই। তুমি তাকাইয়া চেয়ে দেখ এখন আমার সখীর অঙ্গে তাহারই নীলউড়ানি জড়িত আছে। স্বভাবতঃই তাঁহার অঙ্গকান্তি দ্রবহেমের মত প্রোজ্জ্বল, তাহার উপরে আবার গবাক্ষপথে নবোদিত ভানুর কিরণসম্পাতে দ্বিগুণ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। সূক্ষ্ম-নীল দুকূল-খানি ভিতর বাহির দুই দিকের পীত-কান্তিতে পীতবসনবৎ প্রতিভাত হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকা-বরণ, দ্রব হেম সম; পরিহিত নীলবাস—
তাহাতে বিহানে, রবির কিরণে, হইয়াছে পীত-বাস।
গবাক্ষ-জালেতে, দেখহ বিদিতে, রবির কিরণ লাগে
ইহার ভরমে, তোমার নয়নে, শঙ্কা উঠি কেন জাগে?৫৬
শুদ্ধমতি জনে, হেন কহ কেনে, মুগ্ধা-জরতি মতি?"
(এ যদুনন্দন, কহয়ে "বিভ্রম—", বড়ই প্রমাদ সতি!)।

গবাক্ষে দৃষ্টি করিয়া দেখ—আমার কথা সত্য কিনা? হায় হায়! এত বিষম ভ্রম তোমার? জরতি-মতি অর্থাৎ পরিপক্ক-বুদ্ধি বৃদ্ধা হইয়াও বিচার বিহীনা (মুগ্ধ:) নবীনার ন্যায় একজনা শুদ্ধমতী-সতীর এমত অকথ্য-কলঙ্কাশঙ্কা করিতেছ?

বলা বাহুল্য যে এই বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক-বেষ্টিতা সখীরা মুখরার অলক্ষ্যে পীতবসন সরাইয়া লইলেন ও পরে বিশাখা তাহা লুকাইয়া রাখিলেন।

(৫৭) রাত্র্যন্ধা-বৃদ্ধামুখরা বিশাখার চাতুরী বাক্যকে সত্য মনে করিয়া যেন লজ্জায় আর কিছুই না বলিয়া গৃহকর্ম্মে আকুলতা প্রকটন করিয়া চলিয়া গেলেন।

(রসোদ্গার লীলা)

এই সময়ে শ্রীললিতাদি অন্যান্য সখীগণ, দন্তধাবন, স্নান ও বাসভূষণাদি পরিধান করিয়া, নিজ নিজ নিলয় হইতে স্খলিত গমনে অর্থাৎ অনিদ্রা-নিবন্ধন হেলিয়া ঢুলিয়া আসিয়া মিলিত হইয়া রস প্রসঙ্গাদির-লহরী তুলিতে লাগিলেন।

"রসোদ্গার" নামে এই সময়ের একটি অতি মধুর ও অপূর্ব্বলীলা শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতে ও মহাজনী পদাবলীতে বিবৃত আছে। প্রায় প্রতিদিনই সেইটি হইয়া থাকে; সুতরাং উহা শ্রীরাধার দাস্যাভিলাষী রাগানুগীয়-ভক্তগণের অবশ্য আস্বাদ্য বটে, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত হইতে তাহার ভূমিকা নিম্নে প্রদর্শন করা গেল। যথা—

এই সময়ে শ্রীরাধার প্রাণ-তুল্য প্রিয়তমা সুহৃদ্-যূথেশ্বরী শ্রীমতী শ্যামলা সুন্দরী ও (একা, বা বিমলা-মঙ্গলাদি অন্তরঙ্গার সহিত) আসিয়া উপনীতা হইলেন। এই শ্যামলা নিজের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখ লাভাপেক্ষাও প্রাণাধিকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনিয়া বিশাখা-বাক্য মুখরা লজ্জিতা,
নিজালয়ে গেলা গৃহকর্ম্মে আকুলিতা।
ললিতাদি সখী নিজ-নিজালয় হৈতে
আইলা রাধার কাছে স্খলিত গতিতে।৫৭

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন ও রজনী-বিলাসের কথাশ্রবণে সমধিক আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, শ্রীরাধার শ্রীবদনোদ্ভবা সেই লীলা সুধারসের-সুরধুনীতে স্নানকরা শ্যামলার নিত্যব্রত।

শ্রীরাধা সখীগণের কথায় উদ্দীপিত সর্ব্ববিস্মারী মহানুরাগের প্রবল তরঙ্গাবর্ত্তে ঘুরিতেছিলেন, আচরিত সকল লীলাদি ভুলিয়া তাহার প্রাণে 'পূর্ব্বরাগের আক্ষেপ" জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে করিতেছেন—হায়! আমার পোড়াভাগ্যে কৃষ্ণসঙ্গলাভ ঘটিলনা! ঘটিবেও না!!! অন্তরঙ্গসুহৃদ শ্যামলা সুন্দরীর নিকটে তাহাই অকপটে প্রকটন করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্যামলা হসিতবদনে শ্রীরাধার নয়নে কৃষ্ণকৃত-চুম্বনের তাম্বুলরাগ, অধরে দশনদংশনের ও পয়োধরে নখক্ষতের-চিহ্ন প্রভৃতির উল্লেখে এবং সারানিশি জাগরণ জনিত-অঙ্গালসাদির-বর্ণনে-ভঙ্গিমাময় বচন চাতুরীতে নানা রঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহাতেও শ্রীরাধার আবেশ সম্পূর্ণরূপে গেল না! তবে শ্যামলার পরিহাসব্যক্ত কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গচিহ্নের কথায় এইমাত্র মনে হইতে লাগিল—হাঁ বটে বটে? একবার যেন শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুতের মত দর্শন দিয়াছিলেন। তখন শ্যামলাকে বলিতে লাগিলেন—সখি! হাসিওনা তোমার কথিত ও অকথিত বহুতর ব্যাপারই আমার মনে জাগিতেছে; কিন্তু সে ধোঁয়া ধোঁয়ার মতন জাগিতেছে; প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় ধারাবাহিক ভাবে পূর্ণরূপে কোনও কথাই স্মরণ হইতেছে না!! সবই, যেন স্বপ্ন—ইন্দ্রজাল—চিত্তের ভ্রম, ইত্যাদির ন্যায় লাগিতেছে। তন্মধ্যে কোন্‌গুলি যে বাস্তব ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা, কিছুই ঠিক হইতেছে না!! সান্নিপাতিক-রোগীর বারিপানের ন্যায়, ও স্বপ্নে পান-ভোজনের ন্যায় সমস্তই আমার (অতৃপ্তি হেতুক) অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্নানবেদী নিকটে যতেক দাসীগণ
স্নান দ্রব্য লঞা করে পথ-নিরীক্ষণ ।৫৮
রতন আসন আগে ধরিয়াছে যথা
উঠিয়া রাধিকা আসি বসিলেন তথা ।৫৯
খসাইলা অঙ্গভূষা ললিতা আসিয়া,
হরষ হইলা অঙ্গ-সুষমা-দেখিয়া।
স্বর্ণলতিকার যেন পুষ্পাদি-ত্রোটন,
প্রণয়ে খসান তৈছে রাধাঙ্গ ভূষণ ।৬০

এতক্ষণে আমার কেবল এইমাত্র ঠিক মনে পড়িতেছে যে—তাঁহার সেই নবনীল-কান্তির সুধা ধারায় অভিষিক্ত হওয়া মাত্র আমি কোটি কন্দর্পের প্রভাবে অভিভূতা হইয়া গিয়াছিলাম।

এইসকল কথা শুনিয়া শ্যামলা সুন্দরী. হাসিতে হাসিতে কহিলেন—যাহার বদনকমলের গন্ধমাত্রে ললনাগণ অন্ধ ও অজ্ঞান হয়, সারানিশি সেই সরোজের মহামধু পানে তোমার চিত্তভ্রম কেননা ঘটিবে ? ইত্যাদি কথার পর শ্রীরাধার স্মৃতির উদয় ও সংক্ষিপ্ত লীলা কথন সেই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মহাজনী-পদাবলীতে এই সুললিত রসলীলার বহুবিধ প্রকার ভেদ বিবৃত আছে। তন্মধ্যে যেগুলি "কৈশোর লীলা নহে" এবং যেগুলি "নৈমিত্তিক লীলার" অন্তর্গত, তাহা অষ্টকালীয় নিত্যলীলার সঙ্গে স্মরণীয় নহে।

(৫৮) স্নানদ্রব্য—স্নানকালে ব্যবহার্য্য দ্রব্য ; স্নানবস্ত্র, গামোছা, দন্তশোধনী, সুগন্ধি তৈল, উদ্বর্ত্তন, সুবাসিত জল, জলপাত্র ইত্যাদি।

(৫৯) আগে—স্নানবেদীর অগ্রভাগে। রতন আসন—মণিমুক্তাখচিত চৌকী, যে সকল আভরণাদি অঙ্গমার্জ্জন ও তৈলমর্দ্দনাদির বাধক, এই স্থানে সেগুলি খোলা হয়।

(৬০) আমাদের প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার অঙ্গ-সুষমা নিমিষে নিমিষে সংবর্দ্ধিত হইয়া-বিকাশ হয়, তাঁহার ভূষণাচ্ছাদিত অঙ্গগুলি হইতে ভূষণের অপসারণে সেই সদা নবায়মান স্বাভাবিক শোভা প্রকটিত হওয়ায় ললিতার আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন শ্রীরাধাকে ভূষণে সাজানো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গবতী রজকের কন্যা
স্নান-বস্ত্র রাধাআগে ধরে অতি ধন্যা।৬১
তবে মুখপ্রক্ষালন করি সুবদনী,
গন্ধচূর্ণ পরিপূর্ণ আম্র-পুটি আনি।
দশন ধাবন কৈলা। সেইত দশন—
পদ্মরাগ, স্ফটিক, নিন্দিয়া সুমোহন।৬২
স্বর্ণজিহ্বা শোধনিকা, দুই করে ধরি,
শোধন করিলা জিহ্বা, কৃষ্ণরসকরী।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল দাসীগণে দিলা,
গণ্ডূষে গণ্ডূষে মুখ প্রক্ষালন কৈলা।৬৩
সূক্ষ্ম-জলবাসে মুখ-মার্জ্জন করিলা,
স্নানযোগ্য বস্ত্র তবে পরিধান কৈলা।

আমাদের মূঢ়তা মাত্র। ভূষণ উন্মোচন-করাই আনন্দের সেবা। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাপ্রীতে স্বর্ণলতা হইতে পুষ্পপল্লব-চয়নের ন্যায় পরমাদরে তিনি স্নানে অনুপযোগী ভূষণগুলি খুলিতে লাগিলেন।

(৬১) স্নানবস্ত্র—স্নানকালে পরিধান যোগ্য সূতার প্রস্তুতা সাড়ী। ধন্যা—সেবা বিচক্ষণা।

(৬২) আম্রপুটী—ভিতরে সুগন্ধিদ্রব্যের চূর্ণপূর্ণ আম্রপত্রের নির্ম্মিত দন্ত-ধাবনী। পদ্মরাগ—পদ্মের বর্ণমণি, দন্তের মাড়ী পদ্মরাগ কান্তি। স্ফটিক মণি—চক্‌চকে শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ, দন্তগুলি সেইবর্ণ। নিষ্কর্ষকথা—দন্তগুলি যেন পদ্মরাগ-জড়িত স্ফটিকের ন্যায় সুন্দর কান্তি।

(৬৩) সোণার জিব চাচ্‌নি দ্বারা রসময় কৃষ্ণের রসপ্রদা-রসনা শোধন করিলেন।

(৬৪) জলবাসে—ভিজা গা মোছায়। (৬৫) মৃদু কাঞ্চন আসন—সোণার সূক্ষ্ম তারে ছানি দেওয়া সুতরাং অতি সুকোমল উচ্চ-স্বর্ণাসন; তাহাতে পা ঝুলাইয়া বসিলেন। মঞ্জুল—সুন্দর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বর্ণকুম্ভ পূর্ণ জল সুগন্ধি শীতল
স্নানবেদী বেড়িয়া স্থাপিত বহুতর।৬৪
মণিপীঠোপরে মৃদুকাঞ্চন-আসন,
তাহার উপরে সূক্ষ্ম-মঞ্জুল-বসন।
তাহাতে বসিলা গিয়া রাধাসুবদনী
স্নানযোগ্য দ্রব্য ধরে পরিজনে আনি।৬৫
সুগন্ধা, নলিনী, দুই নাপিতের কন্যা
মর্দ্দনোদ্বর্ত্তন-কেশ-সংস্কারে ধন্যা।৬৬
নারায়ণ-তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিল,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল করি অঙ্গ উদ্বর্ত্তন দিল।৬৭
আমলকি-কল্কে কৈল কেশ সংস্কার
ক্ষালন করিল তাহা দিয়া জলধার।
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্রে জল ঘুচাইল তার
এইরূপে উজ্জ্বল করিল কেশভার।৬৮
মন্দপক্ব-সুবাসিত-জলকুম্ভ হৈতে,
সখীগণে জলঢালি সুবর্ণ-ঘটিতে
সেইজল দিয়া সবে, স্নান করাইলা,
প্রত্যঙ্গে গা মুছা দিয়া জল মুছাইলা।

(৬৬) মর্দ্দন—তৈলাদি গায়ে মাখানো। উদ্বর্ত্তন—গন্ধচূর্ণ মার্জ্জনদ্বারা অঙ্গের তৈলাপসারণ।

কেশ সংস্কার—কল্কাদি ঘর্ষণ দ্বারা কেশ পরিষ্কার করা, এই ত্রিবিধ কার্য্যে ধন্যা প্রসংশনীয়া।

(৬৭।৬৮) এই শ্লোকদ্বয়ে উপরোক্ত তিন সেবার প্রকার বর্ণনা।

(৬৯।৭০) মন্দপক্ব—অল্পপোড় দেওয়া, এইরূপ মাটির কলসীতে জল শীতল হইয়া থাকে। প্রত্যঙ্গে—প্রত্যেক অঙ্গে। সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র—পাতলা রেশমী সাড়ী মাত্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতি সূক্ষ্ম জলবাসে কেশ-সম্মার্জ্জিলা,
সূক্ষ্ম-শুষ্ক-বস্ত্র পরিধান করাইলা।৬৯।৭০
ভূষণ-বেদিতে তবে শ্রীরাধা বসিলা
প্রভাত-কালের যোগ্য বেশ সখী কৈলা।
তারুণ্য-লক্ষ্মীর সম যে অঙ্গ শোভিত
হাবভাব অলঙ্কারে সতত ভূষিত।৭১
ধূপ-ধূম-দিয়া তবে কেশ শুকাইয়া
স্নিগ্ধ-সুকুঞ্চিত-কেশ বাসিত করিয়া।
স্বস্তিদাখ্য রত্ন-দান্ত-কাকই লইয়া
ললিতা করিলা বেশ, কেশ-বিনাইয়া।৭২
সহজে সুগন্ধি কেশে অগুরুর গন্ধ,
তাহাতে দিলেন আরো অনেক সুগন্ধ।
বেণী বিনাইয়া, শিরে শঙ্খচূড়মণি
কৃষ্ণদত্ত ; বিন্যাস করিলা, সুসাজনি।
বকুলের দিব্যমালা, মুকুতার মালা
তাহে দিলা ; যেন ভেল ত্রিবেণীর খেলা।

(৭১) প্রভাত কালের যোগ্য বেশের বর্ণনা ১০৩ পর্য্যন্ত শ্লোক সকলে বিস্তারিত রূপে করিয়াছেন। মূর্ত্তিমান্ নবযৌবন-সৌন্দর্য্যবৎ মনোহর এবং হাবভাবাদি বিংশতি ভাবালঙ্কারে সদা বিভূষিত রাধাঙ্গে বেশরচনা, এইটী প্রাণে উদ্দীপিত রাখিয়া এইসকল শ্লোক আস্বাদন করিতে হইবে। ভাবালঙ্কারের বর্ণনা ৯ সর্গের ৪।৫ নং শ্লোকের টীপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

(৭২) ধূপধূম—অগুরুচন্দন, গুগ্‌গুল, কর্পূর, ঘৃত, চিনি, বেণামূলচূর্ণ ও ধূনার দ্বারা প্রস্তুত ধূপের ধোঁয়া। স্নিগ্ধ-সুকুঞ্চিত—শ্রীরাধার কেশকলাপ স্বভাবতঃই কুটিল এবং চক্‌চকে আর্দ্র।

স্বস্তিদা—চিরুণীর নাম, উহা দান্ত অর্থাৎ হস্তীদন্ত নির্ম্মিত এবং রত্নজড়িত।

১৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূল-মণিযুত বেণী ডোরীতে বান্ধিয়া
বিরচিলা, অগ্রভাগে পট্টজাদ দিয়া।৭৩
সূক্ষ্ম রক্ত বস্ত্র, চিত্রা, ভিতরে ধরিলা।
তাহার উপরে নীলবাস-পরাইলা।
ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর
মেঘাম্বর নাম তার মহামনোহর।
ভিতরের বস্ত্র মণি প্রবাল বরণ
দুই গাছি স্বর্ণ-সূত্রে তাহার বন্ধন।
সূত্র-অগ্রভাগে পট্টচমরী-শোভিত।
সম্মুষ্টি করিয়া সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত।৭৪
স্বর্ণসূত্রে মণি-কিঙ্কিণীর জাল যাতে
রত্নাচিত-পঞ্চবর্ণ-চমরী সহিতে।
নিতম্বেতে সেই কাঞ্চী করিলা যোজনা
যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা।৭৫
চন্দন কর্পূর আর অগুরু কাশ্মিরে
পঙ্ক, নিরমাণ কৈলা বিশাখা, সুধীরে।

---

(৭৩) শঙ্খচূড়মণি—স্যমন্তক মণি, উহা নববিভাকরের ন্যায় উজ্জ্বল। কংসের সুহৃদ, ভূতপূর্ব কুবেরানুচর শঙ্খচূড়, হোরিকা উৎসবের সময় রত্নাসনে উপবিষ্টা শ্রীরাধাকে আসন সহ মস্তকে লইয়া পলাইতেছিল, ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া তৎ-শিরোদেশ হইতে এই মণিটি গ্রহণ করেন। বেণীর মূলে মণি ও অগ্রভাগে রেশমের থোপনা দিলেন।

(৭৪) ভিতরের রক্তবর্ণ বস্ত্র—ঘাঘরা এবং উপরের নীলবসন—শাড়ী। ঘাঘরার উপর শাড়ী পরার ন্যায় ব্রজের বড়লোকে ইহা পরে, ধুতির কোঁচার মত মাঝখান কুঞ্চিত করে।

(৭৫) রত্ন-খচিত পীত, নীল, লোহিত, হরিত ও কৃষ্ণবর্ণ রেশমের চমরী, স্বর্ণসূত্রের উভয় মুখে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃষ্ঠ বক্ষ বাহু আর কুচ-যুগলেতে
লেপন করিলা তাহা হরষিত চিতে।৭৬
আকপোল-ললাটের দুইপাশে চিত্রা
কস্তুরীর পত্রাবলী লিখিলা বিচিত্রা।
সিন্দুরের বিন্দু দিলা সীমন্তের তলে
পরিবৃত করি চন্দনের বিন্দুমালে।
তার তলে চন্দনের চাঁদ বিরচিলা,
চাঁদের ভিতরে কস্তুরীর বিন্দু দিলা।
কামযন্ত্র নাম এই ললিত-তিলক
হেরিয়া কৃষ্ণের হয় সর্ব্বাঙ্গে পুলক।৭৭
তবে চিত্রা ঠাকুরাণী কুচ-তট-দেশে
লিখিলা আশ্চর্য্য-চিত্র পরম-হরিষে।
"পুষ্পগুচ্ছ, ইন্দুরেখা, আম্রের পল্লব,
কমল, মকরী," কস্তুরীতে এইসব।৭৮
মীনী, পুষ্প, নবীন-পল্লব, শশী-রেখা,
কন্দর্পেরবাণ, কুম্ভ, ধনুকের লেখা।
ভ্রূধনু-ধুননে যেন স্তম্ভিয়া তরাসে
কাম, নিজ-বাণাদি অর্পিল কুচকোষে।৭৯

---

(৭৬) কাশ্মির—কুঙ্কুম। চারিদ্রবে নির্ম্মিত এই অনুলেপন দ্রব্যের নাম চতুঃসম।

(৭৭) ললাটের ঠিক মাঝখানে কামযন্ত্র-তিলকের সিন্দুর ফোটা এবং উহা ঘেরিয়া চন্দনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু দিলেন, তাহার নীচে চন্দনের চাঁদ এবং সেই চাঁদের মাঝখানে কস্তুরীর একটি বিন্দু চাঁদের কলঙ্কবৎ হইল। এই গুলির উভয় পার্শ্বে আকপোল অর্থাৎ গণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া কস্তুরীর দ্বারা পত্রাবলী অঙ্কিত করিলেন।

(৭৯) মীনী—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত মকরী—ইহা মকরকেতন-কন্দর্পের আসন। পুষ্প শব্দে—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পুষ্পগুচ্ছ ও কমল, এই পুষ্পগুচ্ছ বলিতে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রক্তবস্ত্রে মুক্তাচিত-অনেক রতনে
রচিত-কাঁচুলী, পরাইলা সযতনে।
হৈল যেন "ইন্দ্রধনু-তারামালান্বিত,
সন্ধ্যারক্ত-রাগ, গিরিযুগে সমুদিত।৮০
সুবর্ণের তাল পত্র বলন করিয়া
নীলমণি পুষ্প তার অগ্রভাগে দিয়া।
রচিত তাড়ঙ্ক, রঙ্গদেবী কর্ণে দিলা,
অলি যেন স্বর্ণপদ্ম-কলিতে বসিলা।৮১
সুবর্ণের চক্রী-শলা, ঊর্দ্ধকর্ণে দিলা।
প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিলা।
তার মধ্যভাগে হয় স্থূল নীলমণি
হৈমারুণ মণি-হীরাযুত সুসাজনি।

অশোকের ও নব মল্লিকার স্তবক। আর কমল বলিতে অরবিন্দ (পদ্ম) এবং নীলোৎপল। আর নবীন পল্লব শব্দে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আম্র-পল্লব বুঝিতে হইবে, কারণ এই পাঁচটি, শাস্ত্রানুসারে মদনের পুষ্পশর, ইহাদের দ্বারাই সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন সম্পন্ন হয়। শশীরেখা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ইন্দুরেখা; অর্থাৎ চন্দ্রকলা। ইহা মদনের ধনুরূপে বর্ণিত। শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গীতে ভয়ে ভীত হইয়া, পরাজয় স্বীকার করিয়া, কুচকোষে অর্থাৎ স্তনরূপ অস্ত্রাগারে এইগুলি সমর্পণ করিয়াছে এবং সেইজন্য কন্দর্পের বাণাবলীর গুণশক্তি শ্রীরাধার পয়োধরে বিদ্যমান ইহাও ধন্তর্থ।

(৮০) অনেক রতনে—ইন্দ্রধনুর বর্ণের ন্যায় নানাবর্ণ রত্নে। রক্তবস্ত্র—আরক্ত-সন্ধ্যারাগবৎ এবং কাঁচুলীর মুক্তাবলী, তারাবলীর ন্যায় শোভা বিকাশ করিল।

(৮১) বলন করিয়া—পদ্ম কলিকার আকারে বলিয়া। নীলমণিপুষ্প—নীলমণি-নির্ম্মিত ফুল।

(৮২) চক্রীশলা—এক প্রকার কর্ণাভরণ। ঊর্দ্ধকর্ণে—কর্ণের উপরিভাগে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তার অন্তভাগে স্বর্ণ-কমল শোভয়
আশ্চর্য্য শলাকার শোভা কহিল না হয়।
অগ্রভাগে মুক্তা-মুখ-সুবর্ণ কলস,
চিত্রা পরাইলা। যাহে কৃষ্ণমন বশ ।৮২
তবেত বিশাখা সখী মৃগমদ-বিন্দু
চিবুকেতে দিয়া নিরখেন মুখ-ইন্দু।
কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর
স্বর্ণপদ্ম-দলাগ্রে যৈছন মধুকর ॥৮৩
কণক-অঙ্কুশে গাঁথা মুকুতার ফল
নাসাগ্রেতে পরাইলা, করে ঝলমল।
শুকমুখে বোটাযুত-নোয়ালের ফল—
দেখিতে যেমন তেন শোভা অবিকল ।৮৪
আয়ত নয়নে দিলা দলিত-অঞ্জন,
কি কহিব সেই শোভা অতি সুমোহন!
কৃষ্ণ-মুখ চন্দ্র-সুধা পানের লালসে
চকোরী রহিল যেন ধরি বহু আশে ।৮৫

হেমমণি, অরুণমণি, ও হীরকেতে জড়িত—স্থূলনীলমণির শলাকা, তার নিম্ন-দিকে মুক্তাশ্রেণী সংযুত এবং উপরের দিকে "মুখেমুক্তান্বিত" স্বর্ণকলস বিরাজিত।

(৮৩) স্বর্ণবর্ণ পদ্মের দলাগ্রে অর্থাৎ পাপ্‌ড়ির অগ্রভাগে যেন একটি ভ্রমর বসিয়া রহিয়াছে।

(৮৪) কণক অঙ্কুশ—অঙ্কুশাকৃতি সোণার আংটা, তাহাতে মুক্তার গোলক, যেন বোটাযুক্ত লবনী ফল। শুকমুখ—শুকচঞ্চুর আকৃতি নাসিকার উৎপ্রেক্ষা।

(৮৫) দলিত অঞ্জন—বাটা-কজ্জল। (৮৬) কণকপাত—সোণার গ্রীবা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিমল-কণকপাত বিশাখা আনিয়া
পরাইলা হাসি হাসি শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া।
হরিকরে রহে শঙ্খ-চিহ্ন মনোহর
আচ্ছাদিলা কম্বুকণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ-ডর ।৮৬
স্বর্ণহংস দিলা রাধা-কণ্ঠের উপরে
যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে ?
হীরক ও নীলমণি দ্বারায় খচিত,
স্থূলমধ্য। স্বর্ণসূত্র মুখাগ্রে যোজিত ।৮৭
অতিসূক্ষ্ম মুক্তাফলে গুম্ফিত যতনে,
হিয়ায় গোস্তনহার দিলা হৃষ্টমনে।
একএক নীলমণি গোলা মাঝে মাঝে
স্বর্ণ গোলা দুই দুই তার পাশে সাজে ।৮৮
তবে রত্নহার দিলা হিয়ার উপর
গোল গোল কাঠি তার অতি মনোহর।
ইন্দ্রনীলমণি আর পদ্মরাগ মণি
হেমমণি গোলা সব, প্রবালে গাঁথনি ।৮৯
তবে হিয়ে দিলা চিত্র 'গুচ্ছক' যে হার
গোলকাঠী সব তাতে ধাত্রী-বীজাকার।

পত্র, চিকের সদৃশ বস্ত্র। কৃষ্ণ-ডর—"চিহ্নে কাজকি ? এই অপূর্ব্ব শঙ্খই করে ধারণ করি" এই বলিয়া কিজানি হরি হরিতে চান!

(৮৭) হাসুলি নামক ভূষণ। (৮৮) সরু-সূত্রে সূক্ষ্ম মুক্তাবলী গ্রথিত করিয়া তদ্দারা গ্রন্থিত গরুর স্তনাকৃতি নীলমণির ও স্বর্ণের গোলা সকলের হারের নাম গোস্তন হার।

(৮৯) কাঠি আর গোলা একই বস্তুরই নামভেদ। প্রবাল—পলা ; সরু সরু প্রবালের মালায় এই হার গ্রন্থিত। একটি ইন্দ্রনীলমণির গোলা, তারপর একটি পদ্মরাগের গোলা, তৎপরে একটি স্বর্ণবর্ণ মণির গোলা, এইক্রমে গাঁথা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক এক স্বর্ণকাঠি, যুগল প্রবাল
গিলিত-অন্তরা—মুক্তাগুচ্ছের সে মাল ।২০
রাসে রাধাবিনোদিনী কৈলে নৃত্যগান,
সুখী হৈয়া কৈলা কৃষ্ণ গুঞ্জামালা দান।
গুঞ্জামালা ছলে নিজ হৃদয়ের রাগে
সমর্পণ কৈলা যেন অতি অনুরাগে।
সেইমালা বিশাখা হিয়ায় পরাইলা,
শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে পরশ জাগাইলা ।২১
একাবলী হার দিলা নায়ক সহিত,
স্থূল-তারাবলী যেন অম্বরে উদিত ।২২
হৃদয়েতে দিলা তলে চতুষ্কিকা আনি,
সুবর্ণ-শিকলি দিয়া চতুষ্কি-গাঁথনি।
ইন্দ্রনীলরত্নে সেই চতুষ্কি রচিত
পদ্মরাগমণি, হীরা, কণকে খচিত ।২৩

---

(২০) চিত্র—আশ্চর্য্য। ধাত্রী-বীজ—আমলকীর বীজ। এই গুচ্ছক হার সরু সরু মুক্তাগুচ্ছের দ্বারা নির্ম্মিত, প্রতি গুচ্ছদ্বয়ের মাঝখানে ধাত্রীবীজের আকৃতি একটি একটি স্বর্ণকাঠি; তদপেক্ষা বৃহৎ-তদুভয় পার্শ্ববর্ত্তী দুই দুইটি প্রবাল কাঠির দ্বারা গ্রস্থ, এইরূপে বিরাজিত থাকিয়া মুক্তাগুচ্ছগুলিকে অন্তরে অন্তরে রাখিয়াছে।

(২১) গুঞ্জামালা—কুঁচের মালা। এখানে রক্তবর্ণ কুঁচের মালা বোদ্ধব্য। প্রচলিত মুদ্রিত মূল গোবিন্দলীলামৃতে 'রাজলক্ষ্মীং' পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রাগ-লক্ষ্মীং পাঠই সুসঙ্গত।

(২২) একাবলী—একলহরি হার, ইহার নামান্তর—তারাহার। নায়ক—হারনিম্নস্থ স্তবক। যেন আরক্ত-সন্ধ্যাকালে বড় বড় তারার উদয় হইল। অম্বর—আকাশ। কাচুলীরূপ আকাশ।

(২৩) চতুষ্কিকা—চতুষ্কোণ পদক, সোণার সরু তারের চেইনে ঝুলানো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হার সকলের পট্টথোপ, পৃষ্ঠোপর
নিতম্ব পর্য্যন্ত ক্রমে লম্বিত সুন্দর।
নিতম্ব-পর্ব্বত হৈতে বেণী ভুজঙ্গিনী
শির-শৈলে উঠিবার সোপান সাজনি।৯৪
স্বর্ণাঙ্গদ, ভুজে দিলা বিশাখা আনিয়া,
কালপট্ট ডোরে রত্নমালায় বান্ধিয়া
হরিরঙ্গদাখ্য। কৃষ্ণ মহাসুখী হন
হেন সে অঙ্গদ, শোভা না যায় কহন।৯৫
নীলরত্ন-বলয়া, ললিতা দুইকরে
পরাইলা ; তার শোভা কে কহিতে পারে ?
রক্তপদ্ম-নালে যেন মধুসম্মিলিত,
তাহার উপরে যেন ভ্রমর বেষ্টিত।৯৬

---

(৯৪) পট্টথোপ—হার সকলের গ্রন্থন সূত্রের—গ্রন্থিস্থানে ঝুলানো, নানা-বর্ণ-রেশমের-নির্ম্মিত থোপ্‌না। যতহার কাজেই তত থোপ্‌না ; এই থোপ্‌না-গুলি ক্রমশঃ একটির নীচে অন্যটি ঝুলাইয়া পৃষ্ঠদেশে কটির নিম্ন পর্য্যন্ত লম্বিত করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন বেণীরূপ সর্পিণীর, নিতম্ব-রূপ পর্ব্বততল হইতে মস্তকরূপ উচ্চ গিরিতে আরোহণের সিড়ি-সমূহ শোভা পাইতেছে।

(৯৫) স্বর্ণাঙ্গদ—সোণার বাজু। রত্নমালা জড়িত রেশমের কালবর্ণ ফিতার দ্বারা বান্ধিয়া হরিরঙ্গদা নাম এই বাজু বাহুতে আটিয়া পরাইলেন। অঙ্গদের এই অনড়-অঙ্গ-লগ্নতা দর্শনে ভাব বিশেষের উদ্দীপনে, শ্রীকৃষ্ণ মহাসুখ প্রাপ্ত হন, ইহা অনঙ্গের অঙ্গদাতা ?

(৯৬) নীলরত্ন-বলয়া—নীলমণির চূড়িকা। যেন—আরক্ত করতলরূপ প্রফুল্ল রক্তকমলের মৃণাল স্থানীয় কর যুগলে। পদ্ম হইতে মধু গলিত হইয়া মিলিত হওয়ায় মৃণাল চক্ চক্ করিতেছে এবং তাহা বেষ্টন করিয়া ভ্রমরমালা বসিয়া রহিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুবর্ণ-কঙ্কণ দিলা মুকুতা-খচিত,
বলয়ের সহ মিলি হইল শোভিত।
সূর্য্যের মণ্ডলে যুক্ত চন্দ্রবিম্বগণ,
রাহু যেন তার সহ একত্র মিলন।৯৭
সুবর্ণ-মাদুলিচয় যাহাতে শোভিত
দুইপাশে লম্বমান-পট্ট সূত্রান্বিত।
অনেক রতন যার অন্তরে সাজনি
পরাইলা করে, মণিবন্ধের-বন্ধনি।৯৮
অদ্ভুত-রতনাঙ্গুরী দিলা অঙ্গুলিতে
বিপক্ষ-মর্দ্দন-রাধানাম লেখা তাতে।৯৯
সুবর্ণ কটক দিলা চরণ যুগলে,
নানারত্ন অংশু তাতে রাজে ঝলমলে।
চটুল-চটক-রব জিনি তার ধ্বনি
কৃষ্ণ-মতি-ধৃতি-শ্রুতি হরে যাহা শুনি।১০০

---

(৯৭) এই বলয়ের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্ণকঙ্কণ, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লগিল। যেন স্বর্ণকঙ্কণরূপ সূর্য্যমণ্ডলে মুক্তাবলীরূপ চন্দ্রশ্রেণী এবং তাহার নীচে নীলবর্ণ চুড়িকা যেন রাহু আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে।

(৯৮) মণিবন্ধ—হাতেরকনুই বা কব্জা। তাহাতে মণিবন্ধ-বন্ধনী অর্থাৎ পৈছি নামক নানারত্নের সহিত পট্টসূত্রে-গ্রথিত-স্বর্ণমাদুলীর মালা পরাইয়া দিলেন। তাহার দুই মুখের পট্টসূত্র লম্বমান হইয়া ঝুলিতে লাগিল।

(৯৯) বিপক্ষমর্দ্দন—চন্দ্রাবলীর দলের গর্ব্ব ভঞ্জন।

(১০০) কটক—পদবলয়, মল খাড়ু। অংশু—ছটা। মলের শব্দে প্রেয়সী শিরোমণি শ্রীরাধার নটনভঙ্গীময় আগমনের অনুভবানন্দে। ধন্বর্থে—বিপরীত-বিহারকালীয় প্রাণোন্মাদক-লীলার স্থরসাল-স্মৃতি-জাগরণজনিত-মহানন্দে, মতি, ধৈর্য্য ও কর্ণ, অবশ হইয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃদু পাদ পদ্মে দিলা রতন-মঞ্জীর
কালিন্দীর হংস-পাঠে যারধ্বনি ধীর।১০১
পাদাঙ্গুলে সুদেবী রতনাঙ্গুরী দিলা
যারশিল্পে বিধাতার বিস্ময় জন্মিলা।১০২
নর্ম্মদা, মালীরকন্যাদত্ত-লীলাপদ্ম,
যাহা কৃষ্ণ-মনোহর-মহাশোভা-সদ্ম।
সেই পদ্ম, পদ্ম-হস্তে বিশাখা আনিয়া
পদ্মাননাকর-পদ্মে সপিলা হাসিয়া।১০৩
নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার
মণি-দরপণ দিল অগ্রে শ্রীরাধার।১০৪
দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী
"কৃষ্ণসুখ-যোগ্যবেশ" মনে অনুমানি।

---

(১০১) মঞ্জীর — নূপুর। সুললিতকলনাদী-কালিন্দীসলিলে-খেলিত কলহংসগণও এই নূপুরের ধ্বনিকে গুরু মানিয়া অস্ফুট মধুরধ্বনি শিক্ষা করে নিজ নিজ ধ্বনিকে নিকৃষ্ট বুঝে।

(১০২) 'ইহাতো আমার রচিত নহে! এই অপূর্ব্ব-শিল্প কোন বিধাতার কৃত?' এই বিস্ময়।

(১০৩) লীলাপদ্ম—বদন হইতে ভ্রমরতাড়না, স্বাভিযোগ অর্থাৎ ছলে নিজবাসনাপ্রকটন এবং নায়কের প্রতি প্রণয়প্রহারাদির নিমিত্ত হাতে রাখিবার মৃণালাংশ-সমন্বিত-পদ্ম। পদ্ম-দৃশাহস্তে—কমলনয়নী শ্রীরাধার হস্তে। হাসিয়া সপিবার অভিপ্রায় এই যে ধৃষ্ট-নায়ককে শাসনে রাখিবার উপায়াদিই ইহার ব্যবহার; ভুলিওনা। অথবা আমি যেন তোমার করপদ্মে পদ্ম মিলাইলাম এমনি কৃষ্ণমুখপদ্মে নিজমুখপদ্ম সতত মিলাইয়া আমাদিগকে সুখী করিও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণের মিলন লাগি হইলা চঞ্চল,
কান্তের প্রাপ্তিই তাঁর নারী-বেশ-ফল।১০৫

(১০৫) মনে অনুমানি—"এই বেশ-দর্শনে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সুখোৎপত্তি হইবে" এইরূপ বিচার করিয়া। ফলতঃ শ্রীরাধার ষোলটি শৃঙ্গার (বেশ) এবং দ্বাদশটি আভরণদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের বড়ই সুখোৎপত্তি হয়। ষোড়শ শৃঙ্গার মধ্যে তাম্বূলরঞ্জিতাধরা পরে হইবেন, চরণযাবকের বর্ণনা—অভ্যাবেশে বাদ পড়িয়াছে। অবশিষ্ট ১৪ প্রকার শিঙ্গারের বর্ণন করিয়াছেন—বিশেষ আবেশে, যথা—৭০ হইতে ৭১নং শ্লোকে "স্নান" (১)। ৮৪নং শ্লোকে দোলিত-মণি-নোলক (২), ৭৪নং শ্লোকে "নীলদুকূল" (৩) এবং "নীবীবন্ধন-সূত্র" (৪)। ৭৩নং শ্লোকে "বেণী ও কুসুমিত-চিকুর" (৫।৬), ৮১নং শ্লোকে "কর্ণোত্তংস" (৭)। ৭৬নং শ্লোকে 'চর্চ্চিতাঙ্গ" (৮)। ৭৭ ও ৭৮নং শ্লোকে "তিলক" (৯) এবং "পত্রভঙ্গ চিত্রাদি" (১০)। ৮৩নং শ্লোকে "চিবুকের বৃহৎ কস্তুরীবিন্দু" (১১) ৮৫নং "শ্লোকে নয়নে কজ্জল"(১২)১০৩নং শ্লোকে "লীলাকমল" (১৩)এবং ৯১নং শ্লোকে "গুঞ্জামালা ধারণ।"

দ্বাদশাভরণ যথা—৭২নং শ্লোকে কুণ্ডল (১), ৭৩নং চূড়ামণীন্দ্র (২); ৭৫নম্বরে কাঞ্চী (৩), ৮২ নম্বরে চক্রীশলাকা (৪), ৮৬ নম্বরে নিষ্ক (৫), ৮৭ নম্বরে গ্রৈবেয়ক (৬), ৯৬ নম্বরে বলয়া (৭), ৯২ নম্বরে তারাহার (৮), ৮৮ হইতে ৯১ পর্য্যন্ত অন্যান্য হার। ৯৫ নম্বরে অঙ্গদ (৯), ৯৯নং হস্তাঙ্গুরীয় সমূহ (১০), ১০১ নম্বরে নূপুর (১১) এবং ১০২ নম্বরে উচ্চশির পাদাঙ্গুরীয় (১২)। এইগুলি ধারণের শোভামাধুরী বিশেষ স্মরণীয়। শ্রীচরণে যাবক-রঞ্জনের কথা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে আছে।

যাবককে সম্বোধন করিয়া ললিতা কহিলেন—রাতুল-চরণের শোভা বাড়াইতে না পারায় দুঃখ করিও না, তুমি এই চরণাশ্রয়ের ফলে মান-সাধন-কারী-শ্রীকৃষ্ণের-ললাট-তট-অরুণিত করিয়া সৌভাগ্যান্বিত হইবে।।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যত্নন্দন ঠাকুরের কথা)

সংক্ষেপে কহিলোঁ এই রাধিকার বেশ,
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিশেষ।
গোবিন্দচরিতামৃত শুধু সুধাময়,
শুনিতে মধুর-ধারা; তাপ বিনাশয়।
শুদ্ধ প্রেমভক্তি-গণে করয়ে উদয়
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা লাভ হয়।
পাষণ্ডী না শুনে যেন করিবে সেকাজ,
এই ভিক্ষা মাগো মুঞি, বৈষ্ণব সমাজ!
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম-সেবা অভিলাষে
গোবিন্দ-চরিত কহে যত্নন্দন দাসে।

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে
শ্রীরাধার স্নান, ভূষণপরিধানাদি বিলাসে
২য় সর্গঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃতীয় সর্গ।

প্রাতঃ ৬ দণ্ডের অবশিষ্ট লীলা।

(মূলের প্রথম শ্লোক)

তাবদ্ গোষ্ঠেশ্বরী গোষ্ঠং গতে গোকুল-নন্দনে।
সর্ব্বান্ গৃহজনানাহ তদ্ভক্ষ্যোৎপাদনাকুলা ॥১

(যদুনন্দন-ঠাকুর কৃত বন্দনা)

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-গোসাঞি!
তোমার চরণ বিণু আর গতি নাই।
জয়জয় গৌরভক্তগণ দয়াময়!
কৃপা কর সবে মোরে হইয়া সদয়।
অতঃপর কহি কিছু রন্ধনের কথা
অত্যন্ত আশ্চর্য্য এই রসময় গাঁথা।

বন্দনার আস্বাদনী। স্বকীয় সুখদুঃখের ও লাভালাভের বিচার-বিমগ্ন-. স্বার্থ-সর্ব্বস্ব মহাকামী আমাদের অপবিত্র হৃদয়ে—স্বসুখবাসনা ও নিজ দুঃখের বিচার-বিবর্জ্জিত নিরুপাধিক-সুনির্ম্মল প্রেমের গন্ধস্পর্শ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। তাহার কারণ উক্ত প্রেম প্রাকৃত জগতের মায়িক বস্তু নহে—কৃষ্ণপরিকর-ব্রজবাসী নিকরের সাহজিক-সম্পত্তি, মায়াতমসাচ্ছন্ন আমাদের অবিশুদ্ধ হৃদয়ে উহার উদয় বা উপলব্ধি হয় না। অথচ ইহাই মানবীয়-পরমধর্ম্মের চরমসার, এবং তদভাবেই ইন্দ্রিয় ব্যাপারনিষ্ঠ মনুষ্যের মন পশুভাবের প্রভাব এড়াইতে পারে না!

স্বয়ং শ্রীভগবান ব্যতীত তদীয় সাধারণ-অবতারাবলীর কেহই উহা প্রদান করিতে পারে না। তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় অধ্যায়ে (আদিলীলায়) শ্রীকৃষ্ণের স্বগত চিন্তাপ্রসঙ্গে আছে—"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।" তাই, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রজলীলায় প্রেমদান করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রেমপ্রাপ্ত সে তরুলতাদি তদীয় লীলার সহায় ছিল। সে লীলায় ও ব্রজের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(মূল লীলা)

ওথা ব্রজেশ্বরী, কৃষ্ণ-ভোজন-লাগিয়া
করেন সামগ্রী-চেষ্টা উৎকণ্ঠিতা হৈয়া।

বাহিরে ঐ প্রেমদানের উদাহরণ নাই, সাধারণের ব্রজপ্রেমপ্রাপ্তি বিরল ছিল। তাহার কারণ ভক্তের ভোগ্য আশ্রয় জাতীয় (কৃষ্ণবিষয়ক) প্রেমটি হ্লাদিনী-শক্তির-সাররূপা শ্রীরাধার সম্পত্তি। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ব্রজলীলাটি সততই শ্রীরাধাদি পরম প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ব্রজপরিকরগণের সহিত প্রেমাবেশ-ময়ী ছিল। ইহারও প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদে আছে যথা—

"দাস সখা পিতামাতা প্রেয়সীগণ লৈয়া,
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।"

সুতরাং সে লীলাকালে তাঁহার বাহিরের প্রতি অবধানের সুযোগ ছিলনা। সেই জন্যই "চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান" ইত্যাদি আক্ষেপ প্রকাশ করণান্তর শ্রীরাধার সহিত মিলিয়া একতনু হইয়া, বাঞ্ছাস্বরূপ ব্রজপ্রেম সর্ব্বজীবে প্রদানার্থ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জগতে তাঁহার বিশেষাবির্ভাব।

অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের গুণে মজিয়া, ও জগতের অজ্ঞানান্ধকার ও পাপতমো বিধ্বংসী-তদীয়-জগমোহন শ্রীরূপ খানি প্রাণে জাগাইয়া, তাঁহার ভুবন-মঙ্গল-শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনাবন্দনাপূর্ব্বক শ্রীব্রজলীলার শ্রবণকীর্ত্তনেই তৎস্ফূর্ত্তি ও মাধুর্য্যানুভবের সঙ্গে সঙ্গে, তদুচিত প্রেম সকলেরই লাভ হয়।

তাহাতেই এ গ্রন্থের আদি অনুবাদক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যদুনন্দন ঠাকুর প্রতি পরিচ্ছেদারম্ভে ভক্তিভরে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণবন্দনা করিয়াছেন। ব্রজজাতীয় প্রেমদানরূপ মহালীলায় নিজপরিকর ভক্তবর্গ, আমাদের প্রভুর কার্য্যনির্ব্বাহক ও নিশ্ছিদ্র-কারক কর্ম্মচারী। তাঁহারা সকলেই পরমকৃপাময়, প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের—

"পাত্রাপাত্র বিচার নাই, নাহি স্থানাস্থান;
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেম দান।
(চৈঃ চঃ আদি ৭ম পরিচ্ছেদ)

অতএব নিবেদনবন্দনে ভক্তগণকে ছাড়িলে, ব্যাপারই অঙ্গহীন হয়। সুতরাং যদুনন্দন ঠাকুরের সকল বন্দনাই, তৎসাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদ্যপিও নিজ নিজ কার্য্যে দাস দাসী
ব্যগ্র আছে। তথাপিও ব্রজেশ্বরী আসি,
কহিতে লাগিলা ; দাসী-আহ্বান করিয়া
কৃষ্ণ-স্নেহ-পরিপাকে স্নপিতা হইয়া ;১।২
"রন্ধন সামগ্রী কর, শীঘ্র হয় যাতে,
এখনি আসিবে কৃষ্ণ, গোশালা হইতে।
প্রাতে দেখিয়াছি তার বড় কৃশ অঙ্গ
অতএব শীঘ্রকর রন্ধন-প্রসঙ্গ ।৩
শাক, মূল, ফুল, ফল, দ্বিদলার্দ্রকাদি,
মাষ-চূর্ণ, চুকা, শুঠি, হরিদ্রা অবধি।
মরিচ, কর্পূর, চিনি, ক্ষীরসার, জিরা,
তিন্তিড়ী, ত্রিজাত, হিঙ্গু, সুমথিত-বড়া।

এই সকল বিচারেও ভক্তিভরে এই বন্দনাটি শ্রবণকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। বন্দনার আনুসঙ্গিক প্রার্থনা এই যে—"অধঃপাতগ্রস্ত অযোগ্যাধম অক্ষম ও নিরুপায় জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রাণে ব্রজলীলার স্ফূর্ত্তিদান ও প্রেমদান করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত থাকুন।"

(মূললীলা)

এই অধ্যায়োক্ত শ্রীনন্দালয়ের লীলাবলী, দ্বিতীয় সর্গের-প্রারম্ভ-পাদ-নোটের লিখিত পদ্ধতিতে শ্রীরাধার দাস্যাভিলাষি-সাধকের স্মরণীয়। উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত গোকুল-নন্দন অর্থ এস্থানে গোসকলের-আনন্দ-প্রদ শ্রীকৃষ্ণ।

(১) ওথা—নন্দালয়ে। সামগ্রীচেষ্টা—ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত করাণের চেষ্টা। এই চেষ্টার প্রকারও উৎকণ্ঠার কারণ, পরে বিবরিয়া বলিয়াছেন।

(২) সাময়িক-সেবাকার্য্যে সুচতুর প্রেমপূর্ণ-দাসদাসীগণ আপনা আপনি যার যার কর্ত্তব্য-সেবা করিতেছেন, তথাপি প্রেমের স্বভাবে ও গৃহিণীর উচিত গুণপনার-প্রভাবে, মা ব্রজেশ্বরী, প্রত্যেকের নিকটে আসিয়া আসিয়া ও ডাকিয়া ডাকিয়া কর্ত্তব্য উপদেশ করিতে লাগিলেন, কোনও কার্য্যে যেন বিন্দুমাত্রও ভুল না হয়। স্নেহ পরিপাকে—হৃদয়-দ্রাবক প্রেমের প্রকর্ষে। স্নপিতা—স্নেহরসে ডুবিয়া, স্নান করিয়া। প্রসঙ্গ—পরিপাটি আয়োজন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৈন্ধব-লবণ আর নারিকেল-শস্য
তৈল ও গোধুম-চূর্ণ লইবে অবশ্য।
ঘৃত, দধি, আর তুল্‌সী-ধান্যের তণ্ডুল,
সকল লইয়া যাও রন্ধনের পুর।
বক্‌না-গাভীর দুগ্ধ প্রচুর অতুল
ব্রজেন্দ্রপ্রেরিত, মিষ্ট-পায়সানুকূল।
এই সব লঞা যাও আবর্ত্তন-তরে"—
শুনি সব কার্য্য তারা সযতনে করে।৪।৫
বাৎসল্যে দ্রবিত-চিত্তে, ভাসি নেত্রনীরে,
ব্রজেশ্বরী, ডাকিয়া বলেন রোহিণীরে।৬
"শুনহ রোহিণি-সখি! আছে এত দাস
তবু রামকৃষ্ণ গোঠে যায় গো সোল্লাস!!
না মানে বারণবাক্য, করে অবহেলা,
বলিষ্ঠ-বালক-সঙ্গে-করে যুদ্ধ-খেলা!
অতি সুকুমার! তাতে পায় বহু ক্লেশ!!
কি করি উপায়? মোরে কহত বিশেষ।৭।৮

(৪।৫) মূল—আলু-মূলকাদি। ফুল—বক, কাঞ্চন, মিষ্টকুষ্মাণ্ডের পুষ্পাদি। দ্বিদল—মুগ-মটরাদির দাইল। আর্দ্রক—আদা। মাষচূর্ণ—ভাঙ্গা কলায়ের গুড়ো। চুক্র—টকের নানা দ্রব্য। শুণ্ঠী—শুঁঠ। ক্ষীরসার—খোয়া, আবর্ত্তিত ঘনদুগ্ধ। তিন্তিড়ী—তেঁতুল। ত্রিজাত—তেজপত্র, এলাচি ও দারচিনি; মতান্তরে যৈষ্টমধু, জায়ফল ও জয়ত্রী। হিঙ্গু—হিং; সুমথিত—উত্তম ঘোল; বড়া—বড়ি। নারিকেল শস্য—নারিকেলের ভিতরের শাঁস। তুলসী ধান্য—একপ্রকার ক্ষুদ্র ধান্য। বক্‌নাগাভী—অনেক কাল যাবৎ প্রসূতা গাভী। পায়সানুকূল—এই প্রকার দুগ্ধে খুব ভাল পায়স প্রস্তুত হয়।

(৭।৮) রোহিণী — বলদেবের মাতা। শ্রীকৃষ্ণের প্রপিতামহ-দেবমীঢ় ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন; তাঁহার দুই বিবাহ, এক স্ত্রী ক্ষত্র জাতীয়া এবং অন্য পত্নী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাতে কালি রাত্রে ভাল না কৈল ভোজন,
তথাপি ভ্রমরে লঞা সব সখাগণ।
রামকৃষ্ণ-পৃষ্ঠে হায়! উদর লাগিল!
প্রাতঃকালে শরীর দুর্ব্বল দেখা গেল।৯
(ক্ষীণমূর্ত্তি দেখি মনে লাগিয়াছে ডর
ভাল মতে কর পাক, করি মিষ্টতর)৹
অতি শীঘ্র গিয়া তুমি করহ রন্ধন—
অপূর্ব্ব পিষ্টক আদি উত্তম ব্যঞ্জন।
হেন সে করিবে পাক যেন রামকৃষ্ণ
পরম রুচিতে ভুঞ্জে হইয়া সতৃষ্ণ।"১০
এত কহি দাসীগণে দিলা তাঁর সঙ্গে;
রন্ধন-সামগ্রী লৈয়া গেলা তিঁহো রঙ্গে।১১
কৃষ্ণরুচ্য-মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাবারে—
ব্যগ্র হৈলা মাতা আনাইতে রাধিকারে।১২

আভীর-বৈশ্য জাতীয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ-পর্জ্জন্যদেব বৈশ্য পত্নীর গর্ভজাত, সুতরাং বৈশ্যজাতি। দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত-পুত্রের নাম শূরসেন, তৎপুত্র বসুদেব এবং বসুদেবের পুত্র বলদেব। কংসের ভয়ে বসুদেব আপন গর্ভবতী-পত্নী রোহিণীকে, বৈশ্য-জাতীয়-ভ্রাতা-নন্দরাজের আলয়ে পাঠাইয়াছেন, তদবধি তিনি নন্দ-পরিবারে বাস করেন। নন্দালয়েই বলদেবের জন্ম। পয়ারার্থঃ- সখি! কি প্রতিকার করিব, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। যুক্তি করিয়া আমাকে কোন উপায় বলিয়া দেও। একি প্রাণে সয়?

(৯) অল্পাহারে কৃশ হইয়া হইয়া পেট যেন পীঠে লাগিয়া যাইতেছে। প্রাতঃকালে দেখিলাম যেন চলিতে এলাইয়া পড়ে,—এত দুর্ব্বল হইয়াছে!!

(১০) তাহারা স্বতঃই মন্দরুচি, রন্ধনের গুণে যেন রুচির সহিত দুই গ্রাস ভোজন করে।

(১২) দেখা গিয়াছে শ্রীরাধার প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি শ্রীকৃষ্ণের বড় রুচিকর, সেইজন্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপনন্দ-পুত্র সুভদ্রের যে বনিতা
হেনকালে তথা আসিলেন কুন্দলতা।
ব্রজেশ্বর-পাদপদ্মে করিলা প্রণাম
তিঁহো ক’ন আইস বাছা! বাঢ়ুক কল্যাণ।১৩
কহিলেন ব্রজেশ্বরী "শুন কুন্দলতা!
তুমি যাঞা আন ত্বরা বৃষভানু-সুতা।
অমৃত-মধুর তাঁর হস্তের রন্ধন
রুচিকর হয়। কৃষ্ণ করিবে ভোজন।
দুর্ব্বাসা মুনির বর পূর্ব্বে আছে তাঁরে,
সুধাসম হয়, সেই যাহা পাক করে।
যে তাহা ভুঞ্জয়ে তার আয়ু বৃদ্ধি হয়!
এত সব লাভ আর কারো পাকে নয়।
তাঁর শাশুড়ীকে বলি আমার সংবাদ
আনহ ত্বরিতে রাই ঘুচাও বিবাদ।"১৪।১৫
এমতি প্রত্যহ বলি কুন্দলতা দ্বারে
আনান রাধায় তেঁহো, রন্ধনের তরে।
ইহাতে নাহিক দোষ, শুন তার কথা
কৃষ্ণ অনুরাগ ব্রজে নবীন সর্ব্বথা।১৬

(১৩) নন্দরাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম উপনন্দ, "সাহার" নামক নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁহার বাড়ী, সুভদ্র তৎপুত্র। সুভদ্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহার পত্নীর নাম কুন্দলতা।

(১৪।১৫) বৃষভানুসুতা—শ্রীরাধা। লোকবৎ লীলা সংঘটনার্থ-দুর্ব্বাসা মুনির বর ইত্যাদি সমস্তই যোগমায়ার ঘটনা। আমার সংবাদ--আমার অনুরোধ।

(১৬) কৃষ্ণানুরাগের প্রাবল্যে কখন কি করেন কি বলেন কিছুই ব্রজবাসিগণের মনে থাকেনা। করিয়া, বলিয়া, সাধ মিটে না; করা বলা ফুরায় না! সুতরাং কল্যকার কথা না ভুলিয়া যান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজেশ্বরী-বাক্যে হরষিতা কুন্দলতা,
পরম আনন্দে হইলেন-প্রফুল্লিতা॥
রাধিকা-ভ্রমরী মধুসূদনের সঙ্গ
ঘটাইতে, উপজিল উৎকণ্ঠা তরঙ্গ।১৭
তৎকাল আইলা তিঁহো জটিলার স্থানে,
যশোদা-সন্দেশ সব কহিলা যতনে।১৮
ব্রজেশ্বরী-আজ্ঞা শুনি জটিলা চিন্তিত;
কৃষ্ণ হৈতে বধূর শঙ্কায় বিপরীত।
কহিতে লাগিলা তিঁহো কুন্দলতা প্রতি, ১৯
"ছিদ্রান্বেষি-লোক দেখি দুঃখ পাই অতি।
বধূ মোর সাধ্বী, গুণ-গরিমা-প্রচুরা
সৌন্দর্য্যা, নবীনবয়া, মাধুর্য্য-মধুরা।
বড়ই চঞ্চল কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন,
লঙ্ঘিতেও নারি ব্রজেশ্বরীর বচন!
এতেক কারণে চিত্ত না চায়ে আমার:
নিশ্চয় করিতে নারি হৃদয়-বিচার।২০
এত শুনি তাঁরে কুন্দলতা ক'ন বাণী
যে কহিলা সত্য বটে। কিন্তু গো জননি!

(১৭) রাধিকারূপা ভ্রমরীর সহিত কৃষ্ণরূপ ভ্রমরের (মধুসূদন শব্দের এক অর্থ ভ্রমর) সঙ্গ-ঘটাইবেন ভাবিয়া কুন্দলতা আনন্দে রোমাঞ্চিতা এবং উৎকণ্ঠায় বিচলিতা হইয়া উঠিলেন।

(১৯) বধূরশঙ্কা—বধূর ধর্ম্মনাশের সন্দেহ।

(২০) চঞ্চল কৃষ্ণের বাড়ীতে নবযুবতী বধূকে প্রেরণের ছলা তুলিয়া আমার গুণ-গৌরবান্বিতা সাধ্বীবধূর সম্বন্ধে খললোকে কত অকথা বলিবে, অথচ ভগবতী পৌর্ণমাসীর আদেশ! (২য় সর্গ ৪৫নং শ্লোক দেখুন) এবং ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞাও লঙ্ঘন করিতে পারিনা!! কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজেন্দ্র-নন্দন ধর্ম্ম-স্বরূপ-সর্ব্বথা,
খল-লোকে তোমারে বলয়ে নানা কথা ।
সূর্য্যের উদয় সম—কৃষ্ণের চরিত,
ধর্ম্ম-পদ্মগণে সদা করে প্রফুল্লিত ।
অধর্ম্ম-তিমিরগণ—সব নাশ করে,
খল-লোক-ঘুক যায় বৃক্ষের কোটরে ।
ঘোষবাসী-কোকদের আনন্দ বাঢ়ায়
এইমত কৃষ্ণ-রীত সব, সূর্য্যপ্রায় ।২১
তবে, কৃষ্ণ-অঙ্গ বটে মাধুর্য্য-আলয়,
জগত-যুবতী-চিত তাতে আকর্ষয় ।
তোমারো নবীনা বধূ, পালন উচিত ;
কৃষ্ণ লাগি তুমি কিন্তু না হইও ভীত ।
রাধিকার ছায়া কৃষ্ণ না দেখে যেমনে
এমতে লইয়া যাব ব্রজেশ্বরী-স্থানে ।

---

(২১) মা ! তোমার বিচার বিন্দুমাত্রও অসঙ্গত নহে, কিন্তু আমরা ঘরের লোক, সকল কথাই ঠিক্ জানি ; ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্রজের কাহারও আনন্দ বই দুঃখ জন্মান না। তিনি সর্ব্বপ্রকারে মূর্ত্তিমান্ধর্ম্মস্বরূপ। তাঁহার চরিত্রটি ঠিক্ সূর্য্যোদয়ের ন্যায়, মুদ্রিত-ধর্ম্মরূপ-পদ্মের প্রকাশক, এবং অধর্ম্মরূপ অন্ধকারের বিনাশক। সূর্য্যোদয়ে যেমন ঘুক অর্থাৎ পেচকগণ বৃক্ষ কোটরে প্রবেশ করে তেমনি খললোকে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব সহিতে পারেনা, চক্ষু বুজিয়া কেবল অন্ধকার-কল্পনা করে। কিন্তু সরল ঘোষবাসিরূপ-কোক অর্থাৎ চক্রবাকগণের সকল আনন্দের মূলই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। মা ! তুমি খললোকের অযথা কথায় কাণ দিও না। অজ্ঞ, অহম্মুখ, নিন্দুক, খলদের কথা শুনিলে পাগল হইতে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনঃ আনি তোমায় করিব সমর্পণ—
তবে নিজ গৃহে আমি করিব গমন।২২
এত শুনি সুখে ভাসি জটিলা হাসিয়া—
কহিতে লাগিলা কুন্দলতা পানে চাঞা।
সাধ্বীও প্রগল্‌ভা তুমি সবেই কহয়,
কুন্দলতা! সে কথায় নাহিক সংশয়।
সরলা আমার বধূ সমর্পিনু তোরে,
চঞ্চল কৃষ্ণের নেত্রে নাহি যেন পড়ে।২৩
এতবলি বধূ প্রতি কহিতে লাগিলা—
যাও বাছা! ব্রজেশ্বরী তোমা-বোলাইলা।
তৎকাল আসিও পুনঃ কুন্দলতা সঙ্গে
সূর্য্য পূজিবারে যাবে আছয়ে নির্ব্বন্ধে।২৪
শুনিয়া রাধিকা, মনে উল্লাস পাইয়া
কহিতে লাগিলা অনিচ্ছুকাপ্রায় হৈয়া।

---

(২২) কিন্তু কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে জগতের যাবতীয় যুবতীর চিত্তই আকৃষ্ট হইবার কথা বটে; অতএব তোমার ন্যায় বৃদ্ধা বিজ্ঞা শাশুড়ীর সাবধান ত উপযুক্ত। সরলা নবীনা বধূর রক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু মা! তুমি অণুমাত্রও ভয় করিওনা তোমার বধূর ছায়াও আমি কৃষ্ণকে দেখাইবনা।

(২৩) শুনিয়া জটিলার সকল দুর্ভাবনা দূর হইয়া গেল। সানন্দে কহিলেন —প্রগল্‌ভা সতীর হাতে সরলা-বধূকে নিশ্চিন্ত মনে দিব।

(২৪) বৌমা কোথায়? এসো, ব্রজেশ্বরী তোমাকে স্নেহাহ্বান করিয়াছেন. এই বুদ্ধিমতী সতী কুন্দলতার সঙ্গে নন্দালয়ে যাও। ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পালনান্তে যথাসত্বরে এই কুন্দলতার সঙ্গে চলিয়া আসিও। সূর্য্য পূজায় যাওয়ার সময় অতিক্রম যেন না হয়। এই আদেশে পরমপরিতুষ্টা শ্রীমতী বাহিরে ভাবান্তর প্রকটন করিয়া পয়ারোক্ত কথায় আপত্তি ও অনিচ্ছা জানাইলে জটিলা তাহা সত্য জ্ঞান করিয়া পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যাইতে নারিব, ঘরে আছে প্রয়োজন,
ঘরে ঘরে ফিরে কোন্ কুলাঙ্গনাগণ ?
শুনিয়া জটিলা কহে আগ্রহ করিয়া
যাও বাছা ! ব্রজেশ্বরী-আজ্ঞা পাল গিয়া ।২৫
তবে কুন্দলতা, যেন ভয় বিদূরিয়া
কহিতে লাগিলা—রাই-হস্ত আকর্ষিয়া ।
"আমি তুয়া সঙ্গে আছি, কেন কর ডর ?
আমি লঞা যাব ব্রজেশ্বরীর গোচর ।"
শুনিয়া উঠিলা রাই আনন্দ অন্তর
প্রফুল্ল হইল তনু অতি মনোহর ।২৬
কৃষ্ণের ভক্ষণ-যোগ্য লড্ডুকাদিগণ
লইলা ললিতাসখী করিয়া যতন ।২৭

---

(২৫) বাছা ! ব্রজেশ্বরীতো আমাদের পর নহেন ; তাঁহার আজ্ঞা পালন অবশ্য কর্ত্তব্য । পরের ঘরে তোমাকে কেন পাঠাইব ? আমার কি সে বোধটুকুও নাই মা ! যাও কোনও ভয় নাই, জগৎ পালক হরি অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবেন ।

(২৬) শ্রীমতীর উদ্গত আনন্দ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহার হাতে ধরিয়া টানিয়া কুন্দলতা কহিলেন—সখি ! তুমি ভয়পাচ্ছ কেন ? আমি তোমার রক্ষিকা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকিব ! (এইস্থানে ভাবনামৃতের কথা)—"চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে তোমার প্রতি অলম্পটীভাব প্রকাশ করে আমি তাহাই করিব। ফলতঃ কৃষ্ণ তোমাকে অপরাঙ্গনা জানিয়া কম্পিত হন।" কুন্দলতার কথার শ্লেষার্থ—অলং আধিক্যে বস্ত্রবৎ অঙ্গে লাগা তাৎপর্য্যে অলম্পটীভাব। আর অপরাঙ্গনা অর্থ—নিরাঙ্গনা ।

(২৭) "ব্রজেশ্বরীর নিকটে না নেওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না" কুন্দলতার এই কথায় যেন আশ্বাস পাইয়া শ্রীমতী উৎফুল্ল হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন। ললিতাপূর্ব প্রস্তুত লড্ডুকাদি লইয়া চলিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এলায় রাধার অঙ্গ আনন্দ-আবেশে
চলেন মন্থর-পদে পরম-হরিষে।
রজনী-বিলাস-চিহ্ন অঙ্গেতে দেখিয়া
কুন্দলতা, পরিহাস করেন হাসিয়া।২৮

(যথারাগ, ত্রিপদী)

দেখিয়া রাধিকা-বুক, কুন্দলতা, পাঞ্চাস্থখ,
পরিহাস করিতে লাগিলা।
"চিরদিন তুয়াপতি, গোষ্ঠেতেই আছে সতি!
নখচিহ্ন কেবা বুকে দিলা?
তিন চারি দিন ধরি, দূরদেশে বাস করি,
আজি সন্ধ্যাকালে আসি ঘরে,
সখি রাধে! তব পতি, কি'নে আনা ঋতুবতী
গাভীগণে ষাঁড়ে মিলাবারে।—
গোঠে গিয়া, সারারাতি, তথাই তো ছিল সতি!
নখ-দন্তাঘাত বুকে মুখে—
তবু তব প্রকটিত! সতীর এ সমুচিত?
রীতি দেখি ভাসিতেছি সুখে।২৯

(২৮) প্রাণপ্রিয়তমের অবশ্যম্ভাবী-দর্শনাদি লাভের আনন্দাবেশে শ্রীরাধার গা এলাইয়া পড়িতে লাগিল। জলে চলার ন্যায় তিনি রসের পাথারে ধীরে ধীরে (মন্থর গমনে) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কুন্দলতা শ্রীরাধার হাত ধরিয়া চলিয়াছেন, কাজেই তাঁহার শ্রীবদনে, এবং (উড়নীর উড়নেতে কাঁচুলীর ফাঁকে) —পয়োধর প্রান্তে, কৃষ্ণকৃত-নখদন্তাঘাতের-চিহ্ন দেখিতে পাইয়া তিনি পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরিহাস কথা পরের ত্রিপদীতে পরিব্যক্ত।

(২৯) শ্রীরাধিকার মায়িক-বিবাহের পতি অভিমন্যু মহাশয় পুংশক্তি রহিত। পত্নীকে এইটি জানিতে না দিবার অভিপ্রায়ে, এবং ঋতুমতী–গবীগণের সহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুহুধ্বনি ! সতী, কুলনারী—
অন্তর সহিতে হাস, সদা গদগদ ভাষ,
সবতনু ভোগচিহ্নধারী। ধ্রু।
"অধর হঞাছে ক্ষত, সাধ্বী হৈয়া দন্তাহত !
দেখি মনে লাগয়ে উল্লাস,"
এই কুন্দলতা বাণী, হরষিত মনে শুনি,
কুঞ্চিতাক্ষি ললিতার হাস।
ললিতা কহেন শুন, কারণ আছয়ে পুনঃ,
কাহে কর সন্দেহাবিচারি ?৩০
"করক-ফলের ভ্রমে, সখীর যুগল স্তনে
বৈসে কীর ; নখাঙ্ক তাহারি।

ষাঁড়ের সঙ্গ করানো তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান আমোদ বিধায়,—তিনি রাত্রিতেও গোশালায় বাস করেন। তিনচারিদিন এগ্রামে ওগ্রামে ঘুরি তিনি কয়েকটি ঋতুমতী গাভী কিনিয়া আনিয়া গতরাত্রে তাহাদিগকে বড় ষাঁড়ের সঙ্গে মিলাইয়া ভারি আমোদ করিয়াছেন, সেই কথার উল্লেখে কুন্দলতা পরিহাস আরম্ভ করিলেন—"সখি রাধে ! নিশিতে পতি বিরহিণী-তোমার কুলবতী-সতীর, এই প্রাণভরা-গুপ্তহাস্য, প্রেমগদ্‌গদ-বাক্য এবং দন্তক্ষত ভোগ চিহ্নময়-শরীর দর্শনে আমার বড় উল্লাস হইতেছে ! যে হেতুক কোনো সিদ্ধমন্ত্রের প্রভাবে. কোনো দেবতার কৃপায়, তোমাকে বিরহ-যাতনা সহিতে হয় নাই !! বলি, নির্ঘাত ভোগচিহ্ন-প্রদাতা সেই ক্রীড়া-বিহারী দেবতাটি কে ইহাই কথায় তাৎপর্য্য। কুন্দলতার রসময়ী কথায় নৈশ-বিলাসের-স্মরণানন্দে শ্রীরাধা মৃদু মধুর হাসিতে লাগিলেন, লজ্জায় নয়ন সঙ্কুচিত হইল। কথা কাটি কাটি ফুটিল না।

(৩০) তখন ললিত-নর্ম্মালাপিনী-ললিতা সুন্দরী, (৩০।৩১নং শ্লোকে হাস্যরসামৃত পরিসিঞ্চনের সুমধুর-সেবাচ্ছলে-প্রত্যুত্তর করিলেন, যথা—সখি কু সহে ! তুমি কেন (কাহে) অবিচারিত-সন্দেহ করিয়া অনর্থক একে আর করি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধর বাঁধুলী শোভা, দেখি কীর হৈল লোভা,
বিম্বভ্রমে চঞ্চুতে দংশিল
আছয়ে তাহার চিহ্ন, সন্দেহ না কর ভিন্ন,
সেই সে কারণে ক্ষত হৈল।"৩১
শুনি রাধা, তুহুবাণী, কৃষ্ণলীলা মনে আনি,
সুখময় কম্প হৈল অঙ্গে,
হেরি কুন্দলতা হাসি, রসরঙ্গ-পরকাশি,
ছলে কহে আনন্দ তরঙ্গে।৩২
"কুন্দলতার দেবর, মধুসূদন নামধর,
পদ্মিনি! তোমার মধু পিল,
এবে ভ্রমে যথাতথা, সে তো না আসিবে এথা,
বৃথা কম্প তোহে কেন ভেল?"
পদ্মপানে হেরি ছলে, এমতি রাইরে বলে,
শুনি চিতে আনন্দ বাঢ়য়।৩৩

তেছ? একটি শুকপাখী (কীর) করকফল অর্থাৎ পক্কপ্রায়-দাড়িম্ব ভ্রমে সখী রাধিকার স্তন-যুগলের উপর বসিতে চেষ্টা করায় তাহার নখের আঁচড়ে এই সকল চিহ্ন হইয়াছে। তারপরে আবার বাঁধুলীফুলের তুল্য তাঁহার-আরক্তাধর দর্শনে সেই পাখীটি বিম্বফল (তেলাকুচার ফল) মনে করিয়া চঞ্চু দ্বারা বারংবার দংশন করায় বদনেও ক্ষতচিহ্ন জন্মিয়াছে।

(৩২।৩৩) ললিতার ও কুন্দলতার এই সকল রসোদ্দীপক কথায়, রস-পিপাসাকুলা-শ্রীরাধার-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নৈশ-বিলাসরস উদ্দীপিত হওয়ায় তাৎকালিক-সুখস্পর্শের-সুমধুর স্মৃতিতে তিনি আনন্দ-কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দেখিয়া সুরঙ্গিনী কুন্দলতা আরো এক অপূর্ব্ব রসরঙ্গ আরম্ভ করিলেন—নিকটস্থ সরোবরে-(অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাহা শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপাদের ভজন-কুটীরের স্থান বলিয়া পরিচিত ঐ স্থানের ধারে) একটি পদ্ম পুষ্প বায়ুভরে কম্পিত হইতেছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া যেন তাহার সহিত কথা কহার ছলে তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কহয়ে বিশাখা তবে, শুন কুন্দলতা এবে—
এ লাগি পদ্মিনী-কম্পনয়।
সংপদ্মিনী মৃদু অতি, ভ্রমরা উন্মত্ত-মতি,
চঞ্চল দেখিয়া ভয়ে কাঁপে,
মিত্রানুরাগিণী সদা। তাহাতে জানিয়া রাধা,
এ যদুনন্দন মন সঁপে।৩৪।৩৫

স্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন—হে পদ্মিনি! কুন্দলতার দেবর মধুসূদন তো—যথেষ্টরূপে তোমার মধু-পান করিয়া অন্যত্র গিয়াছে, সে এখন বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, তোমার নিকটে তো আসিবেনা, তবে তুমি তাহার আগমন-সম্ভাবনা করিয়া বৃথা আনন্দ-কম্পিতা হইতেছ কেন?

(পদ্মপক্ষে "কুন্দলতার দেবর" শব্দের অর্থ—গুঞ্জন-উড্ডয়নাদি দ্বারা কুন্দ পুষ্পের লতার "দেব" অর্থাৎ আনন্দের (র) প্রদানকারী। আর মধুসূদন-শব্দে ভ্রমর। ভিন্নার্থে—শ্রীরাধার সহিত পরিহাস এই—হে পদ্মিনি! (সর্কোত্তমা নারী) কুন্দলতা-নাম্নিকা উক্তিকারিণীর দেবর (পতির ছোট ভাই) মধুসূদন-শ্রীকৃষ্ণের সহিততো তুমি রাসে ও নিকুঞ্জে নির্ব্বিঘ্ন-বিলাস সাধন করিয়া সাধ মিটাইয়াছ। এত অসঙ্কোচ-বিহার করিয়াও মনের সুখে সারা নিশি ভরা, সঙ্গ পাইয়াছ? এখন আবার তৎসঙ্গ-সুখাকাঙ্ক্ষায় প্রেমকম্পিতা হইতেছ কেন? তোমার দুরন্ত প্রেমপিপাসা কি, কিছুতেই মিটে না? পদ্মিনী নায়িকার এত কামাতুরা হওয়া উচিত কি? ইহাই নর্ম্ম।

(৩৪।৩৫) কুন্দলতার রসময়ী কথাগুলি শুনিয়া বিশাখা সুন্দরী, আনন্দ-তরঙ্গে বাতাস দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন—কুন্দলতে! তোমার ভুল; পদ্মিনীর এ কম্প সাত্ত্বিক-সঞ্জাত নহে, ইহা ভয়ের কম্প। এই সংপদ্মিনী অতি সুকোমলা; কিন্তু তোমার ঐ ভ্রমরটি নিরন্তর মধুমত্ত, তাহাতেই উহার চাঞ্চল্য-স্মরণ করিয়া পদ্মিনী ভয়ে কাঁপিতেছে—কি জানি এখন আবার আসিয়া কদর্থনা করে। মিত্রানুরাগিণী (সূর্য্যের প্রতি প্রেমবতী) সংপদ্মিনীর ইহা সহজ-স্বভাব। শ্রীরাধাপক্ষে ভিন্নার্থ এই যে—তোমার এই দেবর-ভ্রমরা (নিজ পতিরূপ ভ্রমরের অনুজ, কামুক শ্রীকৃষ্ণ) কি জানি সূর্য্য পূজার পূর্ব্বে বিড়ম্বিতা করে এইভয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইমত নর্ম্মভঙ্গী করি চলিয়েতে,
চলিতে নারেন রাই উলসিত গাত্রে ॥
ভাবের উদয়ে ভেল বিভাবিত-চিত
গাঢ় অনুরাগ ভেল হৃদয়ে উদিত।
কৃষ্ণ-দরশন-লাগি লালসা অন্তরে
তরলিত চিতে গেলা ব্রজেশ্বর-পুরে।৩৬

মিত্র-দেবানুরাগিণী তদুপাসিকা রাধার এই কম্পন। গূঢ়ার্থ—নিজমিত্র কৃষ্ণে পরমানুরাগিণী; তৎস্মৃতিতে প্রেম-কম্পিতা হওয়াই রাধা-প্রেমের পরমোৎকর্ষ।

(৩৬) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থানুসারে পুরদ্বারে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের পরস্পর-সন্দর্শন। বড়ই রসাবহ লীলা, যথা—গোদোহনাদি সমাপন করিয়া রসিক-শেখর-শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমা-মণির সুনিশ্চিত-দর্শনাশায় পুর-তোরণের-পার্শ্বস্থ রত্নাচিত-স্ফটিকমণির আস্থানির (উচ্চ-উপবেশন স্থানের) উপরিস্থ ছত্রীতে পরম উল্লাসাগ্রহস্র-মহামাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া তৃষিত-নয়নে পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। করে লীলাকমল ঘুরাইয়া যেন হৃদয়ের ঘূর্ণা প্রকাশ করিতেছেন। সুললিত কোমল কলেবরখানি যেন মাধুর্য্যের গুরুভার বহনে অসমর্থ হইয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া গিয়াছে! সুবলের স্কন্ধে একহস্ত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চঞ্চল কুণ্ডল যুগল আপনা আপনি দোলিয়া যেন তাণ্ডব-পণ্ডিত-নয়ন-যুগলের নিকটে নৃত্য শিক্ষা করিতেছে!! বক্ষবিলম্বিত-বনমালার সৌরভে আকুল হইয়া অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে; শ্রমাপহারি-মন্দ সমীরণে পরিহিত-পীতাম্বর, যেন কান্তির-তরঙ্গ-লহরী-বিস্তার করিয়া খেলিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের এই নারী-মনোহর-সুমোহন বেশটি অদূর হইতে দর্শন করিয়া সখীগণ তদ্বর্ণনারম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধা, দর্শন ও শ্রবণরূপ-দ্বিবিধ-আনন্দ-মধু যুগপৎ নিষেবণ করিয়া প্রথমে প্রমত্তা ও অবশেন্দ্রিয়া হইয়া পড়িলেন। পরে প্রসরণশীল-শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসৌরভরূপসুধাস্বাদে কতক প্রবোধিতা হইয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক—পুলকাঞ্চিত-কলেবরে সাশ্রুনয়নে কাঁপিতে লাগিলেন, এবং আকার গোপনের চেষ্টায় কহিলেন—সখি! ব্রজরাজ-ভবনে যাইবার কি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধা করিলা ব্রজেশ্বরীকে প্রণতি
উঠাইয়া কোলে কৈলা মাতা শুদ্ধমতি।
মস্তক আঘ্রাণ করি চুম্ব দিলা মুখে
মাতাধিক-স্নিগ্ধ-অশ্রুমুখী, স্নেহে সুখে।৩৭

আর কোনও পথ নাই? এইপথে এই লম্পটের সম্মুখ দিয়া যাইতে আমার পদ চলিতেছেনা। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে।

শ্রীরাধার হৃদয়জ্ঞা-সখী ললিতাসুন্দরী পরম চতুর-শিরোমণি। তিনি সময়োপযোগী বাঙ্ময়-সেবাচাতুর্য্য বিস্তার করিয়া দ্ব্যর্থ বোধক-বাক্যে কহিলেন—আরতো পথ নাই! (এইই তোমার পন্থা) যাহোক, তুমি বৃথা ভীত হইওনা, তোমার গুরু-পারবশ্য, কোনও দোষই ঘটিতে দিবে না। গুরু-পারবশ্য শব্দের বাহ্যার্থ—গুরুজনের আজ্ঞাধীনতা, অর্থাৎ শাশুড়ীর অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞায় লম্পটের নিকট দিয়া—চলিয়া গেলেও কেহ তোমাকে দোষ প্রদান করিতে পারিবেনা। ভিতরের অর্থ—সর্ব্বোত্তম-প্রেমাধীনতার কার্য্যে দোষ ঘটে না, নিরুপাধিক প্রেমকে দোষগণ স্পর্শ করিতেও পারে না। কৌশলকলায় সুনিপুণা ললিতা সুন্দরী, এই সকল বাগ্‌বিলাসের ছলে থামিয়া, প্রণয়ী যুগলকে পরস্পরের-ভাবামৃত ও মাধুর্য্যামৃত সাধ পূর্ণ করিয়া আস্বাদন করাইলেন।

অনন্তর পরম বৈদগ্ধীর সহিত মস্তক উন্নয়ন ও অবনয়ন পূর্ব্বক বামহস্তোত্তলন- দ্বারা অবগুণ্ঠন টানিয়া শ্রীরাধা, অবনতবদনে প্রিয়তমের পাদাব্জ-মধুরিমা পান করিতে করিতে সখীগণের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীরাধার প্রাণপ্রেষ্ঠা-সুচতুরা-ললিতার ন্যায় সাময়িক-সেবায় পরম সুনিপুণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা মধুমঙ্গল, রস-লালসাকুল-শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে হাসিতে হাসিতে একছড়া চম্পকের মালা পরাইয়া যেন তাঁহাকে এইরূপ সান্ত্বনা দিলেন যে—চম্পকবরণী শ্রীরাধা অচিরে এমনি তোমার গললগ্না হইবেন ও অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

(৩৭) মাতাশুদ্ধমতী—মা ব্রজেশ্বরী। তিনি, নিজমাতা-কীর্ত্তিদারাণী অপেক্ষাও শ্রীরাধার প্রতি সরলস্নেহময়ী; তাই স্নেহভরে অশ্রুমুখী হইয়া মহাসুখে শ্রীরাধার মস্তকাঘ্রাণ ও চুম্বন করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিবুকে ধরিয়া মুখ দেখি পুনঃ পুনঃ
মুখ শোভা দেখি আর্ত্তি বাড়িল দ্বিগুণ।
নয়ন-পুতলি করি রাখিবার সাধ
নয়নের নীরে করে দরশন বাধ। ০
এইমত, রাধা-সঙ্গে যত সখীগণ,
কুশল সুধাঞা সবে কৈলা আলিঙ্গন।৩৮
কৃষ্ণের ভোজন কাজে সদাব্যগ্র মাতা,
কহিতে লাগিলা স্নেহে রন্ধনের কথা।
তুমি মিষ্টহস্তা রাধে। ব্রজে সবে কহে
অপূর্ব্ব করিয়া রান্ধ, কৃষ্ণস্পৃহা যাহে।৩৯
লবণ সংযোগে যেই, তাহা পাক কর;
ঘৃত-পক্ক যেবা হয় তাহা ভিন্ন ধর।
শর্করা মিশ্রিত যেবা তাহা কর, আর
সকল রন্ধন কর যে জানো প্রকার।৪০
রোহিণী-দেবীকে লৈয়া পাক কর তুমি
আপনে যা জানো আর যে কহিয়ে আমি।৪১
বটক অমৃত-কেলী ও কর্পূর-কেলী,
স্বাদু নাহি যাহাসম, করহ সকলি।

(৩৯) বাছা রাধে! যেসকল ভোজ্য দ্রব্যে আমার কৃষ্ণের স্পৃহা, তুমি আপন মিষ্টহস্তে সেইগুলি অতি অপূর্ব্ব রন্ধন করিতে পার, ব্রজের সকলেই এই কথা বলে। অতএব মা! তুমি রন্ধনশালায় গিয়া সেইগুলি রাধিয়া দেও।

(৪০) তুমি যত প্রকারের খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করিতে জান, সব প্রস্তত কর। শর্করা—চিনি।

(৪২।৪৩) অমৃতকেলী ও কর্পূরকেলী—দুই প্রকারের সুরস-মসৃণ সুমিষ্ট বড়া। পীযূষগ্রন্থিকাপালী—আম্রতি বিশেষ। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনিতে প্রস্তুত পানার নাম পঞ্চামৃত। এই সকল বস্তু প্রস্তুতের উত্তম নিয়ম ও পারি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পীযুষগ্রন্থিকা, এলা-কর্পূর মিশ্রিত—
পঞ্চামৃতে ফেলিয়া করহ নিরমিত।
এইসব তোমা বিনু কেহ জ্ঞাত নয়
তুমি সজ্জ কর ইহা যাতে ভাল হয়।৪২।৪৩
ললিতে! রসালা তুমি করহ যতনে
বিশাখিকে! ষাড়ব করহ নিরমাণে।
শিখরিণী নিরমাণ কর শশিরেখা!
যতনে বনাও মাঠা, চম্পক লতিকা।৪৪
যোগভেদে মিষ্টান্নের রচনার তরে
তুঙ্গবিদ্যে! অমিক্ষা করহ সুসত্বরে।
চিত্রে! সযতনে কর মিছরির পানা, ৪৫
রঙ্গদেবি বাছা! কর খণ্ডের মণ্ডণা।
ক্ষীরসার কর তুমি সুদেবী জননি!
বাসন্তি! করহ শুভ্র অতি মৃদুফেণি।
মঙ্গলে! করহ তুমি জিলেবি-বিধান, ৪৬

পাট্য—তুমি বিনা অন্য কেহ জানে না। ১৭শ সর্গের ৫০।৫১ শ্লোকে এই বস্তু প্রস্তুতের প্রকার দ্রষ্টব্য।

(৪৪) ঘনদুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, গোলমরিচ ও কর্পূর সংযোগে পরম হৃদিষ্ট যে পেয়দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার নাম রসালা। ঘনদধির সহিত তৎসমান কাঁচাদুগ্ধ ও উপরোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা শিখরিণী, এবং দুই ভাগ দুগ্ধ ও একভাগ পাতলা দধির সহিত উক্ত দ্রব্যাদি মিলাইয়া গোলার জলে বাসিত করিয়া ষাড়ব প্রস্তুত হয়। শশিরেখা—বিশাখার সখী।

(৪৫) উপকরণ দ্রব্যের সংযোগ ভেদে প্রত্যেক জাতীয় মিষ্টান্ন নানাপ্রকার করিতে হইবে, অতএব ছানার দ্বারা বিবিধ মিঠাই প্রস্তুতকরণার্থ তুঙ্গবিদ্যে! তুমি শীঘ্র ছানা প্রস্তুত কর। অমিক্ষা—ছানা।

(৪৬) খণ্ডের মণ্ডনা—খাঁড়ের শিরা। ক্ষীরসার—খোয়া, পরিপাক—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাদম্বরি! কর চন্দ্রকান্তি নিরমাণ।
নাশিকে! করহ পিণ্ড চাল চূর্ণ করি
কৌমুদি! করহ তুমি বিবিধ-শস্কুলি;
মদালসে! ইন্দুসম করহ পিষ্টক।৪৭
চন্দ্রমুখি! কর বহুপ্রকার বটক॥
দধিবড়া আদি কর, মাধুর্য্যের সার,
সুমুখি! শর্করাপট্টি বিরচহ আর।
মিষ্টপোয়া আদি তুমি কর মণিমতি!৪৮
কাঞ্চন লতিকে! ঝুরিকর মিষ্ট অতি।
মনোরমে! কর তুমি লড্ডু মনোহরা,
মৌক্তিকাখ্য লড্ডু কর বাছা রত্নমালা!৪৯
মাধবি! তিলের লড্ডু সজ্জ কর তুমি,
তিলখণ্ড-পাটি কর অমৃতের খনি।

শুর দুগ্ধ। ফেণী, বা ফেণিকা স্বতঃই শুভ্র ও মৃদু, অতি মৃদুফেণী—দুধে ফেলিলে তৎসহ মিশিয়া যায়।

(৪৭) চন্দ্রকান্তি—এক প্রকার খাজা, ইহার নামান্তর কর্পূরনারী। তণ্ডুল, চূর্ণের পিণ্ড,—চিনি, আঙ্গুর ঘৃতাদির সহযোগে প্রস্তুত লড্ডুকায় এবং অন্যদ্রব্যে মিশাইবার নিমিত্ত শুদ্ধ চালচূর্ণের পিণ্ড। শস্কুলি—গজাপিঠে। ইন্দুসম পিষ্টক—চাঁদের মত চক্রকার পিঠে।

(৪৮) শর্করাপট্টি—চিনির পাটালি। পোয়াআদি—মালপোয়া, পুলিপিঠে, গোকুলপিঠে প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্ট পিষ্টক, চালচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণাদির সহিত ঘৃত চিনি প্রভৃতির সহযোগে প্রস্তুত কর।

(৪৯) ঝুরি—বুন্দি। মূল শ্লোকের পাঠ "গোধূমসূত্রোদ্ভব-লড্ডুকানি" টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"গোধূমচূর্ণসম্বন্ধিসূত্রাকারঘৃতপক্কবিশেষাদি লড্ডুকানি।" সূত্রাকার নাড়ু কিপ্রকার বস্তু বুঝা যায় না। সুতরাং ফেণীগোলা সূত্রাকার ময়দা জলবিন্দুর মত খণ্ডাকারে তপ্ত ঘৃতের কটাহের উপর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিলের কদম্বা লড্ডু কর ভালমতে,
চিক্কণ করিবা কৃষ্ণের রুচি হয় যাতে ।৫০
ঘৃতে ভাজি চিড়া, খই, মুদ্গ, যবচূর্ণ,
চিনিপাকে বিন্ধ্যে ! তুমি নাড়ু কর তূর্ণ ।৫১
হে রম্ভে ! করম্ভা কর দধি ছাতু লৈয়া
সুবর্ণ-কুণ্ডীতে, রম্ভা-শর্করাদি দিয়া।
মনোজ্ঞে ! বাহির কর পক্কাম্রের রস
সিতা, ঘন-দুগ্ধ দিয়া করহ সুরস ।৫২
সুগন্ধা-গাভীর দুগ্ধে দধি উথাপিত
করি, মথিয়াছি আমি যেই নবনীত।
কিলিম্বে ! যাইয়া তুমি ঘৃত কর তার,
পরম সুগন্ধি হয় যেমত প্রকার ।৫৩
অম্বিকে ! করহ ধীরে দুগ্ধ আবর্ত্তন
ধবলীর দুগ্ধ যেই অতি মিষ্টতম ।৫৪
দুগ্ধশালে যাও, যাহা চুলার সমাজ
হাতাকড়া বহু আছে যার যত কাজ।
বহু কুম্ভ, কুণ্ডী, কাষ্ঠ-মাটীর আছয়
সবে গিয়া কর কার্য্য যার যাহা হয় ।৫৫

ছাড়িলে উহা বিন্দু বিন্দুরূপে ঘৃতপাত্রে বর্ষিত হইয়া যে ছোট ছোট গোল গোল বস্তু প্রস্তুত হয়, সেই ঝুরি বা বুন্দিয়া নামক মিঠাই যে এই দ্রব্য, তাহা আমাদেরও মনে লাগে। ইহা রুচিকর-খাদ্যবস্তু বটে। মনোহরা—বেসন নাড়ু। মৌক্তিকাখ্য—মোতিচুর।

(৫০) তিলখণ্ডপাটী—ভাজা তিল এবং খাড়ের চাপ্‌ড়া। কদম্বা—কদম্ব ফুলের আকৃতি নাড়ু তিলচূর্ণে।

(৫১) ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে মিশাইয়া চিড়ার নাড়ু, খইয়ের নাড়ু, মুগের বেশনের নাড়ু এবং যবের চূর্ণের নাড়ু, পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত কর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধনিষ্ঠিকে! তুমি উপকরণের গণ
ভাণ্ড হইতে পাত্রে পাত্রে করহ স্থাপন।৫৬
রঙ্গণমালিকে! তুমি তুলসী সহিতে
পাত্রসব তুলি দেহ দাসীদের হাতে।৫৭
আম্রাতক, আম্র, আর জাম্বিরে আচার
আমলকি, টেঁঠি, কোলি, ফল-পূরে আর।
রুচকাদি ফলে তৈল লবণ সহিতে
আর্দ্রকাদিযুত আছে রুচির নিমিত্তে।৫৮
তিন্তিড়ির রসে মিশ্রি মিশ্রিত আছয়
তাতে ধাত্রী-পক্বাম্র-বদরী-খণ্ড হয়।
ইন্দুমুখি! রাখ তাহা কাঞ্চন-ভাজনে,
আনি আনি দিবে, কৃষ্ণ বসিলে ভোজনে।৫৯
শন্দে! শুভে! ভরণি! পীবরি! মিষ্টহস্তে!
সবে যাও ত্বরা করি দুগ্ধের শালাতে।

ত্বূর্ণ—শীঘ্র। (৫২) সিতা—দানাদার-সাদাচিনি। রম্ভা, মনোজ্ঞা, ধনিষ্ঠা নন্দালয়ের দাসী, কিলিম্বা ও অম্বিকা ধাত্রী, রঙ্গণমালা ও তুলসী শ্রীরাধার পরিচারিকা, পরবর্ত্তী নামগুলিও নন্দালয়ের পরিচারিকাবর্গের। আর ৫১নং শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীরাধার সখী এবং সখীর সখী প্রভৃতির নাম।

(৫৮) আম্রাতক—আম্ড়া। জাম্বির—নেবু। আমলকী—আম্লা (ধাত্রীফল)। টেঁঠি—একপ্রকার গোল গোল ছোট ফল, ইহার সংস্কৃত নাম করীর। কোলি—বদরী, কুল। ফলপূর—বিজ্জরা। রুচক—পিলু। এই সকল ফল ও আম্র তৈল, লবণ, লঙ্কা, আর্দ্রকের কুচি ও মসলাসংযুক্ত করিয়া আচার প্রস্তত করা আছে।।

(৫৯) তেঁতুলগোলো মিশ্রির রসে পাকা আম, পাকা আম্লা এবং পাকা বদরীর খণ্ড সকল মিলাইয়া রুচিকর মিঠে আচারও তৈয়ার আছে। এইগুলি বড় বড় ভাণ্ড হইতে স্বর্ণপাত্রে ঢালিয়া ঢালিয়া রাখ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভারিগণে দুগ্ধ আনি রাখিয়াছে তাতে,
দুগ্ধ আবর্ত্তন কর ভাল হয় যাতে।৬০
তবে রাধা, অঙ্গুরিকা বলয়াদি করি—
যথাযোগ্য ভূষা, আর উত্তরী উতারি।
তুলসীর হাতে তাহা কৈলা সমর্পণ
ধনিষ্ঠার জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন।
রোহিণীর পদে পড়ি নমস্কার কৈলা
তেঁহো নববধূ প্রায় লালন করিলা।
রন্ধনে প্রবেশ তবে কৈলা সুবদনী,
অধিষ্ঠাত্রী রহে মাত্র রামের জননী।৬১।৬২
এইরূপে ব্রজেশ্বরী কৈলা নিয়োজন,
সবে নিজকার্য্য করে করিয়া যতন।৬৩
তবে দাসগণে ক'ন কৃষ্ণের জননী,—
কালি সন্ধ্যাকালে যেই জলভার আনি।
ভারিগণ, রাখিয়াছে চন্দ্রের কিরণে,
শীতল হইয়া আছে সমন্দ-পবনে।
পয়োদ! তাহার সংস্কার কর গিয়া,
কর্পূর-কুঙ্কুমাগুরু-চন্দনাদি দিয়া।—

(৬০) ভারি—ভারবাহী ভৃত্য। (৬১) উত্তরী উতারি—উড়নী খুলিয়া; ধনিষ্ঠার জলে—ধনিষ্ঠার দত্ত জলে।

(৬২) নববধূপ্রায়—নবীনা বধূকে যেমন করিয়া আদর করে তেমনি। রামের জননী—বলরামের মা, রোহিণী।

(৬৪।৬৫) পানীয়জল আগের দিন সন্ধ্যাকালে মাটীর কলসীতে ভরিয়া চন্দ্রকিরণে রাখিলে খুব শীতল হয়। কুঙ্কুম—কেশর। অগুরু—আগরকাষ্ঠ। এইগুলি কর্পূর চন্দনের সহিত বাটিয়া জলে ফেলিয়া সংস্কার কর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভিজা চন্দ্রকান্ত-মণি-বেদীর উপরে
আনিয়া স্নানের তরে রাখ থরে থরে।৬৪।৬৫
বারিদ! করহ পেয়-জল-সুবাসিত,
কৃষ্ণপান করিলে করয়ে যাতে হিত।
অগুরুর ধূমে ঘট বাসিত করিয়া
মল্লিকেন্দু লবঙ্গ পাটল তাহে দিয়া।৬৬
নারায়ণ তৈল কৈল কল্যাণদ বৈদ্য
সবদোষ নাশে বপু পুষ্টিকরে সদ্য।
সুগন্ধ! নাপিত পুত্র! তাহা আন হেথা
মর্দ্দন করিবে কৃষ্ণে, সুখ হয় যথা।৬৭
সুবন্ধ কর্পূর দুই নাপিত কুমার
আমলকী-কল্ক আন কেশ-শোধিবার।
তৎকাল আনহ মিষ্ট-গন্ধ-উদ্বর্ত্তন
কৃষ্ণাঙ্গ-সংস্কার লাগি করিয়া যতন।৬৮
সারঙ্গ! রাখহ স্নান-বসন আনিয়া
সূক্ষ্ম শুক্লবাস; স্নান করিবে পরিয়া।
কুঞ্চিয়া রাখহ যুগ্ম পীতপট্টবাস,
স্নানান্তে যা পরি, করে ভোজন-বিলাস।৬৯
পাগ, জামা, নিমা, আর নবীন পটুকা
রক্ত-হেমারুণ-চিত্রবর্ণ যে অধিকা।

---

(৬৬) অগুরু কাষ্ঠের ধোঁয়াদ্বারা মৃদ্‌ঘট সৌরভিত করিয়া তাহাতে খাবার জল রাখ এবং সেই জলে মল্লিকার ফুল, ইন্দু অর্থাৎ কর্পূর, লবঙ্গ এবং গোলাপফুল (পাটল) প্রদান কর।

(৬৮) আমলকী কল্ক—আমলাবাটা। উদ্বর্ত্তন—অঙ্গে মর্দ্দন দ্বারা তৈল অপসারণের গন্ধচূর্ণ।

(৭০।৭১) পাগ—উষ্ণীষ (পাগড়ি) রক্তবর্ণ। জামা হেমবর্ণ; নিমা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চারিবিধ বস্ত্র এই ব্রজযোগ্য হয়,
তৎকাল কোঁচিয়া রাখ করি শোভাময়।
নটবর বেশযোগ্য—খণ্ড বিখণ্ডিত—
অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্র, নানাবর্ণাচিত।
সিয়া, সজ্জকর ওহে রৌচিক-সৌচিক।
যাতে ঝলমল শোভা হয় অলৌকিক।
সেই বস্ত্র সুকুঞ্চিত করহ বকুল।
কৃষ্ণ-বেশ করিবারে যাহা অনুকূল।৭০।৭১
কুস্কুম চন্দন আর অগুরু কস্তুরী
রত্নাচিত মণি-সম্পুটেতে রাখ ভরি।
সুবাস! বিলাস! গন্ধি! করিয়া যতন
স্নানাস্তে কৃষ্ণের অঙ্গে করিবে লেপন।
চতুঃসম আদি এই, বড়ই সুগন্ধ,
সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে যার অনুবন্ধ।৭২
হে তালিক! ললাটে তিলক রচিবারে
গোরচনা-চূর্ণ তুমি করহ অচিরে।
গোবর্দ্ধন-গিরির বিবিধ গৈরিকেতে
সুচিত্র! বর্ণিকা কর কৃষ্ণে সাজাইতে।৭৩
বাছা পুষ্পহাস! হে সুমন! মকরন্দ!
পুষ্পমালা রচ, সদা যাতে কৃষ্ণানন্দ।

(ভিতরের পিরাণ) অরুণবর্ণ এবং কোমরবন্ধ (পট্টুকা) নানাবর্ণে বিচিত্র। নিয়া—সেলাই করিয়া, কাটা সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা, হে দরজিপুত্র!

(৭২) এই শ্লোকোক্ত চারি সুগন্ধদ্রব্যের চর্চ্চা একত্র করিয়া চতুঃসম প্রস্তুত হয়। উহা একাঙ্গে দিলেই সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল হয়। (৭৩) বিবিধ গৈরিক—নানাবর্ণ গিরিমাটী। বর্ণিকা—রং।

(৭৪) চাম্পেয়—নাগকেশর। মাধবী—বাসন্তীলতার ফুল। কাঞ্চন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চাম্পেয়, মাধবীলতা, কাঞ্চন যূথিকা-
কালাগুরুদ্রবে করি বাসিত অধিকা।৭৪
রত্নাচিত-হেমভূষা কর আনয়ন
যতনে গড়িল যাহা রঙ্গণ টঙ্কন।৭৫
সৈরিন্ধ! মালিন্! বাছা মকরন্দ! ভৃঙ্গ!
কোষালয় হৈতে আন আভরণ-বৃন্দ।
পুষ্যা নক্ষত্র আজি শুভ রবিবার
ভাল দিন নবীন ভূষণ—পরিবার।৭৬
ময়ূরের-নব পাখা, আনহ শালিক!
সিতারুণ গুঞ্জা হার, আনহ মালিক।৭৭
জম্বুল! আনহ মিষ্ট হেমবর্ণ পান
সূক্ষ্মবস্ত্রে মাজিয়া করহ মনোমান
কাতারিতে ত্যাগ করি ত্যজ্য ভাগ যত
এক এক করি রক্ষা কর শুদ্ধমত।৭৮
সুবিলাস! দুধে ভিজা আছয়ে খপূর
জাতি দিয়া কাটি তাহা ধাত্রী-পত্রতুল।
কর্পূরের চূর্ণ দিয়া করহ বাসিত
বাছা! তুমি এই কার্য্য করহ ত্বরিত।৭৯
রসাল! বিশাল! বীড়া কর উহা দিয়া
খদির লবঙ্গ এলাচূর্ণ নিক্ষেপিয়া।৮০

যূথিকা—স্বর্ণবর্ণ-যূই। কালাগুরুদ্রব—কালবর্ণ অগুরুসারের চর্চ্চা। (৭৫) রঙ্গণ টঙ্কন—দুইজন স্বর্ণকার।

(৭৬) নূতন আভরণ উত্তম দিনে পরাইলে মঙ্গল হয়। অতএব আজ প্রথম পরাণো হউক। বাছাদের—আমার রামকৃষ্ণের। (৭৭) সিতারুণ—সাদা এবং অরুণবর্ণ।

(৭৮।৭৯।৮০) এই তিন শ্লোকে, তাম্বূলবীটিকা প্রস্তুতের উপদেশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সব কার্য্যে মাতা সবে নিয়োজিয়া
কৃষ্ণ আগমন-পথ রহিলা চাহিয়া।
ভারিগণ যে আইসে দুগ্ধ ভার নিয়া
জিজ্ঞাসেন "কৃষ্ণ কোথা ?" যতন করিয়া।৮১
কেহ কহে কৃষ্ণ, বৎস চরাইতে গেলা,
কেহ কহে বৃষে বৃষে যুদ্ধ করাইলা।
কেহ কহে সখাসঙ্গে আচরেণ খেলা, ৮২
শুনি ব্রজেশ্বরী নিজ দাসে পাঠাইলা
রক্তক ! তৎকালে গিয়া চঞ্চল কৃষ্ণকে
রাম মধুমঙ্গলের সহ আন ডেকে।৮৩
তারে পাঠাইয়া মাতা পাকশালে গেলা,
ব্যঞ্জনাদি সব তাহা দেখিতে লাগিলা।
রোহিণীকে কহেন—কোথায় কি ব্যঞ্জন—
উত্তম করিয়া কৈলা ? দেখাও এখন।৮৪
রোহিণী কহিলা, শ্রীরাধায় প্রশংসিয়া,
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনাদিক দেখহ আসিয়া।
চিক্কণ-পায়স, মাজা-বেদীর উপরি—
নবীন মৃৎভাণ্ডে ভরা এই সারি সারি।
নিপুণা রাধার রাঁধা, শুভ্র-সুনির্ম্মল
মধুর-সুগন্ধি-চন্দ্রোজ্জ্বল-সুশীতল।৮৫।৮৬

৭৮নং শ্লোকে স্বর্ণবর্ণ পক্ক-নাগবল্লী-পানের পত্র সকল ধুইয়া মুছিয়াও কাঁচিদ্বারা হেয়াংশ কাটিয়া ফেলিয়া থরে থরে রাখার কথা। ৭৯নং শ্লোকে দুগ্ধের মধ্যে পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাখা গোটা-সুপারি (খপুর) আমলকীর পাতার মত সরু সরু করিয়া জাতিদ্বারা কাটিয়া কর্পূর বাসিত-করণার্থ আরেক জনের প্রতি উপদেশ এবং ৮০নং শ্লোকে ঐ পান ও সুপারিখণ্ড দ্বারা, খয়ের, লবঙ্গ ও এলাচিচূর্ণ যুক্ত বীটিকা নির্ম্মাণার্থ আজ্ঞা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধুর মৃদুল স্বস্থ বল-পুষ্টিকর—
সমকৃত-সংযাব, মৃৎভাণ্ডে থরেথর ।৮৭
কলা নারিকেল ক্ষীর-সারেতে রাধিকা
ভিন্ন ভিন্ন বিরচিলা বহু শঙ্কুলিকা ।৮৮
কর্পূর অমৃত কেলী, পীযূষ গ্রন্থিকা
রচিতে না জানি আমি করিলা রাধিকা ।৮৯
মাষ বড়া, মুদ্গ বড়া, এই দুই আবার
সিতা লবণের যোগে চারি পরকার ।৯০
আম্রাতক, চুক্রাম্র, তিন্তিড়ী যোগকরি,
করিলা অনেক অম্ল দেখ ব্রজেশ্বরি !
ঈষদম্ল, মধুরাম্ল, গাঢ়অম্ল আর,
তিন ভেদে অম্লরস দ্বাদশ প্রকার ।৯১
বদ্ধ কদলীর থোড়—নবীন মুকুল
কন্দ, মানকচু, আলু, পানিকচু-মূল ।৯২

---

(৮৭) সংযাব—দুগ্ধপক্ক গোধূমচূর্ণের সহিত খাড় চিনি এবং সুগন্ধিদ্রব্যাদি মিলাইয়া প্রস্তুত হয়।

(৮৮) শঙ্কুলিকা—মিঠে পিঠা। ইহার বাঙ্গালা নাম গজা, (৪৭নং শ্লোক দেখুন)

(৮৯) কর্পূরকেলী ও অমৃতকেলী—দুইপ্রকারের সুমিষ্ট বড়া। পীযূষগ্রন্থি অমৃতিবিশেষ (৪২।৪৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

(৯০) সিতা—দানাদার শ্বেত চিনি, তদযোগে কলায়ের ও মুদ্গের দুই প্রকার এবং লবণযোগে দুইপ্রকার।

(৯১) আম্রাতক—আমড়া। চুক্রা—আমরুল। তিন্তিড়ী—তেঁতুল। আম্র—আম। এই চারিপ্রকার অম্লদ্রব্য অন্যান্য বস্তুর সহিত বিশেষ বিশেষ বিধানে যোগ করিয়া, প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা ঈষৎ অম্ল, মিষ্টঅম্ল, এবং গাঢ়অম্ল এই ত্রিবিধ অম্ল প্রস্তুত করায় ৪ × ৩ = ১২ প্রকার টক করিয়াছেন।

(৯২-৯৩) কদলী বৃক্ষ হইতে মোচা নির্গমনের সময়ে উহার মুখ বদ্ধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোমল-কুষ্মাণ্ড আর ডিণ্ডিস কাটিয়া
চক্রাকারে ঘৃতে ভাজা পৃথক্ করিয়া।৯৩
চণক-চূর্ণের বড়া ঘৃতে ভাজিয়াছি,
দধি তক্রেতেও তার বড়া করিয়াছি।৯৪
চণক চূর্ণের পিণ্ড—অতি উষ্ণজলে
রাখিয়াছি খণ্ডে খণ্ডে নানাদ্রব্যে ফেলে।৯৫
আরো বহুবিধ বড়া ফলমূল দিয়া
ত্রিজাত মরিচাদিতে রেখেছি করিয়া।৯৬
অলাবু, কুষ্মাণ্ড, ঝিঙ্গে, তিনে, ভিন্নান্বিতা
রাই দধিযোগে, রাই রচিলা রায়তা।৯৭
পুষ্পের কলিকাগণ কৃষ্ণ অভিমত,
ঘৃতে ভাজি রাখিয়াছি এই দেখ কত।
কাঞ্চন পুষ্পের কলি ঘৃতেতে ভাজিয়া-
ধরিয়া রেখেছি, তাতে দধি মিশাইয়া।৯৮

করিলে থোড় ও মোচাদি অতি কোমল হয়। ঐ প্রকার কদলীর থোড় এবং মোচা (নবমুকুল) আর কন্দ (সাগরকন্দ আলু) মানকচুর গোড়া, নানা প্রকার আলু পানিকচুর গোড়াংশ, ছোট নূতন চালকুমড়া ও মিঠে কুমড়া (ডিণ্ডিশ) চক্রাকারে কাটিয়া ভাজা হইয়াছে।

(৯৪) চণক চূর্ণের বড়া—চানার বেসনের পাকড়ি বড়া। আবার দধিতে দিয়া ও মাঠায় দিয়া দ্বিবিধ বড়া।

(৯৫) চানার বেসন খুব গরম জলে মগড়াইয়া ভাজা নারিকেলাদি নানা দ্রব্য যোগে নানাবিধ পিঠেবড়া করিয়াছি।

(৯৬) ত্রিজাতের অর্থ ৪।৫নং শ্লোকের পাদ টীপ্পনীতে দেখুন। (৯৭) এই তিন দ্রব্যের সহিত ভিন্ন ভিন্নরূপে সর্ষপ ও দধি মিশাইয়া শ্রীরাধা "রায়তা" প্রস্তত করিয়াছেন।

(৯৮) কৃষ্ণ অভিমত—বকপুষ্পাদির কলি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফুলবড়ি ঘৃতে ভাজা, আর দধি যোগে,
দ্বিবিধ হইল এই কৃষ্ণ যোগ্য ভোগে।
পটলের ফল কত ঘৃতে ভাজাইনু।
পৃথক্ বিধানে, তাহা পাত্রেতে রাখিনু।৯৯
বৃদ্ধ-কুষ্মাণ্ডের বড়া চই পাতা সহ—
সুক্তা হৈল মান, আলু, কচু, কন্দে, এহো।
নালিতা পাতায় পুনঃ দ্বিতীয় প্রকার
করিলা রন্ধন এই, রাধিকা আমার।১০০
অপূর্ব্ব সুকুতা দেখ হইল সর্ব্বথা
যাতে হস্ত পরশিলা বৃষভানু সুতা।০
দুগ্ধতুম্বী—সিতা, এলা, মরিচ, মিলাঞা,
দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ডও, কৈলা ওই সব দিয়া।১০১
দধিওল, আর ঘৃতে ভাজা ধাত্রীওল,
কথবেল তৈছে দ্বিধা। সুমিষ্ট সকল।১০২

---

(৯৯) ফুলবড়ী—প্রস্ফুটিত ফুলের বড়া (৪।৫নং দেখ)। পৃথক বিধানে—বেসনাদির সংযোগে ও বিনা সংযোগে, চক্রাকারে, দীর্ঘাকারে ছোট বড় নানা প্রকারে।

(১০০) মানকচু, পানিকচু, আলু এবং সাগরকন্দের সহিত একত্রেও স্বতন্ত্রে বুড়া চালকুমড়ার বড়া ও চইপাতা মিলাইয়া, আর ঐ সকল দ্রব্য ও বড়ার সহিত নাল্তা পাতা মিলাইয়া পৃথক্ পৃথক্ সুক্তা শ্রীরাধা প্রস্তুত করিয়াছেন।

(১০১) তুম্বী অর্থাৎ ঘিয়া লাউয়ের সহিত দানাদার শ্বেতচিনি (সিতা) এবং এলাচি ও গোলমরিচ মিলাইয়া দুগ্ধতুম্বী প্রস্তুত এবং সেইরূপে কুচি কুচি করা চালকুমড়ার সহিত ঐসকল দ্রব্য দিয়া দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড তৈয়ার করিয়াছেন।

(১০২) দধির সহিত ওল ও মিষ্টদ্রব্য মিশাইয়া এই দধিওল, এবং ঘৃতে ভাজা আম্লা ও ওলের সহিত মিষ্টদ্রব্য দিয়া ধাত্রীওল করিয়াছেন, এমনি দধিসিক্ত ও ঘৃতপক্ব দুই প্রকারের কথ্বেলের মিষ্টও রন্ধন করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃদু গর্ভ রম্ভা খণ্ড,—কুষ্মাণ্ডের খণ্ড
সিতা দধিযোগে অম্ল, মাধুর্য্যে প্রচণ্ড ।১০৩
মঞ্ছরি, স্থুলফা শাক, মেথি ও নালিতা
পটল, বাস্তুক, নানারীতে বিরচিতা।
নটিয়া শুষ্‌নি শাক, পাক ভেদে নানা,
পালঙ্গ পিড়িঙ্গ শাক পৃথক্ রচনা ।১০৪
পাকা-তিন্তিড়ীর রসে-কলম্বীর শাক ;
কচি আম্র যোগে-কৃষ্ণনালি কৈলা পাক ।১০৫
মোটা, মুদ্গ, মাস-সূপ কৈনু ত্রিপ্রকার
অমৃতের কূপ সম মিষ্টতা যাহার ।১০৬
গোধূমের রুটি কৈনু পূর্ণ-চন্দ্রাকার
বহু-বিমর্দ্দিত, মৃদু, মাধুর্য্যের সার ।১০৭
সূক্ষ্ম শালী-তণ্ডুল ধুইয়া বস্ত্রে ধরি,
জল উষ্ণ করিতেছি কৃষ্ণ-পথ হেরি ।১০৮

(১০৩) এমনি ৯২নং শ্লোকোক্ত নরম থোড় ও পাকা কুষ্মাণ্ড কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দধি ও সিতার সহিত মিশাইয়া অনেক প্রকার মধুরাম্ল করিয়াছেন।

(১০৪) বাস্তুক—বাথুয়াশাক। নানারীতে—অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে ও বিনাসংযোগে, শুক্‌না ও রসার্দ্র ইত্যাদি প্রকারে। (১০৫) এই শ্লোকে অম্লাম্বাদ শাকের বর্ণনা, কলম্বী—কল্‌মি, কৃষ্ণনালী—কালবর্ণ নাল্‌তা।

(১০৬) মোটা—বনমুগ বা মোটর, মুদ্গ—মুগ, মাস—কলাই, এই তিনের দ্বারা তিন প্রকার সূপ অর্থাৎ দাইল। কোনও কোনও মূলগ্রন্থ মতে চানার দাইল সহ চতুর্ব্বিধ দাইল।

(১০৭) বহুবিমর্দ্দিত—খুব বেশী ময়দমাড়া। ইহাতে রুটি নরম ও ফুল্‌কা হয়।

(১০৮) কৃষ্ণকে আসিতে দেখিলেই অত্যুষ্ণজলে চাউল ফেলিয়া গরম গরম অন্ন করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্ন ব্যঞ্জনাদি—সব প্রস্তুত জানিবে;
যেবা নাহি হয়, তাহা এখনি হইবে।১০৯
এইরূপে রোহিণী, সকল দেখাইলা,
দেখি শুনি ব্রজেশ্বরী আনন্দে ভাসিলা।
সৌরভ্য সদ্‌বর্ণ প্রসংশিয়া ব্রজেশ্বরী
জিজ্ঞাসেন কিসে হৈল এমত মাধুরী ?১১০
কহেন রোহিণী দেবী সবিস্ময়-চিত
সমুদয় রাধিকার কৌশল-রচিত।
সেইতো সামগ্রী মাত্র, অন্য কিছু নয়
রাধার পরশে সব সুধাময় হয় !! ১১১
তবে ব্রজেশ্বরী স্নেহে রাধায় হেরিয়া
গায়ে ঘর্ম্ম, শ্রান্তি, দেখি বড় ব্যথা পাঞা
দাসীগণে আদেশিলা ব্যজন করিতে
অবনত মুখী রাই, হইলা লজ্জাতে।১১২
তবে ব্রজেশ্বরী মাতা গেলা দুগ্ধ-ঘরে
দেখিয়া চলিলা লঘু-গতি বহির্দ্বারে।

(১১৩) কৃষ্ণ আসিতেছেন কিনা দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠাকুল হইয়া পুরীর তোরণ দ্বারে সত্বরে গমন করিলেন; এবং ব্যগ্র হইয়া তথায় ঘুরিতে লাগিলেন। কি হইল ? এখনও আস্লেনা কেন ? করি কি ? রক্তককে পাঠাইলাম, সেওতো ফিরিতেছেনা ! ইত্যাদি ব্যগ্রতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সর্গে রাগানুগীয় সাধকগণের ভাবনীয়, স্মরণীয়, অনুধাবনীয় এবং শিক্ষণীয় বহুতর কথা লিখিত হইয়াছে।

(১) কি প্রকার একাগ্রমনে ও মহাপ্রেমে-পরিচালিত হইয়া, একান্ত চিন্তন ও প্রবল-পরিদর্শনের সহিত সার্ব্বাঙ্গিকভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার যোগাড় বন্দোবস্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যগ্রা হৈয়া ফিরেন কৃষ্ণের স্নেহভরে
এমত স্নেহের কথা কে কহিতে পারে ?১১৩

করিতে ও করাইতে হয় (২) কিরূপ প্রবল আগ্রহে, তীব্র অনুরাগে ও অটল উৎসাহে সময়োচিত কৃষ্ণসেবার্থ প্রস্তুত থাকিতে হয়, (৩) কি প্রকার-পদ্ধতি-পরিপাটীতে প্রেমসেবা সুসম্পন্ন করিতে হয়। (৪) কি প্রকারের কোন উপকরণ কৃষ্ণসেবার উপযোগী, (৫) কোন্ কোন্ দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় (৬) কি কি ভক্ষ্য, ভোজ্য পানীয়াদি তিনি পানাহার করিতেও কি প্রকার তাম্বূল সেবন করিতে ভাল বাসেন, (৭) কিরূপ মাল্য চন্দন অনুলেপন আভরণ ও বসনাদি কোন্ সময়ে পরিধান করেন, এই সকল কথা এবং (৮) আমাদের প্রাণের ঠাকুরাণী শ্রীরাধার সহিত যে সকল সখী ও মঞ্জরী নন্দালয়ে রন্ধনে গমন করেন তাঁহাদের ও নন্দালয়ের পরিচারিকাগণ, দাসগণ ও সেবকগণের নাম ও কার্য্যাদি (যাহা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতেও বিস্তারিত নাই) ইত্যাদি সমস্ত কথা এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। এইগুলি জানা, শিখা এবং মনে রাখা সকলের কর্ত্তব্য।

তাহাই পূজ্যপাদ-পদ্যানুবাদক যদুনন্দন ঠাকুর উপসংহারে কহিয়াছেন— এইগুলি বিস্তার করিয়া বলিবার সাধ্য প্রাকৃতজীবের মধ্যে কাহারোও নাই। মূল গোবিন্দলীলামৃতগ্রন্থপ্রণেতা পরমবন্দনীয় শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সিদ্ধস্বরূপে (ব্রজলীলার কস্তুরী মঞ্জরীরূপে) নিত্যলীলায় সদা বিদ্যমান, সুতরাং তিনি নিত্যব্রজবাসী. তাই সমস্ত ব্রজলীলাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার পরিজ্ঞাত, সেইজন্য তিনি এই লীলাবলী বিস্তারিতরূপে লিখিয়া রসিকভক্ত সমাজে প্রচার করিয়াছেন. তাঁহার কৃপাঋণ অপরিশোধ্য, অতএব তাঁহার শ্রীচরণে শতকোটী প্রণাম।

ইহার পরবর্ত্তী কথাগুলি ঠাকুর যদুনন্দনের স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যোক্তি, এইরূপ দৈন্যোক্তির নিষেবণাভাবেই আমাদের দুর্দ্দশা-রোগ দূর হইতেছে না। অতএব তাঁহার শ্রীচরণে আমার কোটী প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা, তৎকৃপায় যেন ইহার একটু কণাবিন্দুও প্রাণে-স্পৃষ্ট হয়।

অপটু তটস্থবুদ্ধি ইত্যাদি কথার অর্থ ও অভিপ্রায় ১ম সর্গের ৬নং শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় দেখুন।

পাষণ্ড সম্বন্ধে নিষেধানুরোধের তাৎপার্য্য উক্ত সর্গের ২০নং পাদনোটে দেখুন।

ইতি তৃতীয়সর্গ সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি)

এইতো কহিলো কৃষ্ণের রন্ধনের কর্ম্ম
যাহা শুনি তৃপ্ত হয় শ্রবণের মর্ম্ম।
সংক্ষেপে কহিনু ইহা কে করে বিস্তার ?
শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে আছয়ে প্রচার।
কৃষ্ণদাস কবিরাজের ব্রজেতে বসতি
সাক্ষাতে দেখিয়া সব বিস্তারিলা অতি।
তাঁহার চরণে কোটি প্রণতি আমার,
যাহা হৈতে হৈল কৃষ্ণ-লীলার প্রচার।
তাঁহার শ্লোকের অর্থ কিছু নাহি জানো
যেই উঠে মনে তাই সত্য করি মানো।
অপটু তটস্থ বুদ্ধি, অশুদ্ধ-হৃদয়
এজনার মনে কিবা করিবে উদয় ?
মনের লালসা আর বৈষ্ণব-আদেশ,
যে-তে-মতে লিখোঁ কৃষ্ণ-লীলার বিশেষ।
পাষণ্ডের স্থানে ইহা করিবে গোপন
সবার চরণে মোর এই নিবেদন।
শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত কথা সুধাময়,
ভাগ্যবান্ জন যেই, সেই আস্বাদয়।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা-অভিলাষে
এ যদুনন্দন কহে রন্ধন-বিলাসে।

ইতি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের রন্ধন-বিলাস-নাম
তৃতীয় সর্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর্থ সর্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) প্রাতঃ ৬ দণ্ডের লীলা।
শ্রীকৃষ্ণের স্নান-ভোজনাদি।

(মূলের প্রথম শ্লোক)।

অথ ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরৈঃ—
কৃষ্ণঃ স্বগোষ্ঠীং প্রহিতো নিজোন্মুখীন্।
স্তন্যাশ্রুবিক্লিন্নপয়োধরাম্বরা মম্বাং মিলন্তীং পুরতো দদর্শ সঃ ।১।

(যদুনন্দন ঠাকুরকৃত বন্দনা)।

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গৌররায়।
কৃপাকরি প্রেমভক্তি দেহ নিজ পায়।
কর্ম্মদোষে পড়িয়াছোঁ এভব সংসারে,
তোমাবিনু মোরে কেহ উদ্ধারিতে নারে।
অধমের-অধম মুঞি তমোজ্ঞান-ফলে
তোমা পাসরিয়া পুড়ি সংসার-অনলে !
হাহা কৃপাময় প্রভো ! কৃপাকর মোরে,
যেখানে সেখানে রহি না পাশরি তোরে।

বন্দনার তাৎপর্য্য — হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারি নরলীলা-বিহারি-গৌ... ভগবন্! তোমাকে প্রণাম করি। এমনি তুমি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত থাকি... অবিচারে যারে তারে ব্রজপ্রেমের বন্যায় ভাসাও। আমাদের জন্য এত কা... তেছ, কিন্তু অধঃপাতগ্রস্ত-আভাগিয়া আমার একবিন্দু ভক্তিও তোমাতে নাই... নিজপাদপদ্মে প্রেমভক্তি দান কর। আপন প্রারব্ধকর্ম্মফলে আমি সং... সাগরে ডুবিয়া মরিতেছি। প্রারব্ধ খণ্ডনের শক্তি তুমি ছাড়া আর কাহা... নাই। অতএব আর কেহ কখনই আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন ...

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(অনুবাদ)

সময় দেখিয়া ওথা ব্রজেন্দ্র ঠাকুর,
পাঠাইলা কৃষ্ণে॥ করি আগ্রহ প্রচুর॥
মাতৃ-আগে কৃষ্ণ যবে দিলা দরশন,
দুঃখ গেল, মাতা হৈলা আনন্দিত মন।
আখি হৈতে অশ্রুপড়ে, স্তনে দুগ্ধ ঝরে,
ভিজিল বসন স্তন! কৃষ্ণ-স্নেহ-ভরে।১।
"আইস! আইস বাছা! ব্যাজ কেন এত?
শীতল হইল অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত।
না আসিয়া পীড়াপাও—ক্ষুধার তৃষ্ণার,
মোরে দুঃখ দিতে কর ঐছে ব্যবহার!"২
এত কহি কৃষ্ণ-অঙ্গ করেন মার্জ্জন,—
নিজকরে। ব্যাৎসল্যে ব্যাকুল দেহ মন।৩

তোমার কথঞ্চিৎ-স্মৃতিতেই সকল অসাধ্য সাধিত হইয়া যায়, কিন্তু আমার এমনি পোড়া কপাল, সেই তোমাকে দিবানিশি ভুলিয়া রহিয়াছি!! কাজেই সংসারানলে পুড়িতেছি। তোমার শ্রীচরণস্মৃতি ব্যতীত ব্রজলীলার স্ফূর্ত্তি হয় না, অতএব যেখানে থাকো একবার দেখা দিয়া এই কৃপা কর যে, কর্ম্মদোষে যেখানে সেখানে থাকি তোমার শ্রীচরণ যেন না ভুলি।

(১) ব্রজেন্দ্র ঠাকুর—নন্দ মহারাজ। তিনি ঠাকুর, কিন্তু "আর খেলায় কাজ নাই। এখন ঘরে গিয়া স্নান ভোজন কর" এইরূপ ঠাকুরাণী-আদেশ, কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহাকেও করিতে দেয় না। তাই প্রচুর আগ্রহ পূর্ব্বক অর্থাৎ "বাপ কৃষ্ণ! অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে, এখন ঘরে গিয়া শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি কর, নহিলে অসুখ হবে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে ঘরে পাঠাইলেন।

(২) বাছাধন! তোমার ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়, তাহা তোমরা না বুঝিয়া এরূপ ব্যবহারে আমাকে বড়ই দুঃখ দেও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে সব সখাকে কহেন ব্রজেশ্বরী,
"এথায় ভোজন আজি, আস স্নান করি।
তোমা সবে ছাড়ি কৃষ্ণ না করে ভোজন,
বড়ই চঞ্চল! সদা-খেলাইতে মন।"
শীঘ্র করি সকলে আসিবে মোর ঘরে
কহিয়া বিদায় দিলা সব-বালকেরে।৪।৫
তবে তারা নিজ নিজ ঘরেতে চলিলা,
বটু, বল, সঙ্গে কৃষ্ণ গৃহেতে আসিলা।৬
বল্লবী-গণের নেত্র তৃষিত-চাতকী,
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুরী-ধারাপানে হৈল সুখী।
গোবিন্দ-নয়নরূপ তৃষিত-চকোর,
বল্লবী-মুখেন্দু-সুধাপানে হৈল ভোর।
ইহা আচরিয়া কৃষ্ণ আসিলেন ঘরে ৭
আসিয়া বসিলা স্নান-বেদীর উপরে।

(শ্রীকৃষ্ণের স্নান)

ভৃত্যগণ আসি অঙ্গ-ভূষণ খসায়,
সারঙ্গ, আনিয়া স্নান-বসন যোগায়।৮
সে বসন পরি কৃষ্ণ বসিলা আসনে,
পত্রী, আসি কৈল পাদপদ্ম-প্রক্ষালনে।

---

(৪) আজ আমার ঘরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাদের সকলের ভোজন করিতে হইবে। সে তোমাদের সঙ্গে খেলারস হাস্য পরিহাস বিনা খাইতে পারে না।

(৬) বটু—মধুমঙ্গল। বল—বলরাম।

(৭) বল্লবী—গোপ সুন্দরী। যাহারা কৃষ্ণদর্শনোৎকণ্ঠায় যথাস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

(৯) আসনে—সোণার তারে মোড়া উচ্চাসনে, পা ঝুলাইয়া বসিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পত্রক, আনিয়া দিল ভৃঙ্গারের পানি
পাখালিলা গন্ধজলে কৃষ্ণ, দুই পাণি।৯
সূক্ষ্ম জলবাসে কর কৈলা সম্মার্জ্জন।
সুবন্ধ, নাপিত পুত্র আসিল তখন॥
নারায়ণ-তৈল অঙ্গে করয়ে মর্দ্দন
বিবিধ প্রবন্ধ করি, অতি বিচক্ষণ।১০
সুগন্ধ, আসিয়া দিল অঙ্গে উদ্‌বর্ত্তন,
শীতল নির্ম্মল তনু হইল তখন।
কোমল শীতল-নবনীত-পিণ্ড জিনি,
পীত-উদ্‌বর্ত্তনে ধীরে-মাজিল গা খানি।১১
সুগন্ধ-শীতল কল্কে ধাত্রী ও আদার,
স্নিগ্ধ ও কর্পূর, কেশ করিল সংস্কার।
পয়োদের দত্ত শীত-বাসিত-সলিলে
রক্তক, পাখালি অঙ্গ মাজিল সু-চেলে।
কোমল-শীতলোজ্জ্বল-তনু পাখালিয়া
মাজিলেক ধীরে, মৃদু চীন-বাস দিয়া।১২।১৩
স্নান করাইল, স্বর্ণঘটি হৈতে ঢারি—
মৃদুপক্ক-মৃৎকুম্ভের সৌরভিত-বারি।১৪

বাসিত—সৌরভিত। পত্রী, পত্রক, সুবন্ধ, পয়োদ, রক্তক, কুমুদ, মকরন্দ, প্রেমকন্দ,—এই সকল দাসাদির নাম।

(১০) জলবাস—গামোছা। প্রবন্ধ—পরিপাটী। বিচক্ষণ—সুশিক্ষিত এবং হুসিয়ার।

(১২।১৩) শীত-বাসিত—শীতল এবং সুগন্ধীকৃত। সুচেলে—পাতলা ও কোমল উত্তরবস্ত্রে। ঐ চীনবাস।

(১৪) মৃদুপক্ক—অল্প পোঁড় দেওয়া। এইরূপ মাটির কলসীতে জল শীতল

১৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মৃদুচীন-বাসে অঙ্গ, কেশ, সম্মার্জ্জিল,
পত্রীদাস, এই সেবা যতনে করিল, ১৫
তবে বসিলেন কৃষ্ণ রতন-আসনে।
সুখে বেশ-রচনা করিল দাসগণে।
অগুরুর ধূমে তবে কেশ শুকাইয়া
কুমুদ, বান্ধয়ে জুট কঙ্কতি-শোধিয়া। ১৬
গোরচনা-তিলক 'তমাল পত্র' নাম,
মাঝে তার কস্তুরী, রচিলা অনুপাম।
মকরন্দ দাস, লেপে অঙ্গে চতুঃসম, ১৭
কি কহিব সেইকথা গন্ধ অনুপম।০
প্রেমকন্দ, পরাইল অদভুত-সাজে—
চঙ্কণাখ্য-সুবর্ণ-কঙ্কণ, দুইভুজে।
দুই কর্ণে দিল স্বর্ণ-মকর কুণ্ডল,
চরণে মঞ্জীর দিল অতি সুনির্ম্মল।
সুবর্ণ-নূপুর সেই হংসধ্বনি-হরে,
তারা-মণিহার দিল হিয়ার উপরে। ১৮
স্নেহেতে ব্যাকুলা মাতা কৃষ্ণ-পানে হেরি
দাসগণে কহেন—করহ ত্বরা করি। ১৯

থাকে। ৩য়সর্গ ৬৪।৬৫ দেখুন। মৃৎ-কলসী হইতে স্বর্ণঘটে জল সঞ্চারিত করিয়া তাহা হইতে শরীরে ঢালিয়া। ডারি—ঢালিয়া।

(১৬) জুট—ঝুঁটি। কঙ্কতি শোধিয়া—চিরুণীর দ্বারা আঁচড়াইয়া।

(১৭) চতুঃসম—৩য় সর্গের ৭২নং নোট দেখুন।

(১৮) মঞ্জীর—নূপুর। তারাহার, তারার মত উজ্জ্বল আকৃতি-বিশিষ্ট মুক্তার হার।

(১৯) স্নেহেতে ব্যাকুলা—ক্ষুধায় পিপাসায় বাছার আমার নাজানি কতই কষ্ট হইতেছে। এই স্নেহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেশ শেষ হইতেই সখারা আসিলা,
বটু বলরাম সহ আসিয়া মিলিলা।
স্নানানুলেপন তারা, করিয়া আসিলা,
সবাসঙ্গে মিলি কৃষ্ণ ভোজনে চলিলা।২০

(ভোজন বিলাস)

কাঞ্চনের বেদী হয় সৌরভ্যে পূরিত,
স্বর্ণ-সূত্রাসন-সব তাহাতে পাতিত।
নিকটে নিকটে স্বর্ণ ভৃঙ্গারেতে জল,
ভিজা শুক্লবাসে তাহা বেষ্টিত সকল।২১
আসন উপরে কৃষ্ণ বসিলেন রঙ্গে,
ভোজন করেন যথা, সখাগণ-সঙ্গে।
শ্রীদাম সুবল দোহে বৈসে কৃষ্ণ-বামে,
বটু আগে। বলরাম বসিলা দক্ষিণে।
আর সব, বেড়িয়া বসিলা সখাগণ
সম্মুখে দক্ষিণে বামে ; কে করে গণন ?২২
স্বর্ণপাত্রে পানা আনি মাতা ব্রজেশ্বরী,
যথাক্রমে সবে পরিবেশেন আদরি।২৩

---

(২১) স্বর্ণ-সূত্রাসন—সোনার সূক্ষ্মতারে নির্ম্মিত আসন। তাহা—স্বর্ণভৃঙ্গার অর্থাৎ ঝরিসকল।

(২২) বটু আগে—মধুমঙ্গল, কৃষ্ণের সাক্ষাতে (সম্মুখামুখী হইয়া) পূর্ব্বমুখে বসিলেন।

(২৩) পানা—সরবৎ। প্রথমে সরবৎ ও নাড়ু প্রভৃতি মিষ্ট সামগ্রী পরিবেশন করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গের ৩নং টিপ্পনীর শেষাংশে শ্রীনন্দালয়ের বর্ণনায় জানা গিয়াছে নন্দালয়ের রন্ধন-শালা মহলের পশ্চিমদিকে ; সুতরাং পূর্ব্বদ্বারী ঘর। তাহারই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ সঙ্গে বসিয়াছে সখাগণ যত
তাদের মাতারা আনে পক্কান্নাদি কত।২৪
ব্রজেশ্বরী তাহা ক্রমে পরিবেশি দেন,
পরম হরিষে সবে ভোজন করেন।
খণ্ডোদ্ভব-নাড়ু, যার গঙ্গাজলী নাম,
রাধিকা আনিলা সজ্জ-করি অনুপাম।
রাধিকা-ইঙ্গিতে রঙ্গদেবী তাহা আনে,
যতনে প্রদান করে ব্রজেশ্বরী স্থানে।২৫
বড় স্বর্ণপাত্রে ব্রজেশ্বরী তাহা লৈয়া—
সবাকে দিলেন নিজে বণ্টন করিয়া।২৬
তাহা আস্বাদেন কৃষ্ণ পরম হরিষে,
বাখান করেন তার, হাস পরিহাসে।

সম্মুখে ভোজনবেদী। ভোজনবেদীতে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ও রন্ধন-শালাস্থিত শ্রীরাধার পরস্পর-দর্শন-লীলা দ্বারা বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ পশ্চিমমুখে ভোজনে বসেন।

(২৫) খণ্ড—খাঁড়-চিনি। খণ্ডোদ্ভব—ঘৃতচিনিপ্রভৃতির সংযোগে মিষ্ট নাড়ু। সজ্জকরি—গৃহ হইতে কৌশল পূর্ব্বক প্রকার ভেদে প্রস্তুত করিয়া।

(২৭) প্রধানতঃ মধুমঙ্গলের সঙ্গে ও অনুষঙ্গে অন্যান্য সখার সহিত হাস পরিহাস। তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের ৬ষ্ঠ সর্গ হইতে দেওয়া গেল। যথাঃ—

শ্রীকৃষ্ণের মন জানিয়া, মধুমঙ্গল হাসিতে হাসিতে কথা তুলিলেন। কহিলেন—এই সকল চর্ব্ব্যচূষ্য লেহ্যপেয় চতুর্ব্বিধ-নাড়ু, সরবৎ প্রভৃতি দ্রব্য—চতুর্ব্বর্গের মূর্ত্তিমান্ ফল! কিন্তু দুঃখ এই যে, এ সভায় একমাত্র আমি ব্যতীত ইহার রসজ্ঞ আস্বাদক একজনও নাই!

শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—রসের সখা বটো। শাস্ত্রানুসারে রস কয়টি? বটু। আমার মতে রস ছয়টি মাত্র! এবং ইহাই ন্যায্য। যেহেতুক চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এবং মন এই ছয়জন মাত্রইতো আস্বাদক। কাজেই রসও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নয়ন-অঞ্চলে নেহারেন রাই-মুখ, *
তাহা দেখি সখীগণ পায় বহু সুখ।২৭

কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার, অম্ল ও মধুর এই ষড়্‌বিধ।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার-রস শাস্ত্রানুসারে ঐ ছয়রসের একএকটি বুঝি চক্ষুপ্রভৃতি এক এক ইন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য ? তবে কোন রস কোন ইন্দ্রিয়ের আস্বাদনীয় ?

বটু। সাধে কি তোমাদিগকে অরসজ্ঞ বলি ! যাহোক্, না জানাইলে তোমরা জানিবে কি করিয়া ? শুন বলিতেছি—মূর্ত্তিমান্-ষড়রসময় এই গঙ্গা-জলিনাড়ু প্রভৃতির, সুরূপতা নয়নেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য; মধুরতা—রসনেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য; সৌগন্ধ্য—নাসিকার আস্বাদ্য। মৃদুতা—ত্বকের আস্বাদ্য; এবং চর্ব্বণ-কালীয় সুস্বরতা কর্ণের ও ভোজনজনিত আনন্দ-মনের আস্বাদনীয়। যুগপৎ এইগুলি আস্বাদনেই ইন্দ্রিয় ধারণের সাফল্য ও জন্মজীবনের সার্থকতা। যাহারা এইসকল সাকার-রস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শৃঙ্গারাদি নিরাকার রস আস্বাদন করিতে চায়, তাহাদের চেষ্টা—পিপাসিত-জনের সুমিষ্ট সরোবরের বারি পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকায় জলপানার্থ গমনের ন্যায় হাস্যকর-বৃথাভ্রম মাত্র। ফলতঃ সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত কথা এই যে "চর্ব্বণেই রস নিষ্পত্তি।" বলি, নিরাকার-রসের চর্ব্বণ কখনও হয় ?

এই কথায় হাসিতে হাসিতে বলদেব বলিলেন—তোমার কথিত রসাস্বাদেও তবে অষ্টসাত্ত্বিকাদি অনুভাব অবশ্যই বর্ত্তমান আছে ?

মধুমঙ্গল উচ্চহাস্য করিয়া কাশিতে কাশিতে কহিলেন—তা, না থাকিলে আবার রস কি ? সবই রহিয়াছে। আমি নিজেই ইহার অপূর্ব্ব উদাহরণ, যেহেতুক এইরূপ অপূর্ব্ব মিষ্টান্নাদি না পাইলে আপনি চোখে জল আইসে, পাইলে আনন্দ-রোমাঞ্চ হয়, আর ভোজন-জনিত তৃপ্তিতে কৃষ্ণশরীর স্নিগ্ধ হইয়া এই যে আমার চমৎকার বর্ণ-বিকাশ দেখিতেছ ইহাই—বৈবর্ণ্য। উচ্চ প্রশংসার-চীৎকারে "স্বরভঙ্গ" হইয়া কাশির উদ্ভব। ভোজন—সত্বরতার শ্রমে স্বেদোদ্গম। সমস্ত ভোজনে অক্ষম হইয়া দুঃখে স্তম্ভভাব, এবং ভূরি ভোজনের ভাগ্য ঘটিলে পরিশেষে প্রলয় অর্থাৎ অচৈতন্যতা॥

এইত গেল অষ্টসাত্ত্বিক, তা ছাড়া স্থায়ীভাব রূপা যে "রতি" তাহা হইতেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তর্জ্জনি-অঙ্গুলি দিয়া ব্রজেশ্বরী মাতা
দেখাঞা ভুঞ্জান, করি অধিক মমতা।
"এই দ্রব্য ভাল ইহা কর আস্বাদন,
এই দ্রব্য-খানি হয় বড় বিলক্ষণ।
এই দ্রব্য হয় বাছা! অতিস্নিগ্ধতর,
এই দ্রব্যে আছে দেখ মিষ্টতা বিস্তর।

তো ভোজন-প্রেমের উদয়। আর হাস্যোত্থ-হর্ষ এবং ভোজনান্তে নিদ্রালস্যাদি—সঞ্চারীভাব কার না হয় বল দেখি?

শ্রীকৃষ্ণ। নাজানি কত তপস্যায় তোমার এইসকল সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে!

বটু। নিশ্চয়, আমি পূর্ব্বজন্মে বনে গমন করিয়া ঘোর তপস্যাচরণ করিয়াছি। বনে বনে পশুচারণ করিয়া—তৎকালে আমার পবিত্র অঙ্গ-পরিমল-ময় সমীরণ তোমরাও স্পর্শ করিয়াছিলে, নহিলে নিত্য নিত্য এইরূপ সর্ব্বরসের আস্বাদন-সৌভাগ্য তোমাদেরই বা অদৃষ্টে ঘটিবে কেন?

সুবল। রসজ্ঞ শিরোমণি! আমার মনে হয় বনের বানরগুলোও তোমার মত—বাত, বর্ষা, শীতোষ্ণাদি সহিয়া পত্রপুষ্পফলাদি অরণ্যে-ভোজন পূর্ব্বক তপস্যাকারী বটে, সেইজন্যই ষড়রসের রসিক হইয়া, অট্টালিকার ছাদে বসিয়া সলালসে সুযোগান্বেষণ করিতেছে, আর তোমার পানে চাহিতেছে। ইত্যাদি।

• (২৭) রাইমুখ—তিলে তিলে শ্রীরাধার গুণরূপ বা নামের অনুশীলনাস্বাদন বিনা রাধাগত-প্রাণ-শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। কৃষ্ণভাবনামৃতে বর্ণিত আছে—গোশালা হইতে গৃহে আসিয়াই উচ্চউচ্চারণে শ্রীরাধার নামরস আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার সাধ হয়। কৌশল-কলারগুরু তখন একটি শুক-শিশুকে পঠন-শিক্ষা দিবার ছলে হাতে বসাইয়া পড়াইতে আরম্ভ করেন, পড় শুক!—

"ধারাধর জিনি যার সুন্দর বরণ, সেই নারায়ণ সদা আমার শরণ।" (ধারাধর অর্থ মেঘ,) শিশু-শুক শ্লোক শিখিতে পারিল না, তখন খণ্ডিত কথায় বলেন—বল "ধারাধর"। পাখী তাহাও বলিতে পারিল না, তখন যেন বিরক্ত হইয়া আরোও সংক্ষেপ করিয়া শিক্ষা দিতে থাকেন—বল, "ধারা ধারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ খানি সকল খাও মনের মতন,"
এইরূপে প্রতি দ্রব্য করান ভক্ষণ।২৮
যে সখার যে দ্রব্যেতে বড় রুচি ধরে
কৃষ্ণ, নিজপাত্র হৈতে দেন তাহা তারে।২৯
কৃষ্ণ-মন্দরুচি দেখি ব্যাকুলিতা মাতা,
তাহা দেখি বটু ক'ন পরিহাস-কথা।৩০
বিস্তর না দিও কৃষ্ণে, শুনহ জননি!
আমাকে সকল দেও, ভুঞ্জি সব আমি।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণে দিব আলিঙ্গন,
সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্টতা তার হইবে তখন।৩১
মন্দরুচি হয় কৃষ্ণ পক্বান্ন ভোজনে,
লঘুপাক অন্ন, তারে দেও সযতনে।৩২
শুনি হাসি হাসি কৃষ্ণ নিজ পাত্র হৈতে
বটুকে পক্বান্ন দিলা পাঁচ অঞ্জলিতে।৩৩

ধারা ধারা" পুনঃ পুনঃ এই ছলে রাধানাম উচ্চারণ করিয়া সাধ পূর্ণ করেন।

তারপর মনঃসাধে আকুল হইয়া একবার আপন শয়নালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক গবাক্ষপথে রন্ধনালয়স্থা শ্রীরাধার উঘার অঙ্গের সুষমা রন্ধনকালীয় হস্তচালনা ও তদোহসঙ্গিক অঙ্গদোলনাদি দেখিয়া কৃতার্থ হন।

অনন্তর স্নানান্তে সেবকগণ বেশভূষণাদি পরাণের অবসরে (আহ্নিককৃত্যের ন্যায়) নয়ন মুদিয়া প্রাণপ্রিয়তমার সেই অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরীর ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় তদীয় নাম জপ করিয়া মনের বাসনা মিটান। কিন্তু সদাবর্দ্ধনশীল বাসনা কি কখনও পূর্ণ হয়? সাধ কি মিটে? তাই এখনও দুজনের চোরাদির দর্শনে, দর্শনের সাধ কেবলই বাড়িতে লাগিল!! এই যে সান্নিপাতিক পিপাসাও চির-অতৃপ্তি ইহাই প্রকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের প্রাণ। সুচতুরা সখীগণ এই রঙ্গ দেখিয়া সুখের পাথারে সাঁতার দিতে লাগিলেন।

(৩০) কৃষ্ণ-মন্দরুচি—আহারে কৃষ্ণের আগ্রহের অল্পতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাত্র পূর্ণ দেখি বটু আনন্দ পাইয়া,
আপনার বাম-কক্ষ বহু বাজাইয়া।—৩৪
সকলি-খাইতে যেন অনুবন্ধ কৈলা,
দেখাইয়া, গ্রাস দুই সত্বরে খাইলা।
রাণীকে কহেন মাতঃ দধি দেহ মোরে,
মাতা, গৃহে গেলা দধি আনিবার তরে।৩৫
ছল উঠাইয়া তবে কহেন বচন—
দেখ দেখ সখাগণ! আর বিলক্ষণ।
দধিচোর-কপি আসে পক্কান্ন খাইতে
শুনি সব সখা ফিরি লাগিলা দেখিতে,
সেই অবসরে সব পক্কান্ন তুলিয়া
পাত্রে পাত্রে দিলা, "সব খাইনু" বলিয়া।৩৬
এইকালে মাতা আসিলেন দধি নিয়া
তাঁরে ক'ন "পাত্র শূন্য করিনু খাইয়া।"
বিনা দধিতেই সব করিনু ভক্ষণ,
পরমান্ন আনি মাতা দেহতো এক্ষণ।৩৭
হেমপাত্রে, নবরম্ভা-দলের-মারুতে
শীতল পায়স রাখা অতি সাবহিতে।

---

(৩৪) বামকক্ষ—বাম বগল। (৩৫) যেন কৃষ্ণদত্ত সমস্ত দ্রব্যই তিনি খাইয়া ফেলিবেন এইরূপ উদ্যোগ ও অভিপ্রায়—অনুবন্ধ।

(৩৬) ছল উঠাইয়া—মিথ্যা উক্তি করিয়া। দধিচোর কপি—দধিচোর নামে পরিচিত বানর।

(৩৭) পরমান্ন—পায়স। অদ্যাপি নন্দগ্রামাদির ব্রজবাসিগণ অগ্রে মুড়কি মিষ্ট, তৎপরে পায়স ভোজন করিয়া তৎপরে অন্যান্য দ্রব্য খান।

(৩৮।৩৯।৪০) স্বর্ণপাত্রে পায়স সঞ্চারিত করিয়া নূতন কদলীপত্রের বায়ু বাতাস দিয়া শীতল করিয়া রাখা পায়স, এবং অন্নাদি। পরিবেশন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্নাদি সহিত তাহা রাধিকা লইয়া
রোহিণীর হাতে দেন ক্রমশঃ তুলিয়া।
করেন রোহিণীদেবী ধীরে পরিবেশ,
ক'রেছিলা যত শাক আদি—অন্নশেষ।৩৮।৩৯।৪০
রম্ভার উদ্‌গত-পত্র হৈতেও কোমল,
গোধূমরুটিকা পরিবেশেন সকল।
ঘৃতসিক্ত-সুবাসিত-পরম-চিক্কণ;
অতি হৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।৪১
ললিতাদি পূর্ব্বে রসালাদি যা করিলা
মাতারে আনিয়া তাহা ধনিষ্ঠিকা দিলা।
মাতা তাহা দিলা ক্রমে সবারে বাঁটিয়া
স্নেহভরে অতিশয় আনন্দ পাইয়া।৪২
কৃষ্ণমুখ, কান্তি, দেখি সুমঙ্গলাগণ
ভাবে ব্যাকুলিতা হৈলা আনন্দে মগন।৪৩
চারিবিধ, অমৃত-উদ্ভব-খাদ্যচয়,
খা'ন কৃষ্ণ, সখাসনে আনন্দ হৃদয়।

ভরিয়া ভরিয়া আমাদের ঠাকুরাণী শ্রীরাধা, রোহিণী মায়ের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং তিনি পাতে পাতে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। শাক হইতে আরম্ভ করিয়া অম্ল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জন এবং গমের রুটি।

(৪১) গমের রুটীগুলি রম্ভার অর্থাৎ কদলীর-নূতন-বহির্গত সাদা পাতা হইতেও নরম, ঘৃতে ভাজা সৌরভযুক্ত এবং অতি চক্‌চকে।

(৪৩) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবদন দর্শনে এবং তদীয় অঙ্গ কান্তিতে, আকর্ষিত-চিত্তা-মঙ্গলময়ী শ্রীরাধা ও তৎসখীগণ, নন্দালয়ে থাকিয়াও ভাবশাবল্যে ব্যাকুলা ও হৃষ্টা হইলেন।

(৪৪।৪৫) যাহা চর্ব্বণ বিনা খাওয়া যায় না তাহার নাম চর্ব্ব্য। যাহা চুষিয়া চুষিয়া খাইতে হয়, তাহার নাম চুষ্য। যাহা লেহন করিতে হয় তাহাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন করিলা.
কত নর্ম্ম-হাস্যরস তাহাতে মাখিলা ।৪৪।৪৫
রাধিকার হস্তস্পর্শ সর্ব্বান্ন-ব্যঞ্জন—
ভোজন করেন কৃষ্ণ অমৃতাস্বাদন।
আরো স্বাদু করি, নেত্র-ভৃঙ্গ পাঠাইয়া—
রাইমুখ-পদ্ম-মধু পিয়া হৃষ্ট হৈয়া।
নিগূঢ়ে করেন কৃষ্ণ রসের সঞ্চার,
আহার হেরিয়া মা'র আনন্দ অপার ।৪৬
রাধিকাও নিজ-নেত্র-কটাক্ষ-প্রণালী
পাঠাঞা, পিয়েন কৃষ্ণ লাবণ্য সকলি।
সে লাবণ্যামৃত পানে হইলেন পুষ্ট
আচ্ছাদিলা ভাবোল্লাস হৈয়া পরিতুষ্ট ।৪৭
রোহিণী দেবীকে ধনী অন্তঃপট করি,
নাচান খঞ্জন-আঁখি কৃষ্ণ-মুখ হেরি।

লেহ্য এবং যাহা পান করা যায় তাহাই পানীয়, এই চারিবিধ। সবই সে অমৃতদ্বারা প্রস্তুত। নর্ম্ম—পরিহাস, হাস্য—হাসিখুসী। তাহাতে—সেই চারিবিধ খাদ্যে। মাখিলা—মিশাইলা। অর্থাৎ ঠাট্টা তামাসা করিতে করিতে ভোজন করিলেন।

(৪৬) শ্রীরাধার মুখরূপ পদ্মের মধু নিজ নয়নরূপ ভ্রমরের দ্বারা আনিয়া, সেই নয়নের মধু খাদ্যে মিশাইয়া অধিকতর স্বাদযুক্ত করিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার বদনে দৃষ্টি দিয়া দিয়া তৎপরে খাদ্য বস্তু দৃষ্টি করিয়া সুখে ভোজন, এবং ভোজনে ভোজ্য বস্তুর কত যে স্বাদ বৃদ্ধি হয় তাহা অরসিকের বুঝিবার কথা নহে। চণ্ডীদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—"বসনে বসন লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়" এমনি সব প্রেমের ঠাকুরের কাণ্ড !!

(৪৭) নয়ন-কটাক্ষরূপ-নালা দ্বারা অবিরত পান করিয়া আনন্দোৎফুল্ল এবং পরিতুষ্ট হইয়াও,—ভাবোল্লাস-আচ্ছাদন করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রোহিণীকে অন্নাদি করেন সমর্পণ,
নিরখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঘুচিল ভোজন।৪৮
অর্দ্ধাধিক ছাড়ি ছাড়ি করেন ভোজন,
দেখি তাঁর মন্দরুচি ব্যাগ্রা-মাতা ক'ন—।৪৯
"আমার মাথার দিব্য, যতনে-রচিত—,
আরো কিছু খাও বাছা! আছরে ক্ষুধিত।৫০
যত্ন করি রাঁধিলেন বৃষভানু-সুতা
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি হৈল অমৃত-নিন্দিতা।
সামগ্রী নির্ম্মাণ কৈলা করিয়া যতন,
কিছু কিছু খাওরে ক্ষুধার্ত্ত বাছাধন!
মোর দিব্য লাগে বাছা! করহ ভোজন"
এতবলি রোহিণীকে কহেন বচন—।৫১।৫২
"দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত, তবু না করে ভোজন।"
রোহিণী কহেন তবে ব্যাকুলিতা মন।৫৩
"মল্লিকা হইতে রাধা অতি-সুকোমলা,
তবু অন্ন ব্যঞ্জনাদি যতনে রাঁধিলা।
ক্ষুধা-কৃশ তুমি তাহা না কর ভোজন!
মাতা, আমি, রাধিকা, তিনের দুঃখী মন।৫৪

(৪৮) অন্তঃপট—পর্দ্দা। রোহিণী দেবীকে অন্তঃপট করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আড়ালে লুকাইয়া, শ্রীরাধা নাচান-খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই প্রাণ-মনাকর্ষক-দৃশ্য দর্শনে এবং রোহিণী মায়ের হস্তে পাত্রাদি প্রদান কালীয় সুললিত অঙ্গভঙ্গীতে এবং বক্ষ বাহু প্রভৃতির-রসোদ্দীপক-সুষমা দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আহারের আবেশ চলিয়া গেল। তিনি রাধার অঙ্গদ হেরিয়া "অঙ্গদ! যথার্থই তুমি অনঙ্গের অঙ্গপ্রদ বটে! তোমার ঈশ্বরীর অঙ্গ আমাকে দিবে? আমার দ্বারা তোমার পরীক্ষা!" এইরূপে মনে মনে প্রাণেশ্বরীর পরিদৃষ্ট ভূষণের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাতা দুঃখে ক্ষিন্না,—শ্রমে বন-বিহরণ ;
নির্ম্মঞ্ছন যাও বাছা! করহ ভোজন। ৫৫
কৃষ্ণ কহিলেন বহু খাইয়াছি মাতা!
ক্ষুধা গেল, এবে হৈল উদর-পূর্ণতা। ৫৬
রাধা-রূপে, নামে, জাত-বিকারেরগণ,
সম্বরিয়া মন্দ মন্দ করেন ভোজন।
হেরিয়া জননীদ্বয় আনন্দ পাইয়া,
কহেন সোহাগে-গলি আদর করিয়া। ৫৭
রসালা, পক্বাম্র-দ্রব্য, আর শিখরিণী,
শর্করা-মিশ্রিত-দুগ্ধ বাড়বাদি-পানি।
ছানার ব্যঞ্জন, দধিশক্তু, দধি-ফল,
পোয়া, বড়া, খাইবারে উচিত সকল।
সাশ্রু-নেত্রে অনেক শপথ দেন তাঁরে,
অঙ্গুলে দেখাঞা সেই সব খাইবারে। ৫৮

(৫৫) তুমি ভাল করিয়া আহার না করায় তোমার মা দুঃখ ভরে খেদ করিতেছেন। আবার মহাশ্রমে বনে বিহরণ করিতে হইবে, সুন্দররূপে না খাইলে তাহাতো পারিবেনা। অতএব বাছা আমার! তোমার বালাই যাই, যাহা ভাল লাগে বেশ করিয়া খাও।

(৫৭) পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে শ্রীরাধার রূপ দর্শন করিয়া এবং জননীর ও রোহিণী মায়ের মুখে (৫০নং ও ৫১নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে) শ্রীরাধার নাম শ্রবণ করিয়া উপজাত-প্রেম-বিকারাবলী, রোহিণী দেবীর সুসঙ্গত বাক্যে সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে ভোজন করিতে লাগিলেন।

(৫৮) তৃতীয় সর্গের ৪৪নং শ্লোকে রসালা প্রভৃতির বর্ণনা দেখুন। দধি-শক্তু—কড়ি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোজন করিয়া কৃষ্ণ, সখাগণ সঙ্গে,
সুবাসিত জলপান কৈল বহুরঙ্গে।৫৯
আচমন-লাগি স্বর্ণ-ডাবর আনিয়া,
সুবাস-মৃত্তিকা আর খড়িকাদি দিয়া।
কালোচিত সেবা করিলেন দাসগণ,
সুবাসিত জলে তবে কৈলা আচমন।৬০
মৃত্তিকাতে হস্তমুখ করিয়া মার্জ্জন,
খড়িকায় করিলেন দশন-শোধন।
এলাচি লবঙ্গ আর কর্পূর মিশ্রিত—
শীতোজ্জ্বল-খাদির গোলিকা, সুরভিত।
জম্বুল, দিলেন। তাহে মুখবাস কৈলা,
বামহস্ত দিয়া কৃষ্ণ উদর মাজিলা।৬১
স্বর্ণবর্ণ-সুপক্ক পাণের বীড়াগণ—
রসাল, দিলেন। কৃষ্ণ করিলা ভক্ষণ।
শত-পদান্তরে নিজ শয়ন-আরাম,
রতন পালঙ্কে তাহে করিলা বিশ্রাম।
বীজন করেন তথা দাসগণ আসি,
শ্রী-মুখ-দরশে সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসি।৬২

(৫৯) বহুরঙ্গে জলপান—এক একবার শ্রীরাধার পানে চাহিয়া—তদধর পান কালীয় ধ্বনির ন্যায় শব্দ ও ভঙ্গী ইত্যাদি করিয়া

(৬১) ঘি উঠাইবার জন্য সুগন্ধ মৃত্তিকায় হাতমুখ মার্জ্জন করিলেন। খাদির গোলিকা—খয়েরের বড়ী। ভোজনান্তে বাম হস্ত দ্বারা উদর মার্জ্জন করিলে ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়।

(৬২) এই পানবীটিকা প্রস্তুতের দস্তুর ৩য় সর্গের ৭৮।৭৯।৮০ শ্লোকে দেখুন। আরাম—গৃহ। ভোজনান্তে শত পদ হাটিলে শরীর ভাল থাকে বলিয়া শতপদ দূরে শয়ন গৃহ নির্ম্মিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ময়ূর-পুচ্ছের বায়ু দাসগণ করে,
বিলাসক, তাম্বূল যোগান হর্ষান্তরে।৬৩
কেহ কেহ পাদপদ্ম করে সম্বাহন
সবে সুখে করে মুখ-চন্দ্র দরশন। ৹

(শ্রীরাধার-রন্ধনান্তলীলা।)

হেথা শ্রীরাধিকা পাক-আলয় হইতে
করপদ-ধুঞা গেলা অন্য প্রকোষ্ঠেতে।
গবাক্ষ-দ্বারেতে কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ,—
হর্ষজ-ঘর্ম্মেতে কৈলা সর্ব্বাঙ্গ-স্নপন।
দাসীগণ করে ধীরে শীতল বাতাস,
ব্রজেশ্বরী তখন আসিলা তাঁর পাশ।
ব্রজেশ্বরী-মনে রাই রন্ধন শ্রমেতে
ঘর্ম্মজলে পূর্ণা হঞাছেন সর্ব্বাঙ্গেতে।
রোহিণীকে কহিলেন, "ত্বরিত হইয়া—
ভোজন করাও রাধিকারে বসাইয়া।"৬৪।৬৫
তবে ধনিষ্ঠিকা দ্বারা রামের জননী,
অন্নব্যঞ্জনাদি দিলা করিয়া সাজনি।
ধনিষ্ঠা, গোপনে তাহে কৃষ্ণের শেষান্ন—
একত্র করিয়া, দিল—মিষ্টান্ন পক্কান্ন।৬৬

---

(৬৩) শয়নালয়ে বিলাসক (অন্তদাস) নিজ রচিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। সাধে সকলেই ব্যাকুল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রার-ভান করিয়া দাসগণকে সরাইয়া দিলেন।

(৬৪।৬৫) হর্ষজ ঘর্ম্মেতে—সাত্ত্বিক স্বেদে। সর্ব্বাঙ্গ-স্নপন—যেন সার্ব্বাঙ্গিক স্নান করিলেন। ত্বরিত হইয়া—শীঘ্র করিয়া।

(৬৬) রামের জননী—রোহিণী। কৃষ্ণের শেষান্ন—ভুক্তাবশেষ প্রসাদান্ন। মিষ্টান্নের ও পক্কান্নের সহিত মিশাইয়া শ্রীরাধাকে পরিবেশন করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লজ্জাতে রাধিকা নাহি করেন ভোজন,
পটাঞ্চলে ঝাঁপি ধনী রহিলা বদন।
দেখি স্নেহে ব্যাকুলিতা-কৃষ্ণের জননী,
কহেন বাৎসল্যে গলি অতি মিষ্টবাণী।৬৭
"আমাকে এতেক লজ্জা কেন কর তুমি?
এমতি জানিহ আমি তোমার জননী।
কৃষ্ণকে দেখিয়া যত সুখ পাই আমি,
তোমা দেখি সেইরূপ জুড়ায় পরাণি।
আমার সাক্ষাতে আজি করহ ভোজন,
দেখিয়া জুড়াই বাছা! আমার নয়ন।
নিছনি যাইয়ে তব রূপগুণ কাজ,
আমার শপথ যদি আর কর লাজ।৬৮
ললিতা! বিশাখা! বাছা-চম্পক লতিকা!
তোমা সবাপ্রতি মোর বাৎসল্য অধিকা।
লজ্জাছাড়ি সবে মিলি করহ ভোজন
তোমরা খাইলে মোর স্থির হবে মন।"

তদ্ব্যতীত আমাদের ঠাকুরাণীর আহার-চলেনা, এইজন্য তাঁহার একটি নামই হয়—'কৃষ্ণাবশেষাশনা'।

(৬৭) পটাঞ্চলে—উত্তরীয় বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন।

(৬৮) আমাকে তুমি নিজ জননীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে হইবে,আমি তোমাকে ঠিক্ আপন কন্যার ন্যায় ভাবিয়া থাকি। মায়ের কাছে মেয়ের আবার লজ্জা কি? আমাদের নিকটে থাকিয়া খাও। ভাল করিয়া আমরা না খাওয়াইলে তোমাদের খাওয়া হয় না। আচ্ছা না হয় কেবল আজ আমার সম্মুখে ভোজন কর। বৎসে! তোমার রূপের গুণের ও কাজ কর্মের নিছনি যাই, আমার দিব্য তুমি আর লজ্জা করিও না।

(৬৯) অতঃপর সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বৎসে! ললিতা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এমতি বাৎসল্যে শত শত দিব্য দিলা,
সুমিষ্ট-বচনে মিষ্টান্নাদি ভুঞ্জাইলা।৬৯
ভোজন করিয়া আচন কৈলে পরে,
তাম্বূল, কর্পূর, মালা দিলা সবাকারে।০
কৃষ্ণের বিবাহ দিতে বাঞ্ছি ব্রজেশ্বরী,
নব-বধূ-লাগি রত্ন-অলঙ্কার করি।—
সম্পুটেতে অতি সযতনে রেখেছিলা
নববধূরূপা রাধিকারে সব দিলা।
তাম্বূল, চন্দন আর নূতন- অম্বর
ধনিষ্ঠার দ্বারা দিলা করিয়া আদর।৭০।৭১
যে পীতবসন পরিবর্ত্ত হৈয়াছিল,
বিশাখা, ধনিষ্ঠা দ্বারা সুবলেরে দিলা।
নীলবাস বিশাখারে ধনিষ্ঠিকা দিলা
তাহা নিয়া হাস্যরসে কতক্ষণ গেলা।৭২

বিশাখা-চম্পকলতে! রাধার ন্যায় তোমাদিগকে দেখিয়াও আমার বাৎসল্য উছলিয়া উঠে। সকলে লজ্জা ছাড়িয়া পেট ভরিয়া খাও। তোমরা সুন্দররূপে আহার করিলে তবে আমার মন সুস্থির হবে। তোমাদিগকে রন্ধনশ্রম-দিয়া আমার মন কেমন কেমন করিতেছে। এই সকল কথা বলিয়া ও শতশত দিব্য দিয়া, মিষ্ট বচনে মিষ্টান্নাদি সকল খাওয়াইলেন।

(৭০।৭১) শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ দিবার সময়ে নববধূকে পরাইবার বাসনায় ব্রজরাজ্ঞী, রাজ-বধূর যোগ্য মহামূল্য-অলঙ্কার সকল প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন, আজ তিনি স্নেহাধিক্য বশতঃ সেগুলি সমস্তই নববধূপ্রতিমা-শ্রীরাধাকে প্রদান করিলেন। নববধূর পরিধান-যোগ্য বহু মূল্যের নববস্ত্রও নিজ গৃহের প্রধান-পরিচারিকা-ধনিষ্ঠার দ্বারা, ঘর হইতে আনাইয়া সোনার থালাতে করিয়া পানের ও অনুলেপনের সহিত শ্রীরাধার সম্মুখে রাখিয়া, শাশুড়ীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া লালন করিতে লাগিলেন।

(৭২) প্রথম সর্গের ৬২ ও ৬৯নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে নিশান্ত-লীলাকালে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শ্রীকৃষ্ণের বনগমন-সজ্জ)

ওথা কৃষ্ণে গন্ধমাল্য বসন ভূষণ
আনন্দিত মনে পরাইল দাসগণ।৭৩

শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামের বসন-পরিবর্ত্তন স্মরণীয়। ২য় সর্গের ১৫নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে মা যশোদা নীলবসন উত্তারণ পূর্ব্বক ধনিষ্ঠার নিকট প্রদান করেন এবং ঐ সর্গের ৫৬নং শ্লোকের-পাদটিপ্পনী অনুসারে শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের পীতবাস সরাইয়া লন ও তাহা বিশাখার নিকট থাকে, এখন ঐ বদল ভাঙ্গা হইল এবং ঐ কথা লইয়া সখীগণ শ্রীরাধার সহিত হাস পরিহাস করিতে লাগিলেন।

বিশেষ কথা। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের বর্ণনানুসারে মা ব্রজেশ্বরী চলিয়া যাওয়ার সময়ে শ্রীরাধাকে বলেন—স্ববয়স্যাবৃতা হইয়া আমার গৃহে তুমি হাস্যাদি কর, খেলা কর এবং শয়ন কর। জননীর মনের অভিপ্রায় নিজ-বয়স্যা (সখী) গণের দ্বারা আবৃতা (বেষ্টিতা) হইয়া স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াদি কর, কিন্তু রসচতুরা-বিশাখা ও তুঙ্গবিদ্যা ঐ কথা হইতে এইরূপ রস বাহির করিলেন যে "ব্রজেশ্বরী যেন আজ্ঞা করিয়া গেলেন—নিজ বয়স্যের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) দ্বারা আবৃতা (আবরিতা) হইয়া ক্রীড়া এবং শয়নাদি কর" এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত তাহারা হাসিতে হাসিতে একে অপরের মুখ চাহিয়াও কাণে কাণে কথা কহিয়া যুক্তি ও বন্দোবস্ত ঠিক্ করিয়া লইলেন।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিতা ধনিষ্ঠা আসিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন—"তুমি ইহাদের নিকটে থাকিও না, এই পরিহাস-পরায়ণাগণ বড় কুটীলা। তুমি এখনি খিড়কি দ্বার দিয়া আমার সহিত আইস, 'তোমার বন্ধুজীব-নয়ন-স্পৃহা' পূর্ণ করিয়া দিই। কথার বাহ্যার্থ—বন্ধুজীব যে বাঁধুলীর ফুল, উহা সূর্য্য পূজায় প্রশস্ত বলিয়া এ বাড়ীর সংলগ্ন বাগান হইতে নেওয়ার জন্য তোমার যে স্পৃহা, তাহা পূর্ণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফুল তুলিয়া দিই। ভিতরের অর্থ—তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের জীব অর্থাৎ প্রাণের এবং নয়নের-স্পৃহা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ দ্ব্যর্থ-রসময়-বচনে সুচতুরা ধনিষ্ঠা নন্দীশ্বর-গিরিগুহার মধ্যবর্ত্তী সুখময় ভবনে ছল করিয়া শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলন করাইলেন। এই লীলাটি রসিক ভক্তগণের অবশ্য স্মরণীয় বটে।

(৭৩) পরিধানের প্রকারাদি পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে বলিয়াছেন। (৭৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চন্দন কুঙ্কুম আদি অঙ্গেতে রচিল,
ধাতুচিত্র, নববাস, সুখে পরাইল।
বরিহা মুকুট, আর মুদ্রিকা, কুণ্ডল,
গুঞ্জাহার, রত্নমালা সহিত তরল।
কৌস্তুভ ধরিলা আর বৈজয়ন্তী মালা
কেয়ূর কঙ্কণ বঙ্কবলয় পরিলা।
নূপুর কিঙ্কিনী কটকাদি বিভূষণ—
ভূষিত হইল অঙ্গ-ভুবন-মোহন।৭৪
স্থুল-মুক্তাহার গলে দিলা যত্ন করি
রাই প্রতিবিম্ব যাহে নিরখেন হরি।৭৫
বামোদরে শৃঙ্গ, আর দক্ষিণে মুরলী,
নানাবিধ-রত্নে-বদ্ধ-তুঙ্গবন্ধে ধরি।
পীতবর্ণ লগুড়িকা বাম হস্তে দিলা
দক্ষিণ করেতে লীলাকমল ধরিলা।
বিষাণ, বংশিকা, আর দল, যষ্টিধারি
সখাগণে, সুবেষ্টিত নর্ম্মরসকারী।

ধাতুচিত্র—গৈরিক-মৃত্তিকার দ্বারা অঙ্গাঙ্কন। বরিহা-মুকুট—ময়ূর পুচ্ছের চূড়া। মুদ্রিকা—অঙ্গুরীয়। তরল—হারের মধ্যস্থ নিম্নে দোলিত বৃহৎ মণি। তদুপ রত্নহার পরাইলেন। বৈজয়ন্তী মালা—পঞ্চবর্ণ পুষ্পের মালা। কেয়ূর—বাজু। বঙ্কবলয়—হাতের খাড়ু। কটক—পায়ের খাড়ু। ইত্যাদি ভূষণে ভুবন মোহন অঙ্গ অলঙ্কৃত করা হইল। এবং চন্দন কুঙ্কুমের চর্চ্চা এবং তিলক ধারণ করাইলেন।

(৭৬) বামোদরে—উদরের বাম দিকে শিঙ্গা এবং ডান দিকে মুরলী, রত্নখচিত-তুঙ্গবন্ধে (কোমর-পেটিতে) গুজিয়া ধারণ করিলেন। পীতবর্ণ লগুড়িকা—হরিদ্রা বর্ণ লাঠি। শ্রীরাধার-কান্তির উদ্দীপক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হরিণনয়নীদের মন বিমথিয়া—
বনে চলিলেন গৃহ হৈতে নিকশিয়া।৭৭

(যদুনন্দন ঠাকুরের নিবেদন)

এই তো কহিলা কৃষ্ণের ভোজনবিলাস,
বেদগুহ্য কথা এই রসময় ভাষ।
অদ্ভুত গোবিন্দলীলা সমুদ্র-গম্ভীর
কে বুঝিতে পারে তাহা বিনা ভক্ত ধীর ?

---

(৭৭) এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীয় সখাগণের বেশাদির বর্ণনা। বিষাণ—শৃঙ্গ। দল,—পাতা, ও ফুলের পাপড়ি। যষ্টি—লাঠী। নর্ম্মরসকারী—হাস পরিহাসের স্রষ্টা।

যদুনন্দন ঠাকুরের নিবেদন—

বেদ গুহ্যকথা-শব্দের তাৎপর্য্য—প্রথম সর্গের লীলা ক্রমাদির কথার ২৩নং নোটের দ্বিতীয় পেরায় দ্রষ্টব্য।

পিয়াসে—পিপাসাকুল হইয়া সদা বিহরণ করে, তাহাদের এ পিপাসা উত্তরোত্তর-কেবল বৃদ্ধি হয়, মিটেনা। প্রেমের অভিধানে পূর্ণ মনোরম-কথাই নাই, কেবলই সমৃদ্ধ-মনোরম।

বহির্ম্মুখ—ব্রজরসের অনুপাসক ও মায়িক জগতের জড়রস-সর্ব্বস্ব-ব্যক্তিগণ, ভুক্তিমুক্তির অভিলাষিগণ, অন্য দেবদেবীর উপাসকগণ এবং অবিশুদ্ধ চিত্ত কুতর্কান্ধ-নাস্তিক পাষণ্ড প্রভৃতি। ইহারা রসময়-স্বয়ং ভগবানের সুপবিত্র রসময়ী-লীলার অপ্রাকৃতত্বে এবং পরম মহিমায় শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া এবং জড়ীয় রসের সহিত সমতা-মনন করিয়া শ্রীলীলার এবং লীলা বিহারী-শ্রীভগবানের নিকটে অপরাধী হইয়া অধঃপাত-গ্রস্ত হয়; সুতরাং তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া নিষেধানুরোধ ও বিনয়।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই ব্রজরসবর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ অনুশাসন আছে।

ইতি চতুর্থ সর্গে, তাৎপর্য্যটিপ্পনী সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোবিন্দ-চরিতামৃত-পরামৃত-রসে—
সদাই বিহরে কৃষ্ণ-ভকত, পিয়াসে।
বহির্ম্মুখগণে যেন ইহা নাহি শুনে।
এ লাগি বিনয় মোর বৈষ্ণব চরণে।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা-অভিলাষে
গোবিন্দচরিত কহে যদুনন্দন দাসে।

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ভোজনবিলাস নাম
চতুর্থ-সর্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম সর্গ।

শ্রীকৃষ্ণের বনগমনাদি পূর্ব্বাহ্ন ৬ দণ্ডের লীলা।

আদৌ (মূলগ্রন্থ ধৃত) শ্রীরূপগোস্বামী-পাদের কৃত লীলাসূত্রের শ্লোক।

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈ র্বিপিনমনুসৃতং, গোষ্ঠ-লোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিসৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরং।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনামার্য্যয়ার্কার্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখীবর্ত্ম-নেত্রাং স্মরামি।১॥

(পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরকৃত বন্দনা)

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ! ভকত-একান্ত,
জয় জয় ব্রজবাসি! সর্ব্বরসপ্রান্ত!
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপানিধি!
জয় জয় গৌরভক্ত! সুখের অবধি।
সবে কৃপা কর মোরে মো বড় অধম,
যে উঠয়ে মনে লিখি নাহিক নিয়ম।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা কৃষ্ণের বিহার,
বনেতে গমন। রঙ্গ, করিয়া বিস্তার।

(সূত্র-শ্লোকের তাৎপর্য্য)

সখাসনে ধেনু নিয়া কাননে গমন—
সবগোষ্ঠ-বাসিগণ করেন দর্শন।
রাই-সঙ্গ-লাগি-কৃষ্ণ, চঞ্চল অন্তরে,
গোচারণ ছাড়ি যান রাধাকুণ্ডতীরে।

বন্দনার-রস। (মন, নন্দালয়ের লীলায় গভীরভাবে আবেশিত থাকাবস্থায় পূর্ব্বাধ্যায়ের সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্দনা লেখাতে বোধ হয়—পরে গৌরচন্দ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁর বন-গমন হেরিয়া ভগ্নমন—
শ্রীরাধা করেন নিজ-নিলয়ে গমন।
সূর্য্য পূজিবারে জটিলার আজ্ঞা পাঞা
বন্ধুর সন্ধানে নিজ সখী পাঠাইয়া।
আকুল নয়নে পথ পানে নিরীক্ষণ,
পূর্ব্বাহ্নের লীলাকারি-দোঁহে স্মর মন।১

বন্দন! অথবা লিপিকরের প্রমাদেও তাহা পরে লেখা হইতে পারে) * ভক্তগণের প্রতি-একান্ত কৃপালু ভক্তাধীন-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ! এবং দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুরাদি সর্ব্বরসের পরিসীমা-প্রাপ্ত ব্রজবাসিগণ! আপনারা সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন। আপনাদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণাম (জয়জয় শব্দ এই দুই অর্থ জ্ঞাপক) কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব! আপনি করুণা বিতরণের জন্যই অবতীর্ণ (করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,) আমার মত-পাপী তাপী অপরাধী অকৃতজ্ঞ অধম অধঃপাতগ্রস্ত-জনেরাও আপনার নির্ব্বিচার-অবাধ-করুণার অধিকারী। আপনি কেবলই দিতে আসিয়াছেন (সমর্পয়িতুং); অতএব আপনার বিতরিত ব্রজপ্রেমে কি একা আমি বঞ্চিত থাকিব? গৌরভক্তগণ! আপনারা ঐ. সুখ-সৌভাগ্যের অবধিপ্রাপ্ত সুতরাং দয়ার্দ্র।

অতএব হে গৌরাঙ্গচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ! আপনাদের জয় হৌক, জগৎ ভরিয়া মহিমা প্রকাশ হউক। আমি বড় অধম ও সর্ব্বজগতের ঘৃণার পাত্র, সুতরাং অন্যের নিকটে প্রার্থনা জানাইতেও সাহসে কুলায় না! আপনারা সকলে আমাকে কৃপা করিয়া ভক্তিপ্রেম দেউন, এবং দাস করিয়া শ্রীচরণতলে স্থান দান করুন।" এই সুমঙ্গলসুরে পরিভাবিত হইয়া এই গ্রন্থ পাঠ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

(১) পয়ারার্থ সরল। শ্লোকের শব্দার্থ :—ধেনু মিত্রৈ—গোগণ এবং সখাসহ। বিপিন—বন। অনুসৃত—প্রবিষ্ট। গোষ্ঠলোক—শ্রীনন্দাদি-সমস্ত গোষ্ঠবাসী। রাধাপ্তি—শ্রীরাধার সহিত মিলন। লোল—চঞ্চল। অভিসৃতি কৃতে—অভি-

* ঠাকুরের নিজকথা বলিয়া আমরা যেমন আছে তেমনি রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। তিনি সকল স্থানেই আগে গৌরচন্দ্র বন্দনা করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(লীলাক্রমিক শ্লোকানুবাদ)

মন্দ্রঘোষ-শিঙ্গার মঙ্গলময়-রবে—
সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণ, ঘোষবাসি-সবে।
চিত্ত-বিমোহন আর পিরীতি-পোষণ
করি গোপীনিকরের, চলিলা কানন।২
গোময়-উপলাপুঞ্জ পর্ব্বত আকার
আশেপাশে পুঞ্জীকৃত গোশালা সবার।
ঋতু-গবী লাগি বণ্ডেষণ্ডেতে সংগ্রাম,
বাহিরেতে এইসব রঙ্গ অনুপাম।
গোপদাসী শত শত গোময় কুড়ায়,
সহাস্য বদনে সবে কৃষ্ণগুণ গায়।
শত শত গোপকরে বৎস-আবরণ।
"গাভীসঙ্গে বনেতে না যায়" তেকারণ।
বৃদ্ধাগোপীগণ করে গোময়-উপলা,
সবে কৃষ্ণকথা কহে হঞা একমেলা।

সারার্থ। তৎকুণ্ড—রাধাকুণ্ড। আলোক্য—(বন গমন কালীয়) অবলোকনাস্থে। আর্য্যয়া—শাশুড়ী কর্ত্তৃক। অর্কার্চ্চনার্থৈঃ—সূর্য্য পূজনার্থ। দিষ্টা—আজ্ঞাপ্রাপ্তা। কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ—কৃষ্ণের নিকট। প্রহিত—প্রেরিতা।

(২) মন্দ্রঘোষ—শ্রীকৃষ্ণের শিঙ্গার নাম। মন্দ্র অর্থ—মেঘের ন্যায় শব্দ। এই সময়ে, কোনও দাস ব্রজেশ্বরী-দত্ত শ্রীকৃষ্ণের আমোদক-লড্ডুক সকল পেটিকায় করিয়া লইয়া সঙ্গে চলিলেন। অন্যদাস কর্পূর বাসিত জলপূর্ণ চন্দ্রকান্তমণির ঝারি অরুণবর্ণ ভিজা বস্ত্র দ্বারা আবরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। আর একজন তাম্বূল বীটিকা পূর্ণ চক্রাকৃতি স্ফাটিকমণির সম্পূট (পানের বাটা) কক্ষতলে লইলেন, কেহ নানাপ্রকার বসনাভরণ-পূর্ণ পেটিকা লইয়া সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের এইটুকু অধিক বর্ণনা, স্মরণীয়।

(৩—৬) গোময় উপলা—গোবরেরদ্বারা প্রস্তুত চক্রাকার প্রজ্বালনের বস্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

ধেনুগণ রহিবার স্থান মনোহর,
চারিদিক-সমাবৃত গঠন সুন্দর।
অনেক বৃক্ষের তলে বৎসের আবাস,
ঘসিচূর্ণে মৃত্স্থান দেখিতে উল্লাস।
ধনে জনে পূরিত ব্রজের এই স্থল,
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ৩—৬
গবালয়গণ, সরোবর-শ্রেণী-প্রায়,
উছলিত-দুগ্ধপূর জল যেন তায়।
দুগ্ধভাণ্ড সব যেন কচ্ছপ ভাসয়,
গোপী-মুখ সব যেন পদ্ম-ষণ্ডচয়।
শ্বেতারুণ বৎসগণ যেন হংস কোক,
জলজন্তু প্রায় আবরণ-কারি-লোক।
ধবলার পাঁতি যেন নদী বহি যায়,
গোধনের পুচ্ছসব শৈবালের প্রায়।
এই মত শোভা দেখি কৃষ্ণ সুখী হৈলা।৭—৯
ব্রজেন্দ্র ঠাকুর, অনুব্রজিয়া আইলা।

বিশেষ; ইহাদ্বারা দুধ জ্বাল বড় ভাল হয়। ব্রজে অদ্যাপি ইহা শুকাইবার পর উচ্চ-স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখে। ঋতু-গবীলাগি—ঋতুমতী গাভীর সঙ্গমার্থ। ষণ্ড ষণ্ড—ষাঁড়ে ষাঁড়ে। সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণগুণ গানই ব্রজবাসীর জীবাতু। ঘসীচূর্ণ—শুষ্ক গোবরের গুঁড়ো। ধন—গো সকল।

(৭—৯) দুগ্ধপূর—ভূমে নিপতিত ও পরিপ্লাবিত-দুগ্ধের রাশি। পদ্মষণ্ড—পদ্মসমূহ। শ্বেতারুণ—শ্বেতবর্ণ এবং অরুণ বর্ণ। শ্বেতবর্ণ বাছুরগণ যেন এই সরোবরের হংসশ্রেণী, এবং লালরং বাছুরগুলো যেন চক্রবাক। ধবলারপাঁতি—বাথান হইতে বহির্গত শ্বেত বর্ণ গাভীর শ্রেণী যেন সরোবর হইতে বহির্গত নদী। শৈবান—সাফ্লা।

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্রজবাসী যত,
ধেনুগণ হৈলা কৃষ্ণ-অঙ্গ অনুগত।১০
গোরজে ভরিল সব ভূমি ও আকাশ,
ব্রহ্মাশিবাদির হৈল বিস্ময়-বিকাশ।
মহিষের পাঁতি, তাঁরা মানেন যমুনা,
ধবলা পংক্তিতে ক'ন গঙ্গার ঘটনা।
গোরজ দেখিয়া মনে করি সরস্বতী,
আনন্দে দেখেন যেন ত্রিবেণীর গতি।১১
যেখানে যেখানে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পড়ে,
সেখানে সেখানে ব্রজভূমি, সেবা করে।
হৃদি-পদ্ম আপনার তথা পরকাশে,
তাহে পদধরি কৃষ্ণ, চলেন হরিষে।১২

---

(১০) ব্রজেন্দ্র ঠাকুর—ব্রজরাজ নন্দ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হইয়া (অনুব্রজি) আসিলেন। কৃষ্ণ-অঙ্গ-অনুগত—শ্রীকৃষ্ণ চলিলে চলে এবং তিনি দাঁড়াইলে দাঁড়াইয়া থাকে।

(১১) এক সারিতে গোগণ এবং অন্যসারিতে মহিষগণকে চলিতে দেখিয়া, লীলাদর্শনে আকাশে সমাগত-ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতা সকল বর্ণ-সাদৃশ্যে ধবলামালাকে গঙ্গার ন্যায় এবং মহিষের-সারিকে যমুনার ন্যায় এবং পশুগণের ক্ষুরাঘাতে সমুত্থিত ধূলি প্রবাহকে সরস্বতী নদীর ন্যায় দেখিয়া ত্রিবেণীর শোভা অনুভব করিতে লাগিলেন।

(১২) লোক দৃষ্টিতে প্রাকৃতবৎ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ব্রজভূমি ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বস্তু, এবং তদভ্যন্তর, পদ্ম-পুষ্পের দলের ন্যায় কোমল, স্নিগ্ধ, ও সুখস্পর্শ। শ্রীকৃষ্ণ উন্মুক্ত-পদে চলিলেও ব্রজভূমি তাঁহার চরণতলে আপন হৃদয়-পদ্ম বিকাশ করিয়া ধরিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আর গমনকষ্ট হইল না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-পাদ-স্পর্শে ভূমি আনন্দ পাইলা,
পরম হরিষে যেন রোমাঞ্চিত ভেলা।
ধেনু-খুরে ক্ষত অঙ্গ যদিও হইল
নবতৃণ-ছলে তবু পুলকে পূরিল।১৩
বৃদ্ধ যুবা বালকাদি যত ব্রজবাসী,
ব্রজাচল হৈতে কৃষ্ণ-সিন্ধু মাঝে আসি।
প্রীতি-বারি-উছলনে ভরি, নদীপ্রায়,
কুল্ল পদাঙ্কিতে যেন মিলিলা তথায়।১৪
স্নেহে জননীর স্তন-নয়ন স্রবয়!
সঙ্গে অম্বা-কিলিম্বাদি যত ধাত্রীচয়।
রোহিণী দেবীও আইলেন সেই সঙ্গে,
সবার নয়নে ধারা প্রেমের তরঙ্গে।১৫
লোল-তরঙ্গিত নেত্রা, সুরতরঙ্গিণী,
কৃষ্ণরসার্ণবে মিলিলেন রাইধনী।১৬

---

(১৩) গবাদির ক্ষুরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও ব্রজভূমি কিছুমাত্র ব্য পাইতেছেন না! ফলে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসুখদ-সুকোমল-চরণ স্পর্শে তাঁহার অপরি সীম আনন্দ হইতেছে!! সেইজন্য নবনঃ তৃণাদির উদ্গম হইতেছে! এবং সে ছলে পুলক প্রকটন করিতেছেন।

(১৪) "মুকুন্দ বনে যাইতেছেন" এই ধ্বনিতে ব্রজ পরিপূর্ণ হওয়ায়—এ ধ্বনি, বিবিধ ধ্বন্যর্থে—আকুল করিয়া, সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রমকারি-নদী স্রোতবৎ সকলকে শ্রীকৃষ্ণান্তিকে লইয়া আসিল। নদী সকল যেমন পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি ইহাঁদেরও ব্রজ-পর্ব্বত, হইতে বহির্গমন এবং কৃষ্ণরূপ সমুদ্রের সহিত মিলনে গতি নিবৃত্তি হইল। (অচল-পর্ব্বত) আহা! ব্রজবাসিগণের প্রেমের একটি বিন্দুও অপব্যয় হয় না।

(১৫) স্তননয়নস্রবয়—স্নেহভরে স্তন হইতে দুগ্ধ এবং নয়ন হইতে অশ্রু স্রবিত হইতে লাগিল।

(১৬) প্রেমতরঙ্গে-চঞ্চলনয়না-শ্রীরাধা, আকুল কটাক্ষে বারংবার দৃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঙ্গলা, শ্যামলা, ভদ্রা, পালী, চন্দ্রাবলী,
নিজ নিজ সখীসঙ্গে আইলা সকলি।১৭
ব্রজের বসতিস্থল—শূন্য হৈল সব!
পতিবিরহিণী-নারী-সম অনুভব।
জন-গতিহীন, শূন্য-স্পন্দন-আলাপ,
গোরজে মলিন, কৃষ্ণবিরহেতে তাপ।১৮
গ্রীবা-ফেরি-হেরি কৃষ্ণ দাঁড়াইলা যবে,
সকল গোধন স্থির হৈয়া রহে তবে।১৯
দেখিলেন মাতা পিতা আসেন ধাইয়া,
পাছে হৈতে না ডাকেন অভদ্র লাগিয়া।
অনন্ত শঙ্কাতে-ভীত নন্দ যশোমতী,
অশ্রুজলে ভাসি আসিছেন শীঘ্রগতি।
নিরখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মহাদুঃখী হৈলা,
দোঁহাকারে দেখি, আর চলিতে নারিলা।২০

বদন দেখিতে লাগিলেন। স্বরতরঙ্গিণী—মন্দাকিনী গঙ্গাবৎ নির্ম্মলপ্রেম সলিলা। শ্লেষার্থ—স্বরত-রঙ্গিণী।

(১৭) মঙ্গলা, শ্যামলা, পালী,—শ্রীরাধার সুহৃদ্-যূথেশ্বরী। ভদ্রা—চন্দ্রাবলীর সুহৃদ্ যূথেশ্বরী।

(১৮) পতি বিরহিণী সতীগণ, যেমন বিষাদক্লিষ্টা ও নিশ্চল, নিষ্পন্দ নির্ব্বাক্, মলিন এবং বিরহতাপযুক্তা হন, ব্রজবসতিও যেন সেইরূপ বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল।

(২০) যদিও বহুতর মহাবল-সখাগণ, তথাবিধ অসংখ্য দাসগণ, এবং বলবান্‌গণের-শিরোমণি স্বয়ং বলদেব, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাইতেছেন তথাপি পিতা-মাতার প্রাণ, অনন্ত-শঙ্কায় ভয় সমাকুল!! তাই কোটী-প্রাণ-প্রিয়-তনয়ের শরীরে রক্ষাবন্ধনাদি করণের এবং গায়ে হাত বুলাইয়া, চুম্বন করিয়া বক্ষে ধারণ করিবার অভিলাষে তাঁহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রের নিকটে ধাইয়া চলিয়াছেন। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ডাকিলে জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে অমঙ্গল ঘটে, সেইজন্য ডাকিয়া থামাইলেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজাঙ্গনা-নেত্রগণ ভ্রমরের পাঁতি,
কৃষ্ণ-মুখ-পদ্মে উড়ি পড়ে শীঘ্রগতি।
লজ্জারূপ মহাবায়ু লঙ্ঘন করিয়া
কৃষ্ণ-মুখ-মধু-পিয়ে হরষিত হৈয়া ।২১
রাই-মুখ-পদ্মে নাচে খঞ্জন-নয়ন
দেখি কৃষ্ণ ভাবেন "সুযাত্রা বিলক্ষণ"!
অতি-সুমঙ্গল মানি আনন্দিত হৈলা,
যাহা লাগি যাত্রা, তাহা দর্শন করিলা ।২২
কৃষ্ণের সখার মাতা, সবেই আইলা
সাশ্রুনেত্রে-কৃষ্ণে দেখে, স্নেহেতে বিহ্বলা।
নিজ নিজ পুত্রগণে কেহ নাহি দেখে!
সবেই মগন, কৃষ্ণ-দরশন-সুখে ।২৩
বেড়িলেন কৃষ্ণে সব ব্রজবাসিগণ,
তবে ব্রজেশ্বরী আসি করিলা লালন।
যদিও স্নেহেতে হয় হস্তাদি অবশ
তথাপি লালেন করি শ্রীঅঙ্গ পরশ ।।২৪

---

(২২) পদ্মের উপরে খঞ্জন দেখিয়া যাত্রা করিলে শাস্ত্রমতে বড় মঙ্গল। শ্রীরাধা, নয়ন-নাচাইয়া বঁধুর বদনদর্শন করিতে লাগিলেন। সে মাধুরী হেরিয়া রসিক-শিরোমণির মনে হইতে লাগিল—আমার প্রিয়তমামণির বদনরূপপদ্মে চঞ্চল নয়নরূপ এই খঞ্জন যুগলের দর্শন-সংযুক্ত যাত্রার ফল-কেবল সুমঙ্গল নহে, "মহা সুমঙ্গল"!! সেইজন্য আজ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই আমার যাত্রার ফল লাভ। গোচারণের ছলে শ্রীরাধার সহিত মিলনই শ্রীকৃষ্ণের বনগমনের মূল উদ্দেশ্য, তাহাতেই এইরূপ মনন।

(২৩) ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব্ব উদাহরণ।

(২৪) সখাগণের পিতা প্রভৃতি তাবৎ ব্রজবাসীও, সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বেড়িয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময় মা ব্রজেশ্বরী নিকটস্থা হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মা কহেন "শত শত আছে গোপগণ,
সবেই নিপুণ তারা চারণে গোধন।
তথাপিও বাছা তুমি আগ্রহ করিয়া—
গোধন চারণ কর বনেতে যাইয়া।২৫
অতি সুকোমল তনু, কোমল বয়েস,
নিশ্ছত্র-পাদুকা; তাতে হয় মহাক্লেশ।
সমস্ত দিবস বনে করহ ভ্রমণ।
কৈছে রহে তুয়া-পিতামাতার জীবন?২৬

পুত্রের অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। স্নেহাধিক্যে হস্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল,—তথাপি লালন করিতে লাগিলেন! ব্রজপ্রেম এমনি বিরুদ্ধ ধর্ম্মময় বটে!!

(২৬) এই সকল কথা মনে করিয়া আমাদের প্রাণ কিরূপে বাঁচে বল দেখি? ইতি সার কথা। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে আছে—এই কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মৃদু-মধুর হাস্য চন্দ্রিকায়—জননীকে শীতল করিতে করিতে কহিলেন—মা! গোচারণে আমার কিছুমাত্রও শ্রম, বা ক্লেশ নাই, গোচারণ আমার বড়ই সুখকর। আমরা যমুনার তীরবর্ত্তী স্নিগ্ধ-মনোরম-নিবিঢ় তরু সকলের ছায়াতে পরম সুখে খেলা করি। কোনও শ্রমবিনা মুরলীর-ধ্বনিতেই গোধন সকলকে একত্র করি। মাগো! তুমিত বনভূমি দেখ নাই, উহা চামরীগণের দীর্ঘ পুচ্ছে মার্জ্জিত; স্বতঃ নিপতিত-পুষ্প মকরন্দে-পরি-সিক্তিত, কস্তুরী-মৃগের নাভি ক্ষরিত কস্তুরী-কণায় সৌরভিত এবং মৃদুল-তুলিকার ন্যায় কোমল।

সেখানে কোকিলকুল গায়ক, ময়ূরবৃন্দ নর্ত্তক, এবং মধুকর-নিকর-গুণকীর্ত্তক-বন্দী। নানাবর্ণের কুসুমিতালতাবলী সতত মলয় মারুতে আন্দোলিতা! এই প্রকার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় কাননের একদেশে চতুর্দ্দিকে নির্ঝর বিরাজিত—মণি-মন্দির-বিনিন্দিত-গিরি-কন্দরে আমি বয়স্যালী দ্বারা কুসুমভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম সুখে শয়ন করিয়া থাকি। বয়স্যালী শব্দের জননী প্রবোধক অর্থ বয়স্যেরআলী (সখাশ্রেণী); আর সরস্বতী কৃত-অর্থ - বয়স্যার শ্রেণী (শ্রীরাধাদি); শ্রীরাধাদি উহা বুঝিয়া হাস্য করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ছত্র, ও পাদুকা পুত্র! কর অঙ্গীকার"
এই মত আগ্রহ করেন বার বার।২৭
শুনি কৃষ্ণ কহেন সকল নীতকর্ম্ম—
"স-ছত্র-পাদুকা নহে গোচারণ-ধর্ম্ম।
গো-গতি যেমন, তেন আপনার গতি
গোচারণ ক্রিয়া এই শুদ্ধ হয় অতি।২৮
ধর্ম্ম হৈতে আয়ুবৃদ্ধি, ধনাদি বাঢ়য়,
ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম রক্ষণ করয়।
তবু যদি বল "বনে ভয় বড় দেখি",
ধর্ম্মই রাখিবে আমা তারে যদি রাখি।২৯
করিয়া কৃষ্ণের বাক্য-সাদ্গুণ্য-শ্রবণ,
হইলেন পিতামাতা হরষিত মন।

তখন বটু কহিলেন—জননি! আমি যথার্থ কহিতেছি, ব্রজের বনে যে সুখ, ভবনে তাহার কণামাত্রও নাই। আমরা নানাপ্রকার কদলী, কাঁঠাল, আম, দাড়িম্বাদি পরিপক্ব সুমিষ্ট-ফল-সকল বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া তৎক্ষণাৎ ভোজন করিয়া, যে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদ প্রাপ্ত হই, গৃহ-পক্ব-ফল ভোজনে কখনই তাহা পাওয়া যায় না। আরোও সখার আমার, কল্পলতা সকল হইতে মনের মত ফল, পুষ্প, পল্লবাদি সংগ্রহ করা, বন গমনের এক প্রধান-আমোদ, সে স্পৃহা সে আমোদ রাজ ভবনে পূর্ণ হয় না।

(২৮) নীতকর্ম্ম—নীতি সম্মত কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা। গো-সকলের ছত্র, পাদুকা নাই, সুতরাং রাখালেরও থাকা কর্ত্তব্য নহে। গোচারণ—অতি বিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

(২৯) "ধর্ম্মঃ রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত কথা। ভয় হইতেও ধর্ম্মই রক্ষা করিবেন।

(৩০) বাক্যসাদ্গুণ্য—গুণসমন্বিত কথা। অনিষ্টাশঙ্কা,—প্রেমের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনিষ্ট আশঙ্কা তবু না ঘুচে দোঁহার
কহেন সবারে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার।৩০
সুভদ্র! মণ্ডলীভদ্র! বাছারে বলাই!
কৃষ্ণ সমর্পিল মুঞি তোমাদের ঠাঁই।
বালক কোমলমতি, অতি-সুচঞ্চল,
শাসন পালন করি শিখাবে সকল।
একা যেন কোনো বনে না করে গমন,
স্বতন্ত্র করিলে মোরে কহিবে তখন।৩১।৩২
খড়্গ-ধনুর্দ্ধর বিজয়াদি বাছাগণ।
প্রমত্ত নহিবে, কৃষ্ণ রক্ষার কারণ।৩৩
তবে মাতা, কৃষ্ণ-অঙ্গ হস্তে পরশিয়া
পড়েন ঈশ্বর—নাম, মন্ত্র,—উচ্চারিয়া।
নৃসিংহ বীজের দ্বারা রক্ষাবন্ধ-মণি—
বান্ধিলা কৃষ্ণের করে অতি যত্নে আনি।৩৪
তবে কৃষ্ণ পিতৃ-মাতৃ আজ্ঞার লাগিয়া,
প্রণতি করিলা বহু, চরণে ধরিয়া।
উঠাইয়া তাঁরা দোহে, কৃষ্ণে কৈলা কোলে,
স্নান করাইলা নয়নের স্নেহ জলে।
স্তনে দুগ্ধ ঝরয়ে মাতার, স্নেহভরে,
কত চুম্ব দিলা কৃষ্ণ-বদন-কমলে।৩৫

---

(৩১) সুভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র—শ্রীকৃষ্ণের সংরক্ষক সুহৃদ্ সখা। বয়সে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড়। এই সুভদ্র—উপনন্দের পুত্র, (কুন্দলতার স্বামী)। দীপ্তিময়—চিক্বণ নীলবর্ণ। পীতবসনধারী।

শাসন পালন—চাঞ্চল্যে অনিষ্টকর কার্য্য করিতে দিবে না, দুঃসাহসের কোনো কার্য্য করিতে ও গভীর বনে যাইতে এবং রৌদ্র বৃষ্টিতে থাকিতে দিবে না। বৃক্ষের ছায়াতে রাখিবে ভোজন, পান ও বিশ্রাম করাইবে ইত্যাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নরসিংহ রক্ষণ করুন বাছা তোয়,
ভূ-আকাশ-পথ-বন হৌক শুভময়।
মঙ্গলালিঙ্গিত-হৈয়া আসিওরে গেহে,"
এত কহি হস্ত দেন দোঁহে কৃষ্ণদেহে।৩৬
যেমত বাৎসল্যে স্নেহ কৈলা ব্রজেশ্বরী,
ব্রজেশ্বর সেইমত কৈলা বহু বেরি।
অম্বা ও কিলিম্বা উপমাতাও এমতি—
বহুত লালন কৈলা, রোহিণী সংহতি।
গোপ গোপী সকলেও এমতি লালিলা,
যৈছে কৃষ্ণে কৈলা, তৈছে রামেও করিলা। ৩৭
তবে কৃষ্ণ, দেখিলেন তরুণীরগণ,—
চাতকীর মত সবে তৃষিত-নয়ন।

---

(৩৬) মঙ্গলালিঙ্গিত হৈয়া—মঙ্গল যেন মূর্ত্তিমান হৈয়া তোমাকে আলিঙ্গ করিয়া ঘরে আনে। এই শ্লোকোক্ত স্ুললিত-লীলার ধ্যানার্থ শ্রীকৃষ্ণের পিত মাতার আকার বর্ণ বস্ত্রাদি জানা আবশ্যক। তদ্‌যথা—শ্রীনন্দবাবার দীর্ঘাক দেহ, উদরটি স্থূল, অঙ্গকান্তি চন্দনবর্ণ। দাড়ি—শ্বেত-কৃষ্ণ সংমিশ্রি বসনেরবর্ণ বাঁধুলী ফুলের ন্যায়। আর, মা-যশোদার দেহ মধ্যমাকার—স্থূল ব কৃশ নহে। শ্যামলবর্ণ। কেশ—মেচকবর্ণ এবং কিঞ্চিদ্দীর্ঘ। বসনের ব ইন্দ্রধনুর ন্যায়। মেচক অর্থ—ময়ূরপুচ্ছস্থচাঁদ।

(৩৭) বহুবেরি—অনেকবার পুনঃপুন। উপমাতা—ধাত্রী। যৈছে— যে প্রকার, সকলে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ গায়ে হাত বুলাইয়া লালন করি লেন, বলরামকেও তেমনি করিলেন। এই শ্লোকোক্ত গোপ গোপী শব্দে পিত মাতার সমান বয়সের গোপ গোপী।

(৩৮) চাতকীগণ যেমন বৃষ্টিরজল ভিন্ন অন্য জল পান করেনা, ব্রজসুন্দরী গণের নয়নও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী-বারি ব্যতীত বাঁচেনা; পিতামাতা, খুড়ি মা জেঠাইমা খুড়া জেঠা, ধাইমা, সখাগণের পিতামাতা প্রভৃতির লালনাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কটাক্ষ-অমৃত তাহা সবারে সিঞ্চিলা,
বনে যাইবারে নেত্রে আদেশ মাগিলা।
তারাও কাতর-দৃষ্টে দিলা অনুমতি,
এইরূপে করিলেন তা সবে পিরীতি। ৩৮
গোপাঙ্গনা-মন-দীন হরিণীরগণে—
সঙ্গে নিলা নিজরুচি-সুপল্লব-দানে।
কটাক্ষ-শৃঙ্খল দিয়া সে সবে বান্ধিয়া
রাখিলেন নিজ সঙ্গে চারণ-লাগিয়া। ৩৯
তবে কৃষ্ণ রাধিকার অনুমতি নিতে—
কহিলেন আপনার নয়ন-ইঙ্গিতে।
দণ্ড দুই তিন নেত্র-মুদিতা হইয়া—
রহিবে সুমুখি! চিতে দুঃখ তেয়াগিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়া দেখিলেন—তরুণীগণ চাতকিনীর মত তাঁহার পানে তৃষার্ত্ত-নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের প্রতি—প্রেমকটাক্ষাবলোকনের অমৃত-বারিবর্ষণ অর্থাৎ প্রেমদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এবং কাতর নয়নে ইঙ্গিত দ্বারা বনগমনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

(৩৯) কিন্তু তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রহিল, তাঁহারা শূন্যদেহে ঘরে ফিরিয়া বঁধুর বনলীলাবলী হৃদয়ে চিন্তন ও অনুভব করিতে লাগিলেন। এই কথাই ৩৮।৩৯ দুই শ্লোকে সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—পালকেরা যেমন নিজপালিতা, পীড়িতা হরিণীকে নিকটে রাখিয়া কোমল-পল্লবাদি সেবন করায়, তেমনি (পূর্ব্ব শ্লোকের বর্ণনানুসারে) গোপসুন্দরীগণের বিরহ-দীনা-মতি সমূহকে শ্রীকৃষ্ণ নিজ অঙ্গকান্তিরূপ মৃদুলপল্লব সেবন করাইয়া সঙ্গে করিয়া চারণ দ্বারা সবলও কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য যেন নয়ন-কটাক্ষরূপ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজসঙ্গে লইয়া গেলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গেল, তাঁহারা শূন্য-দেহে ঘরে গিয়া প্রাণ বল্লভের বনলীলাবলী পরিচিন্তন ও অনুভবাবেশে অভ্যাস-বশে গৃহকর্ম্মাদি করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপনার কুণ্ডে তুমি অচিরে আসিবে.
দোহার মিলন তার তীরেতে হইবে।
এমতে কাতরে মনোকথা নিবেদিলা
রাধিকা কাতরনেত্রে স্বীকার করিলা।৪০।৪১
কটাক্ষ-বাণেতে কৃষ্ণ, রাধারে বিঁধিলা,
রাধার কটাক্ষ-শরে কৃষ্ণ বিদ্ধ হৈলা।
শূন্যে শূন্যে যায় বাণ অতি অনুপম,
অলখিতে গিয়া বিন্ধে দোহার মরম।
অপূর্ব্ব প্রেমের কথা না যায় কহন,
বাণে-বাণে ঠেকিয়াও নাহয় ছেদন।৪২
রাধা-চিত্ত-মীনে কৃষ্ণ নিজ-কান্তি-জালে
বদ্ধ করি নিলা সঙ্গে গমনের কালে।
কৃষ্ণ চিত্ত-হংসকে রাধিকা সুবদনী।
কটাক্ষ পিঞ্জর মাঝে রাখিলা তেমনি।৪৩

(৪০।৪১) নেত্র মুদিতা—নিদ্রাবস্থার ন্যায় চক্ষু বুজিয়া। তেরাগিয়া—চিত্তের দুঃখ-সম্বরণ করিয়া। আপনার কুণ্ডে—রাধাকুণ্ডে। কাতরে—বিনয় ভঙ্গীময়-ইঙ্গিতে।

(৪২) প্রেমের ধর্ম্ম সবই বিধাতার সৃষ্টির বিপরীত! তাই একের কটাক্ষ বাণে, অন্যের কটাক্ষশর-ঠেকিয়াও কোনটিই কাটা পড়িতেছেনা! যথাবৎ অলক্ষ্য গতিতে গিয়া উভয়ের মর্ম্ম ভেদ করিতেছে!!

(৪৩) কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীরাধার মন, সতত কৃষ্ণরসের-সাক্ষাৎ-আস্বাদনে নিমগ্ন না থাকিলে, জল ছাড়া মীনের ন্যায় ধড়ফড় করিয়া সংজ্ঞা শূন্য হয়; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ আপন কান্তিরূপ জালে সংবদ্ধ করিয়া রাধার মনোমীনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় বন-লীলায় মনের বিনিবেশে—"তৎ সমস্তই যে নিজের সহিত মিলনের ও রসকেলির ছলা মাত্র," শ্রীরাধা ইহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। আর নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণকারী হংসের ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, রাধা-প্রেম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধেনুগণে আগে করি, ব্রজ-আকর্ষিয়া
সখাসঙ্গে কৃষ্ণ, বন-প্রবেশে লাগিয়া—।৪৪
পুনফিরি বক্রহেরি, অনুগামী দেখি,
পিতামাতা ব্রজবাসী, প্রবোধেন ভাখি।৪৫
"অতঃপর স্থির হইয়া সবে যাহ ব্রজে,
যাইয়া করহ সবে নিজ নিজ কাজে।
মাতা! গিয়া রসালাদি শীঘ্র পাঠাইবে,
বনশ্রমে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা হবে।
পিতা! গৃহে যাইয়া গেড়ুয়া সজ্জকরি,
পাঠাবেন পাঁচটি, বিলম্ব পরিহরি।৪৬

গ্রাহী-শ্রীকৃষ্ণের মনকে শ্রীরাধা নিজ কটাক্ষ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলেন (অর্থাৎ প্রেম-কটাক্ষের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিতে) প্রাণ প্রিয়তমাও মনোভাবরূপ পরামৃত শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

(৪৪) ব্রজ আকর্ষিয়া—সমস্ত ব্রজগণের প্রাণ আকর্ষণ করিয়া। বন-প্রবেশে—বন গমন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া।

(৪৫) আর একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন এখনও পিতামাতা এবং সখা-গণের পিতামাতা প্রভৃতি সমস্ত ব্রজবাসিগণ অনুগামী হইয়া আসিতেছেন। তখন তাঁহাদিগকে প্রবোধ বাক্যে কহিলেন—এখন আপনারা স্থির হইয়া ঘরে যান, আর পাছে পাছে আসিতেছেন কেন? ইত্যাদি। ভাখি—বাক্য।

(৪৬—৪৯) কৃষ্ণের সুখ-সাধনার্থ নিজ-সুখ-দুঃখাদির-বিস্মৃতি ও দুঃখকে সুখ জ্ঞান করাই, ব্রজ প্রেমের বিশেষত্ব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের মূল। শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলে, তৎপিতা রাজা দশরথ পুত্র শোকে প্রাণ-পরিত্যাগ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা মথুরায় গেলে, মা যশোদাও বাবা নন্দ মহারাজ, এই বিচারে অসহ পুত্র-বিরহ সহিতে লাগিলেন যে—"বাছা আমাদের, ব্রজে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখে তাহার বিরহে আমরা প্রাণত্যাগ করিয়াছি, তবে তাহার সুভীষণ—কষ্ট যন্ত্রণার অবধি থাকিবেনা!! হায়! তখন সে—"মা! বাবা! ইহা দেও—উহা দেও" ইত্যাদি বলিয়া কাহার নিকটে প্রাণমাতানো মধুর আবদার,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোসকল আছে মোর অপেক্ষা করিয়া
দেখ মাতা! ক্ষুধাতুরা তৃষ্ণাকুল হৈয়া ।৪৭
জননী কহেন-শুন বাছারে আমার!
ভক্ষ্যসজ্জ পাঠাইব, করিহ আহার।
মধ্যাহ্নভোজন করি অপরাহ্নকালে—
আসিও তৎকাল গৃহে, সবসঙ্গী মিলে ।৪৮
শ্রীকৃষ্ণ কহেন "তুমি স্নানাহার করি,
সুখে থাকো" শুনি যদি দুঃখ পরিহরি।
তবে সে ভোজন আমি সচ্ছন্দে করিব,
তবে সে সকাল আমি গৃহেতে আসিব।
ইহা না শুনিলে, মাতা! যে পাঠাবে তুমি—
না খাইব। না আসিব গৃহে, তবে আমি ।৪৯
কায়মনোবাক্যে পিতামাতা দুইজন,
কৃষ্ণের কল্যাণ লাগি করিলা যতন।
অশ্রুজলে স্তন-দুগ্ধে করাইলা স্নান,
পুনঃ পুনঃ চুম্বি মুখ দেখেন বয়ান ।।৫০

করিবে? তাহার স্বভাব বুঝিয়া কে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবে? বাছা আমাদের আজিও চাহিয়া খাইতে জানেনা! হায় হায়! আমরা বিনা কে তাহার সুখ দুঃখের মূল্য বুঝিবে? কে তাহার অভিমানের গৌরব করিবে? তাহার মলিন-বদন দেখিলে কে মরমে মরিবে?" ইত্যাদি।

এই সর্ব্বাতিশায়ি-প্রেমের উদ্দীপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আজ খাবার ও খেলাবার চাহিয়া পিতামাতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে স্নানাহার করাইবার অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়া কহিলেন—আপনারা শান্ত চিত্তে রীতিমত স্নানাহার করার সংবাদ না শুনিলে আমার চিত্ত স্থির হইবেনা এবং খাইতে ও খেলাইতে পারিব না। অতএব আপনারা ঘরে গিয়া স্নানাহার করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদিত বিরহ-উষ্ণ-রবির কিরণে—
প্রতপ্তা দেখিয়া কৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগণে।
শীতল-কটাক্ষ-তরঙ্গের শীকরেতে
পরিসিক্ত করিলেন পরম-পিরীতে।
কৃষ্ণাঙ্গ-লাবণ্য তাঁরা কটাক্ষের-নলে
করিতে লাগিলা পান, দরশন-ছলে।৫১
তবে কৃষ্ণ ব্রজত্যাগে ব্যাকুলিত-মনে,
কর্ত্তব্যেতে ব্যগ্র হৈয়া প্রবেশিলা বনে।৫২
কৃষ্ণে যবে নিরখেন ব্রজবাসিগণ,
সর্ব্বেন্দ্রিয় ইচ্ছা করে হইতে নয়ন।
কৃষ্ণ বনে গেলা, এবে অন্ধ সে নয়ন,
ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট হৈল, মলিন বদন॥

---

(৫১) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং তৎপ্রিয়াগণ ঢলঢল লোচনে সকাতরে পরস্পরের পানে চাহিতে চাহিতে দুঃসহ-মর্ম্ম-বেদনা ও হৃদয় বিদারক-সমবেদনা প্রকটন করিতে লাগিলেন! এই চিত্তদ্রাবক-লীলাটি এ শ্লোকে সালঙ্কারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—প্রপঞ্চজগতে সূর্য্যকিরণ উদয়-সময়ে প্রখর থাকেনা, কিন্তু প্রেম জগতের বিরহরূপ-সূর্য্যের তেজ উদয়াবধিই অসহ্য! সেই বিরহ-রবির উষ্ণ কিরণে নিজ প্রিয়াগণকে উত্তপ্তা দেখিয়া নাগরমণি শ্রীকৃষ্ণ সহানুভূতি-ময় প্রেম-কটাক্ষের পরিচালনরূপ-তরঙ্গের-শীকর (অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম-জলকণাবলী) পরিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা নিজ নিজ কটাক্ষরূপ নলের দ্বারা প্রাণ বল্লভের সার্ব্বাঙ্গিক-লাবণ্য ঢোকে ঢোকে পান করিতে লাগিলেন।

(৫২) নিজ প্রিয়-ব্রজজনকে ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াও, সখা-গণের ও গো-গণের আগ্রহে ব্যগ্র হইয়া কালোচিত কর্ত্তব্যানুরোধে শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিলেন।

(৫৩) ব্রজের নারী পুরুষগণ যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করেন তখন, নয়নের সেই মহা-ভাগ্যোদয় দেখিয়া তাঁহাদের কর্ণ নয়নাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নয়ন হইবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জড়প্রায় হৈলা সবে চলিতে না পারে
এমত বিচার তবে করেন অন্তরে।—৫৩
"জঙ্গম হইতে বৃক্ষ জন্ম দেখি ভাল,
আমা সবে ছাড়ি কৃষ্ণ বনে প্রবেশিল !!"
এইত লাগিয়া সবে বৃক্ষের আকার—
স্তব্ধ হৈয়া রহে, কেহ না করে সঞ্চার।৫৪
আভিরিণীগণ হৈলা শুষ্ক-নদী-প্রায়
কৃষ্ণের বিরহানলে জীবন শুকায়।
মনোমীন, কৃষ্ণভুরু-চিলে ধরিনিল,
দৃষ্টি-অলিনীও, মুখ-পদ্ম-ম্লানে, গেল।
তনু-হংস বিচ্ছেদের-পঙ্কেতে পড়িল,
এইমত তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটিল।৫৫

বাসনা করে, এখন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেই নয়ন, দুঃখে যেন অন্ধ হইয়া পড়িল! জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিল !! যেন ভাবিতে লাগিল এখন আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্য-শূন্য! প্রিয়তমের অঙ্গ-পরিমলাঘ্রাণ বা-তদঙ্গ-স্পৃষ্ট ধন্যাতিধন্য পবনের সুখস্পর্শাদি আস্বাদনে আমি শক্তি-শূন্য !!! পূর্ব্বে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ নয়নের সর্ব্বাতিশায়ী সৌভাগ্য-দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়াও পরম-সুখে ছিল, কিন্তু এক্ষণে সকলেই কৃষ্ণ-বিরহে নিজ নিজ শক্তি হারাইয়া জড়বৎ হইল !! ফল কথা নিখিল-ব্রজজন শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের প্রফুল্ল বদন মলিন হইয়া উঠিল !!

(৫৪) এই শ্লোকোক্ত কথা ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদ হইয়া যেন বৃক্ষবৎ স্থাবর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

(৫৫) তাঁহাদের মধ্যে মধুর রসের পাত্রী—গোপীগণের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—চীল নামক পক্ষীতে যেমন ছোঁ মারিয়া দেখিতে দেখিতে মৎস্যাদি লইয়া যায় তেমনি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ-ভঙ্গী, ইহাদের মনকে লইয়া গিয়াছে। পদ্ম ম্লান হইলে যেমন তাহা হইতে ভ্রমরী উড়িয়া যায়, তেমনি দুঃখ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মন-হারা ব্রজবাসিগণ, দেহাভ্যাসে
নন্দ যশোদায় নিয়া চলিলেন বাসে।৫৬
মূর্চ্ছাগতা যূথেশ্বরীগণে, সখীচয়,
লইয়া চলিলা গৃহে আকুল হৃদয়।
প্রতিমায় করে যেন প্রতিমা চালন
যন্ত্রের শক্তিতে। তেন, প্রেমের ঘটন।৫৭
সখীগণ সহ কুন্দলতা, রাই-নিয়া
গৃহেতে চলিলা তাঁর। বিমনা হইয়া।৫৮
যদিও না দেখি কৃষ্ণে ব্রজবাসি-ততি
সংজ্ঞাশূন্য হৈয়াছেন, রহিত-শকতি!
তথাপিও করে সবে যার যেই কর্ম্ম।

রজনীর আগমনে ইহাদের মুখপদ্ম মলিন হওয়ায় কটাক্ষরূপা ভ্রমরী চলিয়া গিয়াছে!! এবং দেহরূপ হংস বিচ্ছেদরূপ কর্দ্দমে মগ্ন হইয়া নড়া চড়া করিতে পারিতেছে না!

(৫৬) ব্রজবাসী-সাধারণ এই প্রকার জড়াবস্থা-প্রাপ্ত ও মনহারা হইয়াও কালোচিত সেবাভ্যাসে নন্দ বাবাকে ও মা যশোদাকে লইয়া ঘরে গেলেন।

(৫৭) কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া-যূথেশ্বরী গোপীগণের প্রবল প্রেমের বিক্রম সহজে সংযত হইবার নহে, তাঁহারা কৃষ্ণহারা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন!! তাঁহাদের সখীগণও তদনুরূপ দশাগ্রস্তা! তথাপি যেমন কলের-শক্তিতে এক পুতুল অন্য পুতুলকে নিয়া যায়, তেমনি প্রেমবলে তাঁহাদের সখীগণ তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া চলিলেন। (৫৮) শ্রীরাধার সঙ্গে কুন্দলতাও চলিলেন।

(৫৯) পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থাপন্ন ব্রজজনেরা নিজ নিজ গৃহে গিয়া দৈহিক ও সাংসারিক-ব্যাপারাদি কি প্রকারে করিতে সমর্থ হইলেন? এই শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন যে—জীবন্মুক্ত-মহাত্মাগণের যেমন দেহ-দৈহিকের প্রতি আবেশ থাকেনা, অথচ শ্রীভগবানে আবেশ রাখিয়া অভ্যাসিক-সংস্কার বশতঃ স্নান-ভোজনাদি নির্ব্বাহ করেন, তেমনি কৃষ্ণাবেশে মগ্ন থাকিয়া তাঁহারাও আবশ্যকীয় কৃত্যাদি সম্পন্ন করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবন্মুক্ত যৈছে সংসারিক-দেহধর্ম্ম ।৫৯
ওখানে জটিলা করে উপ্‌লা নির্ম্মাণ—
রাধিকার পথে রাখি আপন নয়ান।
কৃষ্ণ-অদর্শনে রাই অচেতন হৈয়া
ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হিলন করিয়া।—
চলিয়া আসিতে। উহা দেখি কুন্দলতা,
রাইকে চেতন কৈলা, কহি নানাকথা ।৬০
কৃষ্ণে রাই মিলাবার উপায় চিন্তিয়া—
কহিতে লাগিলা জটিলার কাছে গিয়া—
"তোমার বধূকে লও, শুন বৃদ্ধা মাতা!
তোমার বধূর গুণ কি কহিব কথা।
ইহার ছায়াও কৃষ্ণ-নয়ন-গোচরে,
যায় নাই। হেনরূপে সঁপিনু তোমারে ।৬১
রন্ধন-নিপুণা দেখি বধূকে তোমার,
ব্রজেশ্বরী দিলা বস্ত্র, রত্ন অলঙ্কার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে, সপ্ত-রত্নাকরে,
যত রত্ন আছে সব মূর্ত্য যদি ধরে।
এক অলঙ্কারেরও তুল্য নাহি হয়,
এত অলঙ্কার দেখ, নাহি সমুচ্চয় ।৬২

---

(৬০) নানাকথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্তি ও অচিরে কুণ্ডতীরে মিলনাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি এবং সত্বরাভিসারের কর্ত্তব্যতা উদ্‌বোধক ও লোক-লজ্জা-গুরুগঞ্জনাদির ভয় ব্যঞ্জক-কথা।

(৬১) শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সম্মিলন সংঘটনের-উপায়রূপে সূর্য্য-পূজনে যাইবার অনুকূল-আজ্ঞা লইবার মানসে তাঁহার অর্থাৎ জটিলার নিকটে গেলেন।

(৬২) ইহা অতি বর্ণনা নহে—কল্প তরুর প্রদত্ত—মণি মুক্তা ও স্বর্ণাদির নির্ম্মিত ভূষণ ভুবন-দুর্ল্লভ বটে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধর্ম্ম অর্থ লাভ জানি জটিলা আনন্দে-
আশীর্ব্বাদ করে কুন্দলতারে, সচ্ছন্দে।৬৩
সপ্ত-পুত্রবতী হও, বাড়ুক কুশল
নিছনি যাই মা! তোর শীলতা সকল।৬৪
সাধ্বি! তুমি সতী-ধর্ম্ম রক্ষণে নিপুণা,
নিজ সম মানি, করি-একটি প্রার্থনা।৬৫
পৌর্ণমাসী কহেন যে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মর্ম্ম,
"পতি ধনী হয় যদি পত্নী পালে ধর্ম্ম।৬৬
অগণিত গোধন বাড়ায়, ধর্ম্ম-বল,"
সত্য করি আজি তাহা জানিনু সকল।
"ধর্ম্মে অর্থ কাম লাভ" সতের বচন
তে কারণে বধূ এত পাইলেক ধন।৬৭
অতএব বধূ তোহে কৈনু সমর্পণ
সূর্য্য-পূজা করাইয়া আনিবা এখন।
এক পুত্র হয় মোর অকলঙ্ক-কূল,
কলঙ্ক না হয় যাতে সেই কার্য্য মূল।৬৮
তবে কহে "শুন রাধে! আমার বচন,
পূজার সামগ্রী কর, করিয়া যতন।
অরুণ-কপিলা-দুগ্ধ, ঘৃত, দধি আর
পক্কান্ন করহ গিয়া বিবিধ প্রকার।

(৬৫) আমি তোমাকে একেবারেই পর বলিয়া ভাবি না, ঠিক আপন দ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় মনে করি। মা! তুমি স্বয়ং সাধ্বী, কাজেই অন্য সতীর ধর্ম্ম-সংরক্ষণে সুনিপুণা। তাই মা! তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।—

৬৬।৬৭।৬৮নং শ্লোকে সেই প্রার্থনার বিবৃতি, অনুবাদ সরল, ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

২৪

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অক্ষত, কর্পূর, লও সুরক্ত-চন্দন,
পদ্মমালা, জবা পুষ্প, করহ রচন।
সখী সব সঙ্গে করি সূর্য্য কুণ্ডতীরে-
অতি শীঘ্র যাও, সূর্য্য পূজা করিবারে।
গর্গ-কন্যা পাও কিম্বা কোনো বিপ্র বটু
লৈয়া শীঘ্র যাও, যেই পূজাকার্য্যে পটু।৬৯
এতবলি ললিতাকে কহেন জটিলা,—
তুমি ও প্রগল্ভা, সাধ্বি! হও এক মেলা।
কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ যে দিকে পাইবে,
যত্ন করি সেই দিকে তিলাঞ্জলি দিবে।৭০
বধূর রক্ষার ভার দিনু দুইজনে,
নিশ্চিন্তে উপলা এবে করিয়ে যতনে।৭১
বহুল গোময় আছে, হৈল বহু-বেলা"
এতশুনি কুন্দলতা—ললিতা, কহিলা।
গৃহকর্ম্ম কর তুমি নিশ্চিন্তে যাইয়া,
আমরা রহিনু রাই-রক্ষার লাগিয়া।
নয়ন-তারার রক্ষা পক্ষ যথা করে,
তেমতি আমরা দোঁহে রাখিব রাধারে।৭৩

(৬৯) অরুণ-কপিলা দুগ্ধ—অরুণবর্ণ কপিলা গাভীর দুগ্ধ সূর্য্য পূজায় প্রশস্ত। অক্ষত—আতব তণ্ডুল।

(৭০) হও একমেলা—ইহাদের সঙ্গে যাও। তিলাঞ্জলি দিবে—সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করিবে।

(৭১) দিনু দুইজনে—তোমার ও কুন্দলতার উপরে দিলাম।

(৭৩) চক্ষের পাতা যে প্রকার চক্ষের তারার রক্ষা সতত সাবধান থাকিয়া করে, তেমনি আমরা রাধাকে রক্ষা করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জটিলার বাক্য-মধু সবে পান করি,
আনন্দে আইলা রাধাগৃহে, ধৈর্য্যধরি।
রাধিকা আসিয়া রত্ন-পালঙ্ক-উপরে-
বসিলেন, দাসীগণ ব্যজনাদি করে।
কেহ পাদ প্রক্ষালয়, কেহ বা মার্জ্জয়,
বিশ্রাম সময়ে কেহ পাদ-সম্বাহয়।
তাম্বূল-যোগায় কেহ আনন্দ-অন্তরে,
নানা সেবা কৈলা সবে, শ্রম গেল দূরে।৭৪
বৃন্দাদেবী, নর্ম্মদা-মালীর কন্যা-দিয়া-
পাঠাইলা বহু পুষ্প, রাধার লাগিয়া।
মল্লিকা, রঙ্গণ ফুল, আর কর্ণিকার
জাতি যূথি আর নব মল্লিকা অপার।
মাধ্বী চম্পক আর পুন্নাগ, কেশর,
অম্বুজ, লবঙ্গ, আদি সৌরভ-উৎকর।
ভ্রমরের অপরশ-বন্য-পুষ্পচয়,
আনিয়া দিলেক সেই, রাধিকা-আলয়।৭৫
আপনার হস্তে তবে রাই গুণমণি,
বৈজয়ন্তী-মালা কৈলা স্বগুণ-গাঁথনি।

(৭৫) কর্ণিকার—স্বর্ণবর্ণ পদ্মাকৃতি পুষ্পবিশেষ, ক্রমোৎপন্ন কানোয়ার ও কানড় ইহারই নামান্তর। জাতি—চামেলী। যূথি—যুই। নবমল্লিকা—নপ্পলা। পুন্নাগ—নাগকেশর। কেশর—বকুল। অম্বুজ—পদ্ম। সৌরভ-উৎকর—অতি সুগন্ধ। সেই—নর্ম্মদা নামক মালীর কন্যা।

(৭৬) স্বগুণ গাঁথনি—নিজের গ্রন্থন-গুণপনা প্রকাশক। বৈজয়ন্তী—পঞ্চ-বর্ণ ফুলের মালা। যেমন রাজপ্রাসাদের উপরে বিজয়-বৈজয়ন্তী (ধ্বজা) উড়াইয়া বিজেতারা অধিকার ঘোষণা করে, তেমনি যেন অপ্রাকৃত কন্দর্পের আবাস-মন্দির-স্বরূপ কৃষ্ণাঙ্গে বৈজয়ন্তী-মালা দোলাইয়া তাহা জয়ের নিদর্শন-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-অঙ্গ-কামালয়-জয়ের কারণে
নিজ নিপুণতা প্রকাশিয়া, সযতনে।
মালাতে কর্পূর দিলা, অগুরুর সঙ্গ
যাহার সৌরভে করে কৃষ্ণে উনমত্ত।৭৬
স্বর্ণবর্ণ পাকাপানে বহুবীড়া কৈলা,
খদিরেন্দু এলা, জাতি ফল, তাহে দিলা।
বিভাবিয়া হৃদয়ের রাগে, হস্ত-গন্ধে,
কৃষ্ণ-মনানন আখি-রঞ্জন প্রবন্ধে-।৭৭
তুলসী কস্তুরী প্রতি কহিলেন ধনী
মালা বীড়া নিয়া যাও, যাহা ব্রজমণি।
সুবল, বৃন্দার সহ বিচার করিয়া
আইস সঙ্কেত-স্থল তৎকাল জানিয়া।৭৮

প্রদর্শনোৎসবের গৌরবে, মালাতে রচন-নিপুণতা প্রকটন এবং নিজাঙ্গ-গন্ধের পরিচায়ক-কর্পূর ও অগুরুচর্চ্চাতে পরিবাসিত করিলেন। প্রকৃত পক্ষে এসকল কথা কাব্যালঙ্কার মাত্র, মূলকথা আপন প্রাণকান্তের সুখ ও শোভা সংবর্দ্ধনাভিলাষে মনের মত কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া মালা গ্রন্থন করিলেন। মালাগাছটি এমন চমৎকার হইল যে অঙ্গদান ভিন্ন ইহার অন্য কোনও পুরস্কারই যোগ্য হয় না।

(৭৭) খদির—খয়ের। ইন্দু—কর্পূর। এলা—এলাচি। জাতিফল—জায়ফল। এই সকল মসলা-সংযোগে স্বর্ণবর্ণ পরিপক্ক পান দ্বারা নাগবল্লী নামক কৃষ্ণপ্রিয় বীটিকা রচনা করিলেন। শ্রীরাধার হৃদয়ের অনুরাগ ও শ্রীহস্তের সৌগন্ধ দ্বারা সে বীটিকা অপূর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন, বদন ও মনের রাগ-সংবর্দ্ধক অলৌকিকতা প্রাপ্ত হইল।

(৭৮) তুলসী মঞ্জরী ও কস্তুরী মঞ্জরী নামিকা নিজপ্রিয় পরিচারিকা যুগলের দ্বারা পূর্ব্ব রচিত অপূর্ব্ব বৈজয়ন্তী-মালা ও কৃষ্ণ-রঞ্জক-বীটিকা ব্রজ-মণি (ব্রজভূমির ও ব্রজবাসের ভূষণ) নিজ প্রাণনাথের নিকট প্রেরণ করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাদেরে বিদায় করিয়া সুবদনী,
পক্বান্নাদি বিরচিল সুধা নির্ম্মঞ্ছনি।
কৃষ্ণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-তৃপ্ত হয় যাহা হৈতে,
অপূর্ব্ব পক্বান্ন করি সহচরী-সাতে।
কর্প‌ূর-কেলিকা ও অমৃত-কেলি নাম
অদ্ভুত লড্ডুকা কৈলা অমৃত সমান।৭৯
পাঠাইয়া নিজ সখী, কৃষ্ণ অন্বেষণে,
কৃষ্ণ কর্ম্মে নিমগন হইলা আপনে।
তথাপিও গোবিন্দের মুখ-দরশন-
করিবারে, রাধা-চকোরিণী উচাটন !!
কৃষ্ণ-অদর্শনে, ক্ষণে কোটি-যুগ মানে
অপূর্ব্ব প্রেমের কথা কে কহিতে জানে ?৮০

কুণ্ডতীরস্থ যেস্থানে যুগল মিলন হইবে, সুবলের ও বৃন্দার সহিত আলাপ করিয়া তাহাও জানিয়া আসিতে বলিয়া দিলেন। (সুবল শ্রীকৃষ্ণের সকল মনেরকথাই জানেন এবং বৃন্দা, লীলাস্থান সজ্জিত করেন) সঙ্কেতস্থল অর্থ—মিলনের স্থান।

এই শ্লোকোক্ত তুলসী মঞ্জরী—শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং কস্তুরী মঞ্জরী, গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। উভয় লীলাতেই এই দুজনের প্রীতি অতুলনীয়। দাস-গোস্বামী-পাদের অন্য নাম, রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী।

(৭৯) এই শ্লোকে যে কর্প‌ূরকেলি ও অমৃতকেলির কথা কহিয়াছেন, ইহা ৩য় সর্গের ৪২।৪৩নং শ্লোকোক্ত বড়া নহে। ইহা নাড়ু, শুক্নোমিষ্ট। পক্বান্নের প্রকার ১৫শ সর্গ ১২৭-৩১ দেখ।

(৮০) চন্দ্রদর্শন এবং চাঁদের সুধাপান যেমন চকোরিণীর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন এবং তদীয় মাধুর্য্য আস্বাদন, রাধা চকোরিণীর জীবাতু। পক্ষান্তরে, সারাদিন এবং রাত্রেরও বহু সময় চকোরিণী চাঁদকে না দেখিয়াও কাটাইতে পারে, কিন্তু রাধাচকোরিণীর কৃষ্ণচন্দ্রের অদর্শনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি)

এইত কহিলোঁ কৃষ্ণের বনের-গমন,
যাহা হৈতে মিলে রাধাকৃষ্ণে প্রেমধন।
গোবিন্দ-চরিতামৃত কথা মনোরম,
শুনিলে জুড়ায় কর্ণ মনের মরম।
পঞ্চম-সর্গেতে বনগমন বিহার,
এ যদুনন্দন কহে অমৃতের সার।

ইতি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের "পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের বনগমন—নামক" পঞ্চম সর্গ।

প্রত্যেকটি ক্ষণকে কোটি যুগের ন্যায় সুদীর্ঘ বোধ হয়। বিরহে "প্রাণ বাহির হয় হয়" হইয়া উঠে, ইহাই ব্রজপ্রেমের অপূর্ব্বতা! ইহারই নাম গোপীভাব। এই পরমাতিশায়ী প্রেম—মথুরায় দ্বারকায় বৈকুণ্ঠে কোথাও নাই, এই মহাদ্ভুত প্রেমের ধাম একমাত্র শ্রীবৃন্দাবন।

(ইতি পঞ্চমসর্গের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষষ্ঠ সর্গ।

পূর্ব্বাহ্ন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সখাসঙ্গে ক্রীড়া। তদনন্তর শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনের চেষ্টা।

(মূলের ১ম শ্লোক)

প্রবিষ্টোঽথ বনং পশ্চাৎ পশ্যন্ বলিতকন্ধরম্।
উজ্জিজৃম্ভে হরির্বীক্ষ্য নিবৃত্তান্ ব্রজবাসিনঃ ॥১॥

(ঠাকুর যদুনন্দন কৃত বন্দনা)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-রসধাম !
তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি দেহ দান।
শুন শুন সাধু লোক ! গোবিন্দ-চরিত,
চৈতন্য থাকিতে কেন এ রসে বঞ্চিত ?
এক্ষণে কহিয়ে কৃষ্ণের বনের বিহার,
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা, লাগে চমৎকার।

শ্লোকাক্ষরার্থ। অতঃপর হরি, বলিতকন্ধরে—(গ্রীবা বাঁকাইয়া) দেখিলেন—গোষ্ঠবাসিগণ নিবৃত্ত হইয়া ঘরে যাইতেছেন, তখন বনে প্রবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন—(উজ্জিজৃম্ভে)

বন্দনার তাৎপর্য্য। আস্বাদ্য এবং আস্বাদক এই দ্বিবিধ পাত্র নিয়াই যাবতীয় রস-লীলা। আস্বাদ্যপাত্রের-চূড়ামণি—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, এবং আস্বাদক-পাত্রের শীর্ষস্থানীয়া আমাদের-ঠাকুরাণী শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই উভয়ের সম্মিলিতবিগ্রহ—রসরাজ ও মহাভাবের মূর্ত্তি, সুতরাং তাঁহাতেই রসধাম শব্দের সারার্থের পূর্ণ পর্য্যাপ্তি। রসধাম শব্দের দুই অর্থ (১) রসেগড়া, রসময়বপু, (২) নিখিল রসের নিলয়। তাঁহাতে এই দুই অর্থেরই সার্থকতা বিদ্যমান।

এই জন্যই বলিয়াছেন—হে রসধাম প্রভো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র! তুমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(মূলের অনুবাদ)

তবে কৃষ্ণচন্দ্র বনে প্রবিষ্ট হইলা,
ফিরিয়া দেখেন ব্রজবাসী ঘরে গেলা।১
দেখিয়া আনন্দ অতি পাইলেন হরি,
পাদবন্ধ ত্যাগে যেন সুখী মত্তকরী।
ব্রজবাসিদের নেত্র-শৃঙ্খল হইতে—
মুক্ত হৈয়া, যথেচ্ছ-বিহার সখা-সাতে।২

সঙ্কোৎকর্ষে এমনি সদাবিদ্যমান থাক। তোমার শ্রীচরণে আমি প্রণাম করি। আমরা যাহা চাই,—আমরা যাহার কাঙ্গাল, সেই ব্রজজাতীয়-ভক্তিরসেই তোমার দাতব্য-ভাণ্ডার ভরা। কিন্তু তোমার ধন তুমি না দিলে তো পাবার উপায় নাই এবং হাত না পাতিলেই বা তুমি দিবে কেন? কাজেই আমি নিজ দোষে বঞ্চিত রহিয়াছি! হে প্রভো! যাহাতে বাক্যে, মনে, শরীরে তোমার শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতে পারি, আমাকে সেই ভক্তিধন দেও!

অনন্তর সজ্জন-সাধারণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন—হে সাধুগণ! আপনারা তো আর মোহ নিদ্রায় নাই; চৈতন্যলাভ করিয়াও গোবিন্দ-লীলা-রসে বঞ্চিত কেন? গোবিন্দ-চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ করুন। পরম-মঙ্গললাভেরও জন্মজীবন-সাফল্যের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অথবা শ্রবণানুরোধের উত্তরে যদি কেহ বলেন—"মধুররস শ্রবণের আমি অধিকারী নহি" তাহারই উত্তরে বলিয়াছেন—কেন ভাই! আমাদের জন্য যে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য আছেন! তিনি থাকিতে আমরা বঞ্চিত রহিব কেন? তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হইলেই অধিকার আসিয়া যায়, সকলের যোগ্যতা উপজাত হয়, তদ্ব্যতীত বহুজন্মেও হইবে না। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ব্রজরসের আস্বাদক ও প্রদাতা, তাহা নিশ্চয়ই পরম উপায় বস্তু এই জ্ঞানোদয়েই অনধিকার-নাশ।

(২) পাদবন্ধ অর্থাৎ পায়ের বেড়ি খুলিয়া দিলে, মত্তহস্তী যেমন স্বাধীনতা-লাভ করিয়া সুখী হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ হর্ষিত হইলেন। (এইটুকু মূলশ্লোকে নাই।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজবাসি-নেত্রাবৃত কৃষ্ণ-চিত্র-পট,
বন-চিত্রকর যেন করিলা উদ্ঘট।
বনে নানা বিচিত্র-বিহার প্রকটিলা,
নয়নের উৎসব-জনক শুভলীলা।৩
কোনো সখা নৃত্য করে কোনো সখা গায়,
হাসে কঁুদে স্খলিত-পদেতে চলি যায়।
নানা নর্ম্ম বিস্তারয় মহা হর্ষ মন,
বন্ধন-বিমুক্ত যেন করভের গণ।৪
মাতার নিকটে কৃষ্ণ রহেন যেরূপে
কোনো সখা রহে স্থিরনেত্রে সেইরূপে।
কেহ বা দেখায়—কৃষ্ণ, অঙ্গনার পানে-
নিরখেন পথে যথা চঞ্চল-নয়নে।
বাক্য-স্খলনাদি কেহ করে অনুকার
কেহ লতা-আড়ে রহে ব্রজস্ত্রী-আকার।৫
বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদিয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশে,
চঞ্চল-লোচন করি মন্দ মন্দ হাসে।
কোনো কোনো সখাগণ, গোধন আকারে
উর্দ্ধ মুখে, উর্দ্ধ কর্ণে মহী করে ধরে।৬

(৩) শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-চিত্রপট যেন এতক্ষণ ব্রজবাসিগণের নয়নরূপ আবরণে আচ্ছাদিত ছিল, বনরূপ চিত্রকর তাহা অপসারণ করিয়া তাহাতে নানা-লীলারূপ-চিত্র আঁকিতে লাগিল।—এমনি সখাগণের সঙ্গে বিচিত্র-লীলা সকল প্রকটিত হইতে লাগিল।

(৪) সখাগণও বন্ধন বিমুক্ত প্রমত্ত করিশাবকের ন্যায় স্বাধীনতা পাইয়া পরমানন্দে গান, নৃত্য, হাস্য, লাফালাফি (কুর্দ্দন), স্খলিতপদে গমন এবং পরিহাস কৌতুক (নর্ম্ম) আরম্ভ করিলেন।

(৫।৬) এই দুই শ্লোকে পরিহাস কৌতুকের প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

২৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিনত হইয়া কেহ পড়য়ে তথায়,
বিতণ্ডা উঠায় কেহ, কেহ বা খণ্ডায়।
দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ করে, কেহ ভুজে ভুজে,
লগুড় ফিরায় কেহ সর্ব্ব-মনোরঞ্জে।
কেহ নৃত্য করে, কেহ হাসয়ে অপার,
সবে করে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিস্তার।৭।৮
বনে আসি যবে কৃষ্ণ প্রবেশ করিলা,
দেখি, বৃন্দাদেবী অতি আনন্দ পাইলা।
বিষণ্ণ শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণের বিচ্ছেদে,
অচেতন প্রায় সব মরমের খেদে।
স্থাবর জঙ্গম সব বাহ্য-জ্ঞান-হীন!
বৃন্দা সবে প্রবোধেন, বাক্য-পরবীণ।৯

---

(৬) বনে আগমনকালে কৃষ্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইলে, গোসকল যে ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া থাকিত; কেহ তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

(৭।৮) বিনত হইয়া আসন করিয়া বসিয়া ঘাড় নোয়াইয়া বিদ্যার্থীর ভঙ্গীতে কোনো সখা যেন পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কেহবা বিদ্যার্থীর মত তর্ক তুলিতে ও কেহ খণ্ডিতে লাগিলেন। যথা কেহ কহিলেন "বিশ্বামিত্র" শব্দে বিশ্বের অমিত্র? অন্যে "না বিশ্বের মিত্র।" এটা নিপাতন-সিদ্ধপদ। অপরে—'নিতরাং-পাতন" খেলা নিপাতন। অতএব অলক্ষিতে পদে ধরিয়া পাতন ও ব্যাকরণসিদ্ধ ইত্যাদি। দণ্ডে দণ্ডে—লাঠিতে লাঠিতে। লগুড় ফিরায়—কেহ কেহ পটুতার সহিত বেগে লগুড় অর্থাৎ লাঠি নানা প্রকারে ঘুরাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করা। কৃষ্ণ-সুখদান বিনা অন্য সাধ-আহ্লাদ ইহাঁদের নাই।

(৯) প্রবোধিয়া—প্রবুদ্ধ করিয়া, বাহ্যজ্ঞান জাগাইয়া। পরবীণ—প্রবীণ, উদ্‌বোধন-দক্ষ কথা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"হে অটবি! সখি! এবে শুনহ বচন—
মাধব আইলা বনে, ঘুচাও ঘূর্ণন।
পরম আনন্দ হৈল। এবে নিজগুণ
প্রকাশ করহ সব (করিয়া দ্বিগুণ);*
"রাধিকা-স্মরণ যাতে কৃষ্ণ-চিত্তে হয়,
যেমতে দেখেন কৃষ্ণ সব রাধাময়।"*
যদি রাধাকৃষ্ণ বিলসেন এই বনে,
তবে সে তোমার শোভা সফল জীবনে।১০
নিদ্রা ত্যজ লতা! বৃক্ষ! বিকাশতা পাও,
কুর্দ্দন করহ মৃগ! পিকভৃঙ্গ! গাও।
শিখি-সব! নৃত্য কর, শুক! পড় পাঠ,
স্থিরচর! সুখে কর যার যেই নাট।
তোমা সবে সুখ দিতে আইলেন বনে—
তোমাদের প্রিয়তম। জাগ সর্ব্বজনে।১১
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যবে প্রবেশ করিলা,
"অচেতন বৃক্ষলতা, বিচ্ছেদে" জানিলা।

(১০।১১) এই শ্লোকদ্বয়ে বৃন্দার প্রবোধন-বাক্যের প্রকার বর্ণনা। লাফিয়া লাফিয়া—দৌড়ে যাওয়া এবং ফিরে ফিরে চাওয়াকে মৃগের কুর্দ্দন বলে। শুক পড়পাঠ—হে শুক সকল! এই সময়ে পঠনোপযোগী যে সকল পাঠ তোমাদিগকে শিখাইয়া রাখিয়াছি, (১ম সর্গে ২৮ শ্লোকে নমুনা দ্রষ্টব্য) তাহা সাকুল্যে পাঠ কর। আর স্থিরচর অর্থাৎ সচল অচল (প্রাণী ও উদ্ভিদ) যত আছ, সকলে নিজ নিজ নাট্য-প্রকটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান কর। তোমাদের সেই প্রিয়তম তোমাদিগকে সুখদানার্থ ব্রজ ছাড়িয়া বনে আসিয়াছেন। সকলে সচেতন হও।

(১২) বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনাখ্য ষোল-ক্রোশ-মণ্ডলের বনভূমে। এখানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ-প্রিয়াটবী-দহে বিরহ-আগুনি,
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন বংশী-ধ্বনি।
নিনাদ-অমৃত-বৃষ্টি বনেতে হইল,
"কৃষ্ণ-মেঘ-আগমন" ধ্বনিতে কহিল।১২
বৃন্দা-বাক্য, বংশীধ্বনি, কৃষ্ণাঙ্গ-পবন,—
পাইয়া, প্রফুল্ল ভেল সব বৃন্দাবন।
প্রাণী মাত্রে ধর্ম্ম সব হৈল বিপর্য্যয়,
সাত্ত্বিক-বিকার সব স্থির চরে হয়।১৪
স্থাবরের অঙ্গে হৈল কম্পের উদয়!
জঙ্গমে হইল স্তম্ভ, জড় মত হয়!!
পাষাণ হইয়া জল স্বেদ নিকশয়!
শ্বেত-কুসুমেতে বনে, বিবর্ণতা হয়।
পুষ্পে মধুস্রবে সেই অশ্রু বরিষণ—
স্বরভঙ্গ,—শব্দ করে পশু পক্ষিগণ।

কেবল পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন, অর্থ নহে। প্রিয়-অটবী—প্রীত্যুৎপাদক বন বা ভালবাসার বন। নিনাদ-অমৃত—শব্দামৃত।

(১৪) ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়—স্থাবরের ধর্ম্ম জঙ্গমে, এবং জঙ্গমের ধর্ম্ম স্থাবরে সঞ্চার। ১৫নং শ্লোকের প্রথম দুই ছত্রে ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় বর্ণিত হইয়াছে।

(১৫) কম্প, স্তম্ভভাব অর্থাৎ জড়তা, ঘর্ম্মোদ্গম, অঙ্গের বৈবর্ণ্য (বর্ণবিকৃতি) অশ্রু, স্বরভঙ্গ, রোমাঞ্চ এবং প্রলয় অর্থাৎ অচৈতন্যাবস্থা, এই আটটির নাম অষ্টসাত্ত্বিক। প্রেমানন্দ হইতে এইগুলি উপজাত হইলে বলা হয় স্নিগ্ধ-সাত্ত্বিক। এই শ্লোকে কৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে বৃন্দাবনের স্নিগ্ধ-সাত্ত্বিকোদয় বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

(ক) বনের স্থাবর-দেহ-রূপ বৃক্ষ-লতা-গুল্ম কাঁপিতে লাগিল।

(খ) পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি বনের জঙ্গম-দেহস্বরূপ, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

(গ পাষাণে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া উহা গলিতে আরম্ভ হইল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লতাতে অঙ্কুর-ছলে পুলক উদিত,
আনন্দাচেতনে সুপ্রলয় প্রকটিত ।১৫
কৃষ্ণ-আগমন বন জানিয়া নিশ্চয়,
কৃষ্ণ-সুখ লাগি বেশ সর্ব্বাঙ্গে রচয় ।
আগত মাধবে হেরিবারে বৃন্দাবন,
করিলা মাধব-শ্রীর সুষমা ধারণ ।১৬
নলিনী প্রফুল্লা হৈল, হাসে লতাগণ,
হাসি হাসি নাচে । বায়ু শিখায় নর্ত্তন ।
শীতল, সুগন্ধ, মন্দ, ত্রিবিধ বাতাসে—
সর্ব্বেন্দ্রিয় আহ্লাদয় সর্ব্বশ্রম নাশে ।১৭
পুষ্পের বিকাশে হাস্য, ভৃঙ্গরবে গান,
পত্র-সঞ্চলনে নৃত্য, করি, মধুদান ।—

(ঘ) শ্বেতপুষ্প নিচয়ের বিকাশ-বাহুল্যে বনের শ্যামলতা, শ্বেতিমায় পর্য্যাহত হইল।

(ঙ) পুষ্প-মধুর ক্ষরণাধিক্যে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল।

(চ) পশু-পক্ষিগণের কণ্ঠ গদ্গদ হইয়া স্বরভঙ্গ প্রকটন করিল।

(ছ) তৃণলতা অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হইয়া রোমাঞ্চের সৃষ্টি হইল।

(জ) সমস্ত সচেতনের সংজ্ঞা লোপ হইয়া "প্রলয়" অর্থাৎ বনের অচৈতন্যতা দেখা দিল। এককালে অষ্ট সাত্ত্বিক কেবলমাত্র শ্রীরাধাতেই উদয় হয়। অতএব এই শ্লোকের ধ্বন্যর্থে বৃন্দাবন যে শ্রীরাধারই অঙ্গস্বরূপ, ইহা পরিব্যক্ত হইল।

(১৬) প্রণয়ীজন যেমন নিজ প্রিয়তমকে পাইয়া তাহার সুখসম্বর্দ্ধনাদির জন্য প্রেমের স্বভাবে নিজাঙ্গে বেশ রচনা করেন, তেমনি প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আগমনে শ্রীবৃন্দাবন মাধবশ্রীর সুষমায় অর্থাৎ বসন্তকালীয় শোভায় (ফুলে ফলে মুকুলে নবপল্লবাদিতে) সজ্জিত হইলেন। ১৭নং শ্লোকে ঐ বাসন্তী শোভারই বর্ণন।

(১৮) হাস্যগান নৃত্যাদির দ্বারা অনন্দ প্রকটন পূর্ব্বক, সসম্মানে গ্রহণান্তর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃক্ষ সব করে। ফল দেয় খাইবারে,
অভ্যাগত কৃষ্ণে এইরূপে মান করে।১৮
লতাগণ কৃষ্ণদাসী আপনাকে মানে,
কৃষ্ণে দেখি নৃত্যলাস্য করয়ে গোপনে।
ভৃঙ্গ তার পুষ্প-মুখে করয়ে চুম্বন,
পত্র-পট্ট-বাসে, সে করয়ে আবরণ।১৯
কুরঙ্গিণীগণ রহে, কুরঙ্গ সহিত—
তৃণের কবল মুখে, শুনি বেণু গীত।
চঞ্চল-নয়নে কৃষ্ণ-বদন-দেখয়,
তাহে কৃষ্ণ-মনে রাই-কটাক্ষ উদয়।
রাধার কটাক্ষ-স্মৃতি যেমন হইল
অমনি তাহাতে কৃষ্ণ-মরম বিঁধিল।২০
কৃষ্ণে দেখি ময়ূরী-মিলিত-শিখিগণ,
পিচ্ছ প্রসারণ করি করয়ে নর্ত্তন।

জলযোগ প্রভৃতি করাণের প্রেমাচার এই শ্লোকে বৃক্ষগণের ব্যবহার ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৯) সেবা সাধন করাই দাসীর ধর্ম্ম। আদিষ্ট না হইয়া নিজানন্দে নৃত্য করা তদ্ধর্ম্ম নহে। কিন্তু কৃষ্ণ-দর্শনে দাসী-অভিমানিনী-লতার এত অধিক আনন্দোচ্ছ্বাস উপজাত হইয়াছে যে উহা সংবরণ করিতে না পারিয়া সে বৃক্ষান্তরালে গোপনে নৃত্য করিতে লাগিল! এবং তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর তাহার পুষ্পরূপ মুখে চুম্বন করায় সে পত্ররূপ পট্টবসনদ্বারা যেন মুখ আবৃত করিল। শ্রীরাধার সহিত এমনি বিলাস কৃষ্ণের স্মৃতি হইল।

(২০) কুরঙ্গিণী অর্থ হরিণী। হরিণের সহিত বিদ্যমানা হরিণীগণ বংশী-ধ্বনি শ্রবণে অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণগ্রাস না গিলিয়াই প্রেমচঞ্চল-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের বদনাবলোকন করিতে লাগিল! তাহাতে হরিণনয়নী—শ্রীরাধার কটাক্ষস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইল।

(২১) ময়ূরী-মিলিত ময়ূরগণ কৃষ্ণদর্শনানন্দে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিয়া কৃষ্ণের মনে উৎকণ্ঠা বাঢ়িল,
রতিমুক্ত-রাই-কেশ মনেতে পড়িল।২১
হংসী, সারস, মত্ত-চটকীর রব,
শুনি কৃষ্ণ মনেতে করেন অনুভব।—
রাধার বলয়কাঞ্চী নূপুর বাজয়,
রাই-আগমন-ভ্রমে চিত্ত চুলুকয়।২২
স্বর্ণবর্ণ পদ্ম এক অল্প বিকশিত,
অত্যন্ত সুগন্ধি ; তাহে ভ্রমরাধিষ্ঠিত।
দেখি কৃষ্ণ, সহাস-কটাক্ষ-গন্ধান্বিত—
প্রিয়ার বদন, মনে করিলা নিশ্চিত।২৩
ছোলঙ্গ. নারঙ্গ, বিল্ব দাড়িম্ব সকল,
সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষে রহিয়াছে ফল।

লাগিল। (ময়ূরীর প্রতি আর তাদের ভ্রূক্ষেপ নাই) তাদের সংসুচিক্কণ পুচ্ছের চাক্‌চিক্যাদি দর্শনে সুরতবিলাসে উন্মোচিত, শ্রীরাধার কুটিল-স্নিগ্ধ-কেশের মাধুরী মনে পড়িয়া মিলনোৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল হইলেন।

(২২) জলচরপক্ষি-সকলও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সহর্ষে শব্দকরণদ্বারা আনন্দ প্রকটন করিতে লাগিল; তৎ-শ্রবণে রাধাসঙ্গ-বিধুর-শ্রীকৃষ্ণ হংসীর শব্দকে নূপুরধ্বনি এবং মত্ত-চটকীর শব্দকে বলয়ের ধ্বনি-জ্ঞানে শ্রীরাধার আগমন মনে করিয়া ভ্রম-চুলুকিত-চিত্ত অর্থাৎ ভ্রান্তিগ্রস্ত হইলেন!!

(২৩) আরোও দেখিলেন—অদূরে অল্প প্রস্ফুটিত পরমসুগন্ধবিশিষ্ট একটি স্বর্ণবর্ণ পদ্মে চঞ্চল ভ্রমর ক্রীড়া করিতেছে, দেখিয়া ঐ পদ্মটীকে তিনি প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধার—চঞ্চল-কটাক্ষ-বিলসিত ও সৌরভ-সুবাসিত সুস্মিত-বদন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

(২৪) ছোলঙ্গ (বিজোরা) নারঙ্গ (কমলা) বিল্ব (বেল) এবং দাড়িম্বাদি যুবতীর স্তনাকৃতি ফল সকল বৃক্ষে পাকিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া প্রাণে-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেখিয়া প্রিয়ার চারুকুচ স্মৃতি হৈল,
বৃন্দাবন যেন রাধা-অঙ্গেতে ব্যাপিল।২৪
যেখানে যেখানে পড়ে কৃষ্ণের নয়ন
সেখানেই দেখেন রাধার অঙ্গগণ।
এ কিছু আশ্চর্য্য নহে শুনহ কারণ—
কৃষ্ণ-সুখে রাধান্বিতা হন বৃন্দাবন।২৫
রাধাভাবানিলে কৃষ্ণ-চিত্ত উড়াইল,
কাশিয়ার ফুল যেন বাতাসে চালিল।
যা কিছু করেন কৃষ্ণ চিত্ত স্থির নয়,
যথা তথা দেখেন সকল রাধাময়।২৬

শ্রীর পীনপয়োধর স্মৃতি হইল। এই সকল ও অন্যান্য বস্তু দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সারা বৃন্দাবনকে শ্রীরাধার তনু মনে করিতে লাগিলেন।

(২৫) এই যে রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনের যথাতথা শ্রীরাধার অঙ্গ-মাধুরী দর্শনে ভ্রান্তি-বিলসিত হইতেছেন, ইহাতে কেহ অশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। ইহা তমালতরু দর্শনে শ্রীরাধার কৃষ্ণভ্রান্তির ন্যায় মহাভাবের-ব্যাপার নহে; শ্রীকৃষ্ণ যেমন সচ্চিদানন্দময় নরাকার ব্রহ্ম, শ্রীবৃন্দাবনও তেমনি স্থলাকার ব্রহ্ম ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দবস্তু। তাই শ্রীকৃষ্ণের সুখার্থ শ্রীবৃন্দাবন যথার্থই শ্রীরাধার মাধুরী আদিতে অন্বিতা হন। ১০নং শ্লোকে বৃন্দারও সেই আজ্ঞা।

(২৬) পক্ষান্তরে—কাশিয়ার পুষ্প যেমন বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়—স্থির হইতে পারে না, তেমনি শ্রীরাধার প্রেমরূপ পবনে (অনিলে) আজ শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিতেছে! চিত্ত স্থির করার শক্তি ও বিচার করার শক্তি তাঁহার নাই, কাজেই মাধুরীর ও সুষমার-সৌসাদৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত বস্তুগুলিকেও তিনি প্রিয়তমামণি শ্রীরাধার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও তৎপ্রতিবিম্বাদি মনে করিতেছেন এবং প্রেম-বিভ্রান্তির সহায়তায় তদনুরূপ আস্বাদন করিতেছেন!! ভ্রান্তি ঘুচিয়াও ঘুচিতেছে না! ইহাই চমৎকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে কৃষ্ণ দেখিলেন,—স্থিরচরগণ—
বিহ্বল দর্শনানন্দে ;—প্রেমে নিমগন।২৭
সবাকারে প্রবোধি কহিলা মিষ্ট কথা,
বন্ধুজন পুছে যৈছে কুশল-বারতা।
ওহে বৃক্ষ! ওহে লতা! কুশল তোমার?
মৃগ মৃগি! বিহগাদি! কুশল সভার?
ভ্রমর ভ্রমরীগণ! স্থিরচর যত—
সবে তো কুশলে আছ—নিজ অভিমত?
এইমত, হৈয়া কৃষ্ণ, প্রেমেতে বিহ্বল,
স্থিরচরে জিজ্ঞাসেন আনন্দ মঙ্গল।২৮

---

(২৭) সেবকের প্রেম-বিহ্বলতা ও আনন্দ-জড়তা, শ্রীকৃষ্ণকে কথা না কহাইয়া ছাড়ে না। বিহ্বল ও জড়তা-গ্রস্ত হইয়া ভক্ত যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষাৎ রসানন্দের-পূর্ণাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা তিনি হইতে দেন না। তাই তদবস্থাপন্ন-স্থিরচরকে কুশল প্রশ্নের প্রেমবাণীতে উদ্‌বোধিত করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রাণেশ্বরীর-প্রাণনাথ এমনি ভজনীয়গুণের নিধি! এমনি করুণার সাগর!!

(২৮) এই শ্লোকে পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসাদির প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার এক বিন্দুও মনঃকল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। ইহা প্রেমপ্রকর্ষের প্রক্রিয়া, কিন্তু শারদীয়-মহারাসের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক পরিত্যক্তা ব্রজসুন্দরীগণ, যে জাতীয় মহাপ্রেমভাবের-প্রাবল্যে বৃক্ষলতাদির নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই কুশলপ্রশ্ন সেপ্রকার ভাব-সঞ্জাত নহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক বাৎসল্য।

অস্ফুটবাক্‌-দুগ্ধপোষ্য-শিশুকে কোলে লইয়া পিতামাতা প্রভৃতি প্রেমবান্‌-স্বজনগণ, যেমন সোহাগের ভরে তাহাকে নানা কথা বলেন ও নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং শিশুর হাস্যাদিদৃষ্টে উত্তর কল্পনা করিয়া তাহাকে সানন্দে চুম্বনাদি করেন, ইহা—লোকতঃ সেই জাতীয় প্রেমলীলা; ইহারই নামান্তর

২৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে ধেনুগণে তৃণ ভুঞ্জান-লাগিয়া,
সখাধেনু সহ গোবর্দ্ধনতটে গিয়া।—
আপন কল্পিত, আর প্রচলিত খেলা,
মনস্থির-লাগি কৃষ্ণ খেলিতে লাগিলা।
রাধিকার ভাবে চিত অতি উচাটন,
করিতে নারিলা কিন্তু ধৈরয-ধারণ।২৯।৩০
সখাগণ একে আনে মল্ল-যুদ্ধ করি—
শ্রান্ত হইয়াছে, আর বনেতে বিহরি।
তা সবার ক্ষুধাতৃষ্ণা দেখি করুণায়
ভক্ষ্য লাগি মনে কৃষ্ণ চিন্তেন উপায়।৩১
হেনকালে ধনিষ্ঠিকা, নন্দালয় হৈতে—
আইলেন তথা, ব্রজেশ্বরীর প্রেরিতে।

প্রেম-বিহ্বলতা। তত্ত্বতঃ কিন্তু পত্র-পুষ্প-শাখাদির সঞ্চালনে, ফলফুল-পরিমলাদির প্রদানে এবং পশু-পক্ষ্যাদির স্বরে ও ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রশ্নেরই উত্তর তাহারা প্রদান করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্তই চিন্ময় ও আনন্দময় অপ্রাকৃত-সদ্বস্তু। (নিজ-অভিমত—তোমরা যেমন চাও সেইরূপ। আনন্দ মঙ্গল—আনন্দে ও মঙ্গলে আছতো?) বারতা—বার্ত্তা।

(২৯।৩০) ধেনু শব্দ এখানে গো-মহিষাদি সমস্তের বোধক। তৃণ-ভুঞ্জান লাগিয়া—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপত্যকার নবীন তৃণাদি ভোজন করাইয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত। সখাগণ ও ধেনুগণের সহিত গোবর্দ্ধনের নিম্ন ভূমিতে (তটে) গেলেন। "আপন-কল্পিত" শব্দে তৎসময়ে নিজের উদ্ভাবিত-নূতন খেলা। প্রচলিত—যে খেলা নিতি নিতি করেন। রাধিকার ভাবে—শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত। ধৈরয—ধৈর্য্য, চিত্তের ধীরতাবন্ধন।

(৩১) একে আনে—পরস্পরে। মল্লযুদ্ধ—কুস্তি। চিন্তেন উপায়—কাহাকেও ঘরে পাঠাবেন কি বৃক্ষ ফলাদি সংগ্রহ করাবেন ইত্যাদি চিন্তা।

(৩২) ধনিষ্ঠিকা—ধনিষ্ঠা, নন্দালয়ের প্রধান পরিচারিকা। তৃতীয় সর্গের ৪২ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত শ্লোক সকলে বর্ণিত রসালাদি, যাহা প্রাতঃকালে নন্দালয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাতঃকালে সেইখানে ললিতাদি মিলি,
ঘৃতান্ন-রসালাদিক কৈলা যে সকলি।
সেই সব ভক্ষ্যদ্রব্য দাসীগণ দিয়া
বহাইয়া, সাবধানে আইলা লইয়া।৩২
তাহারে পুছেন কৃষ্ণ, হরষিত-মন—
কহ পিতামাতা মোর আছেন কেমন ?
স্নানাদি সারিয়া করি দেবতা পূজন,
ব্রাহ্মণাদি তোষিয়া তো করিলা ভোজন ?৩৩
তিঁহো কহে "তাঁরা তুয়া মঙ্গল-লাগিয়া—
দ্বিজে বহু অর্থ দিলা, ভোজন করাঞা।
আপনারা স্নানপান ভোজন করিলা,
তোমার কারণে এই দ্রব্য পাঠাইলা।"৩৪
শুনি কৃষ্ণ সুখী হইয়া করেন বিচার—
"রাধা-বৃক্ষাশ্রয় মোর চিত্ত-লতিকার।
তাহাতে ধনিষ্ঠা হয় পরম সহায়,
ধনিষ্ঠা সর্ব্বত্র-গম্যা কারো ভিন্ন নয়।৩৫

গিয়া শ্রীরাধা ললিতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সকল উপাদেয় দ্রব্য মা ব্রজেশ্বরীর নিদেশে অনেক দাসীর দ্বারা বহাইয়া প্রচুর পরিমাণে লইয়া আসিলেন।

(৩৩) হরষিত মনে—পরিচিন্তিত ভক্ষ্যদ্রব্য লইয়া আগমন দৃষ্টে হর্ষান্বিত হইয়া। পুছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন।

(৩৪) তুয়া—তোমার। তোমার কারণে—তোমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য।

(৩৫) আমার চিত্তরূপ লতার আশ্রয়বৃক্ষ শ্রীরাধা; আর আশ্রয় করাইবার পরম সহায় এই ধনিষ্ঠা—জটিলাদি সকলের ঘরেই ধনিষ্ঠা যাইতে পারে। সকলেই তাহাকে স্নেহ করে। অতএব কুন্দলতার অন্বেষণে গমনের ছলে ধনিষ্ঠাকে শ্রীরাধার মন্দিরে পাঠাইয়া নিশ্চয়ই আমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এত চিন্তি কৃষ্ণচন্দ্র আপনার চিতে,
বেণুধ্বনি কৈলা ধেনু একত্র করিতে।
সখা ধেনু সহ আসি মানস-গঙ্গাতে,
জল পিয়াইয়া ধেনু সুখী কৈলা, তাতে।৩৬
সখাগণ লৈয়া বহু খেলাইলা জলে,
তীরে উঠি শুষ্ক-বাস পরিলা সকলে।৩৭
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আর সুরস-রসালা,
সখাসঙ্গে নানারঙ্গে ভোজন করিলা।৩৮
ভোজন করিয়া কহিলেন সখাগণে—
"গোধন চরাও সবে অগ্রজের সনে।
সুবল বটু ও আমি দেখি বন-শোভা
বসন্ত সময়ে বন বড় মনোলোভা।"৩৯

(৩৬) "ধেনুগণ! আইস" বলিয়া বেণুধ্বনি করায় সমস্ত গো-মহিষ আসিয়া একত্র হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে গোবর্দ্ধন হইতে নিঃসৃত মানস-গঙ্গার সুনির্ম্মল সলিল পান করাইয়া সুখী করিলেন। পঞ্চম সর্গের ১১নং শ্লোকে মহিষের কথা দ্রষ্টব্য।

(৩৭) পঞ্চম সর্গের ২নং নোটের শেষাংশে লিখিত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের বর্ণনানুসারে দাসগণ বসন নিয়া (বনগমন সময়ে) সঙ্গে গিয়াছিল, সেই শুষ্কবাস সকলে পরিলেন।

(৩৯) দেখি—ঘুরিয়া ফিরিয়া ভ্রমণ করিয়া দর্শন করি। অনেকজনকে সঙ্গে নিলে দাদা রাগ করিবেন। অতএব আমরা তিনজনমাত্র যাই।

কোনও কোনও দিন অন্যছলেও শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডাভিসারে যান। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে অন্য একদিনের লীলা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণের মন জানিয়া এই সময়ে পরম-প্রতিভান্বিত নায়ক-সহায়-বটু কহিলেন—সখে! সূর্য্যাদির গতি বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যের একটি কূটার্থ কথা বুঝিবার জন্য আমাকে গর্গমুনির নিকটে যাইতে হইবে, তিনি সূর্য্যকুণ্ডে মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে আসিয়া

Dr. Urmila-Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলরাম-সঙ্গে কৃষ্ণ রাখি সখাগণে,
বন-বিহরণ ছলে চলিলা মিলনে।
তখন ধনিষ্ঠা কহে সঙ্গিনীর গণে—
"ভাজন লইয়া গৃহে যাও সর্ব্বজনে।
নারায়ণ-সেবা লাগি কুসুম লইয়া—
আসিতেছি পাছে আমি সত্বর হইয়া। ৪০
হেনকালে বৃন্দা, দুই চম্পক লইয়া
দিলেন কৃষ্ণের করে হরষিত হৈয়া। ৪১
হেরিয়া কৃষ্ণের মনে রাধিকা জাগিলা,
কর কাঁপিতেছে দেখি, বটু তাহা নিলা।
সেই দুই পুষ্প কৃষ্ণ-কর্ণে পরাইলা, ৪২

ছেন, আমি তাঁহার কাছে যাই। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আমারও খুব ইচ্ছা হইতেছে তাঁহার চরণ দর্শন করি, কিন্তু মহতের নিকটে বহু বান্ধব নিয়া বৈভব প্রকটন করিয়া যাওয়া অবিধি। অতএব আমিও, একাই তোমার সঙ্গে যাই, অন্য সকলে ততক্ষণ—এখানে বিশ্রাম করুন, এই বলিয়া সখাগণের অনুমতি লইয়া চলিয়া আসিলেন।

(৪০) সঙ্গিনীরগণে—যে সকল দাসী খাদ্যদ্রব্য বহিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে। ভাজন—যে সকল পাত্রে করিয়া ভোজন-সামগ্রী আনা হইয়াছে, সেই সকল পাত্র। পুষ্প-চয়ন ছলে, ধনিষ্ঠা রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইবার জন্য রহিলেন।

(৪১) চম্পক-পুষ্প দুইটি খুব উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ ছিল, সুতরাং বর্ণসাম্যে চম্পকবরণী শ্রীরাধার স্মৃতিতে দেহ মন পরিপূর্ণ হইল এবং স্পর্শ-সুখের অনুভবে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুবিদগ্ধ-সখা মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে চম্পক দুইটী লইয়া তদীয় কর্ণে পরাইয়া দিলেন। এই ব্যবহারে মধুমঙ্গল ব্যবহার বিজ্ঞ-শ্রীকৃষ্ণকে ইহাই বুঝাইয়া শান্তকরার চেষ্টানুষ্ঠান করিলেন যে, এখনি শ্রীরাধাকে আনয়ন করিব এবং তিনি আসিয়া তোমার পার্শ্বে বসিয়া কানে মাথা দিয়া এখনি তোমার কর্ণভূষা হইবেন, উতলা হইওনা স্থির হও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে কৃষ্ণচন্দ্র, মনে বিচার করিলা।
বৃন্দা, ধনিষ্ঠিকা. মধুমঙ্গল, সুবল,
সবেই সদ্‌গুণী, মিত্র, জানে বহু-ছল।
রাধিকার অঙ্গরাজ্য-লভিবার তরে,
সকল সহায় ভাল মিলে গেল মোরে।৪৩
এত চিন্তি বটু কর বাম করে ধরি,
সুবল ধনিষ্ঠা বৃন্দা সহ আগুসরি।
সুমন-সরসী তটে সকলে আসিয়া—
রাই-আনয়ন-চর্চ্চা করেন বসিয়া।৪৪
কুসুমিত-তরুলতা, দুই দিকে কুঞ্জ,
মধ্যে পথ। জলে স্থলে খগাদির পুঞ্জ।
দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, উৎকণ্ঠ হইলা,
সভাসঙ্গে সুবিচার করিতে লাগিলা।৪৫

(৪৩) এহেন মহাবিদগ্ধ সুচতুর মিত্রগণ—যখন আমার ভাগ্যে আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই অচিরে রাধা মিলাইয়া আমার বাধা (দুঃখ) দূর করিবেন, এইরূপ বিচারে কিঞ্চিৎ স্থির হইলেন ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে চলিলেন।

(৪৪) বটু-কর—সুকৌশলে আশ্বাস প্রদায়ক-মধুমঙ্গলের হস্ত। আগুসরি—শ্রীরাধাকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া। সুমন-সরসী—শ্রীরাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনের মধ্যবর্ত্তী কুসুম-সরোবর নামক বৃহৎ জলাশয়। তাহার তটে বসিলেন, কোন্ তটে? অবশ্যই যে তট পথের-নিকটবর্ত্তী—তাহা হইলেই দক্ষিণ পাড়। পরবর্ত্তী শ্লোকের কথায়ও ঐরূপ বুঝায়। যথা—

(৪৫) যেস্থানে বসিলেন তাহারই মাঝখান দিয়া গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড গমনাগমনের পথ। পথের উভয় পার্শ্বে প্রচুর পুষ্পান্বিত-তরুলতার কুঞ্জাবলী। বৃক্ষ সকলে ও সরোবরের জলে নানাজাতীয় বহুতর—পক্ষিসমষ্টি (বিহগের পুঞ্জ) আনন্দে কোলাহল করিতেছে। এই সকল দেখিয়া প্রাণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাকে পাঠাই? কিম্বা সুবলে পাঠাই?
রাধার নিকটে। কিম্বা দেই বটু ভাই?
জটিলা দেখিয়া শঙ্কা করিবে এসবে,
বড়ই দুরন্ত সেই কলহ বাঁধাবে।
বধূরে গৃহেতে রাখিবেক রুদ্ধ করি
অতএব এই সবে পাঠাইতে নারি।৪৬
মুরলীর রবে যদি করি আকর্ষণ—
সবেই আসিবে তবে ব্রজাঙ্গনাগণ।
একে আনে ঈর্ষাভরে লাগিবে কন্দোল,
ইষ্ট সিদ্ধি না হইবে, হইবে বিফল।৪৭
ধনিষ্ঠা চলহ তাই কুন্দলতা ঠাঁই,
আমার সকল কথা কহ তাঁরে যাই।

প্রিয়তমা-শ্রীরাধার সহিত মিলনোৎকণ্ঠা অধিকতর বাড়িয়া উঠিল এবং সকলের সহিত তাঁহাকে আনয়নের যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

(৪৬) সুবল ও বটু যে আমার পরম-অন্তরঙ্গ-সখা এবং বৃন্দা যে আমার সহায়িনী, জটিলা তো একথা জানে. সুতরাং তোমাদিগকে পাঠাইলে হিতে বিপরীত ঘটিবে! জটিলা কলহ করিবে এবং বধূকে রোধ করিয়া রাখিবে।

(৪৭) কান্তাকর্ষিণী মুরলীর-ধ্বনিতে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিলে চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সমস্ত কান্তাগণ আসিয়া পড়িবে, ঈর্ষা-কোন্দল লাগিয়া আমার মনোরথ পণ্ড হইবে। অতএব কি উপায় করি? সকলে বিচার করিয়া স্থির কর। এইস্থানে প্রেমমুগ্ধ-সর্ব্বজ্ঞ-শ্রীভগবানের উৎকণ্ঠা ও আকুলতাটির মাধুর্য্য আস্বাদনীয় বটে। বনে আগমনের সময়েই শ্রীরাধাকুণ্ডে মিলনের সঙ্কেত স্থির হইয়া রহিয়াছে, এখনও চারিদণ্ড যায় নাই, অথচ ইহারই মধ্যে অসম্বরণীয়-দর্শনোৎকণ্ঠায় অস্থির।

(৪৮) বৃন্দাদি ঐ জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুবিদগ্ধ-নাগররাজ, (৬৫নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় কথিত) আপন পূর্ব্ব-পরামর্শ প্রকাশ করিয়া ধনি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জটিলা বঞ্চন-রীত তিঁহো ভাল জানে,
জটিলা প্রতীতি তাঁরে করে কায়মনে।
আমা দোহাতেও তাঁর স্নেহ বিলক্ষণ—
অবশ্য করিবে মোর বাঞ্ছিত-পূরণ।৪৮
শুনি কহে বৃন্দাদেবী "সত্য এই হয়,
আর এক সুবিচার মোর মনে লয়।
রাধিকার সখী যদি পুষ্প তুলিবারে—
কেহ বা আসিয়া থাকে বনের ভিতরে।
তাহার বিশেষ আগে জানি ভালমতে,
ধনিষ্ঠা যাইবে পরে রাধার গৃহেতে।৪৯
তুলসী আইলা তথা হেনই সময়
স্বপনে জাগরে যেই রাই সঙ্গে রয়।

তাঁকে কহিলেন—তুমি এখনি শ্রীরাধার গৃহে কুন্দলতার নিকটে গিয়া, আমার দুঃসহ বিরহকাতরতার অবস্থা জানাইয়া তাহার দ্বারা কোনও উপায়ে আমার প্রাণেশ্বরীকে বনে আনয়ন কর। শ্রীরাধাতে এবং আমাতে কুন্দলতার অপরিসীম প্রীতি, এবং জটিলাকে খুব বঞ্চনা করিতে পারেন, জটিলা তাহাকে যেমন বিশ্বাস করে এত বিশ্বাস আর কাহাকেও করে না, তিনি অবশ্যই কোনও অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিবেন। ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই।

(৪৯) এই কথা শুনিয়া বৃন্দাদেবী কহিলেন—উত্তম পরামর্শ বটে। কিন্তু আমার মনে হয় যে "কেন এখনও রাধা আসিলেন না? ঘরে কি করিতেছেন? কি অবস্থায় আছেন? সবকথা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া অবস্থানুরূপ ব্যবস্থাপূর্ব্বক—ধনিষ্ঠাকে পাঠান উচিত। শ্রীরাধার সখীগণ সর্ব্বদাই তাঁহার জন্য বনে বনে ফুল চয়ন করে, এ বনে কেহ আসিয়াছে কিনা আগে তালাস করিয়া দেখি!

(৫০।৫১) এই সময়ে শ্রীরাধার প্রিয়তমা কিঙ্করী—তুলসী মঞ্জরী (৫মসর্গের ৭৮।৭৯নং শ্লোকের মর্ম্মানুসারে কস্তুরী মঞ্জরীর সহিত) সেইস্থানে উপনীতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁরে দেখি কৃষ্ণ হৈলা অতি হরষিত—
"রাধিকা আইলা" মনে হৈল অনুমিত।
রাই-লাগি রহিলেন পথে নেত্র দিয়া
দরশন-আশে অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া ।৫০।৫১
তুলসী, বটুর করে সম্পুট-হইতে—
মালা দিলা। বীড়া দিলা সুবলের হাতে ।৫২
রাধাকরামোদে সৌরভেতে সুবাসিত,
রাধার সুচারু কলাভরে বিরচিত।—
অদভূতা ; অলিকুলাকর্ষিণী সে মালা—
দরশেই, উনমনা শ্রীহরি হইলা ।৫৩
হাসি হাসি বটু তাঁরে মালা পরাইলা
রাধাকরস্পর্শ-সম পুলকে ভরিলা ।৫৪

হইলেন। তুলসী একমুহূর্ত্তও শ্রীরাধার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকেন না, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া প্রেম-পিপাসিত-শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল—অবশ্যই শ্রীরাধার আগমন হইয়াছে; তিনি পাছে আছেন, তুলসী আগে আসিয়াছে। সেইজন্য দর্শনোৎকণ্ঠায় ও মিলনাগ্রহে তিনি পথপানে চাহিয়া রহিলেন! (সর্ব্বান্তর্য্যামীর এই প্রেম-বিহ্বলতাটি কি মধুর !! অজিতকে জয় করিবার উপায় একমাত্র প্রেম)।

(৫২) রঙ্গময়ী-তুলসী কোন কথা না বলিয়া সুবর্ণ-সম্পুট হইতে বৈজয়ন্তী মালা বাহির করিয়া মধুমঙ্গলের হস্তে এবং বীটিকাগুলি সুবলের হস্তে প্রদান করিলেন।

(৫৩) মালাগাছটির ভ্রমরাকর্ষী অপূর্ব্ব সৌরভ এবং পরমাশ্চর্য্য গ্রন্থন-নৈপুণ্য-দেখিয়াই রসিক শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ উন্মনা হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন নিশ্চয় ইহা আমার প্রাণাধিকা রাধিকার স্বহস্ত-বিরচিত।

(৫৪) একেই বৈজয়ন্তীমালা পঞ্চপ্রকার পুষ্পের সংমিলিত সৌরভে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার শ্রীরাধিকার-শ্রীহস্তের পরম অপূর্ব্ব পরিমল, মালায় সঞ্চারিত হইয়া সেই সৌরভের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে !! এবং স্পর্শে কোমলতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণের মনেতে রাই এথাই আসিয়া—
পরিহাস করিয়া আছেন লুকাইয়া।
তাঁহার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হৈয়া
করেন সংলাপ তুলসীকে সুধাইয়া।৫৫
তুলসী! বলহ তব সখীর কুশল,
তিহোঁ কহে "সখী-ঈশ! সকল মঙ্গল।"
কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন "তিহোঁ আছেন কোথায়?"
তিহো কহে—"আছেন আপন বাটিকায়?"
শ্রীকৃষ্ণ কহেন "কেন বনে না আইলা?"
তিহো কহে—"গুরুজনে স্বকর্ম্মে রাখিলা!"

সুখদতা, শৈত্যাদিগুণের পরাকাষ্ঠান্বিত করিয়াছে! সুতরাং মালার স্পর্শে শ্রীরাধার করস্পর্শের ন্যায় মধুসূদনের সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইয়া উঠিল! (এই গ্রন্থের ১১শ, সর্গের ১১৭নং শ্লোকে শ্রীরাধার অঙ্গ-সৌগন্ধ বর্ণিত আছে তাহাতে জানা যায় তাঁহার শ্রীকরযুগল কর্পূরলিপ্ত পদ্মের ন্যায় স্নিগ্ধ-মধুর ও সুদূরপ্রসারি-গন্ধময়!)

(৫৫) এই অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা দর্শনে তুলসী মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। তুলসীর প্রাথমিক-নির্ব্বাক ব্যবহারে এবং এক্ষণকার হাস্য দর্শনে রাধাদর্শনোৎকণ্ঠিত-শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন নিশ্চয়ই রঙ্গিণী-শিরোমণি-রাধা ইহার সঙ্গে আসিয়া নিকটবর্ত্তী কোনও কুঞ্জে লুকাইয়া আছেন, অতএব প্রশ্নোত্তর ছলে তুলসীর নিকট হইতে প্রকৃত ব্যপার বাহির করা যাউক। এই বুদ্ধি করিয়া তাহাকে একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং তুলসী, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ত্তি-তরঙ্গিত-করিয়া রঙ্গকরণার্থ সপরিহাস-কল্পনায় তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। সংলাপ—উত্তর প্রত্যুত্তর।

(৫৬) সখী-ঈশ!—মঙ্গলালয়! তুমি যখন আমার সখী রাধার দেহ প্রাণ মনের ঈশ্বর তখন অমঙ্গলের কথা কি? "কহ তাহার চেষ্টিত?—ঘরে তিনি কি করিতেছেন?" শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নের উত্তরে হাসিমুখ বদনে চাহিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ কহেন "কহ তাঁহার চেষ্টিত ?"
তিঁহো কহে—"জলঘট করেন মথিত !"
পুনঃ কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন—"তাতে কি হইল ?"
তিঁহো কহে—"বৃদ্ধা, গৃহে ভর্ৎসিয়া রাখিল !"
"বৃন্দাসনে কোন যুক্তি করি তাঁরে আনো"
তিঁহো কহে "বৃদ্ধা-বন্ধ না যায় কখনো !"
শ্রীকৃষ্ণ কহেন —"ধিক্ বিধির ঘটনা !
প্রণয়ি-মিলনে এত করে বিড়ম্বনা" ॥৫৬
এত কহি কৃষ্ণ হৈলা বিরস-বয়ান,
"সদাই দুর্ল্লভা রাই !" স্ফুরিলেক জ্ঞান।
হাস্যকথা-তুলসীর, এইত কারণে—
সুসত্য বচন বলি করিলেন মনে ।৫৭

কৃত্রিম দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত তুলসী উত্তর করিলেন—সে বড় দুঃখের কথা ! শাশুড়ী তাহাকে দধি মন্থনের আজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে মিলনের অন্তরায় ঐ আজ্ঞায় আকুলা ও উন্মাদিতা হইয়া দধির পরিবর্ত্তে জল-ভাণ্ডে মন্থন-দণ্ড লাগাইয়া টানিতে লাগিলেন ! তদ্দর্শনে জটিলা নানাবিধ দুর্ব্বাক্য বলিয়া ভর্ৎসন করিয়া তাঁহাকে গৃহে আটক করিয়া রাখিয়াছেন ! আজ আর তাঁহার আসিবার উপায় নাই !! (বৃদ্ধা—জটিলা)

(৫৭) "শ্রীরাধা সততই দুর্লভা" শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে নিরন্তর এইরূপ জ্ঞান জাগরিত বটে, সেইজন্য তুলসী-মঞ্জরীর উপরোক্ত কথাগুলি যদিও অবাস্তব-পরিহাসোক্তিমাত্র, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ উহা সত্য জ্ঞান করিয়া বিধির বিধানের প্রতি ধিক্কার দিয়া মলিন হইয়া রহিলেন !

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের এই অপূর্ব্ব প্রেমমুগ্ধতাতেই লীলামাধুর্য্য, এবং এই রস নির্য্যাস-আস্বাদনেই পরকীয়া রসের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা ! ইহারই নিমিত্ত আপন নিত্যকান্তায় পরকীয়া প্রতীতি !! তাহাই রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরতমুনি বলিয়াছেন—যে প্রেমের বহু প্রতিবাদী, পদে পদে বাধ্যতা, যাহাতে নায়ক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখি তুলসী ব্যাকুলা !
ধনিষ্ঠা বৃন্দাও নেত্রে ভর্ৎসিতে লাগিলা।৫৮
তবে তো তুলসী কহে শুন ব্রজানন্দ !
নির্ম্মঞ্ছন যাঙ তুয়া, ধরহ আনন্দ।
পরিহাস করি কথা কহিলোঁ তোমারে,
সত্য কথা কহি এবে শুন সমাদরে।
"রাধিকা আইলা" হেন মনেতে জানিবে
তে কারণ আর উৎকণ্ঠিত নাহি হবে।৫৯
কৃষ্ণ যবে শুনিলা "রাধার আগমন"
ঔৎসুক্যে দেখেন যেন তাঁহার বদন।
চম্পক-কুসুম-দ্বয় শ্রবণ হইতে—
খুলিয়া, প্রদান কৈলা তুলসীর হাতে।৬০

নায়িকা উভয়ই পরস্পরের দুর্লভ, এবং যাহাতে কামুকতা অব্যক্ত রাখিতে হয় তাহাই সর্ব্বোত্তোশ্রেষ্ঠ-প্রেম। যথা—

"বহুবার্য্যতাযত্র খলু যত্র প্রচ্ছঃ কামুকত্বঞ্চ।
যাচ মিথোদুর্লভতা সা মন্মথস্য পরমারতিঃ" ইতি।

(৫৮) শ্রীকৃষ্ণের প্রাগুক্তরূপ গভীর আক্ষেপময়ী-বিষণ্ণতা দর্শনে, তুলসীর পরিহাস-রসিকতা উড়িয়া গেল। তিনি "কিসে কি করিয়া তুলিনাম !!' ভাবিয়া ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন ; বৃন্দা এবং ধনিষ্ঠাও নেত্রভঙ্গীতে তাহাকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

(৫৯) ব্রজানন্দ শব্দের অর্থ গ্রন্থারম্ভে প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায় দেখুন। নির্ম্মঞ্ছন যাঙ তুয়া—তোমার নিছনি লইয়া মরি। হেন—এই এলেন বলে মনে কর, যেন এলেই গিয়েছেন এইরূপ মনে কর।

(৬০) দর্শন-পিপাসাকুল শ্রীকৃষ্ণ 'হেন' কথাটা কাণে না তুলিয়া যথার্থই রাধা আসিয়াছেন এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেন এবং স্ফূর্ত্তিতে তাহাই দেখিতে লাগিলেন ! (ধন্যরে প্রেম ! তোর বালাই মরি)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা দিয়া পুছে তাঁরে "কোথা শ্রীরাধিকা ?"
আমা প্রতি ক্রোধ করি নাহি দেন দেখা ?
মোর অপরাধ কিছু নাই তাঁর স্থানে ;
কিবা লুকাইয়াছেন—পরিহাস-মনে ?
দুঃখীজনে পরিহাসে কিবা আছে ফল ?
শীঘ্র তাঁরে আনি মোর ঘুচাও বিকল" ।৬১
তুলসী চতুরা বড়, জানে কৃষ্ণ-মন,
কহয়ে "নিশ্চয় হবে রাই আগমন।" ৬২
তোমাকে দেখিতে রাধা উৎকণ্ঠিত-মন,
জটিলা পাঠান সূর্য্য করিতে পূজন।
কুন্দলতা-হাতে তাঁরে সমর্পণ কৈলা।
তবে রাই মোরে ডাকি নিভৃতে কহিলা।
"কৃষ্ণস্থানে গিয়া তুমি সঙ্কেত জানিয়া
এখনি আসিবে হেথা বিলম্ব ত্যজিয়া।'
এইত কারণে একা আসিয়াছি হেথা
কহত সঙ্কেত-কুঞ্জ, রাই-আনি তথা ।৬৩

(৬১) স্ফূর্ত্তির অপগমে প্রিয়তমাকে না পাইয়া, এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি তুলসীকে বলিলেন।

(৬২) সুচতুরা তুলসী শ্রীকৃষ্ণের মনের অবস্থা বুঝিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—এত উতোলা হইলা কেন ? এখনই নিশ্চয় রাধার আগমন হবে। আমার কথার অর্থ তুমি তলাইয়া বুঝ নাই ; শুন সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছি।—

(৬৩) এই শ্লোকে তদনুসারে আনুপূর্ব্বিক সমস্তকথা যথাযথ জানাইয়া কহিলেন—বলিয়া দেও কোন্ কুঞ্জে আজ উভয়ের প্রথম মিলন হইবে, আমি তথায় রাধাকে আনি। ঐ কথা জানিবার এবং সঙ্কেতস্থানে তুমি আসিয়াছ কিনা ? এবং মিলনযোগ্য-অবস্থায় বর্ত্তমান আছ কিনা ? ইহাই দেখিয়া যাইবার জন্য আমি শ্রীরাধাকে ঘরে রাখিয়া একা আসিয়াছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি কৃষ্ণ মনে অতি উল্লাস পাইলা,
গলা হৈতে গুঞ্জামালা তুলসীকে দিলা।৬৪
সঙ্কেত-কুঞ্জের লাগি বৃন্দাকে কহিলা
বৃন্দাদেবী তাঁহাকে সঙ্কেত জানাইলা।
রাধাকুণ্ডতীরে তুমি আনহ রাধাকে
মদন-সুখদ নাম কুঞ্জে সর্ব্বাধিকে।৬৫*
চলহ তোমার সঙ্গে আমিও যাইব
সে কুঞ্জে যাইয়া কেলি-সামগ্রী করিব।৬৬

---

(৬৪) ৬০নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে শ্রীরাধার বনে আগমন মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে নিজ কর্ণ হইতে খুলিয়া (বৃন্দার-দত্ত) পরম মনোহর-চম্পক-কুসুমদ্বয় তুলসীর হাতে দেন তাহার অভিপ্রায় এই যে—তুলসি! ইহা তুমি আমার প্রাণাধিকা-রাধিকার কর্ণে পরাইয়া দেও, আর অনুকল্পে আমার কাজ কি? স্বয়ং সেই চম্পক-বরণীর-দ্বারাই আমার সার্ব্বাঙ্গিক শৃঙ্গার সুসম্পন্ন হইবে! আর এখন যে গুঞ্জারমালা খুলিয়া দিলেন ইহার তাৎপর্য্য—আর তবে গুঞ্জাহার পরিয়া প্রয়োজন নাই! আমি এখন হইতেই হৃদয় খুলিয়া রহিলাম। সেই হরিণ-নয়নীকেই হৃদয়ের হার করিয়া বুক জুড়াবো! আমার এই মনোভাবের পরিজ্ঞাপক এই মালা ছড়াটিও তুমি আমার প্রাণ-প্রিয়তমাকে দিও।

(৬৫) "বৃন্দে! কোন্ কুঞ্জে আজ আমাদের মিলন করাবে? তাহা তুলসীর নিকট বলিয়া দেও", শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় বৃন্দা বলিয়া দিলেন—মদন-সুখদকুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনো। (এই কুঞ্জটি শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কোণে অবস্থিত; ইহা বিশাখাসুন্দরীর কুঞ্জ)।

(৬৬) সে কুঞ্জে—বিশাখানন্দদ-মদন-সুখদকুঞ্জে। (কেলিসামগ্রী—বিলাসোপকরণ।

এইখানে একটি অতিরিক্ত কথা জানিবার আছে। প্রতিদিনই যে সঙ্কেত-কুঞ্জ জানিবার জন্য তুলসীমঞ্জরী আসিয়া উপরোক্তরূপ কথা কহেন তাহা নহে।

---

* এই কুঞ্জের বর্ণনা সপ্তম সর্গের ৭১ হইতে ৭৮ পর্য্যন্ত শ্লোক সকলে দ্রষ্টব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইত সময়ে শৈব্যা তথায় আইলা,
চন্দ্রাবলী, পদ্মা-সঙ্গে সঙ্কেতে রহিলা।
কৃষ্ণে নিতে আসি, সখী-দত্ত-গুঞ্জামালা।
হরির হৃদয়ে শৈব্যা, সুখে পরাইলা।

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে অন্য একদিন শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি আইসার বর্ণনা আছে। শ্রীরূপমঞ্জরী স্বতন্ত্র ধরণের কথা রচনাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মিলনোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করেন। যথা—শ্রীকৃষ্ণ, প্রেয়সীমণি শ্রীরাধার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"রাজনন্দিনী আজ মনোভবের ভীষণ চক্রাবর্ত্তে বিঘূর্ণিতা এবং অভিভূতা হইতেছেন। সে কথা কত কহিব? তিনি ভূমি-লুণ্ঠিতা!! এই যে তোমার শ্রীচরণদ্বারা-আলিঙ্গিত হইয়া এই বিপিনভূমি মহাশোভায়-বিভূষিত হইয়াছে, ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার-সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া গোষ্ঠভূমি অধিকতর সুশোভিত হইতেছে! কিন্তু দেখার লোক নাই!!

আর, তুমি আপন শ্যাম-মনোহর কান্তি দ্বারা এই যে বন-প্রদেশকে নীলমণি-ময়ী করিয়া বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইতেছ, "রাধার-সুবর্ণ-সুন্দর-সমুজ্জ্বল-কান্তি দ্বারা গোষ্ঠভূমি, কাঞ্চনময়ী হইয়া যদি ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোভান্বিত হয়, তবে তোমার এ মহিমা থাকিবে না।" তাই বলিয়াই বুঝি বিধাতা, তাঁহার স্বর্ণোজ্জ্বল শরীরে মালিন্য মাখিয়া দিয়াছেন! দেখিলে বুক ফাটে!

হে ব্রজজীবন! তোমার গোরজাবৃত বদন দর্শন করিলে বনের সমস্ত স্থাবর জঙ্গম দুঃখাকুল হইয়া কাঁদে, কিন্তু রাজনন্দিনী রাধা, আপন সর্ব্বাঙ্গকে-লুণ্ঠন-লগ্ন-ভূরজে (গো রজে) ধূসরিত করিয়া কেবল মাত্র সখীকুলকে কাঁদাইয়া আকুল করিতেছেন! আর কেহ সে প্রাণফাটা দৃশ্য দেখিতেছেনা!! প্রেমার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ, কথার কবিত্বাস্বাদে অসমর্থ! তথাপি আরোও কহিলেন—

কমল হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না, কিন্তু রাধা নিজ নয়নরূপ-কমল-যুগলকে—জলের-জনক করিয়াছেন! সেই জল হইতে কর্দ্দম উপজাত হইতেছে! কমলোদ্ভব ব্রহ্মার-পুত্রের নামও কর্দ্দম, অতএব উভয় স্থানেই কর্দ্দম—কমলের পৌত্র, শ্রীরাধার এই সমতাময় কীর্ত্তিটিও কীর্ত্তনীয় বটে। কিন্তু দেখিয়া সখী-গণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে!!!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাসহ তুলসীরে হেরিয়া তথায়
ভরিল শৈব্যার চিত্ত ক্ষোভে ও ব্যথায়।৬৭
'শ্রীরাধার প্রিয়সখী-তুলসী-সহিত,
শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে বৃন্দা, বাক্যে-বিলসিত'।
হেরি শৈব্যা, রাধিকার-আগমন মানি,
অতিদুঃখে তুলসীকে কহে ছলবাণী।৬৮

তুমি, রাধার দেহ মন প্রাণের অধীশ্বর। রাজা, দেহ রাজ্যে না থাকায় অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে! মাল্য, কেশ, বসন, ভূষণাদি সাধু (উত্তম) সকলও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে।

কত কহিব? "কঙ্কর-তৃণাঙ্কুরাদিতে লাগিয়া না জানি তোমার শ্রীচরণে কতই বাধা হইতেছে"!! এই ভাবিয়া-দীর্ঘ-নিশ্বাস-ধারিণী সে রাধার-সান্ত্বনা-বিধানার্থ কোনও সখী বলিয়াছিলেন—"গোচারণের বনে তৃণ-কঙ্করাদি নাই" কিন্তু "নাই" শব্দটি শুনিবার পূর্ব্বেই (কঙ্করাদির নাম শুনিয়া) তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন!

হে রাধার প্রাণকান্ত! তোমার বিরহে পরম-সুকুমারী রাধার সৌকুমার্য্য চরমে উঠিয়াছে, ব্যজন-বায়ুর বেগ অসহ্য হইতেছে! এমনকি প্রাণ বায়ুর স্পন্দন ও বুঝি আর সহেনা!! ইত্যাদি।

(৬৭।৬৮) পদ্মা ও শৈব্যা চন্দ্রাবলীর দুই প্রধানা সখী। শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের-প্রিয় সখী চন্দ্রাবলীর সহিত মিলাইবার জন্য তাঁহারা চন্দ্রাবলীকে বনে আনিয়া একটি মিলন যোগ্য কুঞ্জে (সঙ্কেতে) পদ্মা ও চন্দ্রাবলী রহিলেন এবং শৈব্যা, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ধাইয়া আসিয়া সাহ্লাদে চন্দ্রাবলীর প্রদত্ত মালা (সখীদত্ত) তাঁহার গলায় পরাইয়াই দেখিলেন শ্রীরাধার প্রিয়তমা দাসী তুলসী মঞ্জরী সেখানে রহিয়াছে! দেখিয়াই হতাশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন অবশ্যই কৃষ্ণ-সঙ্গমার্থ তুলসীর সহিত শ্রীরাধা আসিয়াছেন এবং বনান্তরে আছেন; তবেই আমাদের আশা আর পূর্ণ হইল না!! ইহাতে ক্ষোভে ও দুঃখে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। "হায়! কেন আগে অনুসন্ধান পূর্ব্বক সবিশেষ না জানিয়া চন্দ্রাবলীকে আনিয়া অপমানিত হইলাম!" এই আক্ষেপ, এবং নিরাশায় ব্যথা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চন্দ্রাবলী পাঠাইলা নিমন্ত্রণ-তরে,
ভদ্রকালী-ব্রত-মহোৎসব তাঁর ঘরে।৬৯
ভাল হৈল তুলসী হে! তোমায় দেখিনু,
গৃহে বনে রাধিকারে কোথা না পাইনু।
"রাধা কোথা? তুলসী কহত সমাচার,"৭০
জানিলা তুলসী, কূট-শৈব্যা-ব্যবহার।
"শঠেতে শঠতা করা" এইত নিয়মে,
হাসিয়া, তাহারে কথা ক'ন ছলক্রমে।৭১
অম্বিকার-পূজা আজি করিবেন শ্যামা,
তেকারণে রাধিকারে নিমন্ত্রিলা রামা।
সর্ব্বভার দিলা তাঁরে সখী সনে আনি,
তথায় আছেন আজি রাধা সুবদনী।৭২

---

(৬৯) অতঃপর বিচার করিলেন এখন কি করি? "আমি কৃষ্ণের নিকটে আসি নাই, অন্য কার্য্যে আসিয়াছি" এইকথা ইহাদিগকে বুঝাইয়া মান বাঁচাই! এই বুদ্ধি করিয়া কহিলেন "আদ্য চন্দ্রাবলীর বাড়ীতে ভদ্রকালীর পূজা; শ্রীরাধাকে নিমন্ত্রণ করণার্থ—আমাকে পাঠাইয়াছেন। ঘরে তাঁহাকে না পাইয়া বনে অন্বেষণ করিতেছি। ভাগ্যে তুলসীর সহিত দেখা হইয়া গেল! তুলসি! তোমার সখী কোথায়?

(৭০) শুনিবা মাত্র সুচতুরা তুলসী বুঝিতে পারিলেন, ইহার সমস্ত কথাই মিথ্যা। "শ্রীরাধা আমার সঙ্গে আছেন কিনা"? তাহা জানিবার এবং উপহাস এড়াইবার জন্য এইগুলি শৈব্যার-বিরচিত কূট কথা মাত্র।

(৭১) "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া তুলসী মঞ্জরী ছলতাময় বাক্য দ্বারা শৈব্যার কথার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। যথা—

(৭২) "শ্রীরাধার-সুহৃদ্ শ্যামা ও (শ্যামলা) আজ নিজ গৃহে দুর্গা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। ললিতাদি সখী সমন্বিতা-শ্রীরাধার উপরে সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করায়, সকলেই সেখানে আছেন।" (কথার ভিতরের ধ্বনি এই

২৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ললিতা প্রেরিলা মোরে বৃন্দার আলয়,
ফল পুষ্প নিয়ে যাব শ্যামার-নিলয়।৭৩
এইসব কথাতে শৈব্যায় প্রতারিয়া-
তুলসী, ধনিষ্ঠা, বৃন্দা, চলিলা হাসিয়া।
কৃষ্ণের নিকটে যেন আইসেন-নাই,
শীঘ্র চলিলেন ইহা শৈব্যারে জানাই।৭৪
শৈব্যা কিছু কহিবার উদ্যম করিতে,
কৃষ্ণ তাঁরে নিবারিলা নয়ন-ইঙ্গিতে।৭৫
আপন ঔদাস্য কৃষ্ণ জানাইয়া তাতে,
চন্দ্রাবলী-সমাচার লাগিলা পুছিতে।

যে তুমি বুদ্ধি নেশা করিয়া মত্ত হইয়া, এবং বোবার-ব্রত ধারণ ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার ঘরে গিয়াছিলে? নহিলে যে-কেহকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো, সকলের জানা ঐ সংবাদটি জানিতে পারিতে?)

(৭৩) আমিও সকলের সঙ্গে শ্যামলার বাড়ীতে ছিলাম। পূজার ফুল নিয়ে যাবার জন্য—ললিতা আমাকে বনদেবী বৃন্দার নিকটে পাঠানে তাঁহাকে খুজিয়া খুজিয়া এখানে আসিয়াছি। (কথার ধ্বন্যর্থ এই যে আমিও কৃষ্ণের নিকটে আসি নাই।)

(৭৪) এইরূপে বাক্যের কৌশলে শৈব্যাকে আকাশি-ঘোড়ায় চড়াইয়া অর্থাৎ "তবে তো কৃষ্ণকে দেখিতেছি চন্দ্রাবলীর-নিকট নিতে পারিব!" শৈব্যার এই-রূপ আহ্লাদ জন্মাইয়া পরিশেষে দুঃখ-দগ্ধ করিবার-ভীষণ-পরিহাসে-প্রতারিত করিয়া—ব্যস্ততা দেখাইয়া, বৃন্দাও ধনিষ্ঠার সহিত সহর্ষে চলিয়া গেলেন। শ্রীরাধারাণীর সকল দাসীগণই এমনি সুচতুরা হন।

(৭৫) কিছু কহিবার—অর্থাৎ "তবেতো আজ আর চন্দ্রাবলীর নিমন্ত্রণ-রক্ষা করা শ্রীরাধার পক্ষে অসম্ভব, তথাপি তুমি নিমন্ত্রণের কথাটা তাঁহাকে বলিও"— এইকথা বলিবার জন্য শৈব্যা উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নয়ন-ঠারে নিষেধ করিলেন।

(৭৬) এই নিষেধের তাৎপর্য্য—ইহাদের সঙ্গে আর কথা কহিয়া সময় নষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রিয়া চন্দ্রাবলী মোর আছেন কেমন ?
কি করেন কোন্ খানে ? কহ বিবরণ।৭৬
শুনি শৈব্যা হৃষ্ট হৈয়া কহিতে লাগিলা
তাঁহার শাশুড়ী তাঁরে রুদ্ধ করেছিলা।৭৭
আমি দুর্গাব্রত-ছলে শাশুড়ী-বঞ্চিয়া
সখীস্থলী প্রান্তে বনে আইনু লইয়া।
তব সঙ্গাকুলা তাঁরে, পদ্মার সহিতে-
রাখিয়া আইনু, ত্বরা তোমা অন্বেষিতে।৭৮
শুনিয়া চিন্তিত-কৃষ্ণ, বাহ্যে সুখী হৈয়া
কহিতে লাগিলা তাঁরে বঞ্চনা করিয়া।৭৯

করিও না। ইহারা চলিয়া যাউক ; এইরূপ তাচ্ছিল্য দেখাইয়া, পরবর্ত্তী বাক্য নবকের দ্বারা চন্দ্রাবলীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

(৭৭।৭৮) শ্রীকৃষ্ণের এই কপট-কথায় চন্দ্রাবলীর প্রতি তাঁহার গভীর-অনুরাগ ও তৎসহ মিলনাকাঙ্ক্ষা বোধ করিয়া শৈব্যা, পরম হৃষ্টা হইলেন এবং বড়াই করিয়া বলিতে লাগিলেন—আজতো চন্দ্রাবলীর শাশুড়ী (ভারুণ্ডা) তাঁহাকে ঘরেই আটক রাখিয়াছিল! আমি তোমার ও তাঁহার মন জানিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইলাম—"সে কি কথা ? দেবী-পূজা বাদ করাইলে যে সর্ব্বনাশ ঘটিবে ?" ইত্যাদি বাক্যে দুর্গাব্রতের ছলে তাঁহাকে অভিসার করাইয়া সখীস্থলীর প্রান্তবর্ত্তী সঙ্কেত স্থানে পদ্মার সহিত রাখিয়া, তোমার সঙ্গলাভের জন্য তাঁহার বিষম ব্যাকুলতা দর্শনে তাড়াতাড়ি তোমাকে তালাস করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছি। এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর।

(৭৯) রাধাগত প্রাণ-শ্রীকৃষ্ণ, এই কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন—কি সর্ব্বনাশ! এ যে বিষম-বিঘটন-উপস্থিত হইল!! চতুর-চূড়ামণি তখন চতুরালীর সহিত বাহিরে ভারি আনন্দের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—পরম সুখের সংবাদ দিলে শৈব্যা!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চন্দ্রাবলী-লাগি মোর উৎকণ্ঠিত মন,
ভাগ্যে আইলেন তিহোঁ সঙ্কেত-ভবন।
তাঁরে নিয়া যাও তুমি গৌরী তীর্থ দিশে,
অতিদূরে, যথা গুরু-জন না আইসে।৮০
পর-মোদনাতে ধেনু সঞ্চালন করি,
তথা আসিতেছি আমি যত শীঘ্র পারি।
যাবৎ আমার কার্য্য করি সম্পাদন,
তাবৎ তাঁহারে নিয়া করহ গমন।৮১
শুনি ভঙ্গী করি বটু কহেন তাঁহারে,
"ধনিষ্ঠা কহিলা যাহা করহ সত্বরে"।৮২

---

(৮০) চন্দ্রাবলীর সঙ্গার্থ উৎকণ্ঠায় আমি হাবুডুবু খাইতেছি, অহো! আমার কি সৌভাগ্য! তিনি স্বয়ংই সঙ্কেত-ভবনে আসিয়াছেন!! কিন্তু ঐ বনে, ও এ বনে দাদা বলদেবাদি-গুরুজনের আগমনাশঙ্কা আছে, অতএব তুমি তাহাকে সুদূরবর্ত্তী গৌরীতীর্থের দিকে লইয়া যাও, তথায় কোনও পক্ষেরই গুরুজনের ভয় নাই। এই ছলে চন্দ্রাবলীর-দলকে সুদূর-ব্যবধানে পাঠাইয়া নিরাপদে রাধা সঙ্গানন্দ-আস্বাদনের বন্দোবস্ত করিলেন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের এই শঠতাটির মাধুর্য্যাস্বাদনের ভাগ্য যাঁহার লাভ হইয়াছে, তাঁহারই ধন্য জীবন ধন্য।

(৮১) আরোও কহিলেন—আমি একবার সখাগণের নিকটে পরমোদনাতে গমন পূর্ব্বক—গো-সঞ্চালনের ব্যবস্থাদি করিয়া দিয়াই আসিতেছি। ইতিমধ্যেই তুমি আমার প্রাণ-প্রিয়তমা চন্দ্রাবলীকে তথায় লইয়া শীঘ্র যাও। (এখনই শ্রীরাধা, নিজ কুণ্ডতীরে—আসিতেছেন জানিয়া এই সত্বরতার চালাকি। পরমোদনা—স্থানের নাম।)

(৮২) সুদূরদর্শী-নায়ক সহায় সখা মধুমঙ্গল, দেখিলেন—চতুরালিটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল না! বহু বিলম্ব দেখিয়া কি জানি শৈব্যা আবার অন্বেষণে আসিয়া পড়ে! অবশ্য আসিলেই প্রথমে পরমোদনাতে তল্লাস করিবে বটে, কিন্তু সেখানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ ক'ন "বটু ভাল স্মৃতি করাইলে,
গো-চোর পাঠাবে কংস, কাননান্তরালে।৮৩
ইহা শুনি বসুদেব মথুরা হইতে—
কহি পাঠাইলা সে সংবাদ মোর তাতে।
পিতা কহি পাঠাইলা সে সব আমারে,
ধনিষ্ঠা আসিয়াছিল তাহা কহিবারে।"৮৪
অতএব এই বিঘ্নে ব্যাজ যদি হয়,
চন্দ্রাবলী তাতে যেন দুঃখ না ভাবয়।৮৫
এইরূপে শৈব্যাকে তো প্রতারণা করি
সখাসহ গো-দিশায় চলিলা মুরারী।

না যাইয়াতো কুণ্ডতীরেও আসিতে পারে? ইহার প্রতিবিধান তো হইলনা! এইরূপ বিচার করিয়া তিনি ভঙ্গী-পূর্ব্বক শৈব্যাকে-শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যেন উদ্‌বোধিত করিয়া কহিলেন—এখন তবে ধনিষ্ঠা যে সংবাদ দিয়া গেল তদনুসারে সত্বরে ধেনু সংরক্ষণে চল। আর এক তিলও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

(৮৩।৮৪) চতুর-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তথাবিধ বটুর-মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া এই শ্লোক-দ্বয়ের কথাগুলি শৈব্যাকে শুনাইয়া, কহি পাঠাইয়া লইলেন।

(৮৫) শৈব্যাকে কহিলেন—দেখ শৈব্যে! ভবিষ্যতের কথা কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, ভগবান্ না করুন—ওই বিঘ্নটি যদি যথার্থই ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার আগমনে বিলম্ব ঘটিবে, কার্য্য দ্বারাই তোমারা তাহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু যত বিলম্বই হউক তাহাতে যেন চন্দ্রাবলী দুঃখ বোধ না করেন।

প্রত্যুৎপন্ন-মতি-সুচতুর বটু, এইরূপে নরলীলা বিহারী-প্রেমমুগ্ধ মধুর-ভগবানের চতুরালির উপরে চতুরালি বিস্তার করিয়া, উহা নিশ্ছিদ্র এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া দিলেন!! রসিক ভক্তগণ! বলুন ইহার উপরে আনন্দ আর কি আছে? ইহাতেও যাহার লোভ না হয় সে জন জীবিত না মৃত?

(৮৬) গো দিশায়—যে দিকে গো সকল রহিয়াছে, ছল করিয়া সেই দিকে চলিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শৈব্যাও ত্বরিতে গেলা চন্দ্রাবলী স্থানে
কহিলা সকল কথা হসিত বয়ানে ।৮৬
ভট্টগোস্বামীর বরে, রঘুনাথাজ্ঞায়
শ্রীজীবের সঙ্গগুণে শ্রীরূপ-সেবায় ।
উপজাত এই শ্রীগোবিন্দলীলামৃত
ষষ্ঠ সর্গ এইখানে হইল অতীত ।

যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি নিবেদন ॥

সহস্র-বদন কহিলেও অন্ত নাই !
দিগ্-দরশন মাত্র করিতেছি তাই ।

সহস্র বদন—অনন্তদেব। তিনি সহস্র মুখে অনন্তকাল কীর্ত্তন করিয়াও যে শ্রীগোবিন্দলীলা সম্যক্-প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না! সে লীলা জীবে সম্যক্ বলিবার সাধ্য কি ?

দিগ্দরশন—অঙ্গুলিনির্দ্দেশদ্বারা যেমন পূর্ব্বাদি-দিক্ দেখাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে দিকের কোনও সীমাই বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না, মোটামোটি একটা স্থূলজ্ঞান মাত্র লাভ হয়, তেমতি আমি যাহা যাহা বলিতেছি—ইহা অনন্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার দিগ্দর্শন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই বলা হইতেছে না ; সবই থাকিয়া যাইতেছে।

প্রাকৃতে—সাধারণ-ভাষায়।

আপনা বুঝাই—আপন-মনকে বুঝাই। গ্রন্থারম্ভে পদ্যানুবাদের উপক্রমের ১নং টিপ্পনীতে মনবুঝান কথার তাৎপর্য্য দেখুন।

পাদপদ্ম প্রাণধন যার—এই বিশেষণের ধ্বনি এই তাঁহাদের বন্দনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বন্দনও সম্পন্ন হয়, এবং সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়।

নিগূঢ় কথাতে—অন্তরঙ্গ-ইষ্ট গোষ্ঠীতে, স্বজাতীয় আশয়যুক্ত-রসিকভক্তবর্য্যগণের সহিত।

নিজ-সম্প্রদায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত এবং ব্রজরসে ভজন যাহাদের।

বহির্ম্মুখ—চতুর্থ সর্গের উপসংহারে যদুনন্দন ঠাকুরের নিবেদন ব্যাখ্যায় দেখুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে আছয়ে সংস্কৃতে,
আপনা বুঝাই, ইহা লিখিয়া প্রাকৃতে।
সকল-বৈষ্ণব-পদে প্রণাম আমার,
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম প্রাণধন যার।
আমি অতি তুচ্ছ-বুদ্ধি, দোষ না লইবে,
নিগূঢ় কথাতে সব বিচার করিবে।
নিজ সম্প্রদায় বিনা অন্যে না কহিবে,
বহির্ম্মুখ স্থানে কথা গোপন রাখিবে।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা অভিলাষে
গোবিন্দ-চরিত কহে যদুনন্দন দাসে।

ইতি ষষ্ঠ সর্গে রাধাকৃষ্ণ-মিলন পরামর্শ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সপ্তম সর্গ।

(পূর্ব্বাহ্নলীলা। শ্রীকৃষ্ণের রাধাকুণ্ড-শোভা-দর্শনাদি।)

(মূলের প্রথম শ্লোক)

কিয়দ্দূরং ততোগত্বা নিবৃত্যোদ্বর্ত্মনা হরিঃ।
রাধাকুণ্ডং সমায়াতঃ প্রিয়াসঙ্গোৎসুকঃপ্রিয়ং ॥

(যদুনন্দন ঠাকুরের কৃত বন্দনা)

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দীনপ্রাণ !
তোমার চরণ-পদ্মে ভক্তি দেহ দান।
জয়জয় শুদ্ধ-হেম-প্রকাণ্ড-শরীর !
জয়জয় চন্দ্রমুখ ! অন্তর-গম্ভীর !
জয় রাধা-ভাবানন্দময়-কলেবর !
কি লাগি কি কর প্রভো ! কে জানে অন্তর ?
আপনাকে যবে তুমি জানাও আপনি,
তবে তোমা জানা যায় যেবারূপ তুমি।

বন্দনার তাৎপর্য্য। হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ! তোমার জয় হউক। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। তুমি সর্ব্বজগতেরই প্রাণ বটে, তথাপি গর্ব্বাভিমান-বিহীন দীনতাপূর্ণ জনগণ, অর্থাৎ যাঁহারা জানেন "জগতে আমার কেহ নাই, পুণ্য, ভজন বল, শক্তি সামর্থ্যাদি কিছুই আমার নাই ! হায় ! আমার গতি কি হইবে" ? এইপ্রকার জ্ঞান, অনুতাপও আক্ষেপান্বিত-ব্যক্তিগণের নিকটেই তুমি প্রাণের ন্যায় পরমাশ্রয় এবং প্রিয়তমরূপে প্রকটিত। হে প্রভো! আমার সে বুদ্ধি নাই ! সুতরাং তোমাতেও প্রেম নাই !! কিন্তু তুমি জগত-ভরাইতে মানবলীলা প্রকটন করিয়াছ, অতএব কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মে আমাকে অচলা অব্যভিচারিণী ভক্তি দেও। যার যাহা নাই তাহাকে তাহা দেওয়াতেই দয়ার সাফল্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেন অন্ধ-কূপোপরি তৃণাদি দেখিয়া-
লোভি-পশুগণ, তাহে রহয়ে পড়িয়া।
তেমতি গৃহান্ধ-কূপে, বিষয় ভুঞ্জিতে
পড়িয়াছো ওহে প্রভো! না পারো উঠিতে।
কৃপা-ডোর অবলম্ব দেহ দয়াকরি,
পতিত-পাবন নাম রহু ক্ষিতিভরি।
এবে কহি শ্রীরাধিকা-কুণ্ডের বর্ণন;
যাহা শুনি সুখী হয় প্রেমীভক্তগণ।

তোমার শুদ্ধ-হেম-কান্তি অর্থাৎ স্নিগ্ধোজ্জ্বল-অমিশ্র কাঁচা-সোণারবর্ণে জগতের নয়ন জুড়ায় ও নির্ম্মল হয়, এবং ভাগ্যবান্-ভক্তগণ ইহার অনুভবাস্বাদে রাধা-রসে সাঁতার খেলেন। সেই কান্তি-বিলসিত-প্রকাণ্ড শরীর অর্থাৎ ঈশ্বর লক্ষণান্বিত চারিহস্ত-পরিমিত-বপু, তদুচিত-অঙ্গ-সন্নিবেশ ও আজানুলম্বিত-বাহুর-দর্শন-ধ্যান-স্মরণ বা বর্ণনা শ্রবণের সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটে, তাঁহারাই তোমার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন, অতএব এই অপরূপ-অঙ্গকান্তি-যুক্ত শ্রীঅঙ্গের অধিকারী তোমার জয় হউক।

তোমার চাঁদবদন সর্ব্বানন্দপ্রদ এবং মনের অজ্ঞানান্ধকার ও পাপতমো-বিধ্বংশক; তোমার গম্ভীর মনোভাব দুরবগাহ হইয়াও মন-বুদ্ধির চাঞ্চল্য বিনা-শক ও চিত্তাকর্ষক। রাধা-ভাবানন্দময় ও তদ্ভাবে উপজাত অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ গদ্গদিকা ও সংজ্ঞাশূন্যতাদিতে বিলসিত তোমার প্রেম-কলেবর জগতের নবজীবন প্রদায়ক! এ সকলের বালাই লইয়া বলি এমনি সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত থাকিয়া তুমি রসাস্বাদন ও প্রেম দান কর। তোমার জয় হউক। তুমি কেন—কোন্ সুমঙ্গল-সাধনের জন্য যে কি কর, তাহা জীব-মুক্ত-মহাত্মাগণ পর্য্যন্ত – কেহই জানেন না। কামাদির কিঙ্কর-বুদ্ধিভ্রষ্ট হতভাগ্য আমি কি বুঝিব? "তুমি যে কি বস্তু" তাহাও কেহ যুক্তি-তর্ক-বিচারাদি দ্বারা জানিতে পারেন না, তুমি যাঁহাকে জানাও কেবল মাত্র তিনিই জানিতে পারেন।

হে প্রভো! অব্যবহার্য্য শুষ্ক-কূপে (কুয়াতে) তৃণাদি উপজাত এবং বর্দ্ধিত হইয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করে এবং সমভূমি মনে করিয়া তৃণলোভি-পশুগণ

২৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(অনুবাদ।)

এইমতে কৃষ্ণচন্দ্র কতদূর গিয়া,
নিবৃত্ত হইয়া শীঘ্র আইলা ফিরিয়া।
রাধিকার-সঙ্গলাগি উৎকণ্ঠিত মন
রাধাকুণ্ড তটেতে করিলা আগমন।১
আসিয়া দেখেন কুণ্ড-শোভা বিলক্ষণ,
দেখিয়া হইলা কৃষ্ণ, হরষিত-মন।
সর্ব্বদিক্ রত্ন-বাঁধা-সোপানে বেষ্টিত,
চারিদিকে চারিঘাট মণিরত্নাচিত।২

সেই কূপে নিপতিত হয়, আর উঠিতে পারেনা; তেমনি আমি মায়ার-আবরণে ভ্রান্ত ও বিমোহিত হইয়া, মায়িক সুখরূপ মরিচিকার লোভে গৃহ অর্থাৎ সংসার-রূপ-অন্ধকূপে পড়িয়া প্রাণে মরিতেছি!! হে দুর্গতের গতি! কৃপারূপ ডোরি নীচে নামাইয়া দিয়া আমাকে উদ্ধার কর। আমি তোমার ব্রজলীলা-রস আস্বাদন করিয়া জন্ম জীবন সফল করি। তোমার পতিত-পাবন নামের জয়ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ হউক।

(১) "আমি গোচারণে চলিলাম" এইটি শৈব্যাকে বুঝাইবার জন্য খানিকটা গিয়াই, বনের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ, রাধাকুণ্ডের তীরে ফিরিয়া আসিলেন।

(২) শ্রীরাধার দর্শনোৎকণ্ঠায়, তাঁহার রূপে পরিপূর্ণ-নয়ন-মন দ্বারা, শ্রীরাধাকুণ্ডের শোভা দর্শন করিয়া-করিয়া, অনুরাগের পরিসীমাপ্রাপ্ত-নাগরবরের মনে হইতে লাগিল,—আহা! যার দেহ সুন্দর, মন সুন্দর, বাক্য ব্যবহার, হর্ষ, ক্রোধ, ঈর্ষা, মান, অভিমান, তাড়ন ভৎর্সন, আদর, আহ্লাদ, সমস্তই সুন্দর! যাহার সখীগণ সুন্দর, দাসীগণ সুন্দর, দূতীগণ সুন্দর, হিতৈষীগণ সুন্দর, তাঁহার কুণ্ড ও কুণ্ডারণ্য তেমনি নিত্য নব-সৌন্দর্য্যে-সুমণ্ডিত ও তেমনি মাধুর্য্যময় ও তেমনি রসানন্দের উদ্দীপক!! হইবেনা কেন? আমার প্রাণ-প্রিয়তমা-রাধা যাহাকে প্রীতি করেন বা স্নেহ করেন সে মানুষ হউক, পশুপাখী হউক, স্থাবর বা অচেতনই হউক—অন্তরে বাহিরে সৌন্দার্য্যের নিধি হইয়া উঠে!! আহা! প্রত্যহ দৃষ্ট এই কুণ্ড ও কুণ্ডারণ্যখানি আজ যেন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের-সিন্ধু হইয়া আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতি ঘট্টোপরি রত্ন-মণ্ডপ শোভন,
প্রতি মণ্ডপের ধারে রতন-অঙ্গন।
ঘাটের উভয় পাশে মণির কুট্টিমা
অতি মনোহর-শোভা নাহিক উপমা ।৩
মণ্ডপের চারিপাশে, বৃক্ষাবলম্বিত
ফুলে, বস্ত্রে, চারি চারি হিন্দোলা-সজ্জিত ।৪
দক্ষিণে চম্পক-বৃক্ষে হিন্দোলারগণ,
পূর্ব্বদিকে কদম্বেতে তাদের দোলন।
পশ্চিমে রসালে হিন্দোলিকা-মালা সাজে,
কুণ্ডোত্তরে বকুলের-শাখায় বিরাজে ।৫

প্রাণকে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচাইতেছে! কত মধুর-উদ্দীপনা ও উন্মাদনা দান করিতেছে!! যেন আমার প্রাণেশ্বরীর অঙ্গ মাধুরী আনিয়া আমাকে উপহার দিতেছে!

ইত্যাদি ভাবে ও আনন্দে মগ্ন হইয়া আজ শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডের ও কুণ্ড-কাননের প্রতি অংশ দর্শন করিতেছেন। যখন যাহাতে তাঁহার নেত্র পড়িতেছে, সিদ্ধ-ভাবাবিষ্ট পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা, আমাদিগকে তাহারই ক্রমিক বর্ণনা দ্বারা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা :— রত্নের দ্বারা বাঁধা সিড়ি সমূহে কুণ্ডটি পরিবৃত। চারিপাড়ে চারিখানা ঘাট মণিতে ও রত্নেতে খচিত।

(৩) প্রত্যেক ঘাটের উপরে পাড়ে এক একটি রত্ন মণ্ডপ। সেই সকল মণ্ডপের দুই পার্শ্বে ও পৃষ্ঠভাগে রত্নে বাঁধা আঙ্গিনা।

(৪) ঘাটের সিড়িগুলির ডাহিনে ও বামে জল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত নানা মণি নির্ম্মিত কুট্টিমা অর্থাৎ উপবেশন-মঞ্চ, অবশ্যই তাহার অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ, বিস্তৃত এবং বসিবার বেদীযুক্ত। এবং প্রত্যেক মণ্ডপের চারিপাশে চারিখানি হিন্দোলা গাছের ডালে ঝুলিতেছে। উহা পুষ্পে ও বস্ত্রে সাজানো।

(৫) দক্ষিণ পাড়ের হিন্দোলাগুলি মণ্ডপের চতুষ্কোণবর্ত্তী চারিটী চম্পক বৃক্ষের শাখায় ঝুলানো ইত্যাদি। সহকার—আম্র।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

কুণ্ড-পূর্ব্বদিকে, অগ্নিকোণের-নিকটে,
রত্নস্তম্ভ-অবলম্বে রত্নসেতু বটে।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড উভয়ের জল
সেতুর নীচের খালে করে চলাচল।৬
তীরের উপরে চারিদিকে বৃক্ষবৃন্দ,
প্রতি বৃক্ষ-মূল নানারত্ননেতে বন্ধ।
বড়বড় মণির-কুট্টিমা সুরচিত-
প্রতিবৃক্ষতলকে বেড়িয়া বিরাজিত।
গলাসম উচ্চ কাহো, কাহো বুকসম,
কাহো নাভীসম, কাহো হয় জানুসম।
কাহো উরুসম উচ্চ করিয়া রচনা;
চারিদিক-ঘেরি-রত্ন সোপান ঘটনা।
ছয়, সাত, অষ্ট কোণ আর গোলাকার,
বিভিন্ন কুট্টিমাবলী, অতি চমৎকার!
বেদী বাঁধা তদুপরি; তাহাতে বসিয়া-
যুগলের-নর্ম্মালাপ, পরিজন লৈয়া।
নিদাঘে শীতল, শীতে উষ্ণ-সমুচিত,
এইরূপ মণিতে সমস্ত নিরমিত।
মণির কান্তিতে বারি-তরঙ্গ-প্রতীত
আলবালে, প্রতিবৃক্ষ-গোড়া সুমণ্ডিত।
মণিগণে জলমানি, বিহগ-নিচয়-
পিয়াসে সতত তাহে নিপতিত হয়।

(৬) কখনও শ্যামকুণ্ড হইতে জল আইসে, কখনও বা তথায় যায়। এই-রূপ উল্টাপাল্টা স্রোত চলে।

(৭।৮।৯) কুট্টিমা—পিঢ়া পিণ্ডা ইত্যাদি নামিত বসিবার বাঁধা-উচ্চস্থান। প্রত্যেক বৃক্ষের গোড়ায় কুট্টিমা; আকার উচ্চতা ভেদে নানাকৃতি কুট্টিমার

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফুলে ফলে দলে অবনত তরুচয়
কুসুমিত বহু-লতাযুত শোভাময় ।৭।৮।৯
কুণ্ড-চারিকোণে চারি-মাধবীর কুঞ্জ
'বাসন্তীর-চতুঃশালা' নাম, মনোরঞ্জ ।
পুষ্পিত-কাঞ্চন আর অশোক কেশর-
কুসুমের, চারিদিকে কুঞ্জ বহুতর ।১০
তার বাহ্যে কুণ্ড বেড়ি কদলীর বৃক্ষ,
পক্কাপক্ক-ফল পুষ্পসহ লক্ষলক্ষ ।১১
পুষ্প-বন-মালা, উপবনে আলিঙ্গিত-
তাহার বাহিরে, পুনঃ চৌদিগে বেষ্টিত ।
কুণ্ডের ভিতরে শোভে জলের উপর
দিব্যরত্ন মন্দির ও সেতু মনোহর ।১২
পুষ্প-বনমালা, আর উপবন মাঝে,
সেবা-সামগ্রীর-ঘর অনেক বিরাজে ।
বৃন্দাদেবী সে সকলে, নিজগণ লৈয়া-
রাখেন সেবার দ্রব্য, আনন্দ পাইয়া ।

বর্ণনা করিয়াছেন। সকল কুট্টিমার উপরেই আরামে বসিবার বেদী বাঁধা। আলবাল—জল আটকের ঘেরা বাঁধ-প্রত্যেক বৃক্ষের গোড়ায় স্ফটিক-মণিতে নির্ম্মিত ; সুতরাং মণিতে জলভ্রম হয়।

(১০) চতুঃশালা—চৌতারা। কুসুমের কুঞ্জগুলি কুণ্ড-ঘেরিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংস্থিত। এগুলি কেলি কুঞ্জাপেক্ষা ছোট।

(১২) উপবনে আলিঙ্গিত—অর্থাৎ ভিতরে পুষ্পবন এবং তাহার বাহিরে ফল বন। জলমধ্যে অনঙ্গ মঞ্জরীর কুঞ্জ।

(১৩।১৪) এই সকল সেবা সামগ্রীর-ঘরের নামান্তর শিল্পশালা। এইগুলি ফুলবন, ফলবন দুইয়েতেই আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুঞ্জ-দাসী শত শত আছয় তথায়,
পুষ্প তোলে, সেবাযোগ্য-সামগ্রী যোগায়।১৩।১৪
ঋতুরাজ আদিকরি যতঋতুগণ,
কুণ্ড কাননের সেবা করে অনুক্ষণ।
বৃন্দাদেবী সেবেন শ্রীনিকুঞ্জ-আলয়
সিঞ্চেন সুগন্ধি জলে পথাঙ্গনালয়।১৫
মণ্ডপ, তোরণ, দোলা, কুঞ্জাদিরগণ
চান্দোয়া, পতাকা, পুষ্পগুচ্ছে সুশোভন।১৬
লীলা-কুঞ্জে শয্যা নবপল্লবে রচিত,
বোঁটাশূন্য-নানাফুলে-পল্লবে খচিত।
চন্দ্রউপাধান তাতে আছয়ে কোমল,
মধুপাত্র, তাম্বূলাম্বু-পাত্র, নিরমল।১৭
কহ্লার ও পুণ্ডরীক আর রক্তোৎপল
পঙ্কেরুহ ইন্দীবর, কৈরব সকল।
আছয়ে কুণ্ডের জল সুবাসিত করি,
ক্ষরিত-মরন্দে আর পরাগেতে ভরি।১৮
কলহংস হংসী, চক্রবাক চক্রবাকী,
সারস সারসী; মদ্গু, ডাহুক ডাহুকী।
কর্ণমনোহারি-শব্দ সদাই করয়,
কত আছে কুণ্ডে তাহা কহিল না হয়।১৯

(১৬) তোরণ—দেউড়ি। (১৭) চন্দ্র উপাধান—শিয়রের ও হেলানের বালিস। তাম্বূলাম্বুপাত্র—পানের বাটা ও জলপাত্র।

(১৮) কহ্লার—শ্বেতবর্ণ সুঁদি। পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম। পঙ্কেরুহ—সাধারণ পদ্ম। ইন্দীবর—নীলবর্ণ-সুঁদি। কৈরব—কুমুদ। ক্ষরিত মরন্দ—বিগলিত মধু। পরাগ—রেণু (যাহা ঝরিয়া জলে পড়িতেছে)

(১৯) মদ্গু—পানিকৌড়ি নামক পক্ষী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুকশারী পরস্পরে সুরঙ্গ-করিয়া
কৃষ্ণলীলা-রসকাব্য গায় সুখ পাঞা ।২০
শিখিগণ ডাকে, নাচে, দেখি কৃষ্ণ-কাঁতি
কুণ্ডতটে অঙ্গনে উদ্যানে কত ভাঁতি ।২১
পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত,
কৃষ্ণদেখি কর্ণামৃত-ধ্বনি করে কত ।২২
কৃষ্ণ-মুখ-শোভা কোটি-চন্দ্র নির্ম্মঞ্ছিত,
দেখিয়া চকোরগণ হয়ে হরষিত ।
হুঙ্কার করিয়া সবে চন্দ্র তেয়াগিয়া-
কৃষ্ণমুখচন্দ্র-কান্তি পিয়ে সুখী হৈয়া ।২৩
লতা বৃক্ষে পুষ্প ফল মুকুল মঞ্জরী,
পক্কাপক্ক, জালি, ফলে নম্র, মনোহারী ।২৪
বহু-পদ্মাকর হয় মধ্যদেশ, যার-
তীরে নীরে চারিদিকে হরির-বিহার ।
নানাবর্ণ-পদ্মের কান্তিতে ঝলসিত,
গুণেতে জিনিল ক্ষীর-সমুদ্র নিশ্চিত ।২৫

(২০) শুক-শারীর রঙ্গালাপের প্রকার ১৩শ সর্গে দ্রষ্টব্য। (২৪) জালি—কচিকচি। নম্র—অবনত।

(২৫) বহু পদ্মাকর—অনেক পদ্মের উৎপত্তি স্থান। শ্লেষার্থ :— অনেক পদ্মার আকর—উৎপাদক। পদ্মা অর্থ—লক্ষ্মী, সৌন্দর্য্যই লক্ষ্মী-স্বরূপ; এই তাৎপর্য্যে সৌন্দর্য্য মালায়-সুমণ্ডিত শ্রীরাধাকুণ্ড বহু পদ্মার আকর। ক্ষীর সমুদ্রের মন্থনে, একজনা মাত্র লক্ষ্মীর উৎপত্তি, এবং ক্ষীর সাগরের কেবল মাত্র একস্থানে হরির লীলা, কিন্তু শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে নীরে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলা! অতএব ক্ষীর সমুদ্র, শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটে অতি তুচ্ছ !!

এই সমস্ত কথাই গ্রন্থ-কর্ত্তার কণ্ঠোক্তি; শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব নহে। কুণ্ডের তীর-নীরাদি-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনে কেবলই পূর্ব্বাচরিত-লীলা সকলের স্মৃতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজতুল্য তীরনীর যুত, পার্শ্বস্থিত-
কৃষ্ণ পাদজাত-শ্যামকুণ্ড-পরশিত।২৬
সেতুরূপ-বসনের নিম্নদেশ দিয়া
সলজ্জ-পরশ যেন হাত বাড়াইয়া।০
কুণ্ডতীরে অষ্টদিকে অষ্টকুঞ্জ হয়,
শ্রেষ্ঠ সখীগণের নামেতে পরিচয়।
এই রাধাকৃষ্ণ-ক্রীড়া সুখময়াগার,
নিজ নিজ হাতে তাঁরা করেন সংস্কার।২৭
তাহাদের দিকের সীমায় অগণন-
উদ্যানে ও উপবনে শিল্পশালাগণ।
সীমায় সীমায় দুই-সারি বৃক্ষ হয়
তাহার ভিতরে চারুপথ বিরাজয়।২৮
সঙ্কীর্ণ-সেপথ, মরকত মণিদিয়া-
ভিতর রচিত। বহু-সাজনি করিয়া।
পথের উপর-মণিস্ফটিকে রচিত,
পরম আশ্চর্য্য! যেন নদী পরতীত।
ছোট ছোট ঢেউ যেন নদীতে বহয়,
এমনি মণির-কারুকার্য্যে ভ্রম হয়।২৯

এবং ভবিষ্য-লীলার সাধ জাগিয়া জাগিয়া, এবং শুক-চকোরাদি-পক্ষ্যাদির প্রেম দর্শনে প্রাণ-প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা উদ্দীপিত হইয়া, তাঁহাকে উন্মাদিত করিতেছে! ইহাই আস্বাদনীয়।

(২৭) শ্রেষ্ঠ-সখী—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুলেখা। (তাঁরা) এই সকল সখীরা নিজ নিজ কুঞ্জ সকল রাধা-শ্যামের লীলা-সুখার্থ স্বহস্তে সংস্কার করেন। তাঁহাদের দিকের—যে দিকে যে কুঞ্জ আছে তাহার সেই দিকের। তাহার ভিতরে—বৃক্ষশ্রেণী-দ্বয়ের মধ্যস্থানে।

(২৯) নীচে মরকত মণি এবং তার উপরে স্ফটিক মণির দ্বারা পথ সকল বাঁধানো থাকায়, শীতকালীন-নদী জলের নীলাভ-স্বচ্ছতা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মণি-ভিতে উদ্যান ও উপবন বেঢ়া,
মাঝের ভিত্তিতে তার, দ্বারবৃন্দ জোড়া।
অন্যলোক তথা যদি পরবেশ করে
ভিতে দ্বার জ্ঞান হয়, ভিতজ্ঞান দ্বারে।৩০

(অষ্টকেলি-কুঞ্জের বর্ণনা)

(১ম, ললিতানন্দদকুঞ্জ)

কুণ্ডের উত্তর দিকে ললিতার কুঞ্জ,
চত্বর অনঙ্গাম্বুজ তাহে মনোরঞ্জ।
অষ্টদল-পদ্মতুল্য কুঞ্জের আকার
হেম-রম্ভাবলী হয় কেশর তাহার।
অষ্টদলে অষ্টকুঞ্জ আছে বিলক্ষণ, ৩১
পশ্চাৎ বিবরি তার করিব বর্ণন।০

---

(৩০) পুষ্পোদ্যানের ও ফল-বনের ভিতর বাহির উভয় দিক্‌ই ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। কাজেই উভয় উপবনের দুইধারে দুইটি এবং মধ্য সীমায় একটি প্রাচীর। এই মাঝখানের-ভিত্তিতে উপবনান্তরে গমনাগমনের নিমিত্ত অনেকগুলি দ্বার বর্ত্তমান আছে, এই শ্লোকে ঐ দ্বারবৃন্দের ও ভিত্তির বিশেষ বর্ণনা।

(৩১) ২৭নং শ্লোকোক্ত—অষ্টদিকের-অষ্টকুঞ্জের বিশেষ বর্ণনা আরম্ভ করিয়া, এই শ্লোকাবধি ৭২নং পর্য্যন্ত শ্লোক-সকলেরদ্বারা উত্তরদিকস্থ ললিতানন্দদ কুঞ্জের কথা, এবং ৭৩ অবধি ১০১ নং পর্য্যন্ত শ্লোকে অন্য সাত কুঞ্জের কথা বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীললিতানন্দদ কুঞ্জ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ঠিক্ মধ্যস্থানে অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজ নামক চত্বর (আঙ্গিনা); ঐ আঙ্গিনাখানি, বিকসিত-সহস্রদল-পদ্মের ন্যায় গোলাকার এবং বক্র বক্র অগ্রসীমাবিশিষ্ট। আঙ্গিনাকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া ঘন-সন্নিবিষ্ট-কদলীবৃক্ষের শ্রেণী অবস্থিত। তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্মের—বিকসিত অষ্ট-পত্রের আকারে অষ্টদিকে (উপকুঞ্জাবলী সমন্বিত) আটটি বড় বড় কুঞ্জ আছে। ঐ গুলিই যেন সমগ্র-মূল কুঞ্জরূপ

৩০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(কর্ণিকার বর্ণন)

সহস্র দলের পদ্মাকৃতি কর্ণিকার,
মধ্যস্থানে সুবর্ণের-কুট্টিমা তাহার।
রাধাকৃষ্ণ যে লীলা করেন যেসময়
তখন তেমনি লঘু, বিস্তারিত হয়।৩২
ললিতাদেবীর শিষ্যা, নাম কলাবতী
সংস্কার করেন তিহো এইস্থান নিতি।৩৩
ছয়ঋতু পূর্ণ সদা সর্ব্বকেলি-মূল,
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাতে সখী অনুকূল।
"ললিতানন্দদকুঞ্জ-রাজপট্ট" নাম,
যত শোভা আছে, তার এথায় বিশ্রাম।৩৪
মাণিক্যকেশর, তার সুবর্ণ কর্ণিকা,
ক্রমশঃ দ্বিগুণ, বাহে পত্র-মণ্ডলিকা।৩৫

কমলের দল অর্থাৎ পাপ্‌ড়ি এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবদ্ধ বলয়াকার-স্বর্ণকদলীর মালা তাহার কেশর, ও চক্রাকার-চত্বরখানি তাহার বৃহৎ কর্ণিকার।

(৩২) এই শ্লোকাবধি ৪০নং পর্য্যন্ত শ্লোক সকলের দ্বারা অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজ-চত্বরের বর্ণনা। যথা—এই চত্বরের ঠিক মধ্যস্থানে একটি জানুমান উচ্চকুট্টিমা, তাহার বাহিরে নীচে চারিদিকে সহস্রদলপদ্মপত্রের আকারে-মণিখচিত-সমতল আঙ্গিনা। এইগুলি লীলানুসারে সঙ্কুচিত বিস্তৃত হয়।

(৩৪) এইস্থান সতত ছয়ঋতুতে নিষেবিত, নিখিল কেলির আগার এবং সমস্ত জগতের-যাবতীয় শোভার ভাণ্ডারস্বরূপ। ইহা "ললিতানন্দদ কুঞ্জের রাজপাট" নামে প্রসিদ্ধ।

(৩৫) এই রাজসিংহাসনের মধ্যবর্ত্তী কুট্টিমাগারটি পদ্মের কর্ণিকার আকারে স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত এবং মাণিক্য নির্ম্মিত-কেশরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাহার বাহিরে কুট্টিমার নিম্নে প্রথমতঃ আটটি দলপত্রের একমণ্ডল, তৎপরে ষোলপত্রের তৎপরে বত্রিশ পত্রের, তৎপরে ৬৪ পত্রের, তৎপরে ১২৮ পত্রের, তৎপরে ২৫৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একৈক রত্নের প্রতি-পত্রের-মণ্ডল
প্রতিমণ্ডলেই সব সম-পত্র-দল।৩৬

(শ্রীললিতানন্দদাকুঞ্জ বর্ণনা)

পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদক-পদ্মের গুণান্বিত
সুন্দর, স-মধু, মৃদু সৌরভে পূরিত।৩৭
আদ্যমণ্ডলান্তে পঞ্চমণ্ডপ-স্বর্ণের,
দ্বিতীয়ের-বাহিরে পাঁচটি প্রবালের।
তৃতীয় মণ্ডলপ্রান্তে তথা, পদ্মরাগে,
স্ফটিকে নির্ম্মিত চতুর্থের বহির্ভাগে।
পত্রের-পঞ্চম-মণ্ডলিকার বাহিরে—
পঞ্চনীলমণির-মণ্ডপ শোভাকরে।৩৮
মণ্ডপ-ভিতরে, নানারঙ্গে বিনির্ম্মিত—
দেবতা মনুষ্য পক্ষী মৃগাদি চিত্রিত।
স্ত্রী-পুরুষ বিনির্ম্মিত দোহে সঙ্গভাবে।
রস-উদ্দীপন করে যাহার প্রভাবে।৩৯

পত্রের এবং তৎপরে ৫১২ পত্রের এক একটি করিয়া মোটে সাতটি পত্র-মণ্ডল; তাহাতে সর্ব্বসমেত পত্রসংখ্যা ১০১৬টি, বটে।

(৩৬) প্রত্যেক পত্রমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের-এক এক জাতীয় রত্নদ্বারা নির্ম্মিত এবং প্রতি মণ্ডলের পত্রগুলি এক সমান।

(৩৭) কর্ণিকার, কেশর, পত্র সমস্তই পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদক-পদ্মের গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ সৌন্দর্য্যে চক্ষুর আহ্লাদক, মধুতে জিহ্বার, মৃদুতায় চর্ম্মের, সৌরভে নাসিকার এবং ভ্রমরাদির গুঞ্জনে কর্ণের আহ্লাদপ্রদ।

(৩৮) প্রথম পত্র-মণ্ডলের বহির্ভাগে মণ্ডলাকারে পাঁচটী স্বর্ণমণ্ডপ, দ্বিতীয় পত্র-মণ্ডলের বহির্ভাগে পাঁচটী প্রবালের মণ্ডপ, তৃতীয় পত্রম-মণ্ডলের বাহিরে পদ্মরাগের, চতুর্থ মণ্ডলের বাহিরে স্ফটিকের এবং পঞ্চম পত্রমণ্ডলের বাহিরে নীলমণির-পাঁচ পাঁচটী মণ্ডপ বিরাজিত। সপ্তম ও অষ্টম মণ্ডলে মণ্ডপ নাই।

(৩৯) ঐ সকল মণ্ডপের ভিতরের কুট্টিমায় নানারঙ্গে রচিত করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চবর্ণ পত্র-পুষ্পে শোভে মধ্য কর্ণিকার
কেশরাদিবৃক্ষ-শাখা, চন্দ্রাতপাকার।
তারতলে জানুদয় কুট্টিমা আগার,
শোভিত সহস্র পত্র মধ্য-কর্ণিকার ।৪০

(তৎবায়ুকোণদলস্থবসন্তসুখদনামক শাখাকুঞ্জবর্ণন)

বায়ুকোণ-দলেতে পরম-মনোরম,
বসন্ত-সুখদ নাম কুঞ্জ অনুপম।
চারিদিকে বেড়া অষ্টউপকুঞ্জ তার,
অষ্টদলান্বিত-পদ্মপুষ্পের আকার।

অঙ্কিত করা পশু, পক্ষী, মৃগ, মনুষ্য দেবতাদির চিত্র, সুশোভিত। প্রত্যেক চিত্রই নারীজাতি ও পুরুষজাতির আদিরসময় ভাববিশিষ্ট।

(৪০) এই শ্লোকেও, ৩২নং শ্লোকোক্ত—(ঠিক মধ্যস্থানের) কুট্টিমালয়ের বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—শুক্ল, শ্যাম, রক্ত, পীত ও হরিত—এই পঞ্চবর্ণ পত্র ও পুষ্পযুক্ত বকুল-নাগ-কেশরাদি-বৃক্ষ সকলের শাখার সম্মিলনে কুট্টিমাগারের উপরে, যেন সুন্দর চন্দ্রাতপ অর্থাৎ চান্দোয়া খাটানো। নীচে জানুদয় অর্থাৎ জানু পরিমিত উচ্চ রত্নকুট্টিমা। এইরূপে সহস্রপত্র ও কর্ণিকার বিরাজিত।

বিশেষ কথা—অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজ-চত্বররূপ কর্ণিকারই ললিতানন্দদ-কুঞ্জের কেন্দ্রস্থানীয় মূল কুঞ্জ। ইহার ঠিক্ মধ্যস্থানে স্বর্ণকুট্টিমা, সেই কুট্টিমার উপরে উচ্চ-চূড়-ছত্রী। কুট্টিমার চতুর্দ্দিকে উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী, তাহাদের শাখায় কুট্টিমার চূড়া আচ্ছাদিত। বৃক্ষশ্রেণীর বাহিরের সমস্ত আঙ্গিনা পদ্ম-পত্রাকারে মণিদ্বারা-খচিত এবং তদুপরি পঁচিশটী মণি-মণ্ডপ। ইহাই ৩২ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত শ্লোকের মূলকথা। অতঃপর তদ্‌বহির্ব্বর্ত্তী অষ্টদলের অষ্ট শাখকুঞ্জ বর্ণনা।

(৪১।৪২।৪৩) অষ্টদলপদ্মাকৃতি ললিতানন্দদ-কুঞ্জের বায়ুকোণস্থদলে, বসন্ত-সুখদ নামক শাখা-কুঞ্জ, এই কুঞ্জ আসল কুঞ্জের একটী দলমাত্র বটে, তথাপি ইহাও অষ্টদল-পদ্মাকৃতি। কর্ণিকার স্থানে সদাপুষ্পশোভিত বড় বড়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমূল-পুষ্পিতাশোক-লতায় বেষ্টিত—
উপকুঞ্জ-সমুদয়, সুন্দর-শোভিত।
শ্বেতারুণ-পীত-শ্যাম-হরিত-বরণ
অশোক-কুসুমে বিলসিত সর্ব্বক্ষণ।
কুসুমিত প্রবীণ-অশোক বৃক্ষগণে
নিরমিত মূলকুঞ্জ, কর্ণিকার-স্থানে।
ভ্রমরগুঞ্জন তথা, কোকিলের ধ্বনি
অতি সুখ পান রাধাকৃষ্ণ তাহা শুনি ।৪১।৪২।৪৩

(শ্রীললিতানন্দদ কুঞ্জের নৈঋ্ঋতদলস্থ পদ্ম-মন্দির বর্ণন)

শ্রীললিতানন্দদের নৈঋ্ঋত-দলেতে,
শ্রীপদ্মমন্দির আছে অপূর্ব্ব নির্ম্মিতে।
নানামণি-বিরাজিত হয় তার ভিত,
বিচিত্র-রচনা-চতুর্দ্বার নিরমিত।
সে চারিদ্বারের পাশে পাশে বাতায়ন,
(তাহাতে নিগূঢ়লীলা দেখে সখীগণ)
পূর্ব্বরাগাদিক-লীলা চিত্রিত ভিতরে,
রাস-কুঞ্জ-বিলাসাদি, বিচিত্র প্রকারে ।৪৪।৪৫

অশোক বৃক্ষের মূল-লীলাকুঞ্জ। এবং তাহাকে ঘেরিয়া অষ্ট-দলাকারে আটটি উপকুঞ্জ। সেইগুলি অবশ্যই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; ও শ্বেত রক্ত, পীত, শ্যাম ও হরিতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট অশোকলতায়-বিনির্ম্মিত। সমগ্র কুঞ্জটী ভ্রমর কোকিলের মধুর ধ্বনিতে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের পরম সুখপ্রদ।

(৪৪।৪৫) ললতা-নন্দদ কুঞ্জের নৈঋ্ঋত-কোণস্থ দলে পদ্ম-মন্দির নামক অট্টালিকা-কুঞ্জ অবস্থিত। এই মন্দিরটি ত্রিতল, নিম্নতল নানা মণিময়-ভিত্তিতে বেষ্টিত। চারিদিকে চারিখানি দ্বার আছে এবং দ্বারের পাশে পাশে বড় বড় বাতায়ন আছে। ভিত্তির অর্থাৎ দেওয়ালের ভিতর-পার্শ্বে শ্রীশ্রীরাধামাধবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অরিষ্ট-পুতনাবধ-আদি লীলা যত
মন্দিরের বাহিরে চিত্রিত নানামত ।৪৬
মধ্যের মন্দির এই কর্ণিকা সমান,
নানারত্নে তাহার কেশর নিরমাণ !
বাহেতার ষোল-রত্ন-কোঠা পত্রাকার
দেখিয়া অপূর্ব্বশোভা লাগে চমৎকার ।৪৭
দুই দুই কোঠা-মধ্যে, ভিতর বিভাগে—
ষোল রত্ন-উপকোঠা অপরূপ লাগে।
দ্বিতলেও এইরূপ সন্নিবেশ হয়,
ষোল-কোঠা, ষোল উপ-কোঠা শোভাময় ।৪৮
প্রবালের-বলভীতে ক্রমে উচ্চতর
(ভীতহীন) স্ফটিকের-স্তম্ভবহুতর ।৪৯
তীর্য্যক্-রতন-চাল তাহার উপর,
ক্রমে উর্দ্ধ-আকারেতে স্থাপিত সুন্দর।

পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধীয় (প্রথম মিলনের পূর্ব্বের) সমুদয় লীলার এবং রাস কুঞ্জ বিলাসাদির চিত্রাঙ্কিত।

(৪৬) এবং বাহিরের দিকে পুতনাবধাদি বহিরঙ্গ লীলাবলীর চিত্র, মণির উপরে আঁকা।

(৪৭।৪৮) মধ্য-মন্দিরটি পদ্মকর্ণিকার সদৃশ, (ইহাদ্বারা বুঝা গেল গোলাকার) ইহার দেওয়ালের বহির্ভাগের নিম্নদেশ নানারত্নে পদ্মকেশরের-আকৃতি বিশিষ্ট। তাহার বাহিরে পদ্মপত্রাকারে ষোলটি কোঠা মণ্ডলী-বদ্ধভাবে-বিদ্যমান এবং প্রত্যেক দুই দুই-কোঠার-ফাঁকে ফাঁকে ভিতর দিকে একটি একটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ষোলটি-উপকোঠা আছে। দ্বিতলেও ঠিক এইরূপ সংস্থান।

(৪৯।৫০) দ্বিতলের পার্শ্বে পার্শ্বে প্রবাল নির্ম্মিত বলভী অর্থাৎ বাহিরের দিকে বাড়ানো চিলে কোঠা সুশোভিত। তাহাতে বহুতর ক্রমোচ্চ স্ফটিক মণির স্ফুরাকার স্তম্ভের উপরে তীর্য্যক্ আকারে (কাত্ করিয়া) রত্ননির্ম্মিত-চাল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রত্নকুম্ভ-শোভে তার শিখর-উপরে,
বলভীর চাল, এইরূপ শোভা ধরে।৫০
মুক্ত-পার্শ্ব-ত্রিতল শোভিত সর্ব্বোপরে
রাধাকৃষ্ণ, বনশোভা হেরিবার তরে।৫১
মন্দিরের তলদেশ অপূর্ব্ব-রচিত.
রতন-খচিত-নানাচিত্রে সু-চিত্রিত।
পার্শ্বে দুই দুই উপকুট্টিমার মাঝে,
চারিদিকে মনোহর-সোপান বিরাজে।৫২
কণ্ঠসমউচ্চ এক অতি বিস্তারিত—
কুট্টিমা, সে মন্দিরের চৌদিকে বেষ্টিত।৫৩

[stamp]

বসানো রহিয়াছে, তদুপরি অর্থাৎ দ্বিতলের রেলিংএর কার্ণিসে রত্নকুম্ভ-সকল বিরাজিত।

(৫১) ত্রিতলে, দ্বার, দেওয়াল, কোঠা, উপকোঠাদি নাই। চতুঃপার্শ্বে খোলা। স্তম্ভাবলীর উপরে ছাদ। তথায় বসিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সমস্ত কুঞ্জারণ্যের শোভা দর্শন করেন।

(৫২) পদ্মমন্দিরের নিম্নতলার তলদেশ অর্থাৎ মেজে বারান্দা প্রভৃতি রত্নখচিত নানাবিধ চিত্রদ্বারা সুশোভিত, বারান্দার পার্শ্বে আরোহণ ও অবতরণের জন্য সিড়ি সমূহ বর্ত্তমান। ঐ সিড়ি সমূহের উভয় পার্শ্বপ্রান্তে, সিড়ির সীমা পর্য্যন্ত দুইদুই উপকুট্টিমা অর্থাৎ দেওয়ালের ন্যায় দীর্ঘাকার (বারিন্দার মেজের সমোচ্চ) উপবেশনের কুট্টিম-পট্টিকা রহিয়াছে।

(৫৩) তাহার অল্প দূরে সীমা-প্রাচীরের মত একটি চতুর্দ্দিক-বেষ্টিত-বিস্তৃত কুট্টিমা। ঐ কুট্টিমার বাহিরে বাহিরে দ্বিতলের সমান উচ্চ অথচ নিম্নাবনত নানাপ্রকার বৃক্ষের সারি। ঐ সকল বৃক্ষ সতত এবং যুগপৎ ফলপুষ্পান্বিত এবং তাহাদের শাখা সকল কণ্ঠসমোচ্চ—উক্ত কুট্টিমার-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিলম্বিত। এই পদ্মমন্দির শয়ন ভোজন কন্দর্পবিলাসাদি নানালীলার স্থান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাবেড়া অট্টালি-সমোচ্চ-বৃক্ষচয়,
ফলে পুষ্পে কুট্টিমার প্রান্ত পরশয়।
শ্রীপদ্ম-মন্দির এই অতি মনোহর,
সখীবৃত-রাধাকৃষ্ণ-কেলি-রত্নাকর।৫৪

(অগ্নিকোণ দলস্থ হিন্দোলার ও কুট্টিমার বর্ণন।)

শ্রীললিতা-নন্দদের অগ্নিকোণ-দলে,
রতনের হিন্দোল-কুট্টিমা, বৃক্ষতলে।

(শ্রীললিতানন্দদ কুঞ্জের অষ্টদলের কুঞ্জবর্ণনা।)

পদ্মাকারে বিরচিত সে কুট্টিমা চারু,
পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই বকুলের তরু।৫৫
উচ্চবৃক্ষদ্বয়, উপরেতে বক্রাকার,
শাখায় শাখায় সুমিলিত চমৎকার!
কুট্টিমার উপর তাহাতে আচ্ছাদিত,
অপরূপ-মণ্ডপ-আকারে বিরাজিত।৫৬
তাদের শাখার সনে পট্টরজ্জু দিয়া
হিন্দোলার চারিকোণ আছে বাঁধা হৈয়া।
নাভী সম উচ্চেতে লম্বিত মনোহর—
হিন্দোলার বর্ণনা, শুনহ অতঃপর।৫৭

(৫৪।৫৫।৫৬) হিন্দোল কুট্টিমা—হিন্দোলার নিম্নস্থ রত্নবেদী, ইহা এইস্থানে প্রস্ফুটিত-পদ্মের আকারে বিরচিত। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি বড় বড় বকুল বৃক্ষ। তাহারা উপরিভাগে পরস্পরের দিকে বক্র হইয়া শাখায় শাখায় সুমিলিত হওয়াতে কুট্টিমার উপরে মণ্ডপাকারে বিরাজিত আছে।

(৫৭) একখানি বৃহৎ হিন্দোলার চারিকোণে চারগাছি রেশমের-দড়ি বাঁধিয়া, ঈশান ও অগ্নিকোণদ্বয়ের দড়ি-দুগাছি, পূর্ব্বদিগস্থ-বকুল বৃক্ষের-শাখায় এবং বায়ুকোণ ও নৈঋত কোণের ডোরিদ্বয়, পশ্চিমদিকের বৃক্ষশাখায় সংবদ্ধ করিয়া নাভী সমান উচ্চে হিন্দোলা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পদ্মরাগ-মণির আটটি পট্টিতায়,
প্রবাল-মণির অষ্ট খুরা সমবায়।
একহস্ত উচ্চ সেই পদ্মরাগ-পাটি,
সে হিন্দোলাপদ্মের কেশর-পরিপাটি ।৫৮
ষোলদল-পদ্মাকারে কর্ণিকা রচিত
পাটির ভিতরে হয় নানা রত্নাচিত।
পাটির বাহির অষ্টদল-পদ্মাকার,
দুই খুরা-মাঝে এক এক-দলতার ।৫৯
সেইরত্ন পট্টিরূপ কেশর-মাঝারে
অষ্টদিকে অষ্টদ্বার তাতে শোভা করে।
দক্ষিণ দলের পাশে যেই দুই দ্বার,
আরোহণ-লাগি তাহা অধিক বিস্তার ।৬০
মাঝে লঘুস্তম্ভ দুই, পৃষ্ঠাবলম্বন,
কর্ণিকারে পট্টতুলি, বসিতে আসন।

---

(৫৮) এই হিন্দোলার মধ্যস্থান, পদ্মরাগমণির একহস্ত পরিমিত উচ্চ আট খণ্ড পাটিদ্বারা অষ্ট-কোণাকারে পরিবেষ্টিত। ঐ পাটি-(স্লিপার) গুলির উপরি ভাগ পদ্মকেশরের ন্যায়-কারুকার্য্যান্বিত; উহাই হিন্দোলাপদ্মের-কেশর স্বরূপ। দুই দুই পাটির সন্ধিস্থানের নীচে নীচে এক একটি করিয়া, ঐ হিন্দোলাতে আটটি খুরা (পায়া) রহিয়াছে।

(৫৯) ঐ অষ্ট-পাটিতে পরিবেষ্টিত মধ্যস্থানই হিন্দোলাপদ্মের কর্ণিকার। উহা ষোলদলপদ্মের আকারে নানারত্নে বিনির্ম্মিত। পাটির বহির্ভাগ অষ্টদল-পদ্মের আকৃতি-বিশিষ্ট। দুই দুই খুরার মধ্যস্থানের উপরে উপরে আটদিকে আটটি পাতা (দল)।

(৬০) ঐ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে, পাটির উপরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ কাটিয়া কাটিয়া আটটি দ্বার নির্ম্মিত আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ দলের উভয়পার্শ্বস্থ দ্বার দুইটি অপেক্ষাকৃত বড়। উহাই হিন্দোলায় উঠা-নামার দ্বার।

(৬১) মাঝে অর্থাৎ কর্ণিকারস্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের-হেলানের জন্য দুইটি

৩১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পার্শ্বপৃষ্ঠ-বালিস আছয়ে বিলক্ষণ
(সুকোমল-তুলাদিয়া অপূর্ব্ব রচন)।৬১
নানাবিধ বসনে ও স্বর্ণ সূত্র বাসে-
রচিত, চাঁদোয়া এক উপরে বিলসে।
চন্দ্রাবলী-চিত্রিত তাহাতে চারুছাঁদে,
মুক্তাদাম, মুক্তাগুচ্ছ, ঝালর প্রবন্ধে।৬২
অষ্টসখী অষ্টদলে, রাধাকৃষ্ণে মাঝে
লইয়া, করেন বৃন্দা দোলাবার কাজে।
অন্যঅন্য সখীগণ মনোসুখে গায়
বৃন্দাসঙ্গে মনোরঙ্গে তারাও ঝুলায়।৬৩
সেখানে আশ্চর্য্য এক লীলা আর হয়,
সবে জানে 'যুগলের-সম্মুখে আছয়'।
"মদনান্দোলনা" নাম এইত হিন্দোলা
রাধাকৃষ্ণ ইহাতে করেন দোললীলা।৬৪

লদুস্তম্ভ অর্থাৎ রত্নদণ্ড আছে এবং তাঁহাদের উপবেশনার্থ তুলাভরা-পট্টবস্ত্রের আসন এবং পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে সুকোমল তুলার-বালিস সংস্থাপিত আছে।

(৬২) উর্দ্ধে সোণালি জরির-কাপড়ের চাঁদোয়া। তাহার উপরে নানা রঙ্গের-বস্ত্রখণ্ডদ্বারা কারুকার্য্যকরা। তদ্দ্বারা সুমনোহর-সন্নিবেশে-অনেক চাঁদের ও তারার চিত্রাঙ্কিত এবং মুক্তামালা ও মুক্তাগুচ্ছের-ঝালর চাঁদোয়াতে ঝুলানো রহিয়াছে।

(৬৩,৬৪) এই হিন্দোলার নাম "মদনান্দোলনা", ইহাতে ঝুলান লীলা হয়। অষ্টদলে ললিতাদি অষ্ট সখী এবং মধ্যস্থলে আমাদের প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী বসেন। অন্যান্য সখীগণ নিম্নে দাঁড়াইয়া গান করেন এবং বৃন্দাদেবী ও তাঁহারা ঝুলাইয়া থাকেন। ৪নং শ্লোকে বর্ণিত ঘাট চতুষ্টয়ের উপরের হিন্দোলা, স্বেচ্ছানুসারিণী লীলায় সুখোপবেশনার্থ। এই হিন্দোলাতেই প্রাত্যহিকী-লীলা। সুবৃহৎ বকুল-বৃক্ষদ্বয়ের প্রাধান্যে এই স্থানও কুঞ্জরূপে গণনীয়!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(ঈশান-কোণের দলস্থ মাধবানন্দদ নামক শাখাকুঞ্জ বর্ণন।)

ললিতানন্দদ-কুঞ্জে ঈশান-দলেতে,
মাধবীলতার-কুঞ্জ শোভিত-শোভাতে।
অষ্ট-পত্র-পদ্মপ্রায় তাহার গঠন,
বিবিধ-লীলোপহার-যুক্ত, সুমোহন।
অষ্টপত্রে অষ্টউপকুঞ্জ মনোরম,
মধ্যকর্ণিকাতে লীলাকুঞ্জ চারুতম।
এইকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ-লীলা, সুখময়,
তাহাতেই মাধবানন্দদ নাম হয়।৬৫

(শ্রীললিতানন্দদ কুঞ্জের অষ্টদলের কুঞ্জগুলির বর্ণনা।)

(উত্তরদলের সিতাম্বুজ-শাখাকুঞ্জ বর্ণনা।)

ললিতানন্দদ-কুঞ্জে, উত্তরের দলে,
শাখাকুঞ্জ, সিতাম্বুজ নাম সবে বলে।
স্বর্ণ-কর্ণিকার, বিধু-মণিতে আচিত ;
মণির কেশর, এই কুঞ্জে বিরাজিত।

---

(৬৫) মাধবানন্দদা কুঞ্জটির সমগ্র অংশই মাধবী লতায় বেষ্টিত ও আচ্ছাদিত, এই কুঞ্জে শয্যা, আসন, বসন, আভরণ, মালা, চন্দন, ব্যজনাদি নানা লীলোপকরণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

(৬৬।৬৭) সিত অর্থ শ্বেতবর্ণ। সিতাম্বুজ-কুঞ্জের কর্ণিকার স্বর্ণনির্ম্মিত কিন্তু সমগ্র কুঞ্জ বিধুমণি অর্থাৎ চন্দ্রকান্ত মণির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কেশর, স্ফাটিক মণিতে বিরচিত, আবার শ্বেতকুসুমান্বিতা-মল্লিকার লতা প্রফুল্ল পুন্নাগের (নাগকেশর) বৃক্ষ সমূহে আলিঙ্গিতা হইয়া চতুর্দ্দিকে বিরাজিত এবং ঐরূপ বৃক্ষ নিচয়ের শাখা দ্বারা উর্দ্ধদেশ আচ্ছাদিত। উপকুঞ্জ গুলিও পুষ্প-পূর্ণ-মল্লিকা-লতায় আবৃত ; সুতরাং কুঞ্জটির সর্ব্বাংশই শ্বেতবর্ণ। বৃক্ষলতার 'আলিঙ্গন-ভঙ্গীতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাণে উদ্দীপিত করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুন্নাগতরুতে বেড়া ফুল্ল মল্লী লতা
তারি অবনত-ডালে ঊর্দ্ধ-আচ্ছাদিতা।
পদ্ম-পত্রাকার অষ্ট উপ-কুঞ্জগণ
রহিয়াছে লীলাকুঞ্জ করিয়া বেষ্টন ।৬৬।৬৭

(পূর্ব্ব-দলের অসিতাম্বুজ নামক শাখাকুঞ্জ বর্ণনা।)

শ্রীললিতানন্দদের পূর্ব্ব-দলে স্থিত,
নীলপদ্ম-দলাকার অষ্ট-কুঞ্জান্বিত—
অসিত-অম্বুজ-শাখাকুঞ্জ বিরাজিত,
সুবর্ণ-কর্ণিকা ; নীলমণিতে আচিত।
তমালের নম্র শাখাদ্বারা আলিঙ্গিত
ফুল্লস্বর্ণ-লতিকাতে, সর্ব্বতো বেষ্টিত ।৬৮।৬৯

(দক্ষিণদলের অরুণাম্বুজ নামক শাখাকুঞ্জ বর্ণনা)

অরুণ-অম্বুজ-কুঞ্জ, দক্ষিণের দলে,
সুশোভিত পদ্মরাগ-মণির-মণ্ডলে।
পদ্মরাগ আদি মণি ভিতরে বাহিরে
লবঙ্গ-লতিকা ফুল্লা, ধারে ও উপরে ।৭০

(৬৮।৬৯) অসিত অর্থ—নীল ও শ্যামবর্ণ। অসিতাম্বুজ-কুঞ্জের কর্ণিকার ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত, কিন্তু সমগ্র-কুঞ্জখানি ইন্দ্র-নীল-মণির দ্বারা আস্তীর্ণ। কুঞ্জখানি প্রফুল্ল স্বর্ণলতায় সর্ব্বতঃ-সুবেষ্টিত হইলেও সেই লতা-নিচয় শ্যাম-তমালের-নিম্নাবনত-শাখা দ্বারা আলিঙ্গিতা-সুতরাং সর্ব্বাংশে শ্যামবর্ণেরই প্রাধান্য। তমালের লতা-আলিঙ্গন দর্শনে, শ্যামসুন্দরের হেম-গৌরী শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন উদ্‌বোধিত করে।

(৭০) এই শ্লোকোক্ত অরুণাম্বুজ-কুঞ্জে উপকুঞ্জ থাকা, মূলের বা টীকার অক্ষরে বুঝা যায় না। কুসুমিতা-লবঙ্গ লতার দ্বারা এই কুঞ্জ আচ্ছাদিত এবং বেষ্টিত। ভিতরে বাহিরে সমস্তই অরুণ-বর্ণ পদ্মরাগ মণির বাঁধা। অন্যান্য মণিতেও যথাযুক্তরূপে খচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(পশ্চিমদলের হেমাম্বুজ নামক শাখকুঞ্জ বর্ণন।)

ললিতানন্দদ-কুঞ্জ-রাজেতে, পশ্চিমে-
বিরাজিত শাখাকুঞ্জ হেমাম্বুজ নামে।
ফুল্ল-চম্পকেতে হেম-চম্পক লতায়-
আচ্ছাদিত-বেষ্টিত হইয়া শোভা পায়।
ঝলমল হেম-বরণেতে বিলসিত,
বাহির অন্তর সব সুবর্ণে রচিত।৭১
এইমত উত্তরাদি দিকে কুঞ্জচয়,
ললিতানন্দদ কুঞ্জে, আখি বিস্মাপয়।
বিভিন্ন আকার আর বিভিন্ন বরণ
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয়, অতি বিলক্ষণ।৭২

(শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থ লীলাকুঞ্জাবলী।)

(মদন-সুখদ নামক, শ্রীবিশাখার কুঞ্জ বর্ণনা।)

কুণ্ডের-ঈশান কোণে বিশাখার কুঞ্জ,
অতি মনোহর হয় রাধাকৃষ্ণ-রঞ্জ।
চারিকোণে চারিচম্পকের বৃক্ষ-শোভে,
বর-পরিমলে অন্য গন্ধ পরাভবে।
চারিবর্ণ পুষ্প তাতে শ্যাম, পীত, আর
অরুণ, হরিত, হয় অতি চমৎকার।

---

(৭১) এই হেমাম্বুজ কুঞ্জেও উপকুঞ্জ থাকা অক্ষরে বুঝা যায় না।

(৭৩) শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কোণের এই মদন-সুখদ নামক বিশাখার কুঞ্জটির বহির্ভাগ চতুষ্কোণাকার। চারিকোণে চারিটি বহু-পুষ্পান্বিত চম্পকের বৃক্ষ। চারি বৃক্ষে চারিবর্ণ পুষ্প। মূল শ্লোকের শব্দ বিন্যাসের ক্রমে বুঝা যায় ঐশানের বৃক্ষে অরুণ বর্ণ, অগ্নি কোণের বৃক্ষে হরিতবর্ণ, নৈঋতে পীতবর্ণ এবং বায়ু কোণের তরুতে শ্যাম বর্ণের পুষ্প। অনেকটি প্রফুল্ল মাধবীলতা এই বৃক্ষ চড়িয়া উঠিয়া ও পরস্পর জড়িয়া কুঞ্জটি ঘেরিয়া রহিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাধবীর লতাগণ প্রফুল্লা হইয়া
বেড়িয়া আছয়ে চম্পকেতে আরোহিয়া ।৭৩
চম্পকের শাখাগণ উপরে মিলিয়া
রহিয়াছে অপরূপ সৌধাকৃতি হৈয়া।
নীল-পীতারুণ শুকপিক ও ভ্রমরে,
স্নিগ্ধডালে বসিয়া মধুর ধ্বনিকরে ।৭৪
কুঞ্জের ভিতরে দিব্য-শয্যা শোভাকরে,
নানাবর্ণ বস্ত্র আর চাঁদোয়া উপরে ;
নানাবিধ চারু আভরণ সুসজ্জিত
স্থলপুষ্পে জলপুষ্পে পল্লবে রচিত ।৭৫
সমৃণাল পীতারুণ শ্যাম পদ্মোৎপলে
কৃত, বহুচিত্র দিক-বিদিগ সকলে।

---

(৭৪) চম্পক বৃক্ষ চারিটির উচ্চশাখা কুঞ্জের উপরে বিস্তৃত হইয়া উহাকে সুন্দর-রাজ প্রাসাদের (সৌধের) আকৃতি করিয়াছে এবং ঐ সকল স্নিগ্ধ শাখায় নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, এবং অরুণবর্ণ শুক কোকিল ও ভ্রমর সকল (!!)বসিয়া মধুর স্বরে কুঞ্জখানিকে নিনাদিত করিতেছে।

(৭৫) কুঞ্জের ভিতর কেলিশয্যা. পত্র পুষ্পের আভরণ ও নানাবিধ বসনে পূর্ণ। উপরে চাঁদোয়া।

(৭৬) চারিকোণে ও চারিদিকে মৃণাল-সমন্বিত পীত. অরুণ ও শ্যামবর্ণ পদ্মের ও উৎপলের দ্বারা বহুতর প্রতিকৃতি-বিরচিত আছে (তদ্দ্বারা পীতবর্ণা শ্রীরাধা, শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং অরুণবর্ণ অনুরাগ এই তিনের মিলন সূচনা করে) কুঞ্জের চারিটি দ্বার এবং প্রত্যেক দ্বারে কবাট ; ভিতরে শরের শলাকা এবং বাহিরে পল্লব পুষ্পদ্বারা কবাটগুলি বিনির্ম্মিত। প্রমত্ত ভ্রমর সকল প্রত্যেকে এক একটি প্রহরী সৈন্যের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। কুঞ্জের অভ্যন্তরবর্ত্তী লীলাভূমি বিবিধ মণি-খচিত ও ষোলদল পদ্মের আকৃতি-বিশিষ্ট। ৭৭।৭৮ পয়ার সরলার্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চারিদ্বারে চারিক্ষুদ্র-কবাট শোভিত,
চিত্র-পুষ্পপত্র-শর-শলাকা নির্ম্মিত।
মদকল-চঞ্চল-ভ্রমর সৈন্যগণ
দ্বারী হৈয়া রঙ্গে দ্বার করয়ে পালন।
ভিতরের ভূমি হয় নানামণি-চিত,
ষোলদল পত্রের আকারে নিরমিত।৭৬
চারিদিকে বাহ্যে, অতি-কান্তিতে সাজনি
চারিটি দেহলি, বৃক্ষশাখা-আচ্ছাদনি।
বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী যার নাম
সংস্কার করয়ে তিঁহো এই কুঞ্জধাম।৭৭
রাধাকৃষ্ণ-কেলিরসবন্যায় প্লাবিত,
"মদনসুখদকুঞ্জ"-নামে পরিচিত।
বিশাখানন্দদ-কুঞ্জ-রাজ অনুপাম,
মনোহর-শোভায় নয়নানন্দধাম।৭৮

(চিত্রানন্দদ চিত্রকুঞ্জ বর্ণনা)

কুণ্ড-পূর্ব্বে চিত্রানন্দদাখ্য চিত্রকুঞ্জ,
(কি কহিব সেই শোভা! সর্ব্ব-চিত্র-পুঞ্জ)
সুবিচিত্র বৃক্ষলতা। বিচিত্র-রতনে
বিরচিত অভ্যন্তর, বিচিত্র-ধরণে।

(৭৯।৮০) চিত্রানন্দদ কুঞ্জে এক এক জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে নানাবিচিত্র-বর্ণের পুষ্প এবং এক এক জাতীয় পক্ষিগণের মধ্যেই প্রত্যেকটি পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্রবর্ণ ইত্যাদি আশ্চর্য্য বটে, অথচ এই কুঞ্জের প্রত্যেক পক্ষী ভৃঙ্গাদিও নানা বর্ণ। প্রত্যেক বৃক্ষাদিও নানা বর্ণাচিত !! সুতরাং ততোধিক আশ্চর্য্য। এই কুঞ্জের ভিতর, বারেন্দা, (কুট্টিমা) আঙ্গিনা সবই নানাবর্ণের রত্ন সমূহের দ্বারা বাঁধা। প্রতি বৃক্ষ-লতার প্রতি-পুষ্প-পত্রাদি, নানাবর্ণের হওয়াতে তদাচ্ছাদিত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচিত্র-বরণ পক্ষি-ভৃঙ্গে নিনাদিত,
চিত্র-বর্ণ-কুট্টিমে-প্রাঙ্গণে আচ্ছাদিত।
বিচিত্র-মণ্ডপ, চিত্র-হিন্দোলিকান্বিত,
বিচিত্রের ভাণ্ডার রূপেতে বিরাজিত।৭৯।৮০

(ইন্দুলেখা-সুখদ পূর্ণেন্দুকুঞ্জ)

কুণ্ড-অগ্নিকোণে কুঞ্জ পূর্ণ-ইন্দু নাম,
অপূর্ব্ব তাহার শোভা সর্ব্বশুভ্র-ধাম।
চন্দ্রকান্তি মণিতে ও স্ফাটিকে নির্ম্মিত
কুট্টিমা, চত্বর, তাহে বিচিত্র শোভিত।
শ্বেত-পদ্ম মল্লিকাও কৈরবাদি-চিত,৮১
শ্বেত বৃক্ষলতা, শ্বেত পুষ্প-পত্রান্বিত।
শুক পিক ভ্রমরাদি শ্বেতবর্ণ সবে,
যে যে, পক্ষী. জানা যায় শব্দ অনুভবে।৮২
পূর্ণিমার রাত্রে রাধাকৃষ্ণ, সখী-সনে,
শুভ্র-বেশে আচরেণ নানা লীলাগণে।

মণ্ডপাকার-উপরিভাগও, নানাবর্ণ এবং তন্নিম্নে নানাবর্ণাচিত-হিন্দোলা, ঝুলানো। এই কুঞ্জের ও পরে বর্ণিত-কুঞ্জ সকলের আকৃতির বিশেষ বর্ণনা নাই, সুতরাং প্রথম-বর্ণিত-কুঞ্জের ন্যায় সমস্তই চারিকোণ বুঝায়।

(৮১) এই শ্লোকোক্ত পূর্ণেন্দু কুঞ্জের, ভিতর, বারেন্দা (কুট্টিমা) চত্বর (অঙ্গন) সমস্তই, ইতর বিশেষে-শ্বেতবর্ণ স্ফাটিকমণি ও চন্দ্রকান্তমণির বিচিত্র সংযোগে আচ্ছাদিত ও তদ্দ্বারা শ্বেতপদ্ম, মল্লিকা ও কৈরবাদি পুষ্পের প্রতিকৃতি বিনির্ম্মিত।

(৮২) কুঞ্জের যাবতীয় বৃক্ষলতা এবং তাহাদের পত্র-পুষ্প-ফল-মুকুলাদি সমস্ত শ্বেতবর্ণ। ভ্রমরবৃন্দ এবং শুক-কোকিলাদি-পক্ষিগণও শ্বেতবর্ণ! যেন কোনও অভিনব সৃষ্টি !!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেকালে সেখানে কেহ করিলে গমন,
চিনিতে না পারয়ে করিয়া নিরীক্ষণ।৮৩
শুভ্র-কেলি-শয্যাদিক সব. বিদ্যমান,
ইন্দুলেখা-সুখপ্রদ পূর্ণেন্দু আখ্যান।৮৪

(চম্পক-লতানন্দদ-হেমকুঞ্জ বর্ণনা।)

কুণ্ডের দক্ষিণে কুঞ্জ, হেমকুঞ্জ নাম,
হেমপদ্মাবলী-চিত্রযুক্ত অনুপাম।
হেমবৃক্ষ, হেমলতা, পুষ্প হেমবর্ণ,
হেমবর্ণ শুকপিক-ভ্রমরাদি পূর্ণ।
সুবর্ণ মণ্ডপ আর কুট্টিমা প্রাঙ্গণ,
হেমলীলা-পরিচ্ছদ হিন্দোলাদিগণ।
হেমবর্ণ বস্ত্র আর সুবর্ণ ভূষণ
হেমবর্ণ কুঙ্কুমাদি করিয়া ধারণ।৮৫।৮৬
এই কুঞ্জে শ্রীরাধিকা করিলে প্রবেশ,
দেখিতে না পান কৃষ্ণ করেন উদ্দেশ।৮৭
গৌরাঙ্গীর বেশ কৃষ্ণ ধরিয়া গোপনে,
শুনেন প্রিয়ার প্রেমালাপ সখী সনে।৮৮

(৮৫।৮৬) পূর্ণেন্দুকুঞ্জে যেমন সমস্তই শ্বেতবর্ণ. তেমনি হেমকুঞ্জে সমস্ত স্বর্ণবর্ণ। অধিকন্তু এখানে স্বর্ণ-নির্ম্মিত হিন্দোলা আছে। লীলাপরিচ্ছদ অর্থ কেলি-সামগ্রী, এই কুঞ্জে সময়ে সময়ে বড় আমোদ-প্রদ-লীলা হইয়া থাকে ; ৮৭।৮৮।৮৯ শ্লোকে তাহাই কহিয়াছেন।

(৮৭) পীতবসন ও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিয়া ও কুঙ্কুমাদি পীত অনুলেপন অঙ্গে ও কেশে লেপিয়া শ্রীরাধা কখনও কুঞ্জে প্রবেশ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করেন !!

(৮৮) এইপ্রকারে গৌরাঙ্গিণী সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণও সখীদের সহিত শ্রীরাধার-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈর্ষাকরি যবে পদ্মা, জটিলা-আনয়,
একাসনে 'রাধাকৃষ্ণ' সে নাহি দেখয়।৮৯
চম্পকলতার আনন্দদ কুঞ্জ হয়,
এই কুঞ্জে এক পাকশালাও আছয়;
বৃন্দাসহ পাকাচার্য্যা-চম্পকলতিকা
রাঁধেন। নিকটে আছে ভোজন-বেদিকা।৯১
কোন কোন দিন এই কুঞ্জেতে ভোজন—
করেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ, আনন্দিত মন।৯২

(রঙ্গদেবী-সুখদ শ্যামকুঞ্জ।)

শ্রীরঙ্গদেবীর কুঞ্জ কুণ্ডের নৈঋর্তে,
শ্যামপ্রিয়া-শ্রীরাধার রতিবৃদ্ধি তাতে।
তমালতরুতে শ্যাম-লতায় সাজনি,
কুট্টিমে, চত্বরে, মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি।৯৩
মুখরাদি কখনো আসিলে এইস্থানে,
কৃষ্ণে না দেখেন 'রাধাসহ-একাসনে'।৯৪

প্রেমালাপ চুপ করিয়া শুনেন; শ্রীরাধা জানিতে পারেননা! পরিশেষে ইহা নিয়া হাসিখুসি হয়।

(৮৯) চন্দ্রাবলীর সখী-পদ্মা, রাধাকৃষ্ণের একত্রাবস্থান জানিয়া কখনও শ্রীরাধাকে অপদস্থ ও গৃহাবরুদ্ধ করাইয়া চন্দ্রাবলীর-কৃষ্ণসঙ্গ নিষ্কণ্টক করণার্থ, শ্রীরাধার প্রচণ্ডা-শাশুড়ী জটিলাকে এই কুঞ্জে আনিয়া উল্টা বিড়ম্বিতা হয়, কুঞ্জের হেমোজ্জ্বল প্রভায়-সংমিলিতা-হেমগৌরী শ্রীরাধাকে তাহারা দেখিতেই পায়না!!

(৯৩।৯৪) শ্যামকুঞ্জটি সাহজিক শ্যামলতাময়, অর্থাৎ ঘন-সন্নিবিষ্ট শ্যামতমালেতে শ্যামলতার সংযোগে সুনির্ম্মিত, এবং কুঞ্জের আঙ্গিনা, বারেন্দা ও অভ্যন্তর কেবলমাত্র ইন্দ্রনীলমণিতে বাঁধানো, সুতরাং কুঞ্জখানি তৎকান্তিতে পরিপূর্ণ;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রঙ্গদেবী সুখপ্রদ শ্যামকুঞ্জ নাম
ভিন্ন বর্ণ কিছুই নাহিক সব শ্যাম।৯৫

(তুঙ্গবিদ্যানন্দদ অরুণকুঞ্জ বর্ণনা।)

তুঙ্গবিদ্যানন্দ-কুঞ্জ কুণ্ডের-পশ্চিমে,
রক্তবর্ণ। বিরাজিত শোভার চরমে।
রক্তবর্ণ বৃক্ষলতা পুষ্পাদিক যত,
মণ্ডপ-কুট্টিমারক্ত, হিন্দোলা-রকত
বাহির ভিতর সব অঙ্গনাদি করি,
রক্ত-মণিবদ্ধ সমুদয় আছে ভরি।৯৬
তুঙ্গবিদ্যানন্দদ-নিকুঞ্জ বিলক্ষণ—
অরুণনিকুঞ্জ নাম অরুণ বরণ।৯৭

(সুদেবীর সুখদকুঞ্জের বর্ণনা।)

সুদেবী-সুখদকুঞ্জ বায়ুকোণে হয়,
হরিত বরণ সব অতি শোভাময়।
হরিত-লতিকা, বৃক্ষ, পুষ্প, পত্র যত,
হরিত-বরণ পক্ষী ভ্রমরাদি কত!
হরিন্মণিময় বাহ্য, অন্তর, চত্বর, ৯৮
রাধাকৃষ্ণে পাশাখেলা, এ কুঞ্জ ভিতর।

এইজন্য আমাদের শ্যাম-সুনাগর কুঞ্জের শ্যাম-কান্তিতে এমনি মিশিয়া যান যে শ্রীরাধার সহিত একত্র থাকিলেও বড়িমা বৃন্দা-মুখরাদি এ কুঞ্জে আসিলে এক্বা রাধাকে দেখেন, তাঁহাকে দেখিতে পাননা!!

(৯৮।৯৯) সুদেবী-সুখদ-হরিতকুঞ্জে সমুদয় বৃক্ষলতার স্কন্ধ, শাখা, বল্কল, নূতন-পুরাতন-সুপক্ক পত্রাদি ও ফুলফলাদি সমস্তই হরিৎবর্ণ, বিভিন্ন জাতীয় পশু, পক্ষী, ভ্রমরাদি সমস্তই নিভাজ-হরিদ্বর্ণ। বাহ্য (বারেন্দা) অন্তর (ভিতর) চত্বর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুদেবী সুখদ হরিৎকুঞ্জ হয় নাম,
সকলি হরিত-বর্ণ পরমানুপাম।৯৯

(অনঙ্গমঞ্জরী-সুখদপদ্ম-কুঞ্জ।)

কুণ্ডমধ্যে পদ্মরাগ, চন্দ্রকান্তমণি—
নির্ম্মিত, মন্দির আছে অপূর্ব্ব গঠনি ;
মরকত মণিতে গঠিত অভ্যন্তর,
তদুপরি তরঙ্গ রচিত-মনোহর।
তাহাতে কুমুদ, পদ্ম, অলি, হংসগণ—
মণিতে অঙ্কিত—রহে জলেতে যেমন।১০০
ষোলপত্র-পদ্ম-প্রায় সুন্দর আকার,
উত্তর দিকেতে মণি-সেতুবন্ধ, তার।
"সলিল-কমল-সদ্ম" নামিত মন্দির
অতি সুখপ্রদ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর।১০১

——০০——

যেমত রাধিকা হন কৃষ্ণের প্রেয়সী
তেমতি মানেন কৃষ্ণ তাঁহার-সরসী।

(আঙ্গিনা) কেবল মাত্র হরিন্মণি দ্বারা আচ্ছাদিত। এইটি শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের পাশা খেলার কুঞ্জ।

(১০০।১০১) শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থানে জলের উপরে শ্রীরাধার ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীর "সলিল কমল-মন্দির" নামক কুঞ্জ। উহা পদ্মরাগমণি ও চন্দ্রকান্তমণির বিচিত্র-যোজনায় বিনির্ম্মিত। মন্দিরের ভিতর তরঙ্গিত-জলের ছাঁদে মরকত-মণিতে রচিত এবং পদ্ম-কুমুদাদি জল-পুষ্প ও হংস-ভ্রমরাদি যেমন করিয়া জলে ও ফুলের উপরে থাকে তেমনি-ভঙ্গীতে তদুপরি তাহাদের প্রতিকৃতি যথোপযুক্ত মণির দ্বারা অঙ্কিত। মন্দির-বেদিকাটি ষোলদল-পদ্মের আকৃতি বিশিষ্ট। উত্তর দিকে তীরে যাওয়ার জন্য সেতুবন্ধ নির্ম্মিত আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাত্রিদিন রাধাসহ প্রেমক্রীড়া তাতে,
একুণ্ড-মহিমা কেবা পারয়ে বর্ণিতে।
একবার এতে স্নান করে যেই জন,
তারে কৃষ্ণ প্রেম দেন রাধার মতন।১০২
(কবে সুপ্রভাত হবে পোহাইবে রাতি!
নয়নে দেখিব কুণ্ড শোভা এই ভাঁতি ?)০
এইরূপে রাধাকুণ্ড-হেরিয়া নাগর,
আনন্দের মধ্যে হৈলা বিরহে কাতর!
রাধিকার প্রাপ্তি লাগি উৎকণ্ঠিত-চিতে,
ভ্রমেতে উৎপ্রেক্ষা বহু লাগিলা দেখিতে।১০৩

---

(১০২) যেমন সমস্ত কান্তাগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়তমা; তেমনি তাঁহার কুণ্ডও, তাঁহার অসাধারণ প্রিয়বস্তু; তাহাতেই ইহার তীরে নীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দিনে এবং রাত্রিতেও প্রেমক্রীড়া করেন। যে কেহ, এই কুণ্ডে একবার স্নান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে রাধার মত প্রেমদান করেন, অর্থাৎ নিরুপাধিক সুনির্ম্মল-সর্ব্বোত্তম প্রেম দেন। নিষ্কর্ষকথা—ভক্তের লভনীয় চরম ও পরম সৌভাগ্য দান করিয়া থাকেন। অবশ্য স্নান মাত্রেই তাহা করেন না; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাহাকেও উৎকণ্ঠায় পূর্ণরূপে আকুল না করিয়া এবং প্রেম ধারণের ও প্রেম-সেবার যোগ্যতা না দিয়া খাটি প্রেম, প্রদান করেন না। সদ্‌গুরু ও সদ্ভক্তাদির সঙ্গদান-দ্বারা তৎসাধন-পূর্ব্বক প্রেম দেন, ইহা দ্বারাই তদীয় কৃপার-সর্ব্বোৎকর্ষ। সুতরাং যথাসময়ে প্রদান করেন। "কবে সুপ্রভাত হবে" ইত্যাদি দুই ছত্র যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি। সাধক ভক্তবৃন্দ! এমনি লালসোৎকণ্ঠার সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য।

(১০৩) নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ স্বীয় প্রেয়সী-মণির নিজ কুণ্ডের, এবং অনন্তর তৎপ্রিয় আপন-কুণ্ডের মধ্যের ও প্রান্তভাগের সুচারু-সুষমা ও রসোদ্দীপক-মধুরিমাদি দর্শন করেন, পরে শ্রীবৃন্দাদেবী ১২১নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে কেলি-কুঞ্জাদির-শোভা, সজ্জা, ও বিনোদ উপকরণাদি দেখান। এই শ্লোকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(রাধাকুণ্ডদর্শনোত্থভাব।)

চক্রবাক চক্রবাকী মধ্যকুণ্ডে খেলে,
রাই-কুচযুগে কৃষ্ণে স্মৃতি করাইলে।
সলিলের-ফেণ যেন রাই মুক্তাহার,
তরঙ্গে দেখেন-রাধা-রসের বিস্তার। ১০৪
প্রিয়া-বক্ষ-সম কুণ্ড হইলেক জ্ঞান,
পদ্মদেখি রাধিকার মুখপদ্ম ভাণ।
ভ্রমরের সারি যেন অলকার পাঁতি,
পদ্মেতে খঞ্জন-নৃত্য—রাই-নেত্র-ভাঁতি। ১০৫
হংস-শব্দে মনে হয় নূপুরের-রব,
প্রিয়া-কুণ্ড নিরখি প্রিয়ার অনুভব।
কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্যামকুণ্ড, তরঙ্গ-ছলেতে
বাহুদিয়া চাহে রাধাকুণ্ডে আলিঙ্গিতে।

তাহার প্রথমকার শ্রীরাধাকুণ্ডের ভাব, বৈভব, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির দর্শন-জাত আনন্দ এবং তৎসঙ্গে শ্রীরাধার বিরহোদ্রেকের কথা বিবর্ণিত।

প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরস্পরের প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠাতে নিমগ্ন হইলে, যে দিকে দৃষ্টি করেন, সেই দিকের প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্রকেই নিজ-প্রিয়তম বা প্রিয়তমার-লীলার ন্যায় দেখেন! এবং প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দর্য্যে তাঁহার অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, যে কোনও শব্দে তাঁহার বা তদীয় ভূষণাদির ধ্বনি শুনিতে পান, ইহাই সুনির্ম্মল প্রগাঢ় প্রেমের সাহজিক ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রকার প্রেমোদ্ভ্রান্তি ১০৪ হইতে ১১০ পর্য্যন্ত ছয় শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১০৪) রাধারস—শ্রীরাধার অঙ্গে উপজাত সাত্ত্বিকাদি ভাবজ রসের তরঙ্গ।

(১০৫) ভাণ—ভ্রান্তি। অলকার পাঁতি—ললাটের উপরিস্থ-রকুঞ্চিত-কুন্তল-কেশের কুণ্ডলিকা শ্রেণী। ভাঁতি—প্রকার, অর্থাৎ বদন দর্শন-লীলায় শ্রীরাধার প্রেম-চঞ্চল নয়নের নৃত্যবৎ।

(১০৬) বেশী ভালবাসার-নিম্ন জনেরা প্রায়ই বল্লভের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজকরে রাধাকুণ্ড, করয়ে বারণ
দোহাকার কর—ফুল্ল-রক্তোৎপলগণ।
যেন কৃষ্ণ বাহু মেলি প্রিয়া আলিঙ্গিতে
হস্ত-পদ্ম প্রসারেন রাই, নিষেধিতে।১০৬
শ্রীশ্যামকুণ্ডের পদ্ম সমীরে চলিয়া
শ্রীরাধাকুণ্ডের পদ্মে দিতেছে ফেলিয়া।
অলিযুত-রাধাকুণ্ড-পদ্ম যেন তায়,
আঁখি ঘুরাইয়া সেই পদ্মেরে ভাগায়।
দেখিয়া কৃষ্ণের মন বিভোর হইল,
"রাই-মুখে বলে-চুম্বপ্রদান" স্ফুরিল।১০৭
রাধাকুণ্ড-কমলেতে ভৃঙ্গের ঝঙ্কার,
কুট্টমিত ভাবে যেন রাধার সীৎকার।১০৮

শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছেন, এ রীতিতে যেন স্বপ্রেষ্ঠ-শ্যামকুণ্ড. তরঙ্গের ছলে বাহু বিস্তার করিয়া রক্তোৎপলরূপ হস্ত দ্বারা, শ্রীরাধার কুণ্ডকে আলিঙ্গনের অনুষ্ঠান করিতেছে এবং রাধা-প্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায়, প্রেম-বাম্যে, আপনার রক্তোৎপল করে, তাহার-কর ঠেলিয়া প্রেমরঙ্গ-প্রকটন করিতেছে।

(১০৭) এই দৃষ্টে বিভোর হইয়া আরোও দেখিলেন—কৌতুক প্রধান রস লীলায় প্রেমের পরিচালনে শ্রীরাধার-বদনে আপনি চুম্বন করা কালে, তিনি যেমন চক্ষু-ঘুরাইয়া কৃত্রিম-কোপ প্রকটন পূর্ব্বক নিবারণের-প্রেমাভিনয় করেন, তেমনি নিজ কুণ্ডের একটি বায়ু-সঞ্চালিত-পদ্ম, রাধাকুণ্ডস্থ দুইটি-চঞ্চল-অলি-বিলসিত-একটি কমলে বায়ু সঞ্চালনের ছলে সম্মিলিত হইতে চাহিতেছে এবং সেই কমল, ভ্রমররূপ-আঁখি ঘুরাইয়া তাহাকে যেন নিবারণ করিতেছে !!

(১০৮) দেখিয়া দেখিয়া ভাবিতেছেন—শুধু আঁখি ঘুরাইয়া নিবারণতো নয়? আমার প্রাণ প্রিয়তমা যেমন চুম্বন-সময়ে পরমানন্দ পাইয়াও "যেন ব্যথা পাইতেছেন" বাহিরে এইরূপ প্রদর্শনার্থ কুট্টমিতভাবে—আক্ষেপ ব্যঞ্জক-সীৎকার করেন, প্রিয়াকুণ্ডের পদ্মটিও ভ্রমর-দ্বয়ের-ঝঙ্কার ছলে, যেন তেমনি সীৎকার শব্দ করিতেছে !!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনে বিচারেন কৃষ্ণ দুইকুণ্ড দেখি,
কুণ্ডনহে, শ্রীগোবর্দ্ধনের দুই আঁখি।
নীল-পদ্মগণে সদা পবনে ঘুরায়,
নেত্র-তারাগণ যেন ভাবে উলটায়!
আমাকে দেখিয়া গিরি প্রেমেতে মাতিল,
তরঙ্গের ছলে তাহা প্রকটিত হৈল।
সর্ব্বাঙ্গ-প্রণতি তাই করিয়াছে মোরে,
উদ্ঘূর্ণা বৈবশ্য দেখি ইহার শরীরে।১০৯
কুণ্ড দেখি এইসব অনুমান করি,
কুণ্ডগুণে রাধিকার প্রত্যঙ্গাদি স্মরি।
আনন্দ সহিত মনে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়,
মনে বিচারেন "রাইসঙ্গ কৈছে হয়?"১১০

(শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন।)

প্রায় রাধাকুণ্ডের সমান সন্নিবেশে
বিরাজিত নিজকুণ্ড নিরখেন পাশে।

---

(১০৯) আরোও মনে করিতেছেন—এই যে ইহারা আমাকে এত আনন্দ দিতেছে, ইহার মূল কারণ উহারা আমার প্রাণেশ্বরী রাধার প্রিয়বস্তু। তিনি যাহাকে ভালবাসেন, সে অচেতন পদার্থ হইলেও সচেতন হইয়া আমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত এমনি ব্যাকুল, সচেষ্ট, ও আচরণান্বিত হয়, ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ ঐ গোবর্দ্ধন-গিরি! এইতো আমাকে পাইয়া, তাঁহার এই কুণ্ডদ্বয়রূপ-নয়ন যুগল প্রেমে ঢল ঢল হইয়াছে, পবনে বিঘূর্ণিত তদন্তবর্ত্তী নীলপদ্মরূপ নয়ন তারা যেন ভাবে উলটিপালটি খেলিতেছে! আর তরঙ্গের ছলে প্রেমোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে!! আহা! গিরিরাজ যেন ভূ-বিন্যস্ত দেহে উর্দ্ধ পুচ্ছে ময়ূরের মত আমাকে সার্ব্বাঙ্গিক-প্রণাম করিয়া প্রেমভরে বিবশ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে!! এবং বৃক্ষ-লতার কম্পন ছলে তাহার দেহে প্রেমঘূর্ণা-প্রকটিত হইতেছে!!

(১১১) প্রায় অর্থ অধিকাংশে। শ্রীশ্যামকুণ্ডের অধিকাংশ-সন্নিবেশই, রাধা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধার আগ্রহে নর্ম্ম-সখালি-নির্ম্মিত
কুঞ্জগণ। যাহার তীরেতে সুশোভিত।১১১
অর্জ্জুন,, বিদগ্ধ, মধুমঙ্গল, উজ্জ্বল,
গন্ধর্ব্ব, কোকিল, ভৃঙ্গ, দক্ষ ও সুবল।
সনন্দন আদি যত নর্ম্ম-সখাচয়
নিজ নিজ নামে সভাকার কুঞ্জ হয়।
রাধিকা ললিতা আদি যত সখীগণে
সবকুঞ্জ দিয়াছেন হরষিত মনে।১১২।১১৩

(সুবলানন্দদ শ্রীরাধার কুঞ্জ।)

সুবলানন্দদ-কুঞ্জশালা বায়ুকোণে,
মানস-পাবন নাম ঘাট সেইখানে।১১৪
সেকুঞ্জ লইলা বাঁটি রাধাসুবদনী,
সখীসহ ঘাটে স্নান করেন আপনি।

কুণ্ডের তুল্য; অর্থাৎ সর্ব্বদিক্ সোপান-সংবদ্ধ, ঘাটগুলিও তদুপরিস্থ-মণ্ডপ, কুট্টিমা, প্রাঙ্গণ, হিন্দোলাদি শ্রীরাধাকুণ্ডের মত, কিন্তু জলমধ্যে কুঞ্জ নাই, এবং আকৃতি চতুষ্কোণ নহে-পদচিহ্নের ন্যায়। শ্রীরাধার আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম-সখাগণের-নির্ম্মিত কুঞ্জাবলীতে, সর্ব্বতীর সুশোভিত।

(১১২) যে সকল সখা সখীভাবাশ্রিত এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সী-সঙ্গ সম্বন্ধীয় সকল রহস্য সংবাদই জানেন, তাঁহাদের নাম প্রিয়নর্ম্মসখা। এই শ্লোকে নিম্নোক্তক্রমে মূলে আটজন সখার নাম আছে যথা—সুবল, মধুমঙ্গল, উজ্জ্বল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বিদগ্ধ, ভৃঙ্গ ও কোকিল।

(১১৩) এই শ্লোকে দক্ষ ও সনন্দন নামক আরোও দুইজন প্রিয়নর্ম্মসখার নামোল্লেখ-পূর্ব্বক "ইত্যাদি সখাগণের নিজনিজ নামের কুঞ্জসকল বলাতে" শ্যাম কুণ্ডের তীরে সখাগণের নির্ম্মিত অনেকটি কুঞ্জ বর্ত্তমান থাকা বুঝা যায়।

(১১৪।১১৭) এইসকল শ্লোকে শ্রীশ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণ, উত্তরদিক্ ও ঈশান কোণস্থ তিনটি মাত্র কুঞ্জের বর্ণনা করিয়া দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। ১১৭নং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-মধুসম নীর তার,
কৃষ্ণসম-প্রিয় তাহা হয় শ্রীরাধার।১১৫

(মধুমঙ্গলানন্দদ ললিতার কুঞ্জ।)

মধুমঙ্গলানন্দদ-কুঞ্জ কুণ্ডোত্তরে,
সুবিচিত্র-কুঞ্জশালা, ললিতাঙ্গীকারে।১১৬

(উজ্জ্বলানন্দদা বিশাখার কুঞ্জ।

উজ্জ্বলানন্দদাকুঞ্জ কুণ্ডের-ঈশানে
শ্রীবিশাখা সখী তাহা পাইলা বণ্টনে।
এইক্রমে সখাদের কুঞ্জশালাগণ
সবসখী নিয়াছেন করিয়া বণ্টন।১১৭

(গোঘাট)

শ্যামকুণ্ডে পূর্ব্বে, রাধাকুণ্ডেতে পশ্চিমে,
দুই ঘাটে পশু, নর, স্নানপানে, নামে।১১৮

শ্লোকের উপসংহারে যে "এইক্রমে" শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের টিপ্পনীতে, একালের অদ্বিতীয়-ভজনবিজ্ঞ-মনীষি প্রভুপাদ পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী মহোদয়, আরোও পাঁচটি মাত্র কুঞ্জের সংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝাযায় আরোও নিম্নলিখিত পাঁচটি কুঞ্জ সাধকের স্মরণীয় বটে। যথা—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকস্থ. চিত্রার গৃহীত অর্জ্জুনানন্দ কুঞ্জ, ইন্দুলেখার গৃহীত অগ্নিকোণের গন্ধর্ব্বানন্দদকুঞ্জ, চম্পকলতার প্রাপ্ত দক্ষিণ-দিকের বিদগ্ধানন্দদকুঞ্জ, রঙ্গদেবীর অঙ্গীকৃত নৈঋর্ত-কোণের ভৃঙ্গানন্দদকুঞ্জ এবং সুদেবীর-অঙ্গীকৃত পশ্চিম-দিকের কোকিলানন্দদ কুঞ্জ।

(১১৮) এই ঘাটদ্বয় পূর্ব্বোক্ত ঘাট সকল হইতে স্বতন্ত্র। আকৃতিও সাধারণ-রকম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(দর্শনাধিকার বর্ণন।)

জাতভাব-সাধক ও পরিকরগণ,
যেরূপ কহিনু ঐছে পান দরশন।
অন্যলোকে দেখে সব প্রাকৃতের সম,
এইত বর্ণিনু দুইকুণ্ড নিরুপম।১১৯

(শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।)

অতঃপর বৃন্দাদেবী, দুই কর্ণিকার,
অবতংস-করি কৃষ্ণে দিলা উপহার।১২০
তবে বৃন্দাদেবী নিজ-কৌশলে-সংস্কৃত,
কৃষ্ণে দেখাইলা কুঞ্জ, তটাদিক যত।
প্রদর্শন-ছলে রাই-স্মৃতি করাইয়া,
ঈশান-কোণের কুঞ্জে গেলা কৃষ্ণে লৈয়া।
মদন সুখদ সেই বিশাখার কুঞ্জ,
পুষ্পময় সমুদয়, ভ্রমরাদি গুঞ্জ।১২১
কৃষ্ণ হৃষ্ট হইলেন কুঞ্জটি দেখিয়া,
রহিলা কর্ত্তব্যলীলা সঙ্কল্প করিয়া।১২২
বৃন্দাও বিশাখা, মঞ্জুমুখী, তিনজনে
করিয়াছে সুমণ্ডিত সেকুঞ্জ যতনে।
দেখিকৃষ্ণ সুখী হৈয়া, উৎকণ্ঠিত হৈলা
বৃন্দাদেবী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা।১২৩

---

(১২০) কর্ণিকার—কানড় কুসুম, পদ্মের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট গৌরবর্ণ পুষ্প। অবতংস—কর্ণ-ভূষণ।

(১২১) সংস্কৃত—পরিষ্কার করা এবং সাজানো। ভ্রমরাদিগুঞ্জ—ভ্রমর ও পক্ষিগণের শব্দযুক্ত।

(১২২) শ্রীরাধার আগমন হইলে যাহা যাহা করিবেন তাহাকেই কর্ত্তব্য লীলা বলিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ভাগ্যে যদি প্রিয়া আইসেন অকস্মাৎ,
বিনাবিঘ্নে-বিলাসাদি হয় তার সাত।
তবে সে সকল কুঞ্জ-শয্যাদি তোমার,
তবেই সাফল্য বৃন্দে! বসন্ত-শোভার।১২৪
তুলসী দেখিয়া গেল 'শৈব্যা মোর কাছে,'
শুনিয়া রাধিকা যদি না আসেন পাছে?
অতএব কেহ গিয়া কহতো তাঁহারে-.
শৈব্যাকে উপেখি আমি আছি একেশ্বরে।১২৫
ধনিষ্ঠে! এখনি তুমি করহ পয়ান,
আমার অবস্থা কহ ললিতার স্থান।
মদনের-শরে আমি ব্যথিত হইয়া
আকুল হইয়া আছি রাধার লাগিয়া।
আরো যাতে কন্দর্পের উদ্দীপন হয়,
যাহাতে রাধার মনে লালসা-বাঢ়য়।
বলিয়া, ব্যকুলা করি তৃষ্ণা বাঢ়াইয়া
এথায় আনিতে রাই, বিলম্ব ত্যজিয়া।-১২৬
বৃন্দা! তুমি এক সখী রাখ গোষ্ঠ-ভিতে,
কোনো সখা আসে যদি মোরে অন্বেষিতে:
তবে তারে প্রতারণা করিয়া ফিরায়,
এইকার্য্য কর তুমি বড়ই ত্বরায়।১২৭
গৌরী-তীর্থ পথে রাখ, সখী এক আর,
শৈব্যাদি আইলে করে বঞ্চনা প্রচার।১২৮

(১২৭) গোষ্ঠ ভিতে—সখারা যে দিকে গোচারণ করিতেছে সেই দিকে।

(১২৮) ষষ্ঠ সর্গের ৮০ হইতে ৮৬নং পর্য্যন্ত শ্লোক সকলের বর্ণনানুসারে শৈব্যাকে বঞ্চনা করিয়া চন্দ্রাবলীকে লইয়া গৌরী তীর্থে পাঠাইয়াছেন, কি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পক্করম্ভাফলে মধুমঙ্গলের আঁখি,
বৃন্দাকে কহেন কৃষ্ণ তাঁর লোভ দেখি;
"বটুর উদর ভর পক্করম্ভাফলে," ১২৯
এতশুনি বটু হাসি হাসি কৃষ্ণে বলে।—
বৃন্দার কি কাজ? অব আজ্ঞাই প্রবল
আমিই বাছিয়া খাই মনোমত ফল। ১৩০
যথা তথা কৃষ্ণ কহিলেন সখী দিতে,
তথাতথা বৃন্দাদেবী লাগিলা পাঠাতে।
তাসবে পাঠাঞা কৃষ্ণ অতি উৎকণ্ঠাতে
নেত্রদিয়া রহিলেন রাধিকার-পথে। ১৩১
স্মিত শ্রীবদনপদ্ম দেখিতে প্রিয়ার—
কৃষ্ণ-চিত্তে উপজিল লালসা অপার।
শত-জলধির-সম গম্ভীরতা যার
সে কৃষ্ণ অধৈর্য্য!! ক্ষণে লক্ষ যুগাকার!!
একিছু বিচিত্র নয়, প্রণয়-স্বভাব,
সহজেই এইরূপ একে আনে ভাব। ১৩২

জানি তাহারা বিলম্বে ব্যাকুলা হইয়া আমার অন্বেষণে আসে। যদি আসে তো "আমি এ বনে নাই" বলিয়া ফিরাইতে হইবে।

(১৩০) পরম-সুচতুর-শ্রীমন্মধুমঙ্গলের সমস্ত-বিদূষকতার ভিতরেই নিগূঢ়-সেবা-রহস্য বিদ্যমান থাকে। এখানে ১২৪ হইতে ১২৬ পর্য্যন্ত শ্লোকত্রয়ের বর্ণনানুসারে নিজ সখা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠাকুল দেখিয়া তদীয় ভাবানুরূপ-বিধানরূপ সেবার জন্যই পক্ব কদলীর প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি।

বিশেষ কথা (ক) শ্রীকৃষ্ণ, কুসুম সরোবরের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী পথ দিয়া পূর্ব্ব মুখে, রাধা কুণ্ডের দক্ষিণ-তীর হইয়া কুণ্ডদ্বয়ের সংযোগ সেতুর উপরে আসিয়া তথা হইতে যুগল-কুণ্ডের শোভাদি সানুরাগে দর্শন করেন। পরে বৃন্দার সহিত তথা হইতে প্রথমতঃ তন্নিকটবর্ত্তী চিত্রানন্দদা কুঞ্জ দর্শন করিয়া ২৮।২৯নং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যদুনন্দন ঠাকুরের কথা।)

এইত কহিলো দুই-কুণ্ডের-বর্ণন,
যথা-মতি যথা-জ্ঞান সংক্ষেপ কথন।
গোবিন্দ লীলামৃতের এসব বর্ণন
প্রাকৃতে বুঝিতে কিছু করিনু কথন।
এই কথা যেই শুনে সেই ইহা পায়,
চিত্তে বৈসে রাধাকৃষ্ণ পাবার উপায়।
এইত পূর্ব্বাহ্নলীলা কৃষ্ণের কহিলোঁ
মহাজন মুখে কথা যেমত শুনিলোঁ।
গোবিন্দ-চরিত শুনে যেই ভাগ্যবান্
তাঁহার চরণ ধূঞা মুই করোঁ পান।

শ্লোকোক্ত কুণ্ডবেড়া স্ফটিকের বাঁধা পথ দিয়া চলিয়া কুঞ্জের অগ্নি কোণস্থ ইন্দুরেখার পূর্ণেন্দু কুঞ্জ দর্শন, তৎপর দক্ষিণাদি ক্রমে ক্রমশঃ চম্পকলতাদি অবশিষ্ট প্রাণ-প্রেষ্ঠ-সখীগণের কুঞ্জাবলী ও পথের পার্শ্বস্থ উদ্যানাদি দর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কোণস্থ বিশাখানন্দদা কুঞ্জে উপনীত হন এবং তথায় অবস্থান করেন। শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীর কুঞ্জাদি ঘুরিয়া দর্শন করেন নাই, বিশাখানন্দদ কুঞ্জের নিকটস্থ (১১৪ হইতে ১১৭নং শ্লোকোক্ত) তিনটি কুঞ্জ তথা হইতেই সাধারণ ভাবে দেখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ সেইজন্যই ঐ কুঞ্জত্রয়ের সাধারণ বর্ণনা দিয়াছেন এবং অন্যান্য কুঞ্জ বর্ণনা করেন নাই। ইহাই বর্ণনার ভঙ্গীতে প্রতীতি হয়।

(খ) এই সকল লীলার কথা, পরে শ্রীবৃন্দাদেবী প্রভৃতির মুখে রাজনন্দিনী শ্রীরাধা শ্রবণ করেন। শ্রীরাধার দাস্যাভিলাষি-ভক্তগণ সেই সময়ে শুনিয়া সবিস্তার অবগত হওয়ার আশায় সংক্ষিপ্ত কথাগুলি পরিচিন্তন করিবেন। মনকে কদাপি শ্রীরাধার চরণ ছাড়া করিবেন না, নিজেশ্বরীর আজ্ঞাদি ব্যতিরেকে দাসীগণের নড়িবার যো নাই।

পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরের মহাজন মুখে শুনার অর্থ—মূলগ্রন্থ ব্যাখ্যার শ্রবণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুহ্যাদ্‌গুহ্য কথা হয় এই গ্রন্থ সার,
অন্য-সম্প্রদায়ী স্থানে গোপন বিচার।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে
এ যদুনন্দন কহে পূর্ব্বাহ্ন-বিলাসে।

ইতি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে রাধাকুণ্ড দর্শন নাম, সপ্তম সর্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অষ্টম সর্গ ।

মধ্যাহ্নলীলা । শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা, অভিসার ও মিলন ।

(মূলগ্রন্থধৃত শ্রীরূপ গোস্বামীর-সূত্র-শ্লোক)

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্য সঙ্গোদিত বিবিধ-বিকারাদি-ভূষা-প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ ।
দোলারণ্যাম্বু-বংশীহৃতি-রতি-মধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজননিচয়ৈঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ।১

(যদুনন্দন ঠাকুরের কৃতবন্দনা ।)

জয় শ্রীচৈতন্য প্রভু—করুণা সাগর !
জয়রূপ সনাতন ! হে দীন-বৎসল !

বন্দেনোক্ত করুণা-সাগর কথাটির আস্বাদন যথা—ভজন-মার্গে অল্প সাধনে বহু ফল-প্রদানকেই বলা হয় ভগবানের দয়া । সাধন-হীন জনকে সাধনের ফলদান- বড় দয়া । আর নিরন্তর-পাপাচার-নিরত মহা-অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া তত্রগ ফল দান অসাধারণ দয়া । সমস্ত ভগবৎ-প্রকাশেই, ইতর বিশেষে একল কথার অল্পাধিক উদাহরণ দৃষ্ট হয় ।

বৃন্দাবন বিহারী শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দয়া একলেরও উপরের বস্তু । তিনি সকল পুরুষার্থের সার বিধি-ভবাদির-দুর্লভ—প্রেম ধনের প্রদাতা! তাঁহার করুণায় পশু, পক্ষী, তরুলতা পর্য্যন্ত প্রেমসুধা পাইয়াছে । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের করুণা অলৌকিক এবং অতুলনীয় । কিন্তু সে অবতারেও উহা ব্রজের বাহিরে তেমন করিয়া বিতরিত হয় নাই ।

জগন্মঙ্গলালয়-শ্রীচৈতন্যাবতারে—জীবগণের যাবতীয় দুষ্কৃতি, নিখিল অমঙ্গল, শুভাশুভ-কর্ম্মফলের-অনর্থ, এবং সর্ব্ববিধ অপরাধ-বিধ্বংস করিয়া স্থান কাল পাত্রের-বিচার ব্যতিরেকে সেই চিরানর্পিত কৃষ্ণপ্রেম, ভাব-সম্মিলনে আরোও সুখাস্বাদ্য করিয়া যারে তারে বিতরণ করায় তিনি করুণার সাগর !! এ সাগরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জয় রঘুনাথ ভট্ট ! রঘুনাথ দাস !
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ! কৃষ্ণপ্রেমোল্লাস ।
জয়জয় শ্রীজীব গোস্বামি ! দয়াবান্
জয়জয় ব্রজবাসি-ভকত প্রধান !
এবে কহি কৃষ্ণের মধ্যাহ্নলীলাগণ,
যাহাশুনি প্রেমিভক্তগণ সুখীহন ।
মধ্যাহ্ন লীলার কথা বাহুল্য বিস্তর,
বুঝাই সংক্ষেপে কহি আপন অন্তর ।

(ক্রমিক অনুবাদ)

রাধাকৃষ্ণ-তনুমন, উৎকণ্ঠাতে নিমগন, তাতে ভেল মিলন দোহার,
পরস্পর-দরশনে, বিবিধ-বিকারগণে, অঙ্গে যেন ভেল অলঙ্কার ।
বাম্য-হর্ষ-চপলতা, নানানর্ম্ম, সুখকথা ; অঙ্গভঙ্গী জ্রনেত্র-চালন,
বংশী-হৃতি, ফাগুখেলা ; তারপর দোললীলা ; তবে মধুপান, লীলাগণ
তবেহয় রতিলীলা, তারপাছে জলখেলা ; অঙ্গ-বেশ ভোজন শয়ন,
শুকপাঠ, পাশাখেলা ; সূর্য্যপূজা-আদিলীলা ; আনন্দসাগরে নিমগন
রাধাকৃষ্ণ সখীসঙ্গে, তৃপ্তহন রসরঙ্গে, সেবাকরে সব পরিজন,
(এইসূত্র, কথাগণ—বিস্তারিব এইক্ষণ,). মধ্যাহ্নের মানসী-স্মরণ ।১

বসিলে হ্রাসতা নাই, উষ্ণতা নাই, ক্ষারতা নাই, নানা-মত-ক্রূপ-কুম্ভীর-মকর নাই !! ভক্তরূপ দয়ার্দ্র সু-নাবিকগণ প্রেমভক্তির অর্ণবতরী ভাসাইয়া জীবগণকে তাহাতে স্থান দান করেন !! ইত্যাদিক মহিমায় মুগ্ধ হইয়া সুনাবিক শ্রীরূপাদি ব্রজবাসী প্রধান ভক্তগণের-সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় দিয়া শুভাভিবন্দন করিয়াছেন। অন্তর্নিহিত প্রার্থনা এই যে, অযোগ্যাধম আমাকে সেই কৃপা কর, যাহা তোমাদের যোগ্য । পয়ারোক্ত শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণ প্রভুর আজ্ঞায় ব্রজে বাস করিয়া ভক্তি ও রস শাস্ত্র প্রচার করেন ।

(১) আমাদের প্রেমময়-প্রেমময়ীর পরস্পর দর্শন সততই নূতনায় ময় ! উভয়ের অঙ্গেই দর্শনানন্দে সর্ব্বদা কম্প, পুলক, প্রফুল্লতাদি নানাবিধ প্রেমবিকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-সঙ্গলাগি সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীরাধার—
চিত্তসহ আকৃষ্ট হইল, দুর্নিবার।
বিশাখাকে কহিলেন, সেইসব কথা,
পৃথক্ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা, সকল বারতা।২

(যথারাগ)

সৌন্দর্য্য অমৃত-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু, তরুণীর চিত্তাদ্রি ডুবায়,
কৃষ্ণ-নর্ম্ম-রম্য কথা, সুধু সুধাময়গাঁথা, তরুণীর কর্ণানন্দ তায়।
সখিহে! কহ এবে কি করি উপায়?
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুরী-ছাঁদে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ-বাঁধে, বলে পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়া যায়।ধ্রু
জিনি কোটি সুধাকর, অঙ্গ, ক্ষিতি-তাপহর; গন্ধসুধা জগত-প্লাবিত,
অধর-অমৃত তার, কি কহিব সখি! আর, বিচারিতে সব বিপরীত।৩

প্রকটিত হয়। নবমসর্গের প্রারম্ভে একুশটি শ্লোকে ভাবালঙ্কারের বিশেষ বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা ৭ম সর্গে ১২৩ হইতে ১২৬ এবং ১৩১।১৩২নং শ্লোকে দিগ্দর্শিত। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা পরের সাত শ্লোকে এবং ১৭।১৮ নং শ্লোকে অনুমেয়। নানানর্ম—পুষ্পচৌর্য্য, বংশীহরণ, নবগ্রহ,-পূজন, দিক্পাল পূজনাদি লীলাবলীতে আস্বাদ্য। সুখকথা—সুখজনক বাক্য।

মূলের শ্লোকে অঙ্গবেশ, ভোজন, শয়ন, শুকপাঠ, পাশাখেলাদি সকল লীলার উল্লেখ স্পষ্টাক্ষরে নাই, "আদি" শব্দে এইগুলি অবশ্যই বুঝিতে হইবে, যে হেতু এইসকল লীলার বিস্তারিত বর্ণনা, পরে যথা-স্থানে আছে।

(৩) সখি! বিশাখে! এখনও যে তুলসী-মঞ্জরী আমার প্রাণকান্তের সংবাদ লইয়া ফিরিল না!! আমার চিত্তেন্দ্রিয়ভো আর সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিনা!! কি করি বল? চিত্তেন্দ্রিয়ের তো দোষ নাই, তাঁহার অঙ্গ-মাধুরীর ভঙ্গিমায় যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়কে বাঁধিয়া টানিয়া নিতেছে! ইহার প্রতীকার বলিয়া আমাকে রক্ষা কর। ধ্রু। ধ্রুবপদ এবং "বিচারিতে সব বিপরীত" কথাটা যদুনন্দন ঠাকুরের নিজের, ইহার সাহচর্য্যে শ্লোকোক্ত কথাগুলির এইরূপ সারস্য দাঁড়ায় যে—সখি! ব্রজতরুণী-গণের চিত্তরূপ উচ্চগিরি, যাহাকে কোনও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবজলধর-দ্যুতি, বসন-বিজুরী ভাতি, ত্রিভঙ্গিম বন্যবেশ-চয়,
আঁখিপদ্ম মুখচাঁদ, মদন-মোহন-ছাঁদ, মোর নেত্র সেই আকর্ষয় ।৪
মেঘজিনি কণ্ঠধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণীরণি, মধুর-মুরলীধ্বনি তায়,
সনর্ম্ম-বচন-ভাঁতি, রসাদির মোহে মতি, কর্ণস্পৃহা তাহাতে বাড়ায় ।৫

স্রোতেই ছুইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত-সাগরের উচ্ছলনে তাহাও ডুবিয়া যায়!! ডুবাক্, কিন্তু ডুবাইয়াতো শীতল রাখা উচিত? তাহাতে মনোস্তাপ বাড়ায় কেন? তরণীর কর্ণানন্দী. শ্রীকৃষ্ণের স্বরম্য পরিহাসে ঈর্ষা খেদ ও চাঞ্চল্য বাড়ায় কেন? কোটিচন্দ্রাপেক্ষা সুস্নিগ্ধ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ তো সমস্ত পৃথিবীর তাপনাশক? তবে আমার উচাটন বাড়ায় কেন? তাঁহার সৌরভ্যামৃতে জগৎ প্লাবিত ও পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে আমার নাসিকার-অতৃপ্তি বাড়ায় কেন? তাঁহার অধরামৃতে কোথায় জীবনদান করিয়া কৃত কৃতার্থ করিবে! আমার আরোও আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি বৃদ্ধি করে! সুধাপানে ক্ষুধা যায় না—আরোও বাড়ে কেন? এখন তাঁহার আকর্ষণের কথা একে একে বলি শুন।

(৪) জগতে লোকে জানে—জরা–ব্যাধি-বিহীন মনোজ্ঞ-দেহ-দেবগণই ব্রহ্ম সৃষ্টির-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, আবার সেই দেবতাগণের মধ্যে, কন্দর্প সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার ও নিখুত সুন্দর; কন্দর্প সমস্ত জগতকে মোহিত করেন, কিন্তু তাহাকে কেহ মোহিত করিতে পারেনা। সখি! যিনি এই সৌন্দর্য্য-দেবতা কন্দর্পকেও নিজরূপে বিমোহিত করেন সেই নবজলধর-দ্যুতি স্থির-বিজুরীবৎ মনোজ্ঞ বসনধারী, ত্রিভঙ্গ রুচিরাকৃতি, সেই পত্র, পুষ্প, গুঞ্জা, গৈরিক, চন্দন, কস্তুরী ময়ূর পুচ্ছ ও বংশীতে বন্যবেশোজ্জ্বল-হরি, সেই নয়ন-কমলও বদন চাঁদের একত্র সন্নিবেশে পরমাদ্ভুত মদন-মোহন-তনুতে আমার নেত্রের স্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া এত আকর্ষণ করিতেছেন যে আমি আর স্থির হইতে পারিতেছিনা! (মূল শ্লোকে পাঠান্তর আছে, তন্মধ্যে "ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ সুধাংশুমধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ" এই পাঠ অনুসারে পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরের অনুবাদ।

(৫) সখি! যাহার মেঘ-গম্ভীর মধুর কণ্ঠ-স্বরে এবং গমন-নটন ও নিকুঞ্জ-বিলাসাদি লীলা কাঞ্চীয়-নূপুর কিঙ্কিণীর রণরণিতে, মুরলীর মানসাকর্ষি-রবে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-সঙ্গলাগি সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীরাধার—
চিত্তসহ আকৃষ্ট হইল, দুর্ণিবার।
বিশাখাকে কহিলেন, সেইসব কথা,
পৃথক্ ইন্দ্রিয়-চেষ্টা, সকল বারতা।২

(যথারাগ)

সৌন্দর্য্য অমৃত-সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু, তরুণীর চিত্তাদ্রি ডুবায়,
কৃষ্ণ-নর্ম্ম-রম্য কথা, সুধু সুধাময়গাঁথা, তরুণীর কর্ণানন্দ তায়।
সখিহে! কহ এবে কি করি উপায়?
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুরী-ছাঁদে, সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ-বাঁধে, বলে পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়া যায়।ধ্রু
জিনি কোটি সুধাকর, অঙ্গ, ক্ষিতি-তাপহর; গন্ধসুধা জগত-প্লাবিত,
অধর-অমৃত তার, কি কহিব সখি! আর, বিচারিতে সব বিপরীত।৩

প্রকটিত হয়। নবমসর্গের প্রারম্ভে একুশটি শ্লোকে ভাবালঙ্কারের বিশেষ বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা ৭ম সর্গে ১২৩ হইতে ১২৬ এবং ১৩১।১৩২নং শ্লোকে দিগ্‌দর্শিত। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা পরের সাত শ্লোকে এবং ১৭।১৮ নং শ্লোকে অন্বেয়। নানানর্ম্ম—পুষ্পচৌর্য্য, বংশীহরণ, নবগ্রহ,-পূজন, দিক্‌পাল পূজনাদি লীলাবলীতে আস্বাদ্য। সুখকথা—সুখজনক বাক্য।

মূলের শ্লোকে অঙ্গবেশ, ভোজন, শয়ন, শুকপাঠ, পাশাখেলাদি সকল লীলার উল্লেখ স্পষ্টাক্ষরে নাই, "আদি" শব্দে এইগুলি অবশ্যই বুঝিতে হইবে, যে হেতু এইসকল লীলার বিস্তারিত বর্ণনা, পরে যথা-স্থানে আছে।

(৩) সখি! বিশাখে! এখনও যে তুলসী-মঞ্জরী আমার প্রাণকান্তের সংবাদ লইয়া ফিরিল না!! আমার চিত্তেন্দ্রিয়ভো আর সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছিনা!! কি করি বল? চিত্তেন্দ্রিয়ের তো দোষ নাই, তাঁহার অঙ্গ-মাধুরীর ভঙ্গিমায় যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়কে বাঁধিয়া টানিয়া নিতেছে! ইহার প্রতীকার বলিয়া আমাকে রক্ষা কর। ধ্রু॥ ধ্রুবপদ এবং "বিচারিতে সব বিপরীত" কথাটা যদুনন্দন ঠাকুরের নিজের, ইহার সাহচর্য্যে শ্লোকোক্ত কথাগুলির এইরূপ সারস্ক দাঁড়ায় যে—সখি! ব্রজতরুণী-গণের চিত্তরূপ উচ্চগিরি, যাহাকে কোনও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবজলধর-দ্যুতি, বসন-বিজুরী ভাতি, ত্রিভঙ্গিম বন্যবেশ-চয়,
আঁখিপদ্ম মুখচাঁদ, মদন-মোহন-ছাঁদ, মোর নেত্র সেই আকর্ষয়।৪
মেঘজিনি কণ্ঠধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণীরণি, মধুর-মুরলীধ্বনি তায়,
নর্ম্ম-বচন-ভাতি, রসাদির মোহে মতি, কর্ণস্পৃহা তাহাতে বাড়ায়।৫

স্রোতেই ছুঁইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত-সাগরের উচ্ছলনে তাহাও ডুবিয়া যায়!! ডুবাক্, কিন্তু ডুবাইয়াতো শীতল রাখা উচিত? তাহাতে মনোস্তাপ বাড়ায় কেন? তরণীর কর্ণানন্দী শ্রীকৃষ্ণের সুরম্য পরিহাসে ঈর্ষা দ্বেষ ও চাঞ্চল্য বাড়ায় কেন? কোটিচন্দ্রাপেক্ষা সুস্নিগ্ধ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ তো সমস্ত পৃথিবীর তাপনাশক? তবে আমার উচাটন বাড়ায় কেন? তাঁহার সৌরভ্যামৃতে জগৎ প্লাবিত ও পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে আমার নাসিকার-অতৃপ্তি বাড়ায় কেন? তাঁহার অধরামৃতে কোথায় জীবনদান করিয়া কৃত কৃতার্থ করিবে! আমার আরোও আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি বৃদ্ধি করে! সুধাপানে ক্ষুধা যায় না— আরোও বাড়ে কেন? এখন তাঁহার আকর্ষণের কথা একে একে বলি শুন।

(৪) জগতে লোকে জানে—জরা–ব্যাধি-বিহীন মনোজ্ঞ-দেহ-দেবগণই ব্রহ্ম সৃষ্টির-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, আবার সেই দেবতাগণের মধ্যে, কন্দর্প সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার ও নিখুত সুন্দর; কন্দর্প সমস্ত জগতকে মোহিত করেন, কিন্তু তাহাকে কেহ মোহিত করিতে পারেনা। সখি! যিনি এই সৌন্দর্য্য-দেবতা কন্দর্পকেও নিজরূপে বিমোহিত করেন সেই নবজলধর-দ্যুতি স্থির-বিজুরীবৎ মনোজ্ঞ বসনধারী, ত্রিভঙ্গ রুচিরাকৃতি, সেই পত্র, পুষ্প, গুঞ্জা, গৈরিক, চন্দন, কস্তুরী ময়ূর পুচ্ছ ও বংশীতে বন্যবেশোজ্জল-হরি, সেই নয়ন-কমলও বদন চাঁদের একত্র সন্নিবেশে পরমাদ্ভুত মদন-মোহন তনুতে আমার নেত্রের স্পৃহা বৃদ্ধি করিয়া এত আকর্ষণ করিতেছেন যে আমি আর স্থির হইতে পারিতেছিনা! (মূল শ্লোকে পাঠান্তর আছে, তন্মধ্যে "ত্রিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জলঃ সুধাংশু মধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ" এই পাঠ অনুসারে পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরের অনুবাদ।

(৫) সখি! যাহার মেঘ-গম্ভীর মধুর কণ্ঠ-স্বরে এবং গমন-নটন ও নিকুঞ্জ-বিলাসাদি লীলা কালীয়-নূপুর কিঙ্কিণীর রণরণিতে, মুরলীর মানসাকর্ষি-রবে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাভি, আঁখি, পদকর ; মুখ, অষ্ট পদ্মবর, সকর্পূর-পদ্মগন্ধ তাহে,
কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ, মৃগমদে করে অন্ধ, জগত জনের মন মোহে।
স্বভাবতঃ অঙ্গ যার, এহেন সৌরভাধার, কুঙ্কুম চন্দন তাহে হয়,

অগুরু কর্পূর তাতে, যাহাতে যুবতী মাতে,
মোর নাসা, সেই আকর্ষয়।৬
বক্ষস্থল পরিসর, ইন্দ্রনীলমণি-বর,
কবাট জিনিয়া যার শোভা,
ভুবাহু অর্গলতারি, নারী-স্মর-তাপহারী,
সেই হয় মোর বক্ষ-লোভা।
চন্দন কর্পূরোৎপল, সুমিলিত সুশীতল,
চন্দ্রজিনি যার কলেবর,
তাহার পরশতরে, বলসখি! কেনা ঝুরে?
তাঁ নাতেই লোভী বক্ষ মোর।৭

এবং সনর্ম বচনের-মধুরতায় লক্ষ্মী প্রভৃতিরও মন মোহিত হয়, সেই মদনমোহন আমার কর্ণস্পৃহা কেবলই বাড়াইতেছেন। ইন্দ্রিয়ের দোষ কি?

(৬) যাহার নাভী-পদ্ম, মুখ-পদ্ম, নয়ন-পদ্মদ্বয় এবং করতল ও পদতলরূপ কমল-চতুষ্টয় কর্পূরলিপ্ত কমলের সৌরভ বিশিষ্ট ; যাঁহার সার্ব্বাঙ্গিক অঙ্গগন্ধের নিকট হারিয়া চির গৌরবী মৃগমদ, লজ্জায় পলায়নের পথ পায় না, অন্ধবৎ অকার্য্যকর হয়, যাঁহার, এত শক্তিধর সাহজিক অঙ্গগন্ধের উপরেও আবার কুঙ্কুম, চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী বিলেপিত ; সখি! সেই মদনমোহন আমার নাসাঃ স্পৃহা-বিস্তার-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন। আমি আর থাকিতে পারিতেছিনা।

(৭) যাহার বিশাল-বক্ষদেশ ইন্দ্রনীলমণির সুবিস্তৃত-কবাটের শোভা পরাভবী, যিনি নিজ বাহু যুগলকে, সংবদ্ধ-সেই কবাটের অর্গলের ছাঁদে বিন্যস্ত করিয়া স্মরার্ত্ত-তরুণীগণকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের কন্দর্প-তাপ নিবারণ করেন, যাহার শ্রীঅঙ্গ, পদ্ম-কর্পূর ও চন্দনলিপ্ত চন্দ্র হইতেও সুশীতল, তাঁহাতেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রমণীগণের মণি, যত ব্রজের তরুণী,
সভাকার অন্যতৃষাহারী;
সবরস ভুলাইয়া, নিজাস্বাদে মজাইয়া,
পরম-আনন্দ-দানকারী।
কৃষ্ণাধরামৃতচয়, যার হয় ভাগ্যোদয়,
তার লব সেইজন পায়,
যারচর্ব্ব্য পানশেষ, জিনিয়া অমৃত দেশ,
আকর্ষয়ে সে মোর জিহ্বায় ।৮
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, বিশাখিকা তাহা শুনি,
কৃষ্ণ-সঙ্গ-উপায় চিন্তিতে—
হেনকালে পরাবৃতা তুলসী আইলা তথা,
গন্ধফলী গুঞ্জার সহিতে ।৯

আমার বক্ষের লোভ। সখি! সেই মদনমোহন কেবলই আমার বক্ষস্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন! বুক তাঁহার বিরহ সহিতে অসমর্থ হইয়া ধড়ফড় করিতেছে।

(৮) যাহার অধরামৃত রমণী-মণি ব্রজ-সুন্দরীগণের অন্য-রস-তৃষ্ণার অপহারী ও পরমানন্দপ্রদ; যাহার অধরামৃতের একটু লবলেশও বহু সৌভাগ্যের ফলে লাভ হয়; যাহার চর্ব্বিত-তাম্বূল অমৃতের ভাণ্ডারকেও পরাভব করে, সখি! সেই মদনমোহন আমার জিহ্বাকে আকর্ষণ করিতেছেন। এ হেন আকর্ষণ কি সহা যায়?

(৯) এই সময়, পঞ্চম সর্গের ৭৮নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক মাধবের নিকট-প্রেরিতা তুলসী, ৬ষ্ঠ সর্গের ৬০নং শ্লোকের কথানুসারে কৃষ্ণদত্ত-চম্পক-কুসুম (গন্ধফলিদ্বয়) ও ৬৭নং শ্লোকানুসারে তদ্দত্ত-গুঞ্জামালা লইয়া ৭৪নং শ্লোকানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার নিকটে পুনরাগমন করিলেন ও তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(কৃষ্ণ-মাল্য-পুষ্প লৈয়া, তুলসী হসিতা হৈয়া,
আইলেন ত্বরিত গমনে,
তাঁরে প্রফুল্লিতা দেখি, রাই মনে হৈলা সুখী,
কহে দাস এ যদুনন্দনে।) ০

তুলসী আসিয়া কহে সব বিবরণ,
শুনিতেই রাই হৈলা মহাহর্ষ মন।৯
ললিতার হাতে দিলা পুষ্পগুঞ্জাহার,
তাহা লৈয়া তিহো হৈলা সানন্দ অপার।
ধনী-কণ্ঠে গুঞ্জামালা দিলেন ললিতা,
চম্পক-যুগলে কৈলা কর্ণাবতংসিতা।
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভগণ লাগিয়াছে তাতে
তারস্পর্শে রাই ভরিলেন পুলকেতে।১০
প্রফুল্ল-কমল-নেত্রা সরসা হইলা,
যেন কৃষ্ণ-সর্ব্বাঙ্গের পরশ পাইলা।
সর্ব্বাঙ্গ-কম্পিতা ধনী হৈলা রোমাঞ্চিতা,
গন্তকামা হইয়াও হইলা স্থগিতা।১১
ধীরতা, বামতা, সূক্ষ্ম মেধা, বুদ্ধি দিলা,
তেই সে কারণে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলা।
ত্বরা অভিসার লাগি সখীরা কহিলা,
তাহাদের সনে হাস করিতে লাগিলা।১২

(১০) হাতে দিলা—তুলসী দিলেন। ধনীকণ্ঠে—শ্রীরাধার কণ্ঠে। কর্ণাবতাংসিতা—কর্ণ-ভূষণ।

(১১) গন্তকামা—শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনাভিলাষিণী। ধীরতা—ধৈর্য্য। সূক্ষ্মমেধা—দূরদর্শিনী বুদ্ধি, ইহারাও বামতা যেন তিনটি সখীর ন্যায়, উপস্থিত কর্ত্তব্যের-বুদ্ধি প্রদান করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"দর্শনের সাধ আছে যাদের ত্বরায়,
গিয়া দেখ কাজ কি আমার অপেক্ষায়?
শৈব্যা-বাক্যজালে বদ্ধ কৃষ্ণসার তথা,"
হাসি হাসি সুন্দরী কহেন ভঙ্গী-কথা।১৩
কৃষ্ণপদ্মী বদ্ধ, শৈব্যা-গজবন্ধনীতে,
যাওহে পদ্মিনীগণ! তাঁরে উদ্ধারিতে।১৪
তথাপি হঠাৎ কর্ম্ম কভু না করিবে,
তাহা যদি কর তবে অনর্থ ঘটিবে।
পণ্ডিত যে হয় কর্ম্মে বিচার করয়,
তবে সে সকল কর্ম্মে ভাল ফল হয়।১৫
ললিতা কহেন ভাল কহিলা রূপসি
"কৃষ্ণের নিকটে যবে শৈব্যা থাকে বসি।
সঙ্কেত-স্থানেতে কৃষ্ণ না থাকেন যবে,
গেলে আমাদের মান-হানি হবে তবে!"১৬

---

(১৩) ব্যাধের জালে যেমন কৃষ্ণসার হরিণ বদ্ধ হয়, তেমনি আজ তোমাদের প্রাণসর্ব্বস্ব-কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যারূপ-ব্যাধিনীর, বাক্যরূপ জালে বাঁধা পড়িয়াছেন। এই কথা কহিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন (১৪) না, আমার কথা ঠিক হয় নাই! শৈব্যারূপ গজ-বন্ধন-স্তম্ভে তোমাদের পদ্মী অর্থাৎ মত্ত-হস্তী আজ বদ্ধ হইয়াছে। অতএব হে পদ্মিনীগণ! তোমরা গিয়া তাহাকে উদ্ধার কর। (পদ্মিনী শব্দের প্রসিদ্ধার্থ - সর্ব্বোত্তম-লক্ষণা নায়িকা; শ্রীরাধার অন্তরঙ্গ পরিহাস-নিগূঢ় অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ পদ্মী অর্থাৎ হস্তী এবং তোমরা তাহার পদ্মিনী অর্থাৎ হস্তিনী। অতিশয় কামাতুরা নায়িকাকেও হস্তিনী নায়িকা বলা হয়। বিবিধ ব্যঙ্গ)

(১৫). তথাপি কামোন্মত্তা-হস্তিনী-নায়িকার ন্যায় অবিচারে কাজ করা উচিত নহে, ইত্যাদি গূঢ়ার্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা শুনি রাই পুনঃ উৎকণ্ঠিতা হৈলা,
কৃষ্ণসঙ্গ-দুর্লভতা চিন্তিতে লাগিলা।১৭
কুটিলা-শাশুড়ী! ননদিনী দ্বেষকরে!
পতি কটুবাণী কহে অতি খরতরে!!
পদ্মা-আদি অতি বলবান্ বৈরীগণ!
গোধনে-সখাতে-ব্যাপ্ত সব বৃন্দাবন।
বহু বিঘ্ন! কৈছে কৃষ্ণে মিলব দিবসে।১৮
এত বিচারিয়া ধনী, কহেন হুতাসে।
হাহাদুষ্ট বিধি! আর কি বলিব তোরে,
দুর্লভ করিলে কৃষ্ণ, দুঃখ দিতে মোরে?১৯
এরূপ রাধিকা-চেষ্টা; মানস-ব্যাকুল!
হেনকালে সুলক্ষণ ঘটিল অতুল।

(১৭) পরিহাসের প্রসঙ্গের মধ্যে ললিতা, ১৬নং শ্লোকোক্ত বাস্তব-কথাটি বলায়, রসান্তর আসিল।

(১৮) শ্রীরাধা ক্ষোভিতা ও চিন্তাকুলিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—বিধি বিড়ম্বিতা- অভাগিনী আমার পক্ষে কৃষ্ণ সঙ্গের-মহাসৌভাগ্য চিরদিনই পদে পদে বাধা-বিঘ্নময় ও পরম সুদুর্লভ!! শাশুড়ী বৃদ্ধা, তথাপি কুটিলতায় ভরা! কখনও সরল দৃষ্টিতে আমার পানে চান না!! সততই কৃষ্ণ-শঙ্কাকুলা!! ননদিনীটি হিংসার-অবতার! আমাকে লাঞ্ছিতা, অপদস্থা ও অপমানিতা করিবার জন্য মাতা ও ভ্রাতার নিকটে যথা-অযথা-কথা লাগানোই তাহার তপস্যা! কি আমার কপাল, কোনও দিন তাহার বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট চেষ্টা করিনা, তবু সে আমাকে নির্য্যাতনার্থ ব্যকুলা!! পতি-মহাশয় মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ! মায়ের ও ভগিনীর কথাকে বেদ-বাক্য মানিয়া কেবলই কটু কথার-কালকূট উদ্গীরণ করেন!! এদিকে সারা বৃন্দাবন জুড়িয়া গো-গণের ও সখাগণের গতাগতি। আর শৈব্যার দলে যে কেবল শৈব্যাই হৃদয়-চতুরা ও কূট-বুদ্ধি-বিক্রমে অদ্বিতীয়া, তাহাও নয়! পদ্মা প্রভৃতি চন্দ্রাবলীর সকল সখীরাই বলবান্ বৈরী!! হায়! কি উপায় হইবে? ইত্যাদি।

(২০) বাহিরে কোনও দৈবজ্ঞ কাহাকেও কহিল—"সে পর্বতে বৃষভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাহিরে দৈবজ্ঞ কহে। "বৃষভ-সুলভ"
কাঁহুপ্রতি কহে। রাই-শুভ-অনুভব।
বামস্তন-উরু-বাহু-নয়ন নাচয়,
দেখি রাধিকার মনে আনন্দ বাঢ়য় ।২০
যত্তপি আপন অঙ্গে মঙ্গল-লখিলা,
বাহিরে মঙ্গল-কথা শুনি সুখী হৈলা।
তথাপিও নহে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রতীতি।
জাগায় অনিষ্টাশঙ্কা, প্রগাঢ়-পিরীতি।
কৃষ্ণবার্ত্তা প্রাপ্তি-ইচ্ছা-রূপ-স্রোত জলে,
ধনিষ্ঠাকে আনিয়া দিলেক সেইকালে ।২১
"কৃষ্ণের প্রেরিতা ইহোঁ," প্রতীতি হইল,
হর্ষআদি ভাবে অঙ্গ তাহাতে ভরিল।
কৃষ্ণ-বার্ত্তা শুনিবারে ব্যাকুল-অন্তরে-
ছলকরি সকৌতুকে পুছেন তাহারে ।২২

সুলভ"। আমাদের রাইধনী এই কথাটি দৈববাণীরন্থায় মানিয়া শুভানুভব করিলেন। তাঁহার মনে হইল—বৃষভ শব্দের এক অর্থতো শ্রেষ্ঠ-পুরুষ! তবেতো পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ আমার বিনা বিঘ্নে লাভ হইবে? আর এই যে আমার বামস্তন, বামউরু, বামবাহু ও বামনয়ন স্পন্দিত হইতেছে, সামুদ্রিক-শাস্ত্রেতো বলে এইগুলি স্ত্রীলোকের ঘটিলে প্রিয়-সঙ্গ লাভ হয়! অতএব দুর্ভাবনা করা বৃথা।

(২১) এই সময় সপ্তম সর্গের ১২৬নং শ্লোকোক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা ধনিষ্ঠা অতর্কিত ও অভাবিত ভাবে আসিয়া উপনীতা হইলেন! যেন শ্রীরাধার কৃষ্ণ-সংবাদ প্রাপ্তির বাসনা নদী হইয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া আসিল।

(২২) অল্প পূর্ব্বে সখীগণের অভিসার-সত্বরতা-লইয়া পরিহাস করিয়াছেন বলিয়া, সেইজন্য ধনিষ্ঠাকে প্রাণকান্তের-দূতী বুঝিয়া এবং কান্ত-বার্ত্তা-শ্রবণার্থ

৩৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কোথাহৈতে আসিলেহে বল-ভালমতে,"
ধনিষ্ঠিকা কহিলা "শ্রীবৃন্দাবন হৈতে"
পুনঃ রাই জিজ্ঞাসিলা "মাধব-সুষমা—
কেমন দেখিলা ? তার কহত মহিমা।
কহ সখি ! গোত্রশ্রেষ্ঠে কিরূপ দেখিলা ?
ব্রজ-ধন-জন-পাতা-সঙ্গত হইলা ?"২৩
দুই প্রশ্ন কৈলা যবে রাধা সুবদনী,
ধনিষ্ঠা কহিলা তাঁরে তৈছে ছল-বাণী।
বনমালা-গন্ধে সব অলিকুল ধায়,
বিকচ-তিলক-শোভে, পিঙ্গালাগতায়।

ব্যাকুলা হইয়াও চতুরা-শিরোমণি রাধা, ভঙ্গী-পূর্ব্বক গৌরব রাখিয়া, দুই দুই অর্থ বোধক বাক্যে তৎসহ আলাপ করিতে লাগিলেন।

(২৩) "কহ ভাল মতে" এই কথার ভিতরের অভিপ্রায় এই যে—কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া কি নিমিত্ত আসিয়াছ, সমস্ত বিশেষ করিয়া বল। "মাধব সুষমা" শব্দের বাহ্যার্থ বসন্তের শোভা, গূঢ়ার্থ—শ্রীকৃষ্ণের শোভা। এইরূপ "গোত্র-শ্রেষ্ঠ" শব্দের বহিরর্থ—পর্ব্বতের-শ্রেষ্ঠ-গিরিরাজ গোবর্দ্ধন; এবং ভিতরের অর্থ—কুলতিলক-শ্রীকৃষ্ণ। "ব্রজ-ধন-জন-পাতা" শব্দে—ব্রজের ধন-জনের রক্ষা কর্ত্তা, ইন্দ্রকৃত-উপদ্রব হইতে গো মনুষ্যাদির সংরক্ষণকারী এবং প্রতিপালক; এখানেও পূর্ব্ববৎ বহিরর্থে—গোবর্দ্ধনগিরি এবং ভিতরের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ। "সঙ্গত হইলা ?" কথার অভিপ্রায়-তাঁহার সহিত মিলিয়া আসিয়াছ তো ? গূঢ়ার্থে পরিহাস—মিলিয়া অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়াছ তো ?

(২৪।২৫) পরম-সুচতুরা ধনিষ্ঠা, শ্রীরাধার চালাকি বুঝিয়া চাতুর্য্য-ক্রীড়া জুড়িয়া দিলেন, তিনিও তেমনি দুই অর্থযুক্ত ছল কথায় উত্তর করিলেন। ঐ শ্লোকদ্বয়োক্ত "মাধবীয় সুষমা" কথার বসন্ত পক্ষীয় বাহ্যর্থ যথা (১) বনমালার গন্ধে অর্থাৎ বন-শ্রেণীতে বিকশিত-ফুল-মুকুলাদির সৌরভে ভ্রমরগণ প্রতি বৃক্ষ লতায় ছুটাছুটি করিতেছে, (২) প্রস্ফুটিত তিলক ফুলের প্রাচুর্য্যে বন, পর্ব্ব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুবতী জনের মনে কাম বৃদ্ধি করে,
এমত বিবিধ উৎকলিকা সব ধরে।
মাধবীয়-শোভাগণ এইরূপ হয়,
বর্ণনা করয়ে তাহা হেন কে আছয়?২৪।২৫
ধরোদ্ধর ধাতুচয়ে চিত্র অবয়ব,
মেঘভীতি-হর। তাহে সদা বেণুরব।
বয়ঃক্রীড়, সুরভী-বর্দ্ধন, মহাকুভী,
উচ্চ বি-রাবিত শৃঙ্গে সুশোভিত অতি।"২৬

শোভা ধারণ করিয়াছে, (৩) কোকিলকুল—কুহু ধ্বনি করিতেছে, (৪) যুবতী জনের কন্দর্প-বৃদ্ধিকারী উৎকলিকা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পুষ্পকলিকাবলী কন্দর্পশরের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষে এই সকল বাক্যের ধনিষ্ঠার-মনোগত অর্থ এই যে—(১) শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-বিলসিত-বনমালার সুসৌগন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরাবলী আকর্ষিত ও ধাবিত হইয়া আসিতেছে, (২) তাঁহার ললাটের-তিলক ত্রিলোক-বিমোহন-শোভা বিস্তার করিতেছে, (৩।৪) কোকিলকণ্ঠে তোমার কথা আলাপ করিতে করিতে তাঁহার কলেবরে এত-সমৃদ্ধ-পুলকাবলী (উৎকলিকা) প্রকটিত হইতেছে, যদ্দর্শনে রহস্য-লীলা-কালীয়-পুলকের স্মৃতিতে যুবতীজনের হৃদয়ে কেলি-লালসা সংবর্দ্ধিত হয়!" এইরূপ অনন্ত মাধবীয় শোভা যথা দেখিয়া আসিলাম, তাহার বর্ণনা চলেনা!! এই প্রকারে বসন্তের শোভা কথনের ছলে শ্রীকৃষ্ণের শোভা বর্ণনা করিলেন।

(২৬) এই শ্লোকেও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের শোভা বর্ণনার ছলে শ্রীকৃষ্ণের শোভার কথা কহিয়াছেন যথা—এখন গোত্র-শ্রেষ্ঠের কথা বলি শুন—"সে ধরোদ্ধর ধাতুচয়ে অর্থাৎ নানাবর্ণের গিরিমাটিতে বিচিত্ররূপে শোভিত থাকিয়া, মেঘের ভয়-বিদূরণ ও বেণুনাদ বিস্তার করিয়া বয়ঃক্রীড়ান্বিত এবং সুরভী-বর্দ্ধক হইয়া, বিরাবিত-শৃঙ্গ ধারণে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছেন।" সমস্ত শব্দেরই দুই দুই অর্থ।

ধরা অর্থ—পৃথিবী এবং উদ্ধর অর্থ—উচ্চ; এই ব্যুৎপত্তিতে ধরোদ্ধর শব্দের বাচ্যার্থ—পর্ব্বত অর্থাৎ গোবর্দ্ধন গিরি; আর ধর-অর্থ—পর্ব্বত এবং উদ্ধর অর্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করি ধনিষ্ঠার বাক্য-ভঙ্গী-মধুপান,
উন্মত্ত হইল রাধিকার মনোপ্রাণ।
ব্যক্তকথা শুনিবারে উৎকণ্ঠিত-চিতে—
ক্রমে ক্রমে ধনিষ্ঠারে লাগিলা পুছিতে।২৭
কহ সখি! "কোথা তুমি করিবে গমন ?"
ধনিষ্ঠিকা কহেন "এথাই আগমন।"
শ্রীরাধা কহেন "আসিয়াছ কি কারণে ?
তিঁহো কহে "সমাচার-দান প্রয়োজনে।"
শ্রীরাধা কহেন "বার্ত্তা হয় বা কাহার ?"
ধনিষ্ঠা কহয়ে "সেই ব্রজ-চন্দ্রমার।"
শ্রীরাধা কহেন "তাহা কহত নিশ্চয়"
তিঁহো কহে "কাম-রাহু তাহারে গ্রাসয়।"২৮
কৃষ্ণের সহায় নাহি, সঙ্গে মাত্র ছায়া,
অস্ত্র সত্র নাই তাতে মুক্ত সব কায়া।

উচ্চে ধারণ, এই ব্যুৎপত্তিতে ধনিষ্ঠার মনোগত অর্থ—গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ।

এমনি, গোবর্দ্ধন পক্ষে 'ধাতুচয়ে চিত্র' অর্থ—গিরিমাটির সংস্থানে ও কৃষ্ণপক্ষে তাহা অঙ্গে ধারণে বিচিত্র। "মেঘভীতি-হর"—গোবর্দ্ধন বহু-গুহারূপ আশ্রয় স্থানের দ্বারা, আর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গকালীয় শক্তি প্রকটন দ্বারা, অথবা আপনার নবনীরদ-কান্তি দ্বারা নয়নাকর্ষণ পূর্ব্বক তদুদ্দীপক-মেঘকে প্রিয় দর্শন করণের দ্বারা মেঘের ভয় বিদূরক।

বেণুরব—গোবর্দ্ধনোৎপন্ন বাঁশের ছিদ্রে পবনের প্রবেশ ফলে সমুদ্গত শব্দ। কৃষ্ণপক্ষে মুরলী-ধ্বনি। বয়ঃক্রীড়—গোবর্দ্ধপক্ষে পক্ষিগণের দ্বারা ক্রীড়ান্বিত; কৃষ্ণপক্ষে কৈশোরবয়সোচিত ক্রীড়াযুক্ত। সুরভীবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধন পক্ষে তৃণ জলাদিদ্বারা। কৃষ্ণপক্ষে চারণাদিদ্বারা, গাভী সকলের সংবর্দ্ধন। উচ্চ-বিবারিত শৃঙ্গে—গোবর্দ্ধন পক্ষে অর্থ পক্ষিগণের দ্বারা শব্দিত উচ্চ চূড়ায়। কৃষ্ণপক্ষে অর্থ—উচ্চশব্দে বিশেষরূপে নাদিত সিঙ্গাতে সুশোভিত।

(২৭) মধুপানে মাতিয়া উঠিলে যেমন প্রাণ খুলিয়া যায়, তদবস্থাপন্না হইয়া সোজা কথা ধরিলেন।

(২৮) এ রাহু—বিনা প্রতি-বিধানে আমাদের চাঁদকে ছাড়িবার পাত্র নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার সহিত বহু-সামন্ত আইলা,
নিজায়ুধ-করে কাম আপনি ধাইলা,
কৃষ্ণ, রূপে-মদনেরে কৈল পরাজয়,
সে ক্রোধে বসন্ত সহ আসিয়া পীড়য় ।২৯
কুসুম-সমূহ-রূপ সরজাল দিয়া ।
কাননের সমস্ত উপরে আচ্ছাদিয়া ।
স্ব-সামন্ত পিক-ভৃঙ্গ-বসন্ত বাতাসে
তোমার কুঞ্জের বন বেড়িল চৌপাশে ।
তুমি হও কৃষ্ণের বহিস্থ অনিকিনী
তাহা লাগি তুয়াসঙ্গ-আকাঙ্ক্ষিত তিনি ।৩০
তোমাদের রক্ষা কৃষ্ণ অনেক করিলা,
দৈবদোষে এইবার শঙ্কটে পড়িলা ।
তোমার সঙ্গতি মাত্রে তাঁহার তারণ,
অতএব ত্রাণ কর তাঁহারে এখন ।
না করিলে কৃতঘ্নতা তোমারে হইবে
পুনর্ব্বার শঙ্কটেতে পড়িতে হইবে ।৩১

(২৯) ষষ্ঠ সর্গের ৪৩।৪৪নং শ্লোকে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মধুমঙ্গল ও সুবল আছেন, তথাপি "কৃষ্ণ একা" বলিবার অন্যতর তাৎপর্য্য "শৈব্যা সেখানে নাই" ইহা ব্যক্ত করা। নিজায়ুধ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন নামী কন্দর্পের-পঞ্চবাণ।

(৩০) বসন্ত বাতাস—মলয়ানিল। এই শ্লোকোক্ত প্রকারে চারিদিক্ সৈন্যদ্বারা বেষ্টন ও উপর শর-নিকরে আচ্ছাদন করায় কৃষ্ণ অবরুদ্ধ আছেন। তাঁহার অনিকিনী (ফৌজ) স্বরূপা তুমি এই বিপৎকালে বহিস্থা অর্থাৎ সেই অবরোধের বাহিরে! তাই সকাতরে তোমার জন্য আকাঙ্ক্ষিত।

(৩১) তোমার সঙ্গতিমাত্রে অর্থাৎ তোমার সহিত মিলন হইলেই তিনি ত্রাণ পাইবেন, বিপদ কাটিয়া যাইবে। কারণ তোমাকে দেখিলেই কন্দর্প ভয় পায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মদন-মোহন" করি, যদি কহ তাঁরে,
"তোমা বিনা মদনেরে জিনিবারে নারে।"
কৃষ্ণ, রূপে জগমন-মোহিত করয়
তোমা বিনে মদনে সে বিমোহিত হয়।৩২
পুষ্পশয্যা রচি, সাজি বহুভূষণেতে,
বিয়াকুল। সঙ্কল্প-বিকল্পময় চিতে।
অবিরত হরি তব কথা প্রজল্পয়,
পিকভৃঙ্গ সবকুঞ্জে গুঞ্জন করয়।
হইলে কি হবে বল—কৃষ্ণ বলবান্?
কন্দর্প-কদনে তাঁর ধৈর্য্য কৈল আন।৩৩
নবীন-জলদ-দ্যুতি, কণক-বসন,
মকর কুণ্ডল কাণে, কমল বদন।
চন্দনে চর্চ্চিত, ফুল্ল-কমল নয়ন,
স্বর্ণ-যূথিকার মালা গলেতে ধারণ।

এবং পলায় এবং তাহার সমস্ত দলবল তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া যায়!! বিশেষতঃ তৎকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতায় অবিলম্বে তন্নিকট চল।

(৩২) তোমার সাহচর্য্যেই কৃষ্ণশক্তি ক্রিয়ান্বিত হয়, অন্যথা কোন কার্য্য করেনা। এই তাৎপর্য্যে তত্ত্ব ও লীলা আস্বাদনীয়।

(৩৩) তোমার সহিত লীলা-বিলাসের সঙ্কল্পে কুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচিয়া ও নানা ভূষণে সাজিয়া বিরহ ব্যাকুলান্তরে তোমার গমন সম্বন্ধে নিজ মনে নানাবিধ সঙ্কল্প বিকল্প ধারণ ও আপনা আপনি তোমার কত কথা বকিতেছেন! ও পিক-ভৃঙ্গাদি মদনের-সৈন্যগণের কোলাহলে, ভয়ে কাতর হইতেছেন! মহাবলশালী কৃষ্ণ, আজ শক্তিহারা হইয়া কন্দর্প কৃত-কদনে (পীড়ায়) ধৈর্য্য হারা!!

(৩৪) ঐ কথা শুনিয়া শ্রীরাধা, বিষাদ-ব্যাকুলিতা হওয়ায় সুচতুরা ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃত পান-করাইয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থঃ ও গমনোত্তেজিতা করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চূড়ার উপরে শিখি পুচ্ছাবলী সাজে,
এইরূপে কৃষ্ণ বিরাজিত কুঞ্জমাঝে।৩৪
শ্রীঅঙ্গ-তারুণ্য যার অমৃত-সাগর,
সৌন্দর্য্য-সলিলে তাহা পূর্ণ নিরন্তর।
অঙ্গের লাবণ্য, উচ্চ সমুদ্র-তরঙ্গ,
কন্দর্প-ভাবের ভ্রমি তাহে কতভঙ্গ!
বংশীধ্বনিরূপ-বায়ুপ্রবল হইয়া।
যুবতীর চিত্ত তাতে নেয় উড়াইয়া।
ডুবয়ে তরুণী-চিত্ত-নেত্র তৃণ প্রায়,
ডুবিয়াই রহে আর উঠিতে না পায়।
হেন কৃষ্ণে মনমথ, বাণে বিদ্ধ করে,
তুয়াপথ নিরীখয়ে কাতর অন্তরে।৩৫
বৈদগ্ধীর-ধারা ঢালো সে বিদগ্ধবরে.
তরুণিমা দান কর সে নব-কিশোরে।

লাগিলেন। দুই শ্লোকে তাহারই বর্ণনা। স্বর্ণযূথীর বর্ণে শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তির সদৃশ থাকায় তাহার-মালা পরিয়া চিত্ত শান্তির চেষ্টা কৃষ্ণ করিতেছেন,

(৩৫) হায় হায়! যাহার কৈশোর মাধুরী, সুধার-সমুদ্রবৎ অগাধ, অনন্ত এবং পরম সুগাস্বাদ্য, অবয়বের যথাযুক্ত-অপূর্ব্ব সংস্থান-সৌন্দর্য্য সেই সমুদ্রের চিক্কন সুগলিত-সলিল, এবং টলটল-লাবণ্য সেই সলিলের তরঙ্গরূপে লীলায়িত; আর ক্রিয়াশীল-কন্দর্পভাব যাহার-ঘূর্ণাবর্ত্ত এবং বংশীধ্বনিরূপ প্রবল পবনে যাহাতে নিখিল তরুণীমণি গণের মনকে তৃণের ন্যায় নাচাইয়া ও ঘুরাইয়া জন্মের মত নিমগ্ন করে; সর্ব্বযুবতীর প্রাণ মনাকর্ষক সেই শ্রীকৃষ্ণকে আজ নিদারুণ কন্দর্প নির্দ্দয়রূপে বাণবিদ্ধ করিতেছে! এবং তিনি অনিমিখ-আখিতে কাতর অন্তরে তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন!! আর তিলমাত্রও তোমার, গমনে বিলম্ব করা উচিত নহে, ইহাই বাক্যের ধ্বনি।

(৩৬) সমানে সমানের মিলনেই রসের ও আনন্দের প্রকর্ষ। বাক্য, ব্যব-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিলাও আপন বেশ তাঁহার বেশেতে,
রতিতৃষা মিশাও, সে রস পিপাসিতে।
সফল করহ সব কৃষ্ণে সমর্পিয়া
নহিলে সকলি গেল বিফল হইয়া !!৩৬
প্রেমোদ্‌ভ্রান্ত স্মরাক্রান্ত দ্রবীভূত-চিত,
মূর্চ্ছান্ত-ক্লান্তিতে মগ্ন কৃষ্ণ, তবাশ্রিত!
নিবেদিনু এই, যত দশা হয় তাঁর
হে কান্তে! ত্বরিতে কর কান্ত-অভিসার (৩৭)
ধনিষ্ঠা-বচনামৃত রাই পান করি,
নানাভাব প্রকটিত হৈল দেহ ভরি।
অতিশয় ঔৎসুক্য, জড়তা, ভেল চিতে,
চলিতে হইল সাধ—দ্রুত-বিলম্বিতে।৩৮

হার, নৃত্য, গীত, কেলি, চালাকি, পরিহাস, ভাবগোপন, ভাবান্তর প্রদর্শন, রসোদ্দীপনাদি সর্ব্ববিষয়ক বৈদগ্ধীতে, এবং নবযৌবনের অপূর্ব্ব-সুষমায়, বেশের শোভায়, রতিতৃষ্ণায়, রস-পিপাসায়—কিছুতেই তুমিও কৃষ্ণচন্দ্র কেহ কাহা হইতে কম নয়! যোগ্যে যোগ্যে দান প্রতিদানেই এই সকলের সদ্‌ব্যবহার এবং প্রেমের সার্থকতা। অতএব তোমার এই সকল মহাসম্পদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে উপঢৌকন দিয়া এগুলিকে সফল কর, নহিলে ইহাদের বৃথাভার বহিয়া কাজ কি?

(৩৭) সে আদরের ধন তোমার প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, তোমার কুঞ্জের প্রত্যেক বস্তুতে তোমার রূপ, ভাব ও ব্যবহার দেখিতে দেখিতে কন্দর্পতাপে তাঁহার নবনীত-সুকোমল-চিত্তখানি গলিয়া গিয়াছে! আর্দ্র-চিত্তে প্রাণগলা ভাষায় কতই কাতরোক্তি করিয়া এক্ষণে মূর্চ্ছাপ্রদ—ক্লান্তিতে একেবারে অবশ!! তুমি তাঁহার প্রাণ প্রিয়তমা কান্তা, তোমাকে কর্ত্তব্যে প্রবুদ্ধ করা আমার ধৃষ্টতা মাত্র, তথাপি তাঁহার সেই দশা দর্শনে না বলিয়া পারিতেছিনা। আর তিলার্দ্ধ কালও অভিসারে বিলম্ব করা তোমার উচিত নহে।

(৩৮) নানাভাব—চিন্তা, শঙ্কা, আগ্রহ, চাপল্য, আক্ষেপ, ভাবী লীলার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

এইকালে কুন্দলতা নিকটে আসিলা,
সূর্য্যপূজাছলে সত্বরতা প্রকাশিলা।
কুন্দলতা-হস্ত বামহস্তেতে ধরিয়া,
দক্ষিণ হস্তেতে লীলাকমল চালিয়া।৩৯
তুলসী, ধনিষ্ঠা, আগে বিশাখিকা পাশে,
ললিতান্য পাশে, অন্যসখী, সব-দিশে।
চলিলা সুন্দরী কৃষ্ণ দরশন-আশে,
সখীগণ সঙ্গে মহাআনন্দ আবেশে।৪০
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবার কারণ
সমাসখীগণ লয় সেবোপকরণ।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে বহু দাসীগণ,
তাসবার হাতে সূর্য্য-পূজোপকরণ।৪১

নন্দোল্লাস ইত্যাদি। অতিশয় ঔৎসুক্য—শীঘ্র দর্শনোৎকণ্ঠায়। জড়তা—প্রেমানন্দাধিক্যে। দ্রুত-বিলম্বিতে—শীঘ্র শীঘ্র এবং দীর্ঘ-পদ সঞ্চারে।

(৩৯) কুন্দলতা অদূরে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন, আরোও নিকটস্থা হইয়া তাড়া দিলেন।

(৪১) সমা-সখীগণ—শ্রীরাধার প্রায় সমান শ্রীললিতা বিশাখাদি প্রধানা সখী সকল, তাঁহারা মাল্যানুলেপন, তাম্বূলবীটিকা প্রভৃতি লীলাসম্ভার এবং ৫ম সর্গের ১২নং শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভোজনীয় লড্ডুকাদি লইলেন। আর ঐ সর্গের ৩২নং শ্লোকোক্ত সূর্য্য পূজার দ্রব্যাদি মঞ্জরীগণ লইলেন। অগ্রগামী তুলসী ও ধনিষ্ঠা এবং ২।১টি মঞ্জরী, গমন ভূমির-উপরিস্থ-কণ্টকাদি অপসারণ ও প্রাণেশ্বরীর শ্রীবদনের পরম-মহাসৌগন্ধে তদুপরি-পতনোন্মুখ-ভ্রমর মালা বিতাড়ন, এবং পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ও পার্শ্ববর্ত্তিনী অন্যান্য মঞ্জরী সকল প্রয়োজনানুসারে উত্তরীয় বস্ত্র উঠাইয়া রৌদ্র নিবারণ, গমনীয় কঠিন-মৃত্তিকাকে পুষ্পাস্তীর্ণকরণ নিজেশ্বরীর ঘর্ম্ম-মোচন, ব্যজন ও নিকটাগত গুল্মলতাদিকে পার্শ্বে অপসারণাদি প্রেমসেবা সম্পন্ন করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন। গমনরীতি হইতে এইরূপ অনুভব হইবে।

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রজের বাহির হৈতে মঙ্গল দেখিলা,
কৃষ্ণ পাবো, মনে করি সুখেতে ভাসিলা।
দধি পাত্র করে এক সুন্দরী যুবতী,
ধেনুবৎস একঠাঁই, দেখিলেন সতী।
চাষপক্ষী, দ্বিজ, আর নকুল, দক্ষিণে
মৃগাবলী, বৃষ ; দেখি হর্ষ হৈল মনে।৪২
সরোবরে ফুল্লপদ্মে ভ্রমরের পাঁতি,
খঞ্জন যুগল তাতে নাচে, মদে মাতি।
দেখিয়া কৃষ্ণের-মুখপদ্ম স্মৃতি হৈল,
মুখ, নেত্র, অলক, মানিয়া, স্তম্ভ ভেল।৪৩
মঙ্গল-শকুন দেখি গর্ব্বিত হইয়া,
বিবিধ কুটিল-হাস্যোল্লসিত-হৃদয়া
সহচরী-সঙ্গে চলি গজেন্দ্র-গমনে
কানন-নিকটে উত্তরিলা কতক্ষণে।৪৪
কোকিল-কাকলী জিনি, মধুর-স্বরেতে,
অলি-চটকাদি জিনি, ভূষণ-ধ্বনিতে

(৪৩) প্রফুল্ল কমলকে শ্রীকৃষ্ণের মুখ, তদুপরিনর্ত্তিত-খঞ্জন-দ্বয়কে নয়ন, এবং ভ্রমরের পংক্তিকে অলক (ললাট প্রান্তস্থ খর্ব্ব কেশের গুচ্ছ) মানিয়া আনন্দে স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

(৪৪) শকুন—নিজের অভাবিত, যাত্রার-মঙ্গলামঙ্গল-সূচক-দ্রব্যাদির দর্শন। ৪২।৪৩ নম্বর শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত মাঙ্গলিক শকুন দর্শনে সৌভাগ্য-গর্ব্বিত হইয়া, সেই গর্ব্বদৃষ্টে (কুটিল পরিহাস-ভঙ্গীময়)-হাস্যে উল্লাসিত হৃদয়া-সখীগণের সঙ্গে মত্ত গজবৎ মধুর গতিতে কানন প্রান্তে উপনীতা হইলেন।

(৪৫) তারপর সখীগণের নিকটে কোকিল-পরাভবিকণ্ঠে কাননের চিত্তা-হ্লাদক-শোভা বর্ণনা করিতে করিতে, ভ্রমর চটকাদির শব্দ-বিজয়ী—বলয় নূপুরাদি ভূষণ-ধ্বনির সহিত, মূর্ত্তিমতী-বসন্ত শোভার ন্যায় কাননের ভিতরে প্রবেশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বসন্ত-লক্ষ্মীর ন্যায় তরুলতা গণে
পুলকিত পশিলা রাই ভিতর কাননে ।৪৫
প্রবেশি দেখেন বন শ্যাম-তনু-সম
তমাল-শ্যামল-সুষমায় মনোরম !
ফুল্ল শ্যামলতায় উজ্জ্বল শোভাধর,
তিলকেতে সুশোভিত পরম-সুন্দর।
বিশাল, অর্জ্জুন, হলিপ্রিয় সমন্বিত,
শিখি-দল-শ্রেণীতে অপূর্ব্ব-বিভূষিত।
পুন্নাগ, অমল, চম্পকাদির মালায়,—
পল্লবে, কাঞ্চনে, বিদ্রুমেতে শোভাপায় ।৪৬

করিলেন, অর্থাৎ বসন্তাগমে বন যেমন অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে, তেমনি প্রফুল্ল পুলকাঞ্চিত-সৌন্দর্য্য দেহে ফুটিয়া উঠিল।

(৪৬) বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বনখানি শ্যাম-সুনাগরের কলেবরের ন্যায় তমাল শ্যাম কান্তিতে সমুজ্জ্বল। মনে হইল আমার রসের-বঁধুয়া নিশ্চয়ই এইবনে কান্তিচ্ছটা-ছড়াইয়া এই দিক্ দিয়া গিয়াছেন। প্রেমাহ্লাদে প্রাণোদ্যানে কবিত্বের ফুল ফুটিয়া উঠিল, ভাবোন্মাদে ভাবিতে লাগিলেন—আহা! কেবলমাত্র বর্ণ-সাম্যে তো নয়—আমার প্রাণকান্তের ও তৎপরিজনের ভাব সাম্যে এবং নাম সাম্যেও এই বনের সমস্ত বৈভবাবলী রসানন্দ দান করিতেছে !! যথা—

এইতো শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যেমন ফুল্ল-শ্যামলতায় (বিকশিত-শ্যাম-কান্তিতে) প্রোজ্জ্বল, বনও তেমনি ফুল্ল-শ্যাম-লতায় উজ্জ্বল শোভাবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ত্রিলোক মোহন তিলক পরিয়া সুশোভিত, বনও তেমনি তিলক-পুষ্পে শোভান্বিত; (অতএব উভয়েই তিলকে শোভিত) এমনি উভয়েই বিশাল অর্জ্জুন ও হলিপ্রিয়ের সহিত সম্মিলিত; ঐ ঐ নামে শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং ঐ ঐ নামে বনের বৃক্ষ, সুতরাং নাম-সাম্যে পরিজন-সাম্য। (হলিপ্রিয়—বলদেবের এক নাম এবং কদম্ব বৃক্ষেরও একনাম) শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত চূড়ায় এবং বন, পেখমধারী-ময়ূরগণের পুচ্ছ শোভায় অপূর্ব্ব-বিভূষিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেণুধ্বনিময়, গুঞ্জামালায়-রাজিত,
সুছায়া-কদম্বাশ্রিত পীতনা-চর্চ্চিত।
প্রফুল্ল মন্মথে উলসিত নিরবধি
বরবয়ঃ শোভাবিলাসের পরাবধি ।৪৭
যেখানে যা নিরখেন সুনয়নী রাই,
সেখানে সেখানে যেন কৃষ্ণ-তনুছাই,।
সেখানে সেখানে হৃদি বিন্ধে মনমথে
সুবিহ্বলা হইয়া চলেন সেইপথে ।৪৮

আর শ্রীকৃষ্ণ, পুন্নাগ ও অমল চম্পকের ফুলের দ্বারা বিরচিত মালায় এবং অবতংসাদিতে ধৃত বৃক্ষ-লতাদির পল্লবে এবং বন ঐ সমস্তের অবস্থান প্রাচুর্য্যে অলঙ্কৃত। (বনপক্ষে মালা অর্থ সমূহ)

শ্রীকৃষ্ণ কাঞ্চন (স্বর্ণ) ও বিদ্রুম (প্রবাল) ভূষণরূপে অঙ্গে ধারণ করিয়া,— এবং এইবন কাঞ্চন বৃক্ষ ও বিদ্রুম বৃক্ষ ধারণ করিয়া সুশোভিত।

(৪৭) তেমনি মুরলী-বাদনে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি এবং বাঁশের ছিদ্রে পবন প্রবেশের-শব্দে বনের বেণুধ্বনি, সুতরাং উভয়েই বেণুধ্বনিময়।

এইরূপ উভয়েই গুঞ্জামালাধারী। শ্রীকৃষ্ণের গলে গুঞ্জা রচিত মালা, বনে তাহার ফলাবলী। এমনি উভয়েই সুছায়া-কদম্বাশ্রিত; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রমহারি ছায়া বিশিষ্ট কদম্ব বৃক্ষে আশ্রিত এবং এইবন বৃক্ষলতাদির তদ্রূপ ছায়া সমূহে আশ্রিত। (বনপক্ষে কদম্ব অর্থ—সমূহ) আর উভয়েই পীতনাচ্চিত। কৃষ্ণ পক্ষে পীতনা অর্থ—কুঙ্কুমের চর্চ্চা এবং বনপক্ষে অর্থ—আমলকী। আরোও প্রফুল্ল-মন্মথ শব্দের অর্থ—কৃষ্ণপক্ষে বিকশিত মদনভাব। বনপক্ষে পুষ্পিত মন্মথ বৃক্ষ; সুতরাং উভয়েই মন্মথোল্লসিত। এইরূপ বরবয়ঃ—শ্রীকৃষ্ণপক্ষে শ্রেষ্ঠ কৈশোর বয়স, এবং বনপক্ষে ইহার অর্থ উত্তম পক্ষিবৃন্দ; অতএব বরবয়ঃ দ্বারা উভয়েরই শোভার ও বিলাসের পরাবধি বটে।

(৪৮) কৃষ্ণতনুছাই—শ্রীকৃষ্ণের অবয়বে পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ ভাবনার পরিপাকে বনময় কৃষ্ণাঙ্গ-দর্শন করিতে লাগিলেন, (৭ম সর্গের ১০৪ হইতে ১১০ শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের ভাবাবেশ দ্রষ্টব্য)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাই নিজগণ সহ যৈছন বেষ্টিত,
সখীগণ দেখে তৈছে অটবী-চরিত।
ফুল্লসহচরীযুতা, মত্তালিমালিকা,
বিশাখালিকৃতছায়া, মদনে অধিকা।৪৯
মঞ্জুলতা-ফুল্লা, সর্ব্ব-দারূপশোভিতা,
সুশীতল কুচস্ফীতা, কৃষ্ণগোতর্পিতা।৫০
সুবয়-সুষমাপূর্ণা, বারকে ব্যাকুলা,
সব বন দেখে যেন রাধিকা সঙ্কুলা।৫১

---

(৪৯) বিবিধ-তরঙ্গাবলীর-বৈচিত্র্যেই ভাব-সমুদ্রের চমৎকারিতা এবং অপূর্ব্বতা। বনদর্শনে সখীগণের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবতরঙ্গ সমুত্থিত হইল! শ্রীরাধানিষ্ঠ-প্রেমের উল্লাসে—তাঁহারা শ্রীরাধার সহিত বনের ভাব, শোভা, ও নাম-পরিকরাদির সাম্য মনন করিতে লাগিলেন! যথা—(১) উভয়ই ফুল্ল সহচরীযুতা, অর্থাৎ শ্রীরাধা যেমন প্রফুল্লা-সঙ্গিনীগণযুক্তা, বনও তেমনি প্রফুল্ল-সহচরীফুল (ঝিন্টিপুষ্প) যুক্তা। (২) উভয়েই মত্তালি-মালিকা; শ্রীরাধা আনন্দ মত্ত-অলি-মালায় এবং বন, মধুমত্ত অলি-মালায় অন্বিত। (৩) বন-ভূমি, বৃক্ষাদির বিশিষ্ট-শাখাবলীর ছায়ায় এবং শ্রীরাধা আপন আলি (সখী) বিশাখার কৃত ছায়ায়-অবস্থিতা, সুতরাং উভয়েই বিশাখালি-কৃত-ছায়ান্বিতা। (৪) শ্রীরাধা মদনাবেশের আধিক্যে এবং বনভূমি প্রস্ফুটিত প্রচুর-মন্মথ-ফুলে বিলসিতা সুতরাং উভয়েই মদনে অধিকা।

(৫০।৫১) এমনি (৫) শ্রীরাধা মঞ্জুলতা-য় অর্থাৎ সৌন্দর্য্যে প্রফুল্লা, এবং বনভূমি মঞ্জু লতায় অর্থাৎ মনোহরা-লতাবলীতে প্রফুল্লা, অতএব উভয়েই মঞ্জু-লতা-ফুল্লা।

আর (৬) শ্রীরাধা হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, শোক ভয়াদি সর্ব্বাবস্থায়ই সর্ব্বদা-রূপ শোভিতা, বনভূমি সতত সর্ব্ব-দারু (কাষ্ঠে) উপশোভিতা। (৭) শ্রীরাধা সু-শীতল-কুচ অর্থাৎ স্নিগ্ধ-পয়োধরে স্ফীতবক্ষা। বনভূমি-সুশীতল-কুচে (লকুচ-বৃক্ষ) অর্থাৎ ডেপুবৃক্ষে স্ফীতবক্ষা। সুতরাং উভয়েই সুশীতল কুচস্ফীতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বন দেখি রাই-মনে সন্দেহ জন্মিল
বিচার করিতে এক চিন্তা উপজিল।
যূথেশ্বরীগণ, সখী সঙ্গেতে করিয়া
কৃষ্ণের উদ্দেশ করে বনে প্রবেশিয়া।
সবেই নিপুণা. কেন কৃষ্ণে না পাইবে ?
রসলোভী কৃষ্ণে পাঞা কেন বা ছাড়িবে ?৫২
এইকালে দেখি বনে মৃগ আর শিখী,
"কৃষ্ণ-মৃগ-শিখী" জ্ঞান করিলা সুমুখী।৫৩

(বিরহাগ্নি নির্ব্বাপণ দ্বারা কুচের শৈত্যগুণ; আবার কবিবাক্য—"আশ্চর্য্যং শোভতে বহ্নিঃ কামিনী-কুচ-মণ্ডলে। দূরতঃ আহরো দাহঃ হৃদি স্পর্শেন শীতলঃ।) আরোও (৮) গো শব্দের নানার্থের মধ্যে দুই অর্থ—ইন্দ্রিয় এবং ধেনু। শ্রীরাধা, লীলা-বিলাসাদি দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধায়িনী এবং বনভূমি তৃণাদি দ্বারা কৃষ্ণের-গো সকলের পরিতৃপ্তিকারী; সুতরাং উভয়েই কৃষ্ণ-গো-তর্পিতা। (৯) সুবয়ঃ শব্দেরও দুই অর্থ—উত্তম পক্ষিসকল এবং কৈশোর বয়স; শ্রীরাধা, কৈশোর-সুষমায় পূর্ণ, বন—উত্তম পক্ষিগণের সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। এইরূপ (১০) বারক অর্থাৎ নিবারণ কারী শাশুড়ী ননন্দাদির প্রতিকূলতায় শ্রীরাধা সর্ব্বদাই ব্যাকুলিতা এবং বন বারকবৃক্ষে অর্থাৎ নিদৌড়ার বৃক্ষাধিক্যে বিশেষভাবে ব্যাপ্ত সুতরাং উভয়েই বারকে ব্যাকুলা। (দ্ব্যর্থ বোধক বিশেষণ দ্বারা সমতা বর্ণন অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রশংসার্হ)

(৫২) ৪৬ হইতে ৪৮নং পর্য্যন্ত শ্লোক সকলের বর্ণনাস্বরূপে উদ্দীপনাময় বন শোভা দর্শন করিয়া স্থায়ী ভাবানন্দের উপরে শ্রীরাধার হৃদয়ে ব্যাভিচারী "আশঙ্কা ভাবের" তরঙ্গোদয় হইল! ভাবিতে লাগিলেন—এমন রসোদ্দীপক বনে কৃষ্ণ-সঙ্গার্থ কাহার না সাধ হয়? চন্দ্রাবলীর শৈব্যা প্রেরণের ন্যায় অবশ্য সমস্ত যূথেশ্বরীগণই নিজ নিজ সখীর সহিত এইবনে কৃষ্ণান্বেষণ করেন। তাহারা সকলেই পরম চতুরা, কেহ না কেহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইবে এবং পাইলে ছাড়িবেনা; রসলোলুপ কৃষ্ণ ও, অবশ্য তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। কোথাও যে এমনটি না ঘটিতেছে তাহা কে বলিবে?

(৫৩) এই প্রকার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া—একটি বনচর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তমাল-বৃক্ষের মূল বাঁধা সুবর্ণেতে,
হেম-যূথী লতা বেড়ি উঠিয়াছে তাতে ;
বৃক্ষের শাখাতে শিখী করিছে নর্ত্তন
দেখিয়া শঙ্কিত হৈল রাধিকার মন ।৫৪
প্রেম-ঈর্ষা-সর্পে তাঁরে করিল দংশন,
বিচার-শকতি নষ্ট হইল তখন ;
হরধনু আকারেতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া
ধনিষ্ঠাকে কহিলেন প্রচণ্ডা হইয়া ।৫৫
"একি দেখি ধনিষ্ঠকা। সম্মুখে আমার ?
তিহো কহে" কোথা কিবা দেখিলা আবার ?

হরিণ ও একটি বনের ময়ূর দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহার প্রাণে কুটিল প্রেমের জোর জাগিয়া উঠিল! মনে করিলেন—এইতো কৃষ্ণের পালিত এবং সর্ব্বদা সঙ্গচারি—তাহার স্বরঙ্গ হরিণ ও তাণ্ডবিক ময়ূর!! তবেতো নিশ্চয়ই তিনি এইবনে অন্য নায়িকার সহিত বিহার করিতেছেন!! এইরূপ মনে করিয়া প্রেমোত্থ ঈর্ষায় তিনি সহজ জ্ঞান হারাইলেন!!

(৫৪।৫৫) আরো খানিক অগ্রসর হইয়া হেমযূথীতে বেষ্টিত একটি তরুণ তমাল বৃক্ষে নয়ন-নিপতিত হইল, তাহার নিম্নদেশে স্বর্ণের দ্বারা বেদী বাঁধা এবং উপরে একটি ময়ূর, পেখম ধরিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়াই মনে করিলেন —এইতো সাক্ষাতেই সব ধরা পড়িয়া গেল!! তমালকে শ্রীকৃষ্ণ, স্বর্ণবদ্ধ বেদীকে তাঁহার পীতাম্বর এবং পেখমধারী ময়ূরকে তাঁহার-চূড়া বলিয়া প্রতীতি হইল এবং স্বর্ণলতাকে কৃষ্ণালিঙ্গনপরা-নায়িকা মনে করিয়া ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন!! স্বাভাবিক-সুতীক্ষ্ণ-বিচার-বুদ্ধি লোপ হইল!! মনে করিলেন ধনিষ্ঠা যখন এইবন হইতেই আমার নিকট গিয়াছে, তখন সে অবশ্যই এসব ব্যাপার জানে, তথাপি সে এই দুষ্টরাজের দূতী হইয়া আমার নিকট গিয়াছিল! এই পাটাবুকী-নির্লজ্জা-স্বৈরীর ক্রীড়ামৃগের দ্বারা, সে আমাকে সন্তুষ্টা করাইতে চায়!! অমনি প্রচণ্ড ভাব প্রাগর্ভ্য ধারণ করিয়া ইন্দ্রধনুর আকারে ভুরু ঘুরাইয়া ধনিষ্ঠার সহিত ৫৬নং শ্লোকোক্তি অনুসারে কথা কহিয়া নিজ সখীগণকে বলিতে লাগিলেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাই কহিলেন "অগ্রে দেখ কি আচার ?"
তিঁহো কহে "বনমাত্র সত্য দেখি সার।
রাধিকা কহেন "এই সম্মুখে কি হয় ?"
তিঁহো কহে "বন বিনু অন্য কিছু নয়।"
রাধিকা কহেন "ধূর্ত্তে! আঁখি মুদি চাও ?
অপূর্ব্ব-শঠেন্দ্র-নৃত্য দেখিতে না পাও ?৫৬
ললিতাদি সখীগণে কহেন তখন—
দেখ শঠ-শঠিনীর সুখদ নর্ত্তন।"৫৭
বাক্মধুতে-মত্ত হরি করি ধনিষ্ঠারে
ধার্ষ্ট্যনৃত্যে কুটী-নটি করিছে ইহারে।৫৮
তাহা লাগি সভাসদ করি তোমাদেরে
এই দেখাইতে আনিয়াছে বনান্তরে।৫৯
কৃষ্ণের সুরঙ্গ দেখ রঙ্গিণী-ছাড়িয়া
বিলাস করিছে অন্য হরিণী-লইয়া!
মোরে দেখিয়াও তারে ত্যাগ নাহি করে!
হরি-সঙ্গী-হরিণেও শঠতা-আচরে !!৬০

---

(৫৭) সখীগণ! শঠ (কৃষ্ণ) ও শঠিনীর (ধনিষ্ঠার) সুখদ (বিপরীত লক্ষণায় দুঃখপ্রদ) নৃত্য অর্থাৎ ধৃষ্টতাময় বিকট-আনন্দ-রঙ্গ দেখ। (দেখিয়া কর্ত্তব্য ব্যবস্থা কর, অপমানে মৈলাম!)

(৫৮।৫৯) ধৃষ্ট শঠ তোমাদের নটরাজ, ধনিষ্ঠাকে আপন বাক্যরূপ মধু পান করাইয়া প্রমত্ত করতঃ একটি ছাড়িয়া আরটি-উপভোগের-ধৃষ্টতারূপ-জঘন্য নৃত্যের সহায়িনী কুটিনটী কৌটিল্যময়ী নটী কুট্‌নী করিয়াছে! আর তাহাতে এই কপটিনী, গরবে গলিয়া আপন বাহাদুরী প্রদর্শনে বাহবা লইবার জন্য তোমাদিগকে আনিয়া সভাসদ্ করিয়া উহা দেখাইতেছে !!

(৬০) অসৎসঙ্গ-জনিত-অধঃপাত এমনি ভয়ঙ্কর! সঙ্গ-দোষে কেবলমাত্র যে ধনিষ্ঠারই দারুণ-দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিভৎস কর্ম্মা-হরির ভয়ঙ্কর-সঙ্গে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণশিখি-তাণ্ডবিক ধৃষ্টতা করিয়া,
আমার-সঙ্গিনী নিজ-ময়ূরী ত্যজিয়া—
অন্য ময়ূরীর সঙ্গে বিলাস করয়!
ইহারে দেখিছে, তবু তারে না ছাড়য় !!
ধৃষ্ট-কৃষ্ণ-সঙ্গে সংক্রমিত ধার্ষ্ট্য-দোষ,
যার যেন সঙ্গ হয় তেন গুণ-পোষ !! ।৬১
এইসব কথা শুনি হাসে ধনিষ্ঠিকা,
কহয়ে তোমার চিত্র-নাট্য সর্ব্বাধিকা!
অশ্রুত-বচন-নাট্য, তোমার-বদনে
শুনি, মহানন্দ পাইলেন সখী গণে ।৬২
যেখানে অত্যন্ত রাগ তথা এই রীতি,
"দুর্ল্লভে সুলভে বিঘ্ন-আশঙ্কিনী মতি!"৬৩

হরিণও সৌহার্দ্দ স্বভাব হারাইয়া, মহা-হেয়-শঠতায় অভ্যস্ত হইয়াছে। দেখ কৃষ্ণের সুরঙ্গটিও নিজ প্রিয়তমা-আমার-রঙ্গিণীকে ছাড়িয়া অন্য হরিণীর সহিত রঙ্গিং-রঙ্গ করিতেছে।

(৬১) শঠগুরুর দুঃসঙ্গ-প্রভাবে ময়ূরের সততাও শঠতায় পরিণত হইয়াছে। দেখ, তাহার তাণ্ডবিক নামা ময়ূরটিও আমার-সঙ্গিনী নিজ প্রিয়াকে আমার সঙ্গে দেখিয়াও অন্যময়ূরীর সহিত বিলাস করিতেছে। তাহাকে ছাড়িতেছেনা !! শ্রীরাধারও রঙ্গিণী নামে একটি হরিণী, ও সুন্দরী নামে একটি ময়ূরী পালিতা আছে। কৃষ্ণের পালিত সুরঙ্গ হরিণের সহিত রঙ্গিণীর এবং তৎ-পালিত তাণ্ডবিক ময়ূরের সহিত সুন্দরীর, কৌতুক করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। রঙ্গিণী ও সুন্দরী, শ্রীরাধার সঙ্গে আছে, কিন্তু সুরঙ্গ ও তাণ্ডবিক এই স্থানে নাই, ২৩নং শ্লোকোক্ত বনের হরিণ ও বন্যময়ূরকে প্রেম-ভ্রান্তিতে কৃষ্ণের হরিণ ও ময়ূর মনে করিয়া শ্রীরাধার এই জ্ঞান।

(৬২) চিত্রনাট্য—বিচিত্র প্রেমনৃত্য। অশ্রুত—কেহ যাহা কখনও শুনে নাই।

(৬৩) রাগ—প্রেমের প্রকর্ষ। যে অবস্থায় দুঃখকে সুখজ্ঞান করায়।

৩৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চল সখীগণ ! কৃষ্ণঠাঁই কহি গিয়া,
অতিস্নিগ্ধ হইবেন—এ নাট্য শুনিয়া।
গুণীর নিকটে যদি গুণ কথা হয়,
শুনিতেই তার চিত্তে আনন্দ বাঢ়য়।৬৪
সখীগণে, আবৃত-বদনা, হাস্যাননী—
নিরখিয়া, বিস্মিতা হইয়া রাইধনী।
পুন চাহি দেখিলেন "তরুসঙ্গে লতা !"
লজ্জাপাঞা সুধামুখী কৈলা হেটমাথা।৬৫
এইরূপে কৃষ্ণসঙ্গ-রঙ্গ প্রকটন—
শ্রীবৃন্দাবনের, রাই করি বিলোকন।—
উপজিল মনে কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-লালসা,
সে সুধাপানের লাগি বাঢ়িল পিয়াসা।
প্রেমে-বিঘূর্ণিতা ধনী, নানাভাবাকুলা
হেরি ; হাসি সখীগণ, লইয়া চলিলা।৬৬
এইরূপে গেলা রাই সূর্য্যের মন্দিরে,
"কামরণ বাটি" নাম কুঞ্জ মনোহরে।
কুসুমিত বন, তাতে আছে সূর্য্য-মূর্ত্তি ;৬৭
ভক্তিভরে কৈলা ধনী তাঁহারে প্রণতি।
বদ্ধাঞ্জলি হৈয়া বর-মাগেন কাতরে
"বিনা বিঘ্নে কৃষ্ণচন্দ্র-সঙ্গ-দেহ মোরে।"৬৮
প্রতিমা দেখিলা অতি প্রসন্ন বদন,
তাহাতে হইলা রাই প্রফুল্লিত-মন।

(৬৪) স্নিগ্ধ—শ্রীরাধার প্রতি স্নেহযুক্ত। তিনিও এমনি গুণী (প্রেমাঢ্য) কিনা ;

(৬৭) এই স্থানটি শ্রীরাধাকুণ্ডের ক্রোশ ছয়েক উত্তর পূর্ব্বে, এখন সূর্য্যকুণ্ড নামে বিখ্যাত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনঃ প্রণমিয়া সখী-সঙ্গে ধনী চলে,৬৯
পূজার সামগ্রী রাখে-বনদেবী দলে।
ললিতার বাক্যে দুই দাসীও রহিলা,৭০
তবে সখী সঙ্গে রাই বনে প্রবেশিলা।
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভে পূর্ণ সব বনস্থল,
মৃগমদ সহ যেন সুনীল-উৎপল।
সে গন্ধ পাইয়া পথে ধনী মণি ধায়
উনমত ভৃঙ্গী সম উড়িবারে চায়।৭১
রাধিকার গন্ধেও ভরিল বৃন্দাবন,
কমলে-কাশ্মিরে মিলি সৌরভ যেমন।
কান্তাঙ্গ-গঙ্গার গন্ধ-তরঙ্গ-লহরী,
অকস্মাৎ ব্যাপিত হইল বনভরি !!
রোমাঞ্চজড়িত হরি হইয়া তাহাতে-
চাহেন ভ্রমর সম উড়িয়া পড়িতে।৭২
তখনি বুঝিলা, দূরে রাই-আগমন,
বৃন্দাকে পাঠাঞা দিলা করিয়া যতন।৭৩
বৃন্দাদেবী আসিলেন রাধার নিকটে
'কুণ্ডেনরা' নাম কুঞ্জ-রাজধাম-তটে।

---

(৭২) কাশ্মির অর্থ কেশর। সাধারণ পদ্মের ও কাশ্মিরের গন্ধের সম্মিলনে যে প্রকার সৌগন্ধ জন্মে আমাদের শ্রীরাধারাণীর সার্ব্বাঙ্গিক সাধারণ সুগন্ধ সেই রূপ মাধুর্য্যময়, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে আবার ভিন্ন ভিন্ন সুবাস বর্ত্তমান, ১১শ সর্গের ১১৭ নং শ্লোকে তাহার বিশেষ বর্ণনা আছে। টলটল-লাবণ্যময়-শ্রীরাধার অঙ্গরূপ গঙ্গার গন্ধরূপ তরঙ্গে বন্যার জলের ন্যায় অকস্মাৎ সমস্ত বন ভরিয়া গেল !!

(৭৪) কুণ্ডেনরা কুঞ্জরাজের তটে অর্থাৎ নিকটে বৃন্দারসহিত বৃন্দাবনেশ্বরীর সাক্ষাৎ হইল, ঐ স্থান বর্ত্তমান সময়ে কুণ্ডরা নামে পরিচিত। হর্ষিত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাকে দেখিয়া রাই মহোৎসুকা হৈলা,
স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির মূর্ত্তি তাঁহারে মানিলা।৭৪
কৃষ্ণোত্তংস-দুই-ইন্দীবর, দেবী বৃন্দা—
দিলেন, যাহার গন্ধে অলি হয় আন্ধা।৭৫
কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ লাগিয়াছে সে ফুলেতে,
কৃষ্ণ-গন্ধ পরশ, পাইলা ধনী তাতে।
তাহাতে উদ্ভব হৈল যত ভাবগণ
অতি যত্নে রাই তাহা কৈলা আবরণ।
বৃন্দাকে সংবাদ তবে পুছেন যতনে
(সংলাপ আখ্যানে যাহা শাস্ত্রেতে বাখানে)৭৬
জিজ্ঞাসিলা "বৃন্দে! আসিতেছ কোথা হৈতে?"
বৃন্দা ক'ন "কৃষ্ণপাদ নিকট হইতে।"
রাই জিজ্ঞাসিলা "তিহোঁ হন কোন্ স্থানে?"
বৃন্দা ক'ন "আছেন তোমার কুণ্ড-বনে।"

বদনা বৃন্দাকে দেখিয়াই আমাদের ইন্দুবদনী-রাইধনী বুঝিলেন "আমার অভীষ্ট সুনিশ্চয় পূর্ণ হইবে।" সিদ্ধি, মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিলে যেমন হয়, তেমনি নিঃসন্দেহ রূপে, ইহা উপলব্ধি হইল।

(৭৫) উত্তংসরূপে পরিহিত দুইটি অতি সুগন্ধ-নীলোৎপল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার দ্বারা প্রেমোপহার প্রেরণ করেন। মনোগত গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, "রাধে! তোমার বনব্যাপী অঙ্গ-সৌগন্ধে বিভোর ও জড় হইয়া পড়িয়াছি। বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বৃন্দার সহিত বাক্যামৃত-বিস্তার করিতে করিতে আসিয়া আমাকে ক্রিয়ান্বিত কর; দেখার আগেই বচন সুধারসে সচেতন হইবার আশা ধরিয়া রহিলাম।" রঙ্গময়ী বৃন্দা কোনও কথা না বলিয়া নীলোৎপল দিলেন।

(৭৬) তাতে—সেই পুষ্পযুগলেতে অর্থাৎ তদাঘ্রাণে ও তৎস্পর্শে। আনন্দ কম্প,—পুলক, বেদ, জড়িমা, স্বরভঙ্গাদি সাত্ত্বিকোদয় হইল! কিন্তু প্রাণকান্তের সংবাদ শ্রবণের আগ্রহে অতিকষ্টে উহা সংবরণ করিয়া বৃন্দাদেবীর সহিত ৭৭ নং শ্লোকোক্ত উত্তর প্রত্যুত্তরময় কথা (সংলাপ) আরম্ভ করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকাপুছেন "তথা কি কর্ম্ম করেন ?"
তিহোঁ কহে "নৃত্য-শিক্ষা-আবেশে আছেন।
রাই জিজ্ঞাসেন "শিক্ষা গুরু কেবা হয় ?"
"তিহোঁ কহে "দশদিকে তুয়া মূর্ত্তিচয়।
তরুলতা-আগে মূর্ত্তি গুরুরূপে নাচে,
কৃষ্ণচন্দ্র নাচেন তাহার পাছে পাছে।"৭৭
রাধিকা কহেন "তুমি না জান কারণ,
পদ্মালিতে উড়িয়া পড়িতে তাঁর মন।
শৈব্যা-বায়ু পদ্মালির-গন্ধ আনিয়াছে
গন্ধে অন্ধ হৈয়া কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ ভ্রমিতেছে।৭৮
শুনি, বৃন্দা দেবী কহিলেন শুন গৌরি!
বাত্যাবর্ত্ত-বিনাশ করণে দক্ষ হরি।
তাঁর বাগ্‌বঞ্চনা-বায়ু শৈব্যা উড়াইল,
চন্দ্রাবলী সহ শৈব্যা গৌরীতীর্থে গেল।৭৯

(৭৮) বৃন্দাদেবীর রঙ্গভঙ্গিময় বর্ণনাকে রসরীত্যানুসারে "মানিয়া লইয়া" নর্ম্মপণ্ডিতা রম্যবাক্-শ্রীরাধা উত্তর করিলেন—বৃন্দে! তুমি নিকটে থাকিয়াও মধুসূদনের নৃত্য-ঘূর্ণার কারণ বুঝিতে পারনাই! বায়ুরন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ শীলা-শৈব্যাকে বায়ুরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রমর রূপে ও চন্দ্রাবলীকে পদ্মবনরূপে উল্লেখ পূর্ব্বক স্মিত সুধামাখা সালঙ্কার বাক্যে কহিলেন—শৈব্যা-বায়ু, কৃষ্ণভ্রমরকে পদ্মালির গন্ধ আনিয়া দিয়াছে, (পদ্মালিশব্দের বহিরর্থ—পদ্মশ্রেণী, কিন্তু মনোগত গূঢ়ার্থ পদ্মার সখী চন্দ্রাবলী) তাহাতেই তোমার কৃষ্ণভ্রমর (বহিরর্থ কৃষ্ণ-বর্ণ ভ্রমর, মনোগত অর্থ কৃষ্ণরূপ ভ্রমর) গন্ধান্ধ হইয়া ঘুরিতেছে।

(৭৯) উদ্‌বেলিতানন্দা রাজনন্দিনীর কবিত্বময়-কথার উত্তরে বৃন্দাদেবীও সেইরূপ কবিত্ব রঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাত্যাবর্ত্ত-রূপধারী তৃণাবর্ত্ত-বধলীলার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া হাস্যবদনে কহিলেন—হরি, চিরদিনই বাত্যাবর্ত্ত বিনাশে সুদক্ষ। শৈব্যারূপ সামান্য ঘূর্ণাবায়ুতে তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করার যো নাই!!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকা কহেন উহা কি কাজ শুনিয়া ?
শ্যামকুণ্ডে যাব মোরা স্নানের লাগিয়া।
পাতাল গঙ্গার জলে স্নানাদি করিয়া-
আর্য্যার নিদেশ, সূর্য্য পূজিব যাইয়া।
পূজা করি নিজ গৃহে করিব গমন,৮০
এতবলি পুনঃ বৃন্দাদেবী প্রতি ক'ন।-
"বৃন্দা তুমি কোথা যাবে বল অকপটে ?"
বৃন্দা কহে—"তব পাদ-পদ্মের নিকটে।"
রাধিকা কহেন "কিবা হয় প্রয়োজন ?"
বৃন্দা কহে "কহিব রাজ্যের বিবরণ।
রাধিকা কহেন কহ কি কথা-কেমন ?
বৃন্দা কহে "মাধব-বিভবে বৃন্দাবন—
বিভূষিত। চাহে তুয়া কৃপাবলোকন,"
এইতো সে-সমাচার কৈনু নিবেদন।৮১

হে গৌরি! চতুরচূড়ামণির বঞ্চনারূপ প্রবল প্রভঞ্জনের ভীম বিক্রমে, শৈব্যা তখনই নিজ সখী চন্দ্রাবলীর সহিত গৌরীতীর্থে অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

(৮০) বর্ষার ভরানদীর প্রবাহ যেমন, কখনই সোজা যায় না, তেমনি পূর্ণতা-প্রাপ্ত প্রেমের স্রোতও সরল-গতিতে চলিতে জানেনা! যেমন নিজ কান্তের প্রতি তেমনি তদীয় জনের প্রতিও আমাদের বামা-মনোহরা শ্রীরাধার বামতা-বিলাস। এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি সেই অবহিত্থাময়-বাক্যরসের মধুরতরঙ্গ। অক্ষরার্থ সরল।

(৮১) কিন্তু বামতায়, বধুঁর-কথা-শ্রবণ বন্ধ হইয়া মূল মারা না যায়, সেই জন্য চতুরিণী-মণি, বিনোদিনী, ভাবান্তরে আবার পূর্ব্বকথাই জুড়িলেন, বৃন্দাও সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। "চাহে" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা বাহ্যার্থে বৃন্দাবন, গূঢ়ার্থে—মাধব শ্রীকৃষ্ণ। "মাধব বিভবে" শব্দেরও বহিরর্থ বসন্তের সম্পদে, কিন্তু গূঢ়ার্থ—শ্রীকৃষ্ণের রূপেও কান্তিতে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি কহে কুন্দলতা প্রগল্‌ভাচরিতা
নিজ কূট-দৌত্য বৃন্দা! ঘুচাও সর্ব্বথা।
আর্য্যা, কৃষ্ণ-ভয়ে রাই সমর্পিলা মোরে—
সূর্য্যের মন্দিরে নিয়া সূর্য্য পূজাবারে।৮২
পাতালজ-গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া
সূর্য্যবেদী যাব গুপ্তে রাইকে লইয়া।৮৩
কৃষ্ণ তথা থাকিলে না যাইব তথায়,
স্নান করাইব নিয়া মানস-গঙ্গায়।
'কৃষ্ণগন্ধ' যথা আছে তথা না যাইব,
আর্য্যার নিদেশ আমি যতনে পালিব।৮৪
বৃন্দা ক'ন "কুন্দলতা! কেন ভয় পাও?
মানস-গঙ্গায় কেন যাইবারে চাও?
সুন্দর উপায় কহি শুন মন দিয়া
কৃষ্ণ নাহি দেখিবেন; স্নান কর গিয়া।৮৫

(৮২।৮৩) প্রগল্‌ভাচরিতা অর্থাৎ আচরণ বিষয়ে পরিপক্কা-কুন্দলতা, বৃন্দার শ্লিষ্ট বাক্যময় সুকৌশল-দূতীপনার নিমিত্ত মনে মনে বলিহারী দিলেন, এবং স্রোতের প্রতিকূলে বাতাস বহিলে, জলে যেমন প্রবল-লহরীতে নৃত্য খেলে, তেমনি প্রতিকূলরূপে-প্রতীয়মান-রসকথার দ্বারা, ভাব-সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিবার অভিপ্রায়ে হাস্যগর্ভ ভ্রূ-ধূননের সহিত ৮২।৮৩।৮৪ তিন শ্লোকের কথাগুলি বলিলেন। সর্ব্বথা—সম্পূর্ণরূপে। আর্য্যা—জটিলা। পাতালজগঙ্গ—কৃষ্ণপাদোদ্ভব বা শ্যাম-কুণ্ডের সলিল। মানসগঙ্গা—গোবর্দ্ধন হইতে নিঃসৃত নদী। বর্ত্তমানে সরোবরাকৃতি। তথায়—শ্যামকুণ্ডের পাতাল গঙ্গায়।

(৮৫) কুন্দলতার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াও যেন বুঝেন নাই এইরূপ ব্যবহার প্রকটন-করিয়া সুচতুরা-বৃন্দা রঙ্গের তরঙ্গে বাতাস দিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণতথা থাকিলে না যাইব তথায়" এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে "আমরা অগ্রসর হইয়া আগে দূর হইতে চাহিয়া যদি দেখিতে পাই বহু-বল্লভ-চঞ্চল-কৃষ্ণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাই-কুণ্ড-কুঞ্জে কৃষ্ণ, মদন-কদনে—
উদ্‌ঘূর্ণিত-দশাপন্ন, মুদ্রিত-নয়নে।
বাসন্তীর-বনপথে তোমরা যাইয়া
পদাম্বুজ-রসে, তীর্থ-স্নান কর গিয়া।
সর্ব্বথায় কেহ তথা দেখিতে না পাবে,
স্নান করি গুপ্তে সূর্য্য বেদীতে যাইবে।৮৬
ললিতাও কহিলেন—"শুন কুন্দলতা!
তোমার-দেবর-কৃষ্ণে ভয় কেন বৃথা?
প্রগল্‌ভা তোমার কেন অপ্রগল্‌ভাচার,
প্রৌঢ়া হৈয়া কেন কর মুগ্ধা ব্যবহার?৮৭

এখনও সেখানে আছেন, তবে ফিরিয়া মানসগঙ্গায় গিয়া স্নান করিব" কুন্দলতার এই কথাতে "যথার্থই তিনি কৃষ্ণের ভয়ে ভীতা" এইরূপ বুঝার ভাণ করিয়া এই শ্লোকোক্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন।

(৮৬) রাইকুণ্ড-কুঞ্জে—রাধাকুণ্ডের-তীরস্থ কুঞ্জে। মদনকদনে—কন্দর্প পীড়ায়। ঘূর্ণিত-মানসে, চক্ষুমুদিয়া বসিয়া আছেন, অতএব বিন্দুমাত্রও ভয়ের কারণ নাই, ইহা কথার বহিরঙ্গ অর্থ। গূঢ়ার্থের-কূট-দৌত্য এই যে, সেইকুঞ্জের সম্মুখস্থ বাসন্তীর বনপথ-দিয়া গেলে নিমীলিত-প্রায় নয়নে দূরপথে দৃষ্টিকারী শ্রীকৃষ্ণ, সহজেই দেখিতে পাইবেন। "পাদাম্বুজরসে তীর্থস্নান" কথার অর্থ তৎপাদজ-শ্যামকুণ্ডের মানসপাবন ঘাটে স্নান। কিন্তু মনোগত অর্থ এই যে, তাঁহার সেবারসেই প্রকৃত তীর্থস্নান। সে অতি নির্জ্জনকুঞ্জ কেহই দেখিতে পাইবে না।

(৮৭) নিঃশব্দে লুকাইয়া শ্যামকুণ্ডে গেলে, অবশ্যই যুগলমিলনে কিঞ্চিৎ বিলম্বও অন্তরায় জন্মিবে, সেটুকু ঘটিতে না দিবার নিগূঢ়াভিপ্রায়ে শ্রীললিতা-সুন্দরী, স্বকীয় স্বাভাবিক-বামপ্রখরতা-প্রকটন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-রাসকলার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে তুচ্ছ করিয়া উপহাসের-হাসি হাসিয়া কুন্দলতাকে কহিলেন—কুন্দলতে! কৃষ্ণ তোমার দেবর, বয়সেও ছোট, তুমি পরিপক্ক বুদ্ধি-প্রৌঢ়া হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপনার কুণ্ডে গিয়া স্নানাদি করিব,
মাধবীয়-বন শোভা, সমস্ত দেখিব।
কি করিতে পারে কৃষ্ণ আমা সভাকারে ?
(মিত্র পূজা করিয়া যাইব নিজঘরে।)৮৮
নারীর স্বাধীন-ক্রীড়াস্থান এই হয়,
পুরুষের দৃষ্টির, স্থিতির, যোগ্য নয়।
বৃন্দা ! তুমি আগে গিয়া তাঁরে নিষেধহ,
সেখান হইতে শীঘ্র বাহির করহ।
গোপালক-তিহোঁ ধেনু করুন চারণ
সেখানে থাকিয়া তাঁর নাহি প্রয়োজন।৮৯

মুদিত-বুদ্ধি-মূর্খার ন্যায় এত দুশ্চিন্তা করিতেছ কেন ? এইরূপ গর্ব্বাটপের দুবিতার পরের শ্লোকদ্বয়োক্ত কথাগুলি বলিলেন।

(৮৮) আমাদের নিজের কুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) আমরা স্নান করিব ! আমরা এতগুলি বীর-রমণী, একা কৃষ্ণ আমাদের কি করিবে ? ভয় কি ? শৃগাল-মূর্খ্য করিব কেন ? প্রকাশ্যরূপে মাধবীয় শোভাও দেখিব। মাধবীয় শোভা শব্দের বাহ্যার্থ বসন্তবৈভব, মনোগত অর্থ—ভাবোদয়ে-বিকশিত-কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য। মিত্র-পূজা শব্দের বাহ্যার্থ সূর্য্য-পূজা, মনোগত অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-লীলা।

(৮৯) তবে, কলহের সুযোগে সে মোহনিয়া হটিয়া ডাকাত, নয়ন-নৃত্যে, মধুর হাস্যে, অঙ্গস্পর্শে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া রাধাকে আঁধা করিয়া দিতে পারে বটে। অতএব বৃন্দা তুমি আগে গিয়া তাহাকে সরাইয়া দেও। "রমণীগণের নিভৃত স্বেচ্ছা-বিহারের স্থানে রাজনন্দনের অবস্থান বড় কলঙ্কর অন্যায় কথা ! ইত্যাদি শিষ্টরীতি-সঙ্গত মিঠে কড়া কথায় প্রথমতঃ হিতোপদেশ দিও ; তাহা গ্রাহ্য না করিলে শাসনের ভাষায় তুচ্ছ বাক্যে নির্ভয়ে বলিয়া দিও—"তুমি রাখাল, গোচারণে যাও, এখনি এথা হইতে সর," ইত্যাদি সগর্ব্ব বচনে তাড়াইয়া দিও। এই শ্লোকোক্ত কথাগুলির গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রস্তুত হইবার জন্য সংবাদ প্রদান করা।

৩৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দা ক'ন "আমি মৃদু কৃষ্ণ মহাচণ্ড,
আমি কি করিতে পারি বর্জ্জনের দণ্ড ?
তুমি হও প্রখরা কার্য্যতরতি-চণ্ডী
তুমি গিয়া অপসারো তোমার শিখণ্ডী ।৯০
কুন্দলতা কহে বৃন্দা ! ভ্রান্ত হৈলা তুমি,
বিচার করিয়া বুঝ যাহা কহি আমি ।
পশুপতিকে কি কভু চণ্ডী বিতাড়য় ?
সে তো তাঁর অর্দ্ধ অঙ্গ বিয়াপিয়া রয় ।৯১
বৃন্দা ক'ন "সুভদ্রশ্রী কুন্দলতা-রীত ;
মধুসূদনের-ভোগ্যা, পুন্নাগে পিরীত ।৯২

---

(৯০) এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ অতি গভীর পরিহাসময় । 'কার্য্যতঃ—অতি চণ্ডী' অর্থাৎ প্রতি ব্যবহারেই তোমার প্রচণ্ডতা। শিখণ্ডী—ময়ুর-পুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণ তোমার শাসনাধীন, ইহা বহিরর্থ, নিগূঢ় অর্থ—যথার্থই তুমি রতিচণ্ডী, রতিযুদ্ধে প্রচণ্ড-বিক্রমান্বিতা, কৃষ্ণ সে যুদ্ধে তোমার নিকট শিখণ্ডী সদৃশ নপুংসক । (কার্য্যতঃ + অতি = কার্য্যতরতি)

(৯১) চণ্ডীশব্দের দুর্গা অর্থ করিয়া কুন্দলতা কহিলেন,—পশুপতি-মহাদেবকে তো চণ্ডী কখনও নিজাঙ্গ হইতে সরান না, এই চণ্ডী, পশুপতি (গোপালক) কৃষ্ণকে পাইলে তো তেমনি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া রহিবে, এ কি তাহাকে তাড়াইবে ? তোমার এ বুদ্ধি ভুল ।

(৯২) পরিহাস সুরসিকা-বৃন্দাদেবী কুন্দলতার কথার উত্তরে সংক্ষিপ্তাক্ষরে যাহা কহিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে—কৈলাসের রীতি এখানে খাটেনা। বৃন্দাবনের প্রেমরীতি সর্ব্বদা চাতুর্য্য-পূর্ণ। (সম্মুখবর্ত্তী একটি কুন্দফুলের লতা দেখাইয়া এ শ্লোকোক্তি) এই শ্লোকের বাহ্যার্থ দেখ, এই যে মধুসূদনের অর্থাৎ ভ্রমরের সম্ভোগ্যা সুশোভিতা (সুভদ্রশ্রী) কুন্দফুলের লতাই নাগকেশর তরুকে (পুন্নাগ) আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাচার করিতেছে ! দুই দিক্ বজায় রাখিয়া কার্য্য করা ললিতার পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপে সখীগণে হাস্যমুখী দেখি,
উৎকণ্ঠিতা রাই, হৈলা অবনত-মুখী।
ভাবেন গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য ধরি নিজ অঙ্গে,
হেরি, "কৃষ্ণ-তৃষ্ণা" বৃন্দা প্রকাশেন ভঙ্গে।৯৩

কিন্তু নিগূঢ় পরিহাসার্থ—সুভদ্রের ঘরের লক্ষ্মী (কুন্দলতার স্বামীর নাম সুভদ্র) এই যে সুভদ্রশ্রী কুন্দলতা, ইনি মধুসূদন-কৃষ্ণের-সম্ভোগ্যা এবং সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে (পুন্নাগকে) আশ্রয় করিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টান্বিত, পরম প্রচণ্ডা ললিতা গিয়া যে শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন করিবে এ প্রস্তাব ইহার সহ্য হইতেছেনা, তাহাই ছল তুলিয়া তাহাতে বাধা দিতেছে! বলি, ললিতা কি এই সকল চাতুরী রীতিতে অনভ্যস্তা? হউক না পশুপতির চণ্ডী, লোক দেখানো বাহিরাভাবে অবশ্যই সে তাঁহাকে বিতাড়নের চেষ্টা করিবে। এই সকল বাক্যার্থে সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

(৯৩) সকল সখীগণকে হাস্যরসে ভাসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাকুলা শ্রীরাধা, অবনত-বদনা হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই হাস্যরস সম্বরণ করিলেন এবং বৃন্দা ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭ চারি শ্লোকোক্ত কথায় ভঙ্গী পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের বিরহাকুলতা জানাইয়া সখীগণকে কর্ত্তব্যে ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। এই সকল-শ্লোকোক্ত কাদম্বিনী শব্দের বহিরর্থ মেঘ-মালা; মনোগত অর্থ—রস-বর্ষিণী-শ্রীরাধা। চাতকেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। সমীরণালি বা সমীরালী শব্দের বাহ্যার্থ পবন-শ্রেণী, অভিপ্রেত অর্থ—সমীরণের ন্যায় কাদম্বিনীর পরিচালিকা-আলি অর্থাৎ সখীশ্রেণী। চণ্ড—খরতর। প্রখর বাত্যাতেই মেঘমালাকে পরিচালিত করিয়া বর্ষণ ঘটায়, সেই রূপের বাত্যার উপরেই চাতকের ভরসা, তেমনি কৃষ্ণরূপ চাতকরাজ আজ রাধার-প্রখরা-সখী তোমাদের পানেই আশা ধরিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। যূথেশ্বরী (কাদম্বিনী) নীরসা মানিনী হইলেও তাঁহাকে পরিচালনার দ্বারা সরসা করিয়া এহেন একনিষ্ঠ-ভক্তের সাধ পূর্ণ করা তোমাদের কর্ত্তব্য হইত। প্রসন্না সরসা রাধা-কাদম্বিনীকে লইয়া গিয়া তাহার আশা সফল করিবে না! অতএব শ্যামকুণ্ডে ইত্যাদি ৯৮নং শ্লোকে উপসংহার বাক্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দা ক'ন—ললিতায়, শুনে সব সখী,
একপ্রশ্ন কথা মোর কহ সবে দেখি।
"দূরে দেখি নবকাদম্বিনীর উদয়
তৃষ্ণার্ত্ত-চাতকেশ্বর তথায় ফিরয়,
বলদেখি সেই দশা করি দরশন
সমীরণালির যোগ্য কোন্ আচরণ ?"৯৪
বিশেষ করিয়া বৃন্দা ক'ন পুনরায়,
"কাদম্বিনী-দ্বারা যারা রস-বরষায়—
দিবানিশি স্ফুরিতা সেচণ্ড-সমীরালি—
পানে, কি চাতকেশ্বর চাহেনা কেবলি ?৯৫
তার এক-নিষ্ঠা দেখি অতি সুখী হৈয়া—
তাহারা করেনা সুখী রস-বরষাঞা ?৯৬
কাদম্বিনী নীরসা হলেও সমীরালি
সরসা করেনা তায়-বারবার চালি ?৯৭
অতএব শ্যাম-কুণ্ডে গিয়া স্নান কর,
সখী-লঞা মিত্রপূজা স্বচ্ছন্দে আচর।
এথাই রহিব আমি আছে প্রয়োজন,"
(শুনিয়াই, সখীসঙ্গে করিলা গমন।)৯৮
সূক্ষ্মধী-সারীরে বৃন্দা তখন ত্বরিতে-
পাঠাইলা জটিলার আসিবার পথে।
শুভা সারিকারে দিলা গৌরীতীর্থ পথে
চন্দ্রাবলী আদি আসে কিনা ? নিরখিতে।৯৯

(৯৯) ৭ম সর্গের ১২৭।১২৮ শ্লোকোক্ত সখীগণ সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবে না বলিয়া পাখী প্রেরণ করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে গেলা বৃন্দাদেবী সামগ্রী দেখিতে
সেবার-সামগ্রী দেখিলেন হরষিতে।১০০
বসন্তকেলির দ্রব্য-সকল দেখিলা,
হিন্দোলার সাজ দেখি আনন্দ পাইলা।
মধুপান, বনলীলা, রতিলীলা আর
জলকেলিসজ্জ, দোহু-বেশের সম্ভার।
সুন্দর আসন, শয্যা। শুকপাঠ-লীলা
পাশাখেলাদির সব সামগ্রী দেখিলা।
লীলা-স্থানে-স্থানে সব করিলা প্রেরণ,
কহিলা সভারে রাধাকৃষ্ণ-আগমন।১০১।১০২
লীলাপরিকর যত স্থাবর জঙ্গমে
আনন্দিত, ত্বরিত, করিলা ক্রমে ক্রমে।১০৩
তারপর কুঞ্জের বাহিরে লুকাইয়া—
রহিলেন, লীলা-দরশনের লাগিয়া।
নান্দীমুখী আসি হইলেন উপনীত,
লুকায়ে রহিলা বৃন্দা দেবীর সহিত।
মিথোদরশনে সুখ-সমুদ্র উথলে
ভাব-চন্দ্রোদয়ে বাঢ়ে প্রেমেরকল্লোলে।

(১০১।১০২) অধীনা-বনদেবীগণকে যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুরূপে তাহারা সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে দেখিয়া, যে লীলা স্থানে যে দ্রব্য প্রেরণের কাজ সেখানে তাহা পাঠাইলেন।

(১০৩) লীলার সহায় ও সাধক বৃক্ষলতা, পক্ষী ভৃঙ্গ, বনদেবী ও দাসীগণকে রাধাকৃষ্ণের বনাগমন জ্ঞাপন দ্বারা আনন্দিত করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যে সত্বরতার সহিত নিযুক্ত করিলেন।

(১০৪।১০৫) রাধাকৃষ্ণের-সুখ সাধনেই যাহাদের সুখ, স্বতন্ত্র-সুখেচ্ছার গন্ধমাত্রও যাহাদিগের নাই; যুগলের-কন্দর্প বিলাসের আনন্দ-দর্শনাপেক্ষা তাঁহাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহে স্নান করিবারে বৃন্দা, নান্দীমুখী,
লুকাইয়া রহিলেন হৈয়া অতি সুখী।১০৪।১০৫
মধ্যেপথ, দুইপাশে বকুলের বন,
তারপ্রান্তে গেলা রাধা সহ সখীগণ।
দেখিয়া, কৃষ্ণের-অঙ্গে মদন-বিকার—
উদিত হইল। নহে নিশ্চয়-বিচার।
মনেতে ভাবেন রাই-স্ফূর্ত্তি বহুবার—
হইয়া বঞ্চনা বহু হৈয়াছে আমার।১০৬
রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া আচম্বিতে
নারেন স্ফূর্ত্তি কি সত্য ? নির্ণয় করিতে।

অধিক প্রার্থনীয় আর কিছুই হইতে পারেনা, তাহাতেই বৃন্দা ও কুন্দলতা কুঞ্জান্তরে সেই আশায় লুকাইয়া রহিলেন। মিথো অর্থ—পরস্পর। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের দর্শনোত্থ সুখ সমুদ্রের তরঙ্গ, যাহা উভয়ের অঙ্গে প্রকটিত হয় এবং চন্দ্রের প্রতিবিম্বে তরঙ্গের-চমৎকারিতার ও উচ্ছলনের ন্যায় উভয়ের বাক্যে ব্যবহারে ও দেহে—বাম্য হর্ষ চাপল্য আগ্রহ, প্রেম কোপ প্রদর্শনাদি ভাবের-চমৎকারিতায় যে প্রেম রসের-কল্লোল উপজাত হয়, তাহাতে ডুবিয়া দেহ ও প্রাণ জুড়ানোই ইহাদের সাধের-সার এবং তাহাতেই সকল চেষ্টার সার্থকতা ও সকল সৌভাগ্যের পরমাবধি জ্ঞান। নান্দীমুখী—ভগবতী-পৌর্ণমাসীর শিষ্যা ও সেবিকা-তপস্বিনী।

(১০৬) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রাণপ্রিয়তমার দর্শনোৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া, বিশাখানন্দদা কুঞ্জ হইতে (বৃন্দাকে প্রেরণের পর) বারম্বার-বহির্গমন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন—ঐ কুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া যে স্ফাটিকি-পথ উত্তর দিকে গিয়াছে, তাহার প্রান্তভাগে সখী-সমন্বিতা শ্রীরাধা উপনীতা হইয়াছেন। দেখিয়াই মদনোদয়ে অবধারণের-সহিত বিচারের শক্তি দূর হইল! ইহার পূর্ব্বে আরোও কয়েকবার আগ্রহাতিশয্য বশতঃ স্ফূর্ত্তিতে প্রাণেশ্বরীর-আগমন জ্ঞানে অগ্রসর হইয়া ঠকিয়াছেন, সেইজন্য এইবার যথাস্থানে থাকিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন 'এবারও কি পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তি ? না প্রকৃতই ভাগ্য-সুপ্রসন্ন হইয়াছে ?'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তমাল দেখিয়া পূর্ব্বে কৃষ্ণজ্ঞান করি
সখীদের হাস্যে লজ্জা হইয়াছে ভারি।১০৭
দোঁহে দোঁহাকার নানাগুণানুভবেতে
দরশনানন্দে মাতি, লাগিলা জল্পিতে।১০৮

(যথারাগ। শ্রীকৃষ্ণোক্তি)

শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেখি, হইয়া বিস্ময় আঁখি,
কান্তিকূলদেবী কি আইলা!
তারুণ্যলছমী কিবা, মূর্ত্তিমতী মাধুরী বা,
লাবণ্য-বন্যা কি প্রকটিলা!!
আনন্দে ভরল মোর আঁখি—
হেন বুঝি এই ধনী, রমণীর-শিরোমণি,
যাতে মোর মন করে সুখী। ধ্রু।
আনন্দের নদী কিবা? অমৃতের বাহিনী বা?
কিবা মোর কান্তা চন্দ্রমুখী—

(১০৮) উভয়েই উভয়ের তারুণ্য, লাবণ্য, অঙ্গকান্তি, সৌগন্ধ, সৌন্দর্য্য, স্বরস-মাধুরী, এবং আনন্দ বর্দ্ধক হৃদয়োন্মাদক চিত্তেন্দ্রিয়াকর্ষক ও প্রাণপ্রদ-ভাবলী অনুভব করিতে করিতে প্রমত্ত হইয়া নানাবিধ বিতর্কবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন!

(১০৯) রসাস্বাদক-রসিকগুরু নাগররাজ-শ্রীকৃষ্ণ, আপন প্রিয়তমার দর্শনে, তাঁহার মনোহর কান্তিতে বিভোর হইয়া মনে করিতেছেন—ইনি কি কান্তি সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? আবার নব যৌবনের সদা-সংবর্দ্ধনশীল-শোভায় মোহিত হইয়া ভাবিতেছেন—সাক্ষাৎ তারুণ্য-লক্ষ্মী? এমনি মাধুর্য্যে ডুবিয়া স্থির করিতেছেন—মূর্ত্তিমতী মাধুরী? সেই প্রকার লাবণ্যে-নয়ন লাগাইয়া জ্ঞান হইতেছে—লাবণ্য-বন্যার মূর্ত্তি? তাহাই বিতর্কের সহিত বলিতেছেন। তৎপরে ভাবিতেছেন "যিনিই হউন, ইনি যে সকল রমণীর শীর্ষস্থানীয়া, তাহা সুনিশ্চিত; যে সে নারী কখনও আমার মনকে এত সুখী করিতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার ইন্দ্রিয় মন— করিবারে আহ্লাদন,
আইলা (লইয়া সব সখী ?)
চকোর আমার আঁখি, যার সুধা পানে সুখী,
আইলা সে সুচন্দ্র-বদনী ?১০৯
মোর নাশা-ভৃঙ্গরাজ, মধুপিয়ে যে সমাজ,
আইলাকি সেধনী-পদ্মিনী !!
সুকোকিলা জিহ্বা মোর, রসাল-পল্লবাধর,
পিয়ে যার। হরষিত-চিতে,
মোরকর্ণ-হরি নেয়, পরম আনন্দ দেয়,—
যার চারুভূষণ ধ্বনিতে।
অনঙ্গ-দাবের দাহে, এ দেহ-মাতঙ্গে দহে,
জানিয়া কি সদয় হইয়া

সেই সময়েই তদীয় আহ্লাদ দান-প্রভাবে-অভিভূত হইয়া ভাবিতেছেন—রূপের কি গুণের-অধিদেবী, তাহাই ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছিনা !! যিনি এত আনন্দ স্রোতে ভাসাইতেছেন, তিনি কি অবয়বা-আনন্দের নদী ? আবার মনে বিচার উঠিতেছে, যাহার প্রভাবে আমার নির্জ্জীব-নিষ্ক্রিয় দেহেন্দ্রিয়কে সজীব ও ক্রিয়ান্বিত করিতেছে ; স্ফূর্ত্তি, প্রফুল্লতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা-ময় নবজীবন-দান করিতেছে, সে, ইনি নিশ্চয়ই অমৃতের স্রোতস্বতী মূর্ত্তি !! অমনি মনে হইতেছে, না, এসকলই আমার ভ্রান্ত-কল্পনা !! একাধারে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, তারুণ্য, লাবণ্য ও রূপগুণের সর্ব্বাতিশায়ী-সন্নিবেশ আর কোথাও হইতে পারে না, সে কেবল মাত্র আমার প্রাণেশ্বরী-শ্রীরাধাতেই আছে ; তবে কি আমার ভাগ্যে আমার সেই চন্দ্রাননী-প্রিয়তমা-মণিরই আগমন হইয়াছে !! আমার নয়ন-চকোর, যে-চাঁদের সুধাপান বিনা সুখী হয় না, যাহার বদন সেই মহামৃতপ্রদ-সুধাকর ; আমার সেই প্রাণেশ্বরী—সেই আরাধনীয়া রাধা আসিয়াছেন !

(১১০) আমার নাসারূপ ভ্রমর যে সরোজিনীর-সৌরভেরও মধুর আশায় আকুল, সেই ধনী-পদ্মিনী কি এই আমার সম্মুখে ? যাহার মধুর অধর—আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া কি মূর্ত্তিমতী,　　অমৃতের স্রোতস্বতী,
　　মোরভাগ্যে মিলিলা আসিয়া ?
মোরভাগ্য কল্প-শাখী,　　ফলিত হইল দেখি !
　　রাই আইলেন দুঃখ গেল !
(সফল জীবন হৈলা,　　মনে মনে বিচারিলা ;
　　এ যদুনন্দন কহে ভাল !)১১০

(শ্রীরাধার উক্তি।)

শ্রীরাধা কহেন সখি !　　সাক্ষাতে 'কি-রূপ' দেখিব ?
　　সত্য করি কহ সবে শুনি,
নবীন তমাল কিবা ?　　নবমেঘ-পুঞ্জিত বা ?
　　অথবা কি ইন্দ্রনীল মণি ?

স্বরূপ কোকিলের আম্রপল্লব-স্বরূপ, যাহার ভূষণ-ধ্বনিতে আমার কর্ণের অন্য ধ্বনি শ্রবণের শক্তি হরণ করে, এবং পরমানন্দ প্রদান করে, আমার সেই সর্ব্বানন্দ প্রদায়িনী প্রাণ-প্রিয়তমা কি এই ? আমার দেহরূপ মাতঙ্গকে অনঙ্গ-দাবানলে দাহ করিতেছে জানিয়া কি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার সেই সুরতরঙ্গিণী সশরীরে স্বয়ং সমাগতা ? অহো ভাগ্য ! আমার ভাগ্য কি কল্পতরু হইয়া আজ আমার পরমাভিলষিত ফল প্রসব করিল !! সত্যইতো তাই ! অহো কি আনন্দ !! আমার জীবন সফল হইল।

(১১১) রস-পিপাসিতা শ্রীরাধাও দর্শনানন্দে এবং হৃদয়ের তীব্রানুরাগে চিরদিনের চেনা ধনকে, চিনিতে পারিতেছেন না !! একই তৈলাধারে একই-বর্ত্তিকার দুই পার্শ্বে প্রজ্বালিত-দীপদ্বয়ের, অথবা একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটি কুসুমের ন্যায় এ দুজনের "ক্রিয়াসাম্য" না হইয়াই পারে না। শ্রীরাধাও বিশাখাদি নিজ সখীগণকে সম্বোধন করিয়া, আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লোকে পরের কথায় সন্তুষ্ট না হইলে নিজের চক্ষে বস্তু বা ব্যাপার দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করে, কিন্তু আমাদের সর্ব্বেশ্বরী আজ নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চিরপরিচিত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সখি হে ! দরশনে জুড়ায় নয়ান।—
রূপ নহে সুধাসিন্ধু, ইহার তরঙ্গ-বিন্দু,
ডুবায় ভুবন-নারী প্রাণ।ধ্রু।
অঞ্জন-গিরি শিখর ? কিম্বা ভৃঙ্গ-পুঞ্জবর,
অথবা যমুনা মূর্ত্তিমতী ?
ইন্দীবর-পুঞ্জ কিম্বা ? ব্রজাঙ্গনা-অপাঙ্গ বা—
মূরতি ধরিয়া কৈল স্থিতি !! (১১১)

সাধের বঁধুকে চিনিতে না পারিয়া, সখীর কথায় সন্দেহ-ভঞ্জন করিতেছেন! ইহারই নাম প্রেমের নাট।

কহিতেছেন—হাঁ সখি! আমার একি হইল ? সমুজ্জ্বল-দিবালোকে সম্মুখস্থ-বস্তু আমি নির্ণয় ও পরিচয় করিতে পারিতেছিনা ! তোমরা সত্য করিয়া বলিয়া দেওতো ঐ কাহার রূপ ? এই রূপের ছটায় আমার ধাঁ ধাঁ বাঁধিয়া গিয়াছে, এবং কান্তি ভেদ করিয়া ভিতরে দৃষ্টি যাইতেছেনা ! ইহা কি নবাদ্ভুত কান্তিময়-নবীন তমাল ? কিম্বা অপরূপ নবমেঘের পুঞ্জ ? অথবা ইন্দ্রনীলমণির স্তূপ ?

চিনিতে ও বুঝিতে পারিতেছিনা বটে,—কিন্তু দর্শন-সুখ নয়নে ধরিতেছেনা ! নয়নের মদন জালা জুড়াইয়া যাইতেছে !! তাহাতে মনে হইতেছে "এত দিব্যামৃত মধুরিমা-ব্রহ্মার সৃষ্টিতে কাহারও রূপে সম্ভবেনা !! ইহা এমন কোনও অপ্রাকৃত অমৃতের—অগাধ, অনন্ত, অপার সমুদ্র,—যাহার প্রত্যেক বিন্দুতে চতুর্দ্দশ ভুবনস্থা—সমস্ত রমণীর প্রাণ, অতলে ডুবিয়া যায় !

আবার ইহাও বোধ হইতেছে যে, এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল-শ্যামল-কান্তির অভ্যন্তরস্থ বস্তুটি যেন জলবৎ অনির্দ্দিষ্টাকার-তরল বস্তু নহে। তবে কি ইহা কজ্জল গঠিত পর্ব্বতের-শৃঙ্গ ? কিম্বা মধুমত্ত-নিশ্চল ভ্রমরের পুঞ্জ ? অথবা নীল-সলিলা যমুনা মূর্ত্তিমতী হইয়া এসেছেন ? অথবা একপুঞ্জ নীলকমল কেহ উচ্চীকৃত করিয়া রাখিয়াছে ? ইহার উপরেও বিতর্ক—না-তাহাও নহে, কারণ ঐগুলিতে তো প্রাণকে নাচাইতে পারে না ! তবে কি ব্রজের বাম-লোচনা তরুণীগণের চঞ্চল নীল-নয়নের অপাঙ্গ-নিচয় একত্রিত ও মূর্ত্তিমান্ হইয়া আজ বৃন্দাবনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিবে মনমথ হয় ? সেহ তো শরীরী নয় !
তবে কি এ রসের-সম্রাট ?
সেহ তো শরীর-হীন, এযে মূর্ত্তি সুনবীন,
বুঝিতে নারি এ কার ঠাট !!
কিবা রস-সুধা-নিধি, সব রস সুখাবধি ?
সে তো হয় অপার বিস্তার,
কিবা প্রেমকল্পতরু ? সেও থির-ধর্ম্ম-ধরু,
কান্ত ? ভাগ্য এত কি আমার !! (১১২)

মনে আসিয়াছে ? ইহাতেও আবার সন্দেহ আসিতেছে যে, নারীর অপাঙ্গেতো নারীর-চিত্তকে লইয়া এমত খেলা করেনা !!

তখনি মনে হইতেছে তবে কি কন্দর্প ? না, তাহাও তো সম্ভব নহে, কন্দর্প যে তনুহীন ! তবে কি রসের-রাজা শৃঙ্গার-রস ? না, তাহারওতো শরীর নাই। নাই ! আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা ! যাহা নাই তাহারই অবধি-প্রাপ্ত-গুণময় একি বস্তু ?

দেখিয়া দেখিয়া সুখে ভোর হইয়া আবার ভাবিতেছি—তবে কি ইহা নিখিল সুখের সম্মিলন-সম্ভূত সমুদ্র ? তখনি আবার মনে উঠিতেছে-না, তাহাও নয়, পরমানন্দ-প্রদ—টলটল সুনীল-কান্তি-লহরী দেখিতেছি বটে, কিন্তু সমুদ্র যে অপার-বিস্তারিত !! তবে কি এ প্রেমের কল্পবৃক্ষ ? নহিলে প্রতি অঙ্গ হইতে এমন করিয়া তো প্রেম ঝরিত না ! আবার বিতর্ক—নাগো, না, কল্পবৃক্ষ যে স্থাবর ! সে তো চলিতে পারেনা, ইনি যে এই দিগে অগ্রসর হইতেছেন !! তবে কি আমার নেত্র ভৃঙ্গের জীবাতু-রসের কমল—আমার সেই আনন্দ-নিকেতন-... প্রাণ-বঁধুয়াই সত্য সত্য সমাগত ? অথবা আমি কি স্ফূর্ত্তিতে ভ্রান্তা হই-... ইহা নিশ্চয় করিয়া তোমরা আমাকে বলিয়া দেও, ঠাট্টা তামাসা করিও ..., আমি বিভ্রান্তির আবর্ত্তে বড়ই ঘূর্ণিত হইতেছি ! আমার হৃদয়ে প্রাণকান্তের ...গুণান্বিত-অনির্ব্বচনীয় রূপমাধুরীর স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, আমি ভ্রম-বিকারে বাহিরেও ...ই কি দেখিতেছি ? তোমরা আমাকে ইহা ঠিক্ বুঝাইয়া দেও।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মোর নেত্রভৃঙ্গ-পদ্ম, আইলা আনন্দ-সদ্ম?
কিবা স্ফূর্ত্তি কহত নিশ্চয়,
পুছিতে গদ্‌গদ-বাণী, পুলকিত-তনু ধনী,
(এ যদুনন্দন দাসে কয়)।
শুনি মন্দ হাসি কহে সব সখীগণ—
(সখীহাস্যে হৈলা রাই, চঞ্চলনয়ন) ।১১৩
কস্তুরী-তিলক ভালে, কুচে চিত্রবর,
নয়নে অঞ্জন যেই কর্ণে ইন্দীবর।
মৃগমদ বিন্দু যেই চিবুক উপরে,
চারু অবতংস যিহোঁ তোমার চিকুরে।
তুয়া সেই প্রাণকান্ত, দেখ পরতেকে,
তুয়া পূর্ণ-ভাগ্যরাশি ফলিল এতেকে ।১১৪
এইরূপে পরস্পর-দর্শন-প্রভাবে,
বিমোহিত রাধাকৃষ্ণ, প্রেমের স্বভাবে।
চেষ্টাহীন-স্তব্ধভাবে, ক্ষণেক রহিলা
হর্ষে, ভাব-বৃন্দে-বিক্ষোভিত-চিত্ত হৈলা ।১১৫

---

(১১৪) সখীগণ সময়োচিত-সারল্যে কহিলেন—তোমার প্রৌঢ়ানুরাগের বলিহারি! ইহা স্ফূর্ত্তি নহে। তোমার যে সোহাগের নাগর—কস্তুরী-তিলক হইয়া তোমার ললাটে সদা বিলসিত, পুষ্প-পত্রাদির চিত্ররূপে তোমার কুচযুগলে, অঞ্জনরূপে নয়নে, ইন্দীবর হইয়া কর্ণে, সুন্দর কস্তুরী বিন্দুরূপে চিবুকে এবং সুবিধা চূড়ামণিরূপে কেশোপরি সদা বিরাজিত থাকিয়াও তোমার অঙ্গসঙ্গের বাসনায় সতত ব্যাকুল! এবং এতদ্রূপে যাহাকে পাইয়া এবং অনুভব করিয়াও যে তুমি অদর্শন-কাতরা!! তোমার ভূরি ভাগ্যের প্রভাবে প্রকৃতই সেই প্রাণকান্ত সাক্ষাৎ সমাগত! প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াও।

(১১৫) ভাববৃন্দের বর্ণনা পরের অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ইতি অষ্টম সর্গ-ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি।)

এইত কহিলোঁ রাধা-কৃষ্ণে দরশন,
সংক্ষেপ করিয়া কৈনু দিগ্ প্রদর্শন।
ইহার বিস্তারে গ্রন্থ বাঢ়ে অতিশয়,
শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে বিস্তারিত হয়।
গোবিন্দচরিতামৃত নবীন সর্ব্বদা,
সর্ব্বরসময় কথা, সর্ব্ব-অভীষ্টদা।
গোবিন্দ চরিত যিহোঁ শুনে শ্রদ্ধাকরি,
তাঁর পদজল পিয়া শিরোপরি ধরি।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবা অভিলাষে
এ যদুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন-বিলাসে।

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নে রাধাকৃষ্ণ-মিলন নাম
অষ্টম সর্গ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবম সর্গ।

মধ্যাহ্নলীলা ; রাধাশ্যামের দর্শনজ-ভাব-বিকার, গ্রহপূজা, কুসুমনর্ম্ম এবং দিক্‌পাল ও পঞ্চদেব-পূজা।

(মূলের প্রথম শ্লোক।)

অথানয়োর্ম্মানস-নর্ত্তকৌ তৌ, প্রেমা স্বশিষ্যৌ তনু-নর্ত্তকীভ্যাম্।
শিক্ষাগুরু নর্ত্তয়িতুং প্রবৃত্তো, বৃন্দাসখীবৃন্দসভাসদগ্রে ॥১

(যদুনন্দন ঠাকুরের কৃত বন্দনাদি।)

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাধাম !
জয় জয় শ্রীরূপ ! শ্রীসনাতন নাম।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট জীব-জীবনাথ !
জয় রঘুনাথ ভট্ট ! দাস রঘুনাথ !
রাধাকৃষ্ণলীলা এই অমৃতের গাথা,
মন দিয়া শুন সবে রসময় কথা।

বন্দনার-আস্বাদন। জীবগণ ভগবানের নিত্য দাস। শ্রীভগবান্ সর্ব্ব-জীবের প্রভু। প্রভুর কার্য্য—দাসকে রক্ষণ ও পালন করা, সেকার্য্যে কোনও কারণেই মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীভগবানের উপেক্ষা ঔদাস্য নাই। দাসের কার্য্য কি ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—নিজে, স্বতন্ত্র-সুখেচ্ছা ও সেচ্ছাচার-পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভুর-সুখদানে ও তৎসেবায় সর্ব্বদা আবেশ ও অবধানতা রাখিয়া সতত তৎ-প্রীতিজনক কার্য্য করা।

কিন্তু সংসার-বাসনা-বদ্ধ জীব-আমরা, আমাদের এই কর্ত্তব্য ভুলিয়া রহিয়াছি ! কেবল কি কর্ত্তব্যে ভুল ? তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া আছি !! দুঃখার্ত্তির-নিদান-প্রাকৃত-জগতের যাবতীয় অসৎ বস্তুর সঙ্গে কাল্পনিক-সম্বন্ধ পাতিয়া, আসক্তির নেশায় কাম-ক্রোধাদি-মার্কামারা-শত্রুগণকে আপনা ভাবিয়াও তাহাদের-বাঞ্ছিত-সুখকে নিজ-সুখ মনে করিয়া, পরিণাম-বিরস-ভোগকেই জীবনের সার করিয়া তুলিয়াছি !! মায়ার প্রদত্ত সংসার দুঃখরূপ ইহার প্রতিফলটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(মূলের ক্রমিকানুবাদ)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম, শিক্ষাগুরু হয়,
শিষ্য-মন-নট ; শিষ্যা তনুনটীদ্বয়।

পদে পদে পাইয়াও আমাদের ভুল-ভাঙ্গেনা ! মোহ কাটেনা, চৈতন্য সঞ্চার হয় না !! এই ভীষণ দুর্দ্দশার প্রতিকারের প্রাচীন ব্যবস্থা—ব্রত, নিয়ম, তপস্যা, দান, ধ্যানাদির দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করা. কিন্তু তাহার ফল দাসের স্বধর্ম্ম-ছাড়িয়া নির্দ্দিষ্টকাল-স্বর্গবাস, ও চির যৌবন লাভ করিয়া, মনের সাধে স্বাধীনভাবে, সেই ইন্দ্রিয় সন্তর্পণরূপ বিড়ম্বনা ! এবং নির্দ্দিষ্ট-কালান্তে আবার সংসার-দুঃখ !! সুতরাং প্রচলিত-প্রাচীন-প্রতিকারে ফলোদয় হইতেছেনা দেখিয়া কলি জীবের দুর্দ্দশা কাতর আমার-শ্রীবিশ্বম্ভরচন্দ্র, স্বয়ং সপার্ষদে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া,— "শ্রীরাধারমণ-ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবাদির পরমাশ্রয় প্রভু এবং ব্রজানুগা-দাস্য সখ্য-বাৎসল্য ও মধুর রসে তদীয় প্রেম-সেবাই জীবের-নিজধর্ম্ম ও পরম-পুরুষার্থ" এই সার-তত্ত্বটি বুঝাইয়া জীবগণের চৈতন্য-সম্পাদন দ্বারা, যে পরম মহাকৃপা প্রকটন করিয়াছেন, তাহা সকল কৃপার সার !

এই অনন্য-সাধারণ-করুণা একমাত্র তাঁহাতেই বর্ত্তমান। সেইজন্যই "কৃপা-ধাম" বিশেষণ প্রয়োগ পূর্ব্বক "জয়জয়" শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বন্দনা ও সর্ব্বোৎকর্ষ-কীর্ত্তন দ্বারা বিশেষ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

কৃপাধাম প্রভু আপন অন্তরঙ্গ-পার্ষদ জগৎপূজ্য শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রমুখ ছয়-গোস্বামীকে শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করাইয়া, ঐ করুণার স্রোতটি ভাবী জীবের মঙ্গলার্থ জগতে প্রচলিত রাখিয়াছেন। সেইজন্য এই ছয় গোস্বামী, জগদ্‌গুরু। ইহাদের বন্দনে যাবতীয় অনর্থ দূর এবং অভীষ্ট পূর্ণ হয়। হায় ! আমরা এমনি অবোধ ! ও অধঃপাতগ্রস্তঅধম যে এই কথাটি পরমাকারুণিক-জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর উচ্চকীর্ত্তনের সহিত বলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও আচরণে আনিনা !! পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুর, নাম ধরিয়া জনে জনে বন্দনা ও নামোচ্চারণ দ্বারা তাহা আচরণ পূর্ব্বক, আজ আবার মহাশিক্ষা দিলেন ; এই শিক্ষাটি আচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

(১) পূর্ব্বপরিচ্ছেদের উপসংহারোক্তি অনুসারে পরস্পরের দর্শনে উভয়ের রূপ গুণাদির আনন্ত্য-অনুভবে অতঃপর রাধাশ্যামের দেহেও মনে নানাবিধ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আরম্ভ করিলা গুরু, তাদের নর্ত্তন,
দরশনকারী—বৃন্দা আর সখীগণ।১
চাপল্য ঔৎসক্য হর্ষাদিক অলঙ্কারে,
দুহু মনোনট-শিষ্যেভূষে, হর্ষভরে।২
সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক, জৃম্ভাদিক-উদ্ভাস্বরে,
ভূষিত করিলা, রাই-তনু-নটিনীরে।৩

ভাবোদয় হইয়া, যে অপূর্ব্বশোভা ও মনোমোহন মধুরিমাময় বাগ্-ব্যবহার প্রকটিত হইতে লাগিল, একুশটি শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্লোকে সালঙ্কারে কহিতেছেন—নটাচার্য্যগণ যেমন আপন শিষ্য-নট ও শিষ্যা-নটীগণকে নটন-যোগ্যবেশে সাজাইয়া মনোমতে নাচাইয়া রঙ্গবিস্তার করেন তেমনি আজ আমাদের রাধাশ্যামের প্রেমরূপ নটগুরু, উভয়ের মনোরূপ শিষ্যনট যুগলকেও তদ্রূপ। শিষ্যানটিনীদ্বয়কে যেন স্বীয় মনোমত বেশে (ভাবালঙ্কারে) সাজাইয়া, কুঞ্জান্তরে-স্থিতাবৃন্দার (৭ম সর্গের ১০৪।১০৫ শ্লোক দেখুন) এবং শ্রীরাধার সঙ্গিনী—ললিতাদি সখীগণের সমক্ষে নাচাইয়া রঙ্গারম্ভ করিলেন।

(২) সাজানের প্রকার পাঁচ শ্লোকে কহিয়াছেন। চাপল্য-অর্থ চিত্তের তরলতা, স্বচ্ছন্দাচার ইহার কার্য্য। ঔৎসুক্য—অভীষ্ট বিষয়ে বিলম্বের অসহিষ্ণুতা। ব্যগ্রতা ও অস্থিরতাদি ইহার কার্য্য। এই চাপল্যে, ঔৎসুক্যে ও হর্ষে, অভিলাষে, ও সৌভাগ্যগর্ব্বাদির উদয়ে উভয়ের মন তরঙ্গিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বতা প্রাপ্ত হইল। তাহাই উৎপ্রেক্ষা দিয়া কহিয়াছেন যেন—প্রেমগুরু, নিজ শিষ্যরূপ উভয়ের মনোনটদ্বয়কে এই সকল অলঙ্কার পরাইয়া সুসজ্জিত করিলেন।

(৩) জড়িমা, ঘর্ম্মোদ্গম, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, নয়নাশ্রু ও অচৈতন্যতা; এই আটটির নাম "সাত্ত্বিক"। পাঁচ অবস্থায় এইগুলির প্রকাশ হইয়া থাকে; যথা (১) সম্বরণও গোপন যোগ্য অবস্থা, তাহাকে ধূমায়িত বলে (২) অতিকষ্টে সম্বরণীয়-অবস্থার নাম জ্বলিত। (৩) তিন চারি বা পাঁচটি সাত্ত্বিক একসঙ্গে অসম্বরণীয়-অবস্থায় উদয়ের নাম দীপ্ত-সাত্ত্বিক। (৪) এককালে পাঁচ সাত বা সমস্ত, পরমোৎকর্ষের সহিত প্রকটিত হইলে তাহার নাম হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অযত্নজ—শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার,
স্বভাবজ—বিলাসাদি দশ পরকার।
ভাবাদি—অঙ্গজ তিন, মৌগ্ধ্য ও চকিত,
দ্বাবিংশালঙ্কারে ক্রমে করিলা ভূষিত ।৪।৫

উদ্দীপ্ত-সাত্বিক। (৫) ঐ উদ্দীপ্ত-সাত্বিক মহাভাবের-পরমোৎকর্ষ-ধারণ করিলে তাহাকে সুদ্দীপ্ত-সাত্বিক বলা যায়। (অনুরাগের চরম সীমার নাম মহাভাব, প্রেমের-মিলন কালে চক্ষের পলক সহিতে না পারা, সন্নিকটস্থজন-মাত্রের হৃদয়-বিলোড়ন, মিলন সময়ে কল্প-কালকে ক্ষণবৎ বোধকরা এবং বিরহে ক্ষণকালকে কল্পবৎ দীর্ঘ বোধ, প্রিয়তমের সুখেতেও অসুখের-আশঙ্কা, মোহাদির অভাবেও সর্ববিস্মৃতি; ইত্যাদি মহাভাবের লক্ষণ। সুদ্দীপ্ত-সাত্বিক কেবল শ্রীরাধার। মহাভাব, কেবল ব্রজগোপীর হয়।)

আর, শরীরে ভাবের প্রাজ্জ্বল্যমান-ক্রিয়াবিকাশের নাম "উদ্ভাস্বর ভাব"। ঘর্মের উদয়, গাত্র-মোট্টন, নীবী, উত্তরীয়ও কবরী-ভ্রংশনাদি ইহার লক্ষণ। এই সকল ভাব এবং ৪।৫নং শ্লোকোক্ত-দ্বাবিংশ প্রকারের ভাবাবলী, বিনোদিনী শ্রীরাধার বিনোদ-তনুতে ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে লাগিল। তাহাই উৎপ্রেক্ষা দিয়ে বলিয়াছেন—যেন প্রেমগুরু এইসব ভূষণ পরাইয়া দিলেন। দ্বাবিংশ অলঙ্কার এই—

(৪।৫) অযত্নজ ৭টি, যথা—(১) শোভা, (রূপেও ভোগে উপজাত চারুতা ;) (২) কান্তি (সমুদিত-কন্দর্পের তৃপ্তিপ্রদ-উজ্জ্বল শোভা ;) (৩) দীপ্তি—বয়োগুণাদি দ্বারা অতি বিস্তৃতিপ্রাপ্ত-কান্তি ;) (৪) মাধুর্য্য—(সর্ব্বাবস্থায় চারুতা) ; (৫) প্রগল্ভতা (নিঃশঙ্ক-সম্ভোগ-দক্ষতা) ; (৬) ঔদার্য্য—(সর্ব্বাবস্থায় বিনীত ভাব।) (৭) ধৈর্য্য—(স্থিরতা) ;

স্বভাবজ ১০টি, যথা (১) লীলা, (রমণীয় বেশ ও লীলাদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ ;) (২) বিলাস, (প্রিয়ের দর্শনে—মুখের, নেত্রের, গতির, আসনের, স্থানের ও কর্ম্মের ব্যত্যয় বা বৈশিষ্ট্য।) (৩) বিচ্ছিত্তি—(অযথা বেশেও-কান্তির পরিপোষণ ;) (৪) বিভ্রম—(মদনাবেশ-বিহ্বলতায় অযথা স্থানে ভূষণাদি ধারণ) ; (৫) কিলকিঞ্চিত—(হৃদয়গত হর্ষের সহিত গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া

৪০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অযত্নজ-শোভাদি, অঙ্গজ-হাবাদিকে
স্বভাবজে আর সপ্ত-সুদীপ্ত-সাত্ত্বিকে।
উদ্ভাস্বর জৃম্ভা আদি নানা অলঙ্কারে
বিভূষিত কৈলা কৃষ্ণ-তনু-নটিনীরে।৬:৭

ভয় ও ক্রোধের সম্মিলন;) (৬) মোট্টায়িত—(কান্তের বার্ত্তায় বা স্মরণে অভিলাষের-প্রাকট্য); (৭) কুট্টমিত—(কান্তকর্তৃক স্তনাধরাদি গ্রহণে, অন্তরে হর্ষ ও বাহিরে-ব্যথিতবৎ ব্যবহার ও প্রেম-ক্রোধ-প্রকটন); (৮) বিব্বোক—(মান গর্ব্বদ্বারা কান্ত-দত্ত-বস্তুতে অনাদর প্রদর্শন); (৯) ললিত—অঙ্গভঙ্গীর ও অঙ্গবিন্যাসের এবং ভ্রূ-বিলাসের-সৌকুমার্য্য); (১০) বিকৃত—(লজ্জা, মান, ঈর্ষাদিহেতু নিজের বক্তব্য মুখে না বলিয়া ব্যবহার দ্বারা প্রকটন);

অঙ্গজ ৩টি, যথা (১) ভাব—(বিকার-বিক্রিয়া-শূন্যহৃদয়ে শৃঙ্গার-রসাত্মিকা-রতির প্রাথমিক কার্য্য); (২) হাব—(শ্রীরাধার বক্রিমা ও ভ্রূনেত্রাদির পরিচালনা দ্বারা ভাবের অভিব্যক্তি); (৩) হেলা—(সুস্পষ্ট-শৃঙ্গারাভিলাষ-সূচক হাব); এই বিশটি।

আর মৌগ্ধ্য—(প্রিয়তমের নিকট জ্ঞাতবস্তুর সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা) এবং চকিত—(ভয়ের কারণ বিনা প্রিয়তমের অগ্রে ভীতিভাব প্রদর্শন); সুতরাং সাকল্যে বাইশটি প্রিয়সঙ্গজ-ভাব এই মধ্যাহ্নলীলায়—ভূষণের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া যথা যথাকালে ক্রমে-উদয় হওয়া, বিশেষ বিশেষ-লীলাস্বাদন কালে অনুভবনীয় বটে।

(৬:৭) দ্বিতীয়-শ্লোকে রাধাশ্যাম দুজনের মনঃকল্পনটদ্বয়ের সাজানের কথা একত্রে বলায় মনোভাবে উভয়ের সাম্য; আর ৩।৪।৫ নং শ্লোকে শ্রীরাধার দৈহিক ভাবাবলী ও এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের-দৈহিক ভাব-বিকারের স্বতন্ত্র বর্ণনায়, তাহাতে ইতর-বিশেষ সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের দেহে (অযত্নজ সাতটি ও অঙ্গজ তিনটির মধ্যে) হাব ও হেলা, এই দুইটি মাত্র। এবং সাত্ত্বিক আটটির মধ্যে সাতটির প্রকটনে বুঝিতে হইবে 'অচেতনাবস্থা' শ্রীকৃষ্ণের হয় নাই। জৃম্ভাদিউদ্ভাস্বরের-কথায় স্পষ্ট উল্লেখে বুঝিতে হইবে (নীবীকবরীর ভ্রংশনের পরিবর্ত্তে) পরিধৃত-পীতাম্বরের এবং চূড়ার—শিখিপুচ্ছের স্খলন। অধিকন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুজনার অঙ্গলক্ষ্মী, রঙ্গস্থলে নৃত্য—
করিতে প্রবৃত্ত, দেখি সখী হর্ষ-চিত্ত।৮
দুহু-তনু-নটী নাট্য কলার কৌশল—
নিজ নিজ ; ক্রমে-প্রকটিলেন সকল।
দোঁহে দোঁহাকার নিপুণতা নেহারিয়া,
অপরূপ নৃত্য করে দৃপ্ত তৃপ্ত হৈয়া।
সে মহা-নৈপুণ্যে, সুখে সভ্যা সখীগণ
প্রদানিলা তনু আর মানস-রতন।৯
রাধার মাধুরীরূপ—রঙ্গস্থলোপরি,
নিজাক্ষি-নর্ত্তকদ্বয়ে নাচান মুরারী।
সে নৃত্য দেখিয়া রাই বহুমান্য কৈলা
কটাক্ষাবলোকোৎপল-শ্রীকৃষ্ণেরে দিলা।
সখীরাও তুষ্ট হৈয়া নেত্রোৎপল দিল,
এইরূপে মহামহা আনন্দ বাড়িল।১০

[illegible] হইতে মুরলীর বিচ্যুতি। স্বভাবজ দশটির মধ্যে কিলকিঞ্চিত কুট্টমিতাদির [illegible]বং অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের লীলায় বিরল। অতএব যথাসম্ভব যেগুলি যখন [illegible]দূর হইতে পারে ততদূর সেগুলির শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে প্রকটন বুঝিতে হইবে, (পরে [illegible]র্ণিত আছে)।

(৮) লক্ষ্মী অর্থ শোভা। দুজনের অঙ্গ-শোভারূপ রঙ্গালয়-দ্বয়ে উভয়ের [illegible]রূপা নটীদ্বয় নাচিতে প্রবৃত্ত হইল, দেখিয়া সখীগণ পরমানন্দিতা হইলেন, [illegible]রিক চেষ্টাই নৃত্য)।

(৯) উভয়ের তনুনটীদ্বয় পরস্পরের উত্তরোত্তর-প্রদর্শিত-কলা কৌশলে [illegible]হৃষ্ট এবং দর্পযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর-সমধিক-নৈপুণ্য প্রদর্শন-করা-দর্শনে, [illegible] পরমহর্ষিনী হইয়া নিজ নিজ দেহমন উপঢৌকন দিলেন। তাঁহাদের [illegible]নও আনন্দে নাচিতে লাগিল।

(১০) রস-পিপাসিত-শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে শ্রীরাধার প্রতিঅঙ্গ দর্শন করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আগে কৃষ্ণে দেখি রাই সুখী হৈয়া অতি,
হইলা স্থগিত গতি কুটিলিত-স্থিতি।
নীল-বাসে ঈষত বদন আচ্ছাদিয়া,
চঞ্চল কুটিল নেত্র-তারা বিস্ফারিয়া।—
বিলাসাখ্য ভাব-অলঙ্কার ধরি বামা,
কৃষ্ণ সুখ প্রদানে হইলা অনুপমা।১১
সম্মুখের দিকে নিতে টানয়ে উৎসুক,
লজ্জা, পাছে নিতে চায় করিয়া বিমুখ।
(কৃষ্ণের পরশ লাগি ঔৎসুক্য হইল,
আগে পাছে সখী, তাহে লজ্জা উপজিল)
প্রণয়-বামতা তাহে প্রাখর্য্য দেখায়
বামদিকে নিজগৃহ-পথে নিতে চায়।

লাগিলেন। এবং শ্যাম-আদরিণী শ্রীরাধা, পরমাদরে কান্তের সেই নয়ননৃত্য আড়নয়নে-দেখিতে লাগিলেন। যেন রাধার মাধুরী-রূপ অপূর্ব্ব-আসরে শ্রীকৃষ্ণ আপন নেত্ররূপ-নর্ত্তক-দ্বয়কে নাচাইতে লাগিলেন! এবং সে নৃত্য-দর্শনে আনন্দিত হইয়া রাজনন্দিনী রাধা সেই নর্ত্তকদিগের অধ্যাপক ও পরি-চালক নটগুরু-শ্রীকৃষ্ণকে নয়নোৎপলে সম্মানিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! সখীরা তেমনি নিজ নিজ নয়ন-সরোজে পূজা করিতে লাগিলেন।

(১১) রাসরাজ, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া রসবতীর, বিলাসাখ্য-স্বভাবজ-ভাবের ক্রিয়া প্রকটিত হইল। গতি স্থগিত, স্থিতি কুটিল, চঞ্চল নয়নের-তারা বিস্তারপ্রাপ্ত ও ঈষৎ কুটিল হইয়, কৃষ্ণসুখপ্রদ-অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতে লাগিল। নীল উড়নীতে বদন ঈষৎ-আচ্ছাদন করিলেন।

(১২) শ্রীকৃষ্ণের-অঙ্গ-সঙ্গের নিমিত্ত অভিলাষবতী হওয়ায়, ঔৎসুক্যতার তাঁহাকে সেবাপরা-সখীর ন্যায় সম্মুখ পানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দিকে নিবার নিমিত্ত যেন টানিতে লাগিল; কিন্তু ললিতাদি-সখী সকল সঙ্গে থাকায় লজ্জা ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবহিত্থা ডাহিনে কুসুম-বনে টানে
এই সব ভাব, কৃষ্ণসুখ-সমাধানে।১২
বলবতী এই ভাব-সখীদের-টানে,
চলিতে রহিতে রাই নারেন সেখানে!১৩
কৃষ্ণ-প্রেমোল্লাসে ধনী অতি উল্লসিতা-
হেরি, সেইরূপ-সুখী হইলা ললিতা।
তাহার ললিত-করে, লালিতা হইয়া,
লজ্জায় রহিলা রাই গ্রীবা ফিরাইয়া।
ভঙ্গীম হইল কটি-চরণ-মাধুরী—
কামধনু-সম ভুরু-নর্ত্তন-চাতুরী।—

সেবিকার ন্যায় ক্রিয়াবতী হইয়া পশ্চাদ্দিকে টানিয়া নিতে আরম্ভ করিল এবং কান্ত-দর্শন-সঞ্জাতবাম্য, (কুটিলপ্রেমধর্ম্মে) বাম দিকে নিজভবনে নিয়ে যাবার জন্য যেন প্রার্থর্য্য প্রকটন করিতে লাগিল!! এই ত্রিপথাকর্ষণের উপরে আবার (অভিলাষ-গোপন পূর্ব্বক-বাহ্যান্তর প্রকটিনী) অবহিত্থা নামক ভাব ও প্রগল্ভা-সখীর ন্যায় বিক্রম প্রকটন করিতে লাগিল! এবং—"আমরা তোমার নিকটে আসি নাই, সূর্য্য পূজার জন্য ফুল তুলিতে আসিয়াছি" এই ভাবটি প্রকটনের নিমিত্ত আমাদের ভাবময়ী-ভামিনীকে দক্ষিণ-দিগস্থ-কুসুম কাননের পানে টানিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে যুগপৎ চতুর্ব্বিধ-ভাবের বিক্রিয়ায় ভ্রামিতা-বিনোদবদনী-শ্রীরাধা, আপন প্রাণকান্তের অতুল আনন্দ বিস্তার করিতে লাগিলেন!! ইহাদ্বারা—রসনির্য্যাস আস্বাদন অনুভবনীয়।

(১৩) বিভিন্ন-ভাবাপন্না প্রিয়সখীগণের পরস্পর-বিরুদ্ধ আগ্রহে যূথেশ্বরী যেমন বিব্রতা হন, পূর্ব্বোক্ত ভাবত্রয়ের টানে পড়িয়া প্রেমময়ী রাধা প্রথমতঃ তদবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহাতেই ঐ ভাবগুলিকে এই শ্লোকে সখী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(১৪) তদনন্তর প্রেমোল্লাসে নায়িকার-স্বভাবজ—কান্তসুখদ-ললিত-ভাবের উদয় হইল, গ্রীবার বক্রতা, চরণের ও কটির মনোহর ভঙ্গী এবং টঙ্কৃত-কন্দর্প

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইল ললিত-তনু মাধুরী-আধার;
প্রিয়প্রীতে উপজিল ললিতালঙ্কার।১৪
তুষ্ট হৈয়া রাধা তনু-নটিনীর গুণে
কৃষ্ণ-মন-নট, চলে তারে আলিঙ্গনে।
কৃষ্ণ তনু-নটিনীও—অনুগামী হৈয়া
সঙ্গে রঙ্গে চলে আলিঙ্গনের লাগিয়া।১৫
কহিলা কেশব—"প্রিয়ে! সত্বরাভিসারে-
বেশ-বিপর্য্যয় তব হয়েছে শরীরে।
তাহা হেরি চপল আমার হস্ত মন
পুনঃ বেশ করিবারে করিছে যতন।
নিকটে আইস, বেশ ভালমতে করি,"
পরশ-ঔৎসুক্যে ইহা কহিলেন হরি।
শুনি রাই-বিভ্রমালঙ্কার-সুললিতা,
চঞ্চলাক্ষী, রহিলা-নীরব-সঙ্কুচিতা।

ধনুর ন্যায় ভ্রূলতার মাধুর্য্য দেখা দিল, এবং তাহাতে উল্লসিতা হইয়া শ্রীললিতা সুন্দরী, তাহার গায়ে পরমাদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

(১৫) ১০নং শ্লোকোক্ত দর্শনের ফলে চঞ্চল-চিত্ত এবং শ্লোকোক্ত-মাধুরী মোহিত রসময়-নাগরেন্দ্র, আর থাকিতে না পারিয়া প্রাণপ্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করণার্থ অগ্রসর হইলেন। এই লীলাটিই সালঙ্কারে কহিয়াছেন যে—কোনও গুণবতী-নটিনীর নটন-পরিপাটিতে বিমোহিত হইলে প্রধান-নটনটী, যেমন তাহাকে আলিঙ্গনার্থ অগ্রসর হয়, তেমনি আজ প্রেমনাট্যবতী শ্রীরাধার-অঙ্গনটীর ভাবচাঞ্চল্যরূপ-নৃত্যমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের-মনরূপ-নট এবং তনুরূপা-নটীনী তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ চলিল।

(১৬) উৎকণ্ঠা ও আগ্রহে আকুল হইয়া আমাদের রসবতীর, এক অঙ্গের আভরণাদি অন্য অঙ্গে ধারণ করিয়া মদনাবেশে "বিভ্রম ও বিচ্ছিত্তি" নামক স্বভাবজ-ভাবালঙ্কার দ্বয়ে বিলসিতা দেখিয়া, মহানন্দে রসরাজ নিকটে আসিয়া এই শ্লোকোক্ত-ব্যবহার করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণের সুখের-হেতু,-সকলি রাধার
মৌনমুদ্রা, সঙ্কোচ, বিভ্রম-অলঙ্কার।১৬
লজ্জা, ভয়, অবহিত্থা বামতার টানে
বক্রভাবে গেলা রাই কুসুম-চয়নে।
দেখি কৃষ্ণ আগে গিয়া পথরুদ্ধ কৈলা,
মনে হরষিতা রাই কোপ প্রকাশিলা।১৭
বাষ্পাকুল-চঞ্চল-অরুণ প্রান্ত-আঁখি,
মনে-রসোল্লাস-যুতা, হৈলা সুধামুখী।
হেলা ও উল্লাসে হৈলা স্ফুরিত-অধর,
সুমধুর মৃদু হাসি তাহার ভিতর।
কুটিলিত-ভুরূ যুগে অসূয়া বিকাশ,
হর্ষসহ হৈল কিলকিঞ্চিত প্রকাশ।
এইরূপ হেরি কৃষ্ণ, রাই নেত্র মুখ,
সঙ্গম হইতে পাইলেন কোটি সুখ।১৮

---

(১৭) প্রেমান্ধ-নাগরবরের লালস-চেষ্টা দর্শনে, ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে —সখীগণের সম্মুখে আক্রান্তা হওয়ার ভয়ে ও লজ্জায় এবং স্বাভাবিক-বাম্যে, ও দুর্দ্দান্ত–নিজভাব অর্থাৎ সমুদিত অঙ্গজ হেলাদি, গোপনের অভিপ্রায়ে, বক্র গতিতে পার্শ্বস্থ-পুষ্প বৃক্ষের কুসুম-চয়নে চলিলে—কলাগুরু নাগর, বাহু-বিস্তার-পূর্ব্বক পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। এবং তাহাতে প্রেমরঙ্গিণী রাই অন্তরে আনন্দিতা হইয়া, বাহিরে কোপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

(১৮) হটিয়ার-চূড়ামণি সে কোপে ভ্রূক্ষেপও না করায়, ভাবময়ীর কিলকিঞ্চিত-ভাব ফুটিয়া উঠিল। "কি বিপদ!" বলিয়া যেন বাষ্পাকুল নেত্রের দ্বারা রোদন, অরুণ নয়নের দ্বারা ক্রোধ, চঞ্চল নেত্র দ্বারা ভয়, রসোল্লসিত-বদনে গর্ব্ব, হেলোল্লাসে চাঞ্চল্য-যুক্ত-অধরোষ্ঠের দ্বারা অভিলাষ, ভ্রূকৌটিল্যে অসূয়া ও হর্ষের দ্বারা স্মিত প্রকটিত হইল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিকটে কেশরবৃক্ষ মুকুলে অধিকা,
সম্ভ্রমে তাহার ডালে ধরিলা রাধিকা।
কুসুম-ত্রোটন-ছলে ভাবের বিকাশ-
ভুজ যুগ তুলি রাই করিলা প্রকাশ।১৯
উত্তম-কলিকাযুত সেই বৃক্ষবর,
উৎকলিকান্বিত হৈল কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দর।
উভয়-পুন্নাগ ফুল্ল-হইলা, তাহাতে ;
দরশনে-কৃষ্ণ, বৃক্ষ-বাহু-পরশেতে।২০
তারুণ্য ভট্টের কাছে রাধাকৃষ্ণ দোহে
পড়িলা কামের-ন্যায়-শাস্ত্রাদি আগ্রহে।

(১৯) তদ্দর্শনে রসিক-শেখরের আনন্দ বিভোর ভাব উপজাত হইল। সেই সুযোগে রাই-চতুরিণী, সম্মুখস্থ কলিকা-পূর্ণ-নাগকেশর বৃক্ষের ডালে ধরিলেন। ইহা ফুল তোলার ভঙ্গীময়-ভাব-গোপন হইলেও—ইহা দ্বারা যে বাহু-বিস্তার পূর্ব্বক কান্তকে আলিঙ্গনের-স্বাভিযোগ (ব্যপদেশ-বাসনা) প্রকটন করিলেন, সকলেই তাহা বুঝিলেন।

(২০) সুতরাং তদ্দর্শনে পুরুষোত্তমবর বিদগ্ধ-নাগর-রাজের-শরীর রোমাঞ্চিত হইল। রোমাঞ্চের এক নাম "উৎকলিকা," এবং উৎকৃষ্ট কলিকাকেও "উৎকলিকা" বলে। তাহাই এ শ্লোকে শব্দালঙ্কারে বলিয়াছেন যে তখন আরোও একটি অপূর্ব্ব ঘটনা হইল ; শ্রীরাধার স্পর্শে বৃক্ষের সমস্ত-পুষ্প-কলি প্রস্ফুটিত হইয়া গেল। সেই কথাই পরের পয়ার-দ্বয়ে বর্ণনা, যথা, শ্রীরাধার বাহুর স্পর্শে বৃক্ষ-পুন্নাগ এবং ভাবের স্পর্শে—(দর্শন দ্বারা) কৃষ্ণ-পুন্নাগ প্রফুল্লিত হইলেন !! বৃক্ষপক্ষে পুন্নাগ অর্থ—নাগকেশর এবং কৃষ্ণপক্ষে পুন্নাগ অর্থ পুরুষোত্তম।

(২১) তখন প্রাণ-প্রিয়তমাকে কথা কহাইয়া বাগ্-বিলাস-সুধা আস্বাদনের নিমিত্ত কলা-বিশারদ-হরি, প্রেম-কলহ-প্রবর্ত্তক-কথা কহিতে লাগিলেন, পরের শ্লোকে উভয়ের সেই সুধাস্রাবি-উত্তর প্রত্যুত্তর। এ শ্লোকে সেই কথার উপলক্ষে সখীগণের হৃদয়ে-উদ্গত একটি রস-তরঙ্গের প্রসঙ্গ। যথা—কোনও সখী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তথাপিও আজি বিজিগীষান্বিত-চিতে-
উভয় সতীর্থে, তর্ক লাগিলা করিতে ?
ইহাতে নাহিক দোষ, এ বিচিত্র নয়,
নৈয়ায়িকে গুরুসঙ্গে বিবাদ ইচ্ছয়।২১

(যথা, কুসুম চৌর্য্য-নর্ম্মে)

কৃষ্ণ-প্রশ্ন—"মোর-পুষ্প তোলে কোন্‌জন ?"
"কেহ নহে আমি" রাই বলিলা বচন।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন "তুমি কে হও-বলহ ?"
রাধিকা কহেন "তুমি মোরে না জানহ ?"
কৃষ্ণ কহিলেন "আমি না জানি তোমায়"
"তবে এথা হোতে যাও" ক'ন শ্রীরাধায়।
শ্রীকৃষ্ণোক্তি "ভৃঙ্গ আমি যাব কোন স্থানে ?"
রাধিকা কহেন "ভৃঙ্গী আছয়ে যেখানে।"
শ্রীকৃষ্ণোক্তি "সেই তুমি, পুষ্পেষু-রাগিণী,"
কহি, কাছে আসি বিথারিলা প্রেমবাণী।২২

বেন কহিতেছেন—দেখদেখ, এক্ষণে দুজনে প্রেম-কলহ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে অন্য সখী রঙ্গের-তরঙ্গ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—রাধাশ্যাম দুজনেইতো তারুণ্যভট্ট নামক একই গুরুর-নিকটে কন্দর্পের ন্যায়-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, দুজনের-বিদ্যাইতো দুজনের জানা; তবে বিদ্যা-কন্দোল করেন কেন ? শুনিয়া অপর সখী উত্তর দিতেছেন—"ইহাতে দোষের বা বিস্ময়ের কিছু নাই; নৈয়ায়িকেরা গুরুর সহিতেও শাস্ত্র-বিবাদ করেন। অতএব ছাত্রে-ছাত্রে বিবাদে আর বিস্ময় কি ? এক্ষেত্রে ইহাই রস।"

(২২) "মোরে না জানহ ?"—কথার ধ্বনি এই যে—আমি বৃন্দাবনের-অধীশ্বরী। এইজন্যই পরে কহিয়াছেন—যদি আমাকে জাননা, তবে এ বন হইতে বাহিরে যাও। "আমি ভৃঙ্গ" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য—যেখানে ফুল সেখানেই ভ্রমরের বিধাতৃ-দত্ত অধিকার। ভ্রমর শব্দে কামুকও বুঝায়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মুগধি! সৎকুলবধূ! সুমনাপহর?
সাধ্বি! পরপুরুষেও লজ্জা নাহি ধর?
আশ্চর্য্য দেখিনু আজি!! কিম্বা বাধা নাই,
স্বতন্ত্র যে চলে তার লজ্জা কোন্ ঠাঁই?২৩

শ্রীরাধা সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া কহিলেন—তবে তোমার ভ্রমরীর (অর্থাৎ কামুকী-চন্দ্রাবলীর) নিকটে যাও। শ্রীকৃষ্ণ সে অর্থ যেন বুঝেন নাই এইরূপ ভান করিয়া ভৃঙ্গী শব্দের সাধারণ "ভ্রমরী" অর্থই বজায় রাখিয়া কহিলেন—যে নারী পুষ্পেষু রাগিণী অর্থাৎ পুষ্প চয়নে অত্যন্ত অনুরাগবতী সেইতো ভ্রমরী, সেতো তুমি। আবার নিগূঢ়-তাৎপর্য্যে (শ্রীরাধার ব্যবহার দৃষ্টেও সেই—একই উত্তর প্রয়োজন; সে তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা এই যে—ইষু অর্থ বাণ, পুষ্পেষু অর্থ 'পুষ্প যার বাণ"—সেই কন্দর্প; তুমি যখন পুষ্পেষু-রাগিণী অর্থাৎ কন্দর্পক্রীড়াভিলাষিণী তখন তুমিই তো ভৃঙ্গী? আচ্ছা তবে তোমার ইঙ্গিত-আদেশই শিরোধার্য্য, তদনুসারে তোমার নিকটে আরোও ঘেসিতেছি" এই বলিয়া আরোও কাছে গিয়া কহিলেন,

(২৩) দেখ! তুমি পরমা সুন্দরী (মুগধি) এবং সতী কুলবতী হইয়াও পরের সুমন চুরি কর কেন? (সুমন শব্দের বহিরর্থ ফুল, ভিতরের অর্থ উত্তম-মন, অর্থাৎ আমার অনুরাগী মন) আর পর পুরুষ আমাকে দেখিয়াও তোমার লজ্জা হইতেছেনা কেন? অথবা আশ্চর্য্য নহে, স্বাধীনতা পাইয়া বনে বনে বেড়াইলে রমণীর লজ্জা থাকিবে কেন? পরপুরুষ শব্দের অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীমতী মৃদু হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। অবজ্ঞার-রসে রসিকেন্দ্রকে ঠকাইবার মৎলবে চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু মদনাবেশে বিম্বাধর স্পন্দিত হইতে লাগিল। চতুর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ঠকিবার পাত্র নয়, তিনি ঐ অধর-স্পন্দনকেই নানাকথা-কহার-আচরণ-রূপে গণ্য করিয়া তাহাতে নানা প্রকারের উক্তি-কল্পনা পূর্ব্বক তৎকথন দ্বারা, উল্টা জয় করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন!! ২৪ অবধি ৩৮নং পর্য্যন্ত শ্লোক সকলে তাঁহার সেই চেষ্টা-মূলক রস-কলাময় উক্তি। যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কহিছ কি—এই বন হয় সাধারণ
মিত্র পূজা লাগি ফুল তুলি সে কারণ ?
বিকচ-পুন্নাগ এই মালতী-দেখিয়া
সঙ্গ নাহি করে কেন রহে একা হৈয়া ?”
তাই মিত্র, পূজা, ফুল, পুন্নাগাদি বোলে
ওষ্ঠ্য, দন্ত্য বর্ণ সব উচ্চারণ ছলে।—
ওষ্ঠ-সঞ্চালন করি বিকাশি দশন
করিতেছ বুঝি—স্বাভিযোগ প্রকটন ?২৪
আরোও কহিলা “মুগ্ধা তুমি নাহি জানো ;
আমি যে কহিয়ে তাহা অবধানে শুন।
মালতী-বেষ্টিত এই পুন্নাগ উত্তম,
অনুকূল-বায়ুভরে দোহার-সঙ্গম।
প্রতিকূল-বায়ু যদি করে আগমন
সরাইয়া দেয় করে বিঘ্ন-সংঘটন।২৫

---

(২৪) তুমি বুঝি ঠোট নাড়িয়া এই কথা কহিতেছ ? “এই বনতো সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহার্য্য, সকলেরই ইহাতে অধিকার ; সেইজন্য মিত্র-পূজনার্থ ফুল তুলিতেছি।” এই কথার ছলে কি “আমার জন্য ফুল চয়ন” প্রকটন করিতেছ ? আরোও বুঝি বলিতেছ—“এই প্রফুল্ল পুন্নাগবৃক্ষ মালতী লতায় বেষ্টিত হইয়াও মালতীর সঙ্গরসে বঞ্চিত হইয়া-(তাহাদিগকে অঙ্গে ধারণ না করিয়া) একা দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া—পুষ্পচয়ন দ্বারা তাহার ব্যর্থ শোভা নষ্ট করিতেছি ?” একথা দ্বারাও মালতী অর্থাৎ উত্তম-লক্ষণা নায়িকা তোমাদিগকে নির্জ্জনে নিকটে পাইয়াও আলিঙ্গন না করায়, আমাকেই ব্যঙ্গ করিয়া—উত্তেজিত করিতেছ সন্দেহ নাই !!

(২৫) তাই বটে ? সেইজন্যই ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত উ কারের ও পবর্গের অক্ষরাবলীর এবং ল, স, ত, প্রভৃতি দন্ত হইতে উচ্চারিত বর্ণাবলীর উচ্চারণ ছলে দন্ত এবং ওষ্ঠ প্রদর্শন দ্বারা সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা (স্বাভিযোগ) প্রকাশ করিতেছ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আরো শুন—এই বন অনঙ্গ রাজার,
দিয়াছেন ভার মোরে বন রাখিবার।
যার গর্ব্বে মোর আগে লুঠো তাঁর বন,
সে তারুণ্য-রত্ন ঘট লইব এখন।২৬
কহিছ কি "তব কাছে প্রার্থনা করিয়া
পুষ্পতুলি?" তবে বলি শুন মন দিয়া।-
ব্রহ্মচারী আমি, নারী না হেরি নয়নে,
প্রার্থনা আলাপ কি সম্ভবে মোর সনে?
"নিরজনে তোমা হেরি, ধৈর্য্য নাহি ছিল,
সে দশায় আজ্ঞা দিনু" এই বুঝি বল?
কেন হেন হবে? সদা সখা-সঙ্গে স্থিতি
সেখানে কেমনে একা পাইব যুবতী?২৭

তোমার অভিপ্রায় বুঝিলাম, কিন্তু বিচার-বিহ্বলা মুগ্ধা তুমি কার্য্যের কারণ বুঝ নাই; অনুকূল-বায়ুর সাহায্য ব্যতীত তরুলতায়-মিলন ঘটেনা। কথার ধ্বনি-অর্থ এই যে—তোমার সখীগণের কার্য্যেই মিলন সংঘটন। তাহারা তা, করিয়া দিতেছেনা, দোষ তাহাদের। "প্রতিকূল-বায়ুরূপা বিপক্ষাগণের-সখীদের আগমন-ঘটিলে বিঘ্ন ঘটিবে!" ইহা বুঝিয়া সত্বরে কর্ত্তব্য-সাধন তাহাদের উচিত ছিল। (ব্যপদেশে এইরূপ ইঙ্গিত জানাইয়া যথাবৎ কথার স্রোত চালাইতে লাগিলেন।)

(২৬) ধন গর্ব্বেই অধিকার-অতিক্রম করায়। যে নব যৌবনরূপ-ধনের-গর্ব্বে তুমি এত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছ, সেই তারুণ্য রত্নের ঘট (পীনোন্নত পয়োধর) আমি গ্রহণ করিয়া এখনি তোমার গর্ব্ব-মর্দ্দন করিয়া দিতেছি।

(২৭) ঠোঁট নাড়িয়া আবার অস্পষ্টোচ্চারে কি বলিতেছ? এই বলিয়া খানিক অবধানের ভান করিয়া কহিলেন—বুঝিলাম। বলিতেছ—"আমিতো প্রার্থনা জানাইয়া, তোমার অনুমতি লইয়া ফুল তুলিতেছি" এটি তোমার মিথ্যা চালাকি; আমি ব্রহ্মচর্য্যধারী; নারীর মুখই দেখিনা, 'আমার কাছে প্রার্থনা' 'আমার সঙ্গে আলাপ', কি করিয়া সম্ভব হয়?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমিও একেলা নহ, তব অবয়ব—
লক্ষ মহা চৌর। নিজ-সম সখী সব।
এত চৌর সহ তুমি করিতেছ চুরি,
রাজদণ্ড পাব আমি যদি না নিবারি।২৮
কহ বুঝি ? "নিত্য আমি এই বন মাঝে
পুষ্পতুলি, সখী সনে মিত্র পূজা কাজে।
কভু দেখি নাই তুমি রক্ষক এ ঠাম,
স্বপ্নে নাহি শুনি কাম-চক্রবর্ত্তী নাম।
অসত্য প্রলাপ তুমি কেন কর এথা ?"
বটে, তব এই প্রতিবাদ সত্য কথা।২৯

তথাপি বাক্যে তোমাকে আটা দায় ? এখন বুঝি আধ আধ অস্ফুট কথায় কহিতেছ—"নির্জ্জনে অনিন্দ্যসুন্দরী তোমাকে পাইয়া নবযুবকোচিত-মদনাবেশে ধীরতা ও বিচার হারাইয়া আজ্ঞা দিয়াছি ?" এ কথনই হইতে পারেনা ! আমি সর্ব্বদা সখীগণের সঙ্গে থাকি, আমাকে নির্জ্জনে একা কোথায় পাইবে ?

(২৮) আমার নিকটে চালাকি চলিবে না। চৌরোচিত-চাতুর্য্য ছেড়ে, সরল কথায় জবাব দেও। দেখ, তোমার প্রত্যেকটি অঙ্গ এক একটি অধীন-চৌর এবং তোমার প্রত্যেকটি সখী তোমার ন্যায় এক একটি প্রধানা চৌরিণী ! এই বিশাল-দল লইয়া তুমি স্মরচক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি চুরি করিতেছ ! স্ত্রীলোক বলিয়াতো আর আমি তোমাকে না ধরিয়া পারিনা। ইহা নিবারণ না করিলে আমি নিজেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইব। (বাক্যের ধ্বনি—এখনই তোমাকে নির্ব্বন্ধ-ভাবে সখীগণের সম্মুখে আলিঙ্গন না করিলে আমি মদনকদনে-মারা পড়িব।)

(২৯) এই শ্লোকোক্ত কথাগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক যেন শ্রীকৃষ্ণ সুরম্য নর্ম্ম বচন কহিলেন—ভাল ভাল ! এইটি চালাকিশূন্য-সরল সত্য কথা বটে। অতএব আমিও সহজ-সরলভাব সহিত ইহার কারণ কহিতেছি শুন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কে বনে আসিবে আমা দোহার প্রতাপে ?
কার এত শক্তি ? কেনা মোর ভয়ে কাঁপে ?"
এই গর্ব্বে ধেনু রাখি, নাহি আসি হেথা,
তাই বন, হৃতধন-করিছ সর্ব্বথা ॥৩০
গোপনে আসিনু আজি তোমা ধরিবারে,
ভাগ্যে পাইলাম লাগি, সব-পরিবারে।
রাজার ও মোর স্বার্থে আগে দণ্ড করি
সগণে রাজার স্থানে নিয়া যাব ধরি।
তখন যাহার-নাম শুননি কখন,
করিতে পাইবে সেই রাজ-দরশন।৩১
কহিছ কি—"এই হয় সামান্য কানন,
রক্ষিত আছয়ে ইহা না জানি কখন।
তাই পুষ্প তুলিয়াছি। ক্ষম এইবার,
করুণা সাগর তুমি বিদিত সংসার।"

---

(৩০) "বিশ্ববিজয়ী—স্মরচক্রবর্ত্তীর বিষম-প্রতাপ এবং আমার-দুর্ব্বারণীয়-প্রভাব দুইই জগদ্ বিখ্যাত, সুতরাং পাহারায় কাজ কি ? প্রতাপেই কার্য্যসাধিত হইবে। কে আমাদের বনে অনধিকার প্রবেশ করিবে ?" এই গর্ব্বে আমি এথা প্রথম বনে আসিতাম না। পরে এই সুযোগে আমাদের বনের সর্ব্বাস্বাপ-হরণের-বার্ত্তা জানিয়া, আজ গোপনে চোর ধরিতে আইসামাত্র সৌভাগ্য বশতঃ দলবল-সহিত তোমাকে পাইয়াছি। এখন রাজার ও আমার ধন ও প্রয়োজন (স্বার্থ) উদ্ধারার্থ বন্ধন ও প্রাথমিক-প্রহারাদি দণ্ডবিধান-(অর্থাৎ ভুজপাশে বন্ধন এবং নখ-দশনাদির আঘাত বিধান) করিয়া, সখীগণের সহিত তোমাকে এখনি আমি রাজার নিকটে (নিকুঞ্জ-রাজপট্টে) লইয়া যাব। কখনও যাহার নাম শুন নাই বলিতেছ, এখনি তাহার দর্শন পাইবে। সকল বড়াই ঘুচিয়া যাইবে!!

(৩২) বিব্বোক-ভাবজ-গর্ব্ব-মুদ্রায় কান্তবাক্যে অনাদর-ভঙ্গী প্রদর্শনী-নিরুত্তরা মনোমোহিনীর মদনাবেশ-সম্ভূত অধর-স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া, পূর্ব্ববৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে নারিব ক্ষমা, নাহিক উপায়!
সকল কাহিনী শুনিয়াছেন রাজায়।৩২
আকুলিত-স্থিরচর আদি প্রজাগণ
কহিয়াছে, তোমার অশ্রুত-আচরণ।
শুনি রাজা বিধিমত দণ্ড করি মোরে
রোষাগ্রহে চাহিছেন তোমা ধরিবারে।৩৩
যদি, তুমি বল এইরূপ-নর্ম্ম বাণী—
"ষোল ক্রোশ-বৃন্দাবন শাস্ত্রে ইহা শুনি।
অতনু রাজার এই রাজ্য? তৃণধন?
কাহারা তাহার প্রজা কহ বিবরণ?"
তবে শুন প্রজা তারা; সব জগতের—
উপজীব্য হয়—সাধু-সৌন্দর্য্য যাদের।৩৪

ঘটন-অধ্যবসায়ে রসিকগুরু শ্রীকৃষ্ণ, বাক্যরঙ্গ বিস্তার করিতে লাগিলেন— "এতক্ষণে বুঝি বিপদের বোধ জন্মিয়াছে? তাই বুঝি কহিতেছ যে" এইরূপ দুর্মকায় এই শ্লোকার্থ আস্বাদনীয়।

(৩৩) দণ্ডকরি মোরে—আমাকে রীতিমত দুঃসহ পীড়া প্রদান করিয়া এক্ষণে তোমাকে ধরিবার (আলিঙ্গন করিবার) নিমিত্ত স্মরচক্রবর্ত্তী, আগ্রহের ও বিক্রমের সহিত আমাকে পরিচালিত করিতেছেন।

(৩৪) ভদ্রবন, বেলবন, ভাণ্ডীরবন, লোহবন, গোকুল-মহাবন, তালবন, খদিরবন, বহুলাবন, কুমুদবন, কাম্যবন, ও মধুবন—সমন্বিত পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন লইয়া দ্বাদশবনাত্মক ষোলক্রোশ দীর্ঘপ্রস্থ-পরিমিত স্থানই লীলাবৃন্দাবন নামে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত (শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধনাদি ইহার অন্তর্গত) শ্যাম-বিনোদিনী বিনোদবদনী-রাধা, যেন তাহার উল্লেখ দ্বারা কহিতেছেন অতনুরাজার এই ষোলক্রোশ রাজ্য? (অতনুশব্দের এক অর্থ কন্দর্প অন্য অর্থ বৃহৎ) এবং তৃণাদি তাহার ধন? আর সেই ধনের উপযুক্ত-সংরক্ষক আপনি স্বয়ং? চক্রবর্ত্তীরাজার যোগ্য ধন ও সুযোগ্য কর্ম্মচারী বটে! আচ্ছা এখন প্রজার পরিচয় প্রদান করুন, শুনিয়া ধন্য হই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিশলয়, জলজাদি, মত্তকরী, হংস,
করভ, কণকরম্ভা, সম্পুট, আদর্শ।
রথাঙ্গ, সদ্‌বেদী, সিংহ, হ্রদ-সুধাময়
পর্ণ, কামাসন কাল ভুজঙ্গী-নিচয়।৩৫
কমল-মুকুল, বিম্ব, করি-কুম্ভ, তাল
অশোক-পল্লব,কাম-পাশাস্ত্র—মৃণাল।
চম্পক, বিজুরী, অলি, মুক্তা ও সুবর্ণ,
শুক, পিক, শিখী, ভৃঙ্গী আদি বন পূর্ণ।৩৬
সফরি, চকোরী, মৃগী, খঞ্জনেন্দীবর,
জবা, বন্ধুজীব রক্তোৎপলের নিকর।
শিখর, চমরী, শঙ্খ, যমুনা-লহরী
কন্দর্পের শরধনু, আছে বনভরি।৩৭
আরো বনভরা, যত ধন্য বস্তু সব,
তোমার তনুতে হৃত, সভার-বৈভব।

এই উপহাসের উত্তরে, উপহাস ছাড়িয়া বৃন্দাবনচন্দ্র বলিলেন—যাহাদের অবিকৃত-নির্ম্মল-নিখুত-সৌন্দর্য্য সমস্ত জগতের জীবনোপায়-মহামৃত স্বরূপ (অর্থাৎ যাহার গন্ধমাত্রে, অনুভবমাত্রে, বা দর্শনমাত্রেই চৈতন্যলাভ হয়,—সংসার-বিষে জর্জ্জরিত এবং কুপ্রবৃত্তিরূপ-কুক্কুর শৃগালাদির চর্ব্বিত-শবদেহতুল্য জীব দেহে, প্রাণশক্তি বিক্রমিত ও ক্রিয়াম্বিত হইয়া উঠে। অতটুকু তত্ত্ব এই কথা হইতে সাধকের পরিভাবনীয়) শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে কহিলেন—সেই সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের-আধার স্থাবর জঙ্গমাদি, মহামন্মথ-রাজের বৃন্দাবনীয় প্রজা।

(৩৫।৩৬।৩৭।৩৮) তুমি তাহাদের সৌন্দর্য্য-বৈভব-হরণ করিয়া নিজ তনুতে রাখিয়াছ। 'শুন তাহাদের নাম,"—এইরূপ ভূমিকায় তিনশ্লোকে সমস্তের নাম বর্ণন করিয়াছেন। কাহার কি ধন শ্রীরাধারাণী হরণ করিয়াছেন, নামের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত প্রকারে সেইটী আস্বাদনীয়, যথা—শ্রীকৃষ্ণ যেন কহিতেছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সরবস্ব-হারা হয়ে ব্যাকুল হইয়া
ফিরিতেছে সবে বনে তোমা অন্বেষিয়া ।৫৮

তোমার করতলে ও পদতলে কিশলয় ও স্থলপদ্মাদি প্রজার অনুপম-সৌন্দর্য্য-বৈভব গ্রহণ করিয়াছ। গমনে মত্তহস্তীর ও কলহংসের চলন-মাধুরী; উরুদেশে স্বর্ণকদলী ও করিশুণ্ডের-শোভা; জানুতে স্বর্ণকৌটার ও নখাবলীতে দর্পণের সুষমা; (আদর্শ-দর্পণ) নিতম্বের দ্বারা কন্দর্পের রথ-চক্রের (রথাঙ্গের), তদুপরি-ভাগের দ্বারা অপূর্ব্ববেদীর-সৌন্দর্য্য; এবং ক্ষীণ-কটিদেশের দ্বারা সিংহের মাজার ও নাভীতে অমৃতকুণ্ডের—মনোহারিতা-হরণ করিয়াছ। উদরে অশ্বত্থ-পত্রের; বক্ষে কন্দর্পাসনের, এবং উদরোপরিস্থ-রোমরেখাতে কৃষ্ণ-ভুজঙ্গিনীর শোভা লুণ্ঠন করিয়াছ। কুচযুগলে—পদ্মকলি, তাল-বিল্ব করিকুম্ভাদির শ্রী; করতলে অশোকপল্লবের লালিত্য; ভুজযুগলে—মৃণালের ও মদনের পাশাস্ত্রের মৃদুতা; করাঙ্গুলিতে চম্পক-কলিকার, অঙ্গপ্রভায় বিদ্যুতের ও স্বর্ণের ও দশন-কান্তিতে মুক্তার-কান্তি লুণ্ঠন করিয়া নিয়াছ। অলকে অলির লালিত্য; নাসিকায় শুক-চঞ্চুর-শোভা কণ্ঠস্বরে কোকিলের কাকলি; উড়নী-উড়ানো ঘূর্ণি-নৃত্যে ময়ূরের নৃত্যের বিনোদনা; নয়নতারায় ভৃঙ্গীর-চাঞ্চল্য-চটুলতা কাড়িয়া নিয়াছ। নয়নের বিস্ফারতায় সফরির, রসপিপাসিত দৃষ্টিতে চকোরীর; প্রেমাকুল-ঈক্ষণে মৃগীর, এবং চঞ্চলাবলোকনে খঞ্জনের-বাহার হরিয়াছ। নয়ন-কান্তিতে ইন্দীবরের-সুন্দররুচি চুরি করিয়া নিয়াছ। অধরের রাগে বাঁধুলী, জবা ও রক্তোৎপলের রক্তিমা; চর্ব্বণ দন্তে-দাড়িম্বের (শিখর-দাড়িম্ব) কেশে, চমরীর পুচ্ছাগ্রের; কণ্ঠে শঙ্খের এবং ত্রিবলীতে যমুনার তরঙ্গ-ধারার-মাধুরী তুমি লুঠিয়া নিয়াছ !!

কেবল কি তাহাই? স্বয়ং স্মর-চক্রবর্ত্তীর ধনু ও শর—যাহা বন ভরিয়া রক্ষিত ছিল, তাহা পর্য্যন্ত নিজ কটাক্ষে গ্রহণ করিয়া তাহাতেই আমাকে বিঁধিতেছ! প্রজার ধন ও রাজাসনাদির শোভা হরিয়া, রাজার শরধনু পর্য্যন্ত লুঠিয়া তাহারই টঙ্কার !! এহেন ভীষণ-চৌরিণীকে রাজা কি ছাড়িতে পারেন? হায় হায়! যে প্রজাগণ সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও সৌরভে, জগতে অতুলনীয় ছিল, আজ তাহারা হৃত-সর্ব্বস্ব ও অনাদৃত !! তোমার অঙ্গের পানে চাহিয়া কেহই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সব নর্ম্ম-সুধা আস্বাদন করি,
অঙ্গের বিকার রাই যতনে নিবারি !-
"কামীর-কল্পিত কথা শ্রবণে কে ধরে ?
আমি যাই' ধনী কহিলেন মৃদুস্বরে ।৩৯
অবজ্ঞা-চাহনি, গতি, দেখিয়া মুরারী
কহিলা "কোথা যাবে আমা অনাদরি ?'
মৌগ্ধ্য-বিব্বোক-দিগ্ধা ধনীর অঁাচলে
এতবলি নাগরেন্দ্র ধরিলা সবলে ।৪০
সে সুখ-পরশে ধনী, গ্রীবা-বাঁকাইয়া-
চাহিতে লাগিলা, নানাভাবে পূর্ণ হৈয়া ।৪১

আর তাহাদের পানে চায়না !! তাহারা আজ তোমার-অঙ্গচ্ছটার কাঙ্গাল ! ব্যাকুল হইয়া অনবরত তোমার অন্বেষণ করিতেছে ! এই প্রকারে পরিহাস-ভঙ্গীময় বচনে বৃন্দাবনের স্থিরচরাদি-সমস্তের রাধাপ্রাণতা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-বর্ণন করিলেন ।

(৩৯) রসরঙ্গিণী রাই, অমৃতাস্বাদনের ন্যায় মহানন্দে এই সকল রসকথা শুনিয়া উদ্দীপ্ত রোমাঞ্চাদি-সাত্ত্বিক-বিকার, সযত্নে আচ্ছাদন করিয়া মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন "কামী-পুরুষেরা নারী দেখিলে কথা কহাইবার ছলে এমনি প্রলাপ বকিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া কি হইবে ? আমি যাই," এই বলিয়াই চলিবার ছলনায় পদ চালনা করিলেন ।

(৪০) বাঞ্ছিত-বস্তুতে বাহ্যিক-অনাদর প্রদর্শনের নাম বিব্বোক, 'মৌগ্ধ্য-বিব্বোক" অর্থাৎ অতি সুন্দর-বিব্বোক-ভাবান্বিতা শ্রীরাধার অবজ্ঞা-ব্যঞ্জক-দৃষ্টি ও গতি দর্শনে, রসিকেন্দ্র কহিলেন আমি রাজকর্ম্মচারী, আমার শাসন না মানিয়া কোথায় যাইবে ? অমনি অঁাচলে ধরিলেন ।

(৪১) নানাভাবে অর্থাৎ ৩নং শ্লোকের টিপ্পনীতে কথিত—হাব, হেলা, চকিত, ললিত, কুট্টমিতাদি নানাভাবের সংমিলনে, মহামাধুরী-ময়ী হইয়া ৪২নং শ্লোকোক্ত-লীলার-সম্মিলনে কিল-কিঞ্চিতাখ্য-ভাবস্তবকে বিভূষিতা হইলেন (১৮নং শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পিপাসিতা-প্রফুল্লিতা-অলিনীর প্রায়-
সে কুটিল-দৃষ্টি, কান্ত-মুখ-পদ্মে ধায়।
পরে ফিরি অল্প বাষ্প-কলাকুলা হৈয়া-
নয়নের কোণে অরুণতা বিকাশিয়া,
প্রকাশি অবজ্ঞাভঙ্গী—তারার নর্ত্তনে,
আনন্দ সাগরে ডুবাইলা কৃষ্ণ-মনে ।৪২
তবে উনমদাধনী কৃষ্ণ-কর হোতে
বসন-অঞ্চল কাড়ি লইলা চকিতে।
বক্রদৃষ্টে বরিষণ করি কাম-শর,
পুনঃ পুনঃ বিঁধিলেন বঁধুর অন্তর।
তবে স্মিত-সুধায়-সুন্দর-কৃষ্ণানন—
নেহারিয়া, কহিলেন সুনর্ম্ম-বচন ।৪৩
"সরস মধুর যত রম্যবস্তু চয়
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-লোকে বিরাজিত হয়।
সভাকার-শোভা চুরি করি নিজ অঙ্গে
তুমি সাধু? অন্যে চোর বলহ সুরঙ্গে ।৪৪
সাধুত্ব ধার্ম্মিকত্বাদি যতেক তোমার,
নগ্ন-কুমারিকা-গণ সাক্ষী আছে তার।
চুরি করি নিলে তুমি যাদের বসন,
মস্তকে অঞ্জলি দ্বারা করালে স্তবন ।৪৫

---

(৪৫) শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে পাইবার নিমিত্ত ব্রজের-বহুতর-বালিকা, কাত্যায়নী-ব্রতের ছলে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, এবং তাহাতে পরিতুষ্ট ও আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রতস্থানে দর্শন দেন, কিন্তু সমগ্রহৃদয়, নিশ্ছিদ্র-অসঙ্কোচ-উদ্দাম-প্রেমে পরিপূর্ণ না হইলে, কৃষ্ণের কান্তভাবে-কৃপা হয় না বলিয়া, এই সময়ে তিনি এক অতি সুন্দর পরিহাস-লীলা-বিস্তার করিয়া তাঁহাদের লজ্জা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নববয়ঃ যুবরাজ সর্ব্ব-গুণবানে
কন্যা দান নাহি করে কারো পিতাগণে।
যতেক-যুবতী কন্যা বরজ-ভুবনে
তব গুণ শুনি তাহারাও ভয় গণে।
সেই তাপে মহাশয় ব্রহ্মচারী হৈলা?
তুরঙ্গম-ব্রহ্মচর্য্যব্রত-আরম্ভিলা?
বটু বলি আপনাকে যদি প্রচারহ—
তবে কেন লোভে পরনারী-পানে চাহ?
বংশী-চৌরী-দ্বারা কেন হর পর-নারী?
পর-রমণীতে কেন রহ রতি ধরি?৪৬—৪৯
বটু খ্যাতি ধরি কর স্বাভীষ্ট সাধন!
সতীর ও কন্যকার ধর্ম্ম-বিধ্বংসন!!৫০

সঙ্কোচ-নাশ করেন। তাঁহারা তীরে বস্ত্র রখিয়া যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, সেই সময় সকলের বস্ত্র লইয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তীরে উঠাইয়া মস্তকোপরি উভয় হস্তদ্বারা অঞ্জলি বন্ধন করাইয়া বস্ত্র প্রার্থনা করান, তৎপরে বাঞ্ছিত-বর প্রদান করেন। ঐ লীলাটিকে কামের-খেলারূপে উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীমতীর এই সুমধুর-নর্ম্মোক্তি।

(৪৬—৪৯) নবীন-বয়সোচিত সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন রাজপুত্র হইয়াও ভীষণ স্ত্রীলাম্পট্য দোষে কেহই তোমাকে কন্যাদান করে না। বয়স্থা-পাত্রী-গণেও ভয় পায়; কাজেই এত বয়সেও ভাগ্যে বিবাহ ঘটে নাই! সেই দুঃখে এবং অপবাদ এড়াইবার ছলে বুঝি ব্রহ্মচারী সাজিয়াছ? এ চালাকিতে কেহ ঠকিবে না! অশ্বেরাও বিবাহ করে না, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য-গুণের কথা কে না জানে? তুমিও বুঝি তাহাই আরম্ভ করিয়াছ? নহিলে শুক্লাসতী-দেব-পূজন পরা ব্রতধারিণী-পরনারীর প্রতি (আমার পানে) এমন সলালস-অসং দৃষ্টিতে চাহিবে কেন? বাঁশী বাজাইয়া পর-রমণীকে আকর্ষণ করিবে কেন? দিবারাত্রি পরবধূর আশা ধরিয়া থাক কেন?

(৫০) সকল কামুকেরাই অন্যায় ও অধর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারী-(বটু)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৃন্দাবনে বৃক্ষাঙ্কুর কভু রোপ'নাই,
"বনাধিপ আমি" বলি করহ বড়াই !!
গোচারণ দ্বারা সব তরু করি নাশ—
"বিপিন-পালক" বলি ধৃষ্টতা প্রকাশ ? ৫১
বৃন্দাবন, মোর সখী-বৃন্দার লালিত,
নামেতেই সেই কথা জগতে বিদিত।
বিধাতা স-রত্নাভিষেকে মোরে তাহা দিলা,
স্মরচক্রবর্ত্তী—রাজা, তাহাতেই হৈলা ?
"তুমি বন-রক্ষক" কাজেই মিথ্যা নয় !
একথা কহিতে চিত্তে লজ্জা নাহি হয় ? ৫২

খ্যাতি প্রচার করিয়া, ও ধর্ম্মে কলঙ্ক লাগাইয়া, মহাসতীগণের, ও কুমারীগণের ধর্ম্ম নষ্ট কেহ কখনও করে না, ও করে নাই !! তুমি সকলকে হারাইয়া "রাজা" হইয়াছ !! (সাবধান দূরে থাকো, আহ্লাদে গলিয়া হাসিয়া হাসিয়া এদিকে যেসিও না)

(৫১) কেবল লাম্পট্য তো নয় ? ধৃষ্টতায়ও তুমি ধন্যাতিধন্য ! জন্মাবচ্ছিন্নে কোনও দিন বৃন্দাবনে একটি বৃক্ষের অঙ্কুর ও রোপণ কর নাই, তথাপি বনাধিপতি বলিয়া বড়াই করিতেছ ! অসংখ্য-পশু-চরাইয়া আমার-বৃন্দাবনের তরুলতা ও তৃণাদি নিত্য নাশ করিতেছ, তথাপি "আমি বনপালক" বলিয়া বাড়াবাড়ি !! যেমন টিট্ তেমনি ঢিঠ্।

(৫২) পরম বন্দনীয় শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত বিদগ্ধমাধবনাটকে ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত সংস্কৃত-চরিত-কাব্যে ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক (শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে) দেবীগণের দ্বারা বৃন্দাবনের-অধীশ্বরীরূপে শ্রীরাধারাণীর-অভিষেকের অপূর্ব্বকাহিনী বর্ণিত আছেন। সেই ঘটনা নির্দ্দেশে নর্ম্মপণ্ডিতা আমাদের-বৃন্দাবনেশ্বরী, মধুর মধুর হাসিয়া কহিলেন—তাহাতেই বুঝি তোমার-মুনির-স্মরচক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনের-রাজত্ব লাভ করিয়াছেন ? তাহা হইলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ-কুণ্ডারণ্য এই ভবন আমার,
ইথে সাধারণের নাহিক অধিকার।
এথা বিরাজিত মম সিংহাসনাগার
কাম-শর্ম্মদাখ্য কুঞ্জ। বিদিত সংসার।৫৩
এই "কান্তবার্ত্তা-সুধায়ুকাখ্য" আস্থানি
এথা বসি কান্তবার্ত্তা মোরা কহি শুনি।
পুরুষের অগম্য নির্জ্জন এই স্থানে,
প্রেষ্ঠ-বার্ত্তা-মৃতাস্বাদে, মোর সখীগণে।৫৪
কুসুম তুলিব মোরা মিত্র পূজিবারে,
তোমরা কে? নিষেধ করহ আমাদেরে?

তুমিও তেমনি নিজ-জিহ্বার-নিযুক্ত-এই বনের যথার্থ রক্ষক বটে! এ হেন মাথাকাটা মিথ্যাকথা প্রকাশ করিতেও তোমার লাজ লাগে না?

গুপ্ত-ব্যাপার বলিয়া আমার অভিষেকাদির কথা যদি চাপা দিতে চেষ্টা কর, তবে বলি-আমার-সখী বৃন্দার দ্বারা-সংবর্দ্ধিত ও পরিপালিত বলিয়াই যে এই বনের নাম "বৃন্দাবন", সেটিতো জগদ্‌বিদিত কথা। তাহা কি দিয়া ধুইবা?

(৫৩) পরিপক্ক-ধৃষ্টেরা নিরুপায় হইয়া যেমন কথান্তরের অবতারণা করে, তেমনি তুমি এ স্থানকে "সাধারণের-বিহার-কানন" বলিবারও উপায় নাই। 'রাধা-কুণ্ডারণ্য" নামেতেই প্রমাণ, ইহা আমার নিজ ভবন-স্বরূপ এবং এখানকার কামশর্ম্মদ-কুঞ্জ (৭ম সর্গের ৩২ শ্লোকোক্ত অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজ-চত্বরের কেন্দ্র কুঞ্জ) আমার রাজপাট ইহাও সংসারে সুবিদিত।

(৫৪) আর এই যে আমাদের সম্মুখের কান্তবার্ত্তাসুধায়ুক্ নামক আস্থানি, ইহা আমি ও আমার সখীগণের অসঙ্কোচে-কান্তবার্ত্তা-বলা কহার স্থান, (কান্ত-বার্ত্তা শব্দের বহিরর্থ মনোজ্ঞ-গল্প, গূঢ়ার্থ-কান্তের সংবাদ) এই স্থানে পুরুষের আগমনের অধিকারই নাই। আমার সখীরা মন খুলিয়া এখানে প্রেষ্ঠবার্ত্তা আস্বাদন করে। প্রেষ্ঠ শব্দেরও ঐ দুই অর্থ।

(৫৫) "তোমরা কেহ" এই বহুবচন শব্দের দ্বারা সুবল মধুমঙ্গলের প্রতি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরের-নির্জ্জন-স্থান নিজ করি বল,
লজ্জা-প্রেয়সীও বুঝি তোমারে ত্যজিল ॥৫৫
ব্রহ্মচারি! তব কাজ নাহিক এখানে,
অবলার স্বচ্ছন্দাচরিত ফুলবনে।
পশু-পাল-সঙ্গী তুমি পশুর চারণে-
পশুপাল সঙ্গে যাও তৃণময়-বনে !৫৬
রাই মুখশশী, হাস্য-সুধা-সুশীতল,
সুন্দর কুরঙ্গ-আখি, তাহাতে চঞ্চল !
নর্ম্ম-সুধা, পানে সুখী শ্রীকৃষ্ণ-চকোর,
সখী-দৃষ্টি-চকোরিণী, অতৃপ্ত বিভোর ॥৫৭
স্পর্শভয়ে যেন রাধা গ্রীবা বাঁকাইয়া,
কটাক্ষ উৎপল-মালে কৃষ্ণে বিভূষিয়া।
অব্যক্ত উৎসন-উক্তি করিয়া করিয়া,
অগ্রে চলিলেন কৃষ্ণে অবজ্ঞা দেখাঞা।৫৮

লক্ষ্য। তাহারা বিশাখানন্দদা কুঞ্জে কৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন, এখনও অবশ্যই তথায় বা তন্নিকটে আছেন।

(৫৬) চাঁদবদনী রাধা হাসিতে হাসিতে সাকূতে এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিলেন। পশুপাল-সঙ্গী—পশুর পালের সঙ্গী। যুবতী-সঙ্গের যোগ্য নহ ইহাই মর্ম্মার্থ। পশুপাল-সঙ্গে যাও—রাখালগণের সঙ্গে যাও অর্থাৎ তৃণময় বনে যাও, পুষ্পবনের বিহার-রস জাননা, এখানে থাকিয়া কাজ নাই, ইহাই ব্যঙ্গ।

(৫৭) শ্রীরাধার মুখ-চন্দ্র স্বভাবতঃই সতত হাস্য-সুধায় সুশীতল (শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, বিচার নাই) বিশেষতঃ এই চাঁদের ক্রোড়স্থ নয়ন-রূপ-হরিণ সদা চঞ্চল-শোভান্বিত! সুতরাং নব নব শোভা। এ হেন অপূর্ব্ব চন্দ্র হইতে ক্ষরিত নর্ম্ম-সুধায় শ্রীকৃষ্ণের নয়নচকোর, ও সখীগণের আখি চকোরিণীগণ, সুধা-পানের সুখে বিভোর হইয়াও অতৃপ্ত রহিল! কারণ প্রেম তৃষ্ণা শান্তি লাভ করে না, কেবলই সম্বর্দ্ধিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে কৃষ্ণ রাধাতনু-নটীর নর্ত্তন-
দেখিতে, করেন ধাঞা কঞ্চুক কাকর্ষণ।৫৯
দেখি শ্রীরাধিকা চালি ভুরূ-কামধনু-
শোণ-চক্ষু কোণ-বাণে বিন্ধি কৃষ্ণ-তনু,
শ্রীকৃষ্ণের ধৈরয-কবচ-ছিন্ন কৈলা!
লীলাপদ্মে পুনঃ পুনঃ তাড়িতে লাগিলা।৬০
লীলা-কমলের সেই ললিত তাড়নে,
অপার আনন্দ কৃষ্ণ পাইলেন মনে।
সে আনন্দ বিশ্বাধার-দেহে না ধরিল!
স্বেদাশ্রু-পুলকচ্ছলে বাহিরে আইল।৬১
রাধিকাও কান্ত-হস্ত-পরশ পাইয়া,
নতভ্রূবা হইলেন প্রফুল্লা হইয়া।
কঞ্চুকের বন্ধন আপনি ছিড়ি গেল!
নীবীর-বন্ধন ডোরি তেমনি খুলিল!!
শ্লথ হৈল সূক্ষ্ম রক্ত-বসন-পিন্ধনে,
রহিল নিতম্বে লাগি স্বেদের কারণে।৬২

(৫৯) অব্যক্ত ভর্ৎসন—অবিদগ্ধ, নির্লজ্জ-লম্পট, ধূর্ত্ত-ধৃষ্ঠ, কামুকীর-ক্রীড়া মৃগ, ইত্যাদি। "কুলবতীর এখানে থাকিতে নাই" বলিয়া ৩৯নং শ্লোকোক্ত চলনভঙ্গী আবার আরম্ভ করিলেন।

(৬০) যোদ্ধৃগণ যেমন বর্ম্ম-পরিয়া যুদ্ধ করে, তেমনি ধৈর্য্যরূপ (বর্ম্ম) ধারণ করিয়া পরিহাস-সমর সাধন করিতেছিলেন, নয়ন-কটাক্ষে সে-ধৈর্য্য দূর হইল।

(৬১) বিশ্বাধার দেহে—নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র আনন্দের-ধারণকারী-মূলভাণ্ডাররূপ শরীরে। শরীর, আনন্দজ-ঘর্ম্মে, পুলকে ও অশ্রুজলে পূর্ণ হইল, ইহাই খোয় লীলা।

(৬২) আনন্দাধিক্যে শ্রীরাধারও, প্রেম-কৌতুক-প্রকটনের শক্তি দূর হইল। সুরাণো ভুরু নমিত হইল, দেহ উচ্ছলিত হইতে লাগিল!! তৎফলে কঞ্চুকের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ-হস্ত ঠেলি কঞ্চুলিকা-রক্ষা কৈলা,
দ্রুত নীবীবন্ধে, রাই হইলা ব্যাকুলা।
নিজসখী-সকলেরে হাস্যাননা দেখি
চঞ্চল-নয়না হইলেন বিধুমুখী। ৬৩
স্মরোৎসব-শুভারম্ভ করিবার তরে
উদ্যোগী হইলা কৃষ্ণ এই অবসরে।
স্বেদাম্বু-পূরিত রাধা-কুচ-হেমঘটে।
অর্পিতে পল্লব-কর, আইলা নিকটে। ৬৪
কান্তমুখ হেরি, বাম-নেত্রারুণাঞ্চলে
ডাহিনে নিরখি স্মেরা-সখীরমণ্ডলে।
নীবীবন্ধ ধনী বন্ধ করি কোনো মতে
সত্বরা হইলা কৃষ্ণ-কর নিবারিতে। ৬৫
রোদন-মিলিত হাস্যে, গদ্গদ-বাণীতে,
বক্রনেত্রে সুখে কৃষ্ণে লাগিলা ভর্ৎসিতে।
প্রণয়জ-বাম্যে কৃষ্ণেচ্ছার অবিরোধে
নিজ করে কৃষ্ণকর নিবারেন সাধে। ৬৬

নীবীর বন্ধনডুরি ছিন্ন হইল, বসন শিথিল হইল। অঙ্গে ঘর্ম্ম-রোমাঞ্চাদি উদয় হইল।

(৬৩) নীবীবন্ধে—নীবীবন্ধন কার্য্যে। ব্যস্ততা ও ব্যকুলতা দেখিয়া সখীগণের হাসি।

(৬৪) উৎসবারম্ভে যেমন জলপূর্ণ-কুম্ভের উপরে আম্র-পল্লব স্থাপন করে তেমনি।

(৬৫) বামনয়নের অরুণবর্ণ-কোণের দ্বারা সানুরাগে কান্তবদন দর্শন এবং দক্ষিণ নয়নের সলজ্জ-মধুর-দৃষ্টিতে সখীগণের বদনাবলোকন, একসঙ্গে করিতে লাগিলেন।

(৬৬) আরে ছি ছি! —কর কি? দুর্ব্বলা অবলা-নির্য্যাতন-রূপ কাপুরুষতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে করে ঠেলাঠেলি, শবদে কঙ্কণ,
বাত্যহত-পদ্মে যেন অলির-গুঞ্জন। ৬৭
ললিতা আসিয়া মাঝে, কৃষ্ণে নিবারিলা
"পঞ্চদেব পূজ কৃষ্ণ!" কুন্দলতা কৈলা। ৬৮
কৃষ্ণ কহিলেন "মম-স্মরযজ্ঞে আজ-
কুন্দলতা! কর তুমি আচার্য্যার কাজ।
কি বিধানে কোথায়, কি দিয়া পূজা করি?
বিধি বিধানাদি সব বলহ বিবরি। ৬৯
কুন্দলতা ক'ন—আমি পূজা নাহি জানি,
নান্দীমুখী-মুখে শুনিয়াছি সে কাহিনী।
অত্যন্ত গুপত কথা শুন দিয়া মন,
আমার দেবর তুমি, কহিতে কারণ। ৭০

কেন? শত্রুর মত দুঃখ দিতেছ কেন? ছাড়ো! নহিলে ললিতা এখনি প্রতিফল দিবে, ইত্যাদি ভৎর্সন-বাক্যই এসময়ের প্রয়োগ-যোগ্য। ঠেলার ছলে আরোও অধিক জোরে কর স্পর্শ করাইলেন।

(৬৭) শবদে—শব্দ করিতে লাগিল। অনঙ্গের চমক উৎপাদক এবং রসিক নাগরেন্দ্রের প্রাণ-স্পন্দক এই ভূষণধ্বনির প্রাণ-স্পর্শী তানটি ধ্যানের ধন। বাতাহত—বায়ু চালিত।

(৬৮) কুন্দলতা, নবীন রঙ্গের তরঙ্গ তুলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "ঘট স্থাপন তো হইয়া গেল, এখন পঞ্চদেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য;" যজ্ঞারম্ভে গণেশ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও সূর্য্য এই পঞ্চদেবতার পূজা দ্বারা বিঘ্ন-বিনাশ করিতে হয়। তদবলম্বনে এই রসকৌতুক আরম্ভ করিলেন।

(৬৯) কলাগুরু রসিকেন্দ্র, কুন্দলতাকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়া বিধানাদি বিবৃত করিতে কহিলেন।

(৭০) সুচতুরা-কুন্দলতা বিচার করিলেন—সোজাসুজি ব্যবস্থা বলিলে—এই নর্ম্মবিশারদা-সখীর দল আমাকে জব্দ করিবে। বলিবে, তুই বুঝি এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(পঞ্চদেবতার পূজা)

এই বাম-কুচকুম্ভে গণেশ-কল্পিয়া
"নমোগণেশায়" বল হস্ত-পদ্ম দিয়া ।৭১
অন্যকুচ-শিব-লিঙ্গে হস্ত-পদ্ম ধর
"নমঃ শিবায়"—মন্ত্র উচ্চারণ কর।
কুটিল-ভ্রূদ্বতে নিজ মুখ-পদ্ম ধর
"হ্রীং-চণ্ডিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্র পাঠ কর। ৭২
এক করে বেণীমূল, অপরে চিবুক
ধরি, মুখচন্দ্রে দেও নিজ পদ্ম-মুখ।
মুখ-বিধু তুমি "নমঃ বিষ্ণবে" বলিয়া
পূজাকর, অধিষ্ঠান বিষ্ণুর জানিয়া। ৭৩
অরুণ অধর, কৃষ্ণ! পূজ দীপ্তিময়,
ইহাতেই শ্রীসূর্য্যের অধিষ্ঠান হয়।
অধর-বাঁধুলী আর কুন্দ-দন্ত দিয়া
পূজ, মন্ত্রপড়ি "নমঃ সবিত্রে" বলিয়া।

বিধানে সোহাগের দেবর দ্বারা তোর অঙ্গে গ্রহার্চ্চনা করাইস্ ? তাই নান্দীমুখীর মুখে উহা শ্রবণের ছল বিস্তার পূর্ব্বক কথা আরম্ভ করিলেন।

(৭১) করি-শিরোধারী গণেশের মস্তকস্থ করিকুম্ভের ও বাণলিঙ্গ-শিব মূর্ত্তির সহিত সাম্য-মননে, স্তনদ্বয়ে গণেশের ও শিবের পূজন-পরিহাস।

(৭২) বামতা ও প্রখরতাময় প্রেমে শ্রীরাধা কথায় কথায় ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া চণ্ডিমা প্রকটন করেন বলিয়া তদ্ভ্রূযুগলে চণ্ডীপূজার ব্যবস্থা ও চণ্ডীর-অধিষ্ঠান-নিরূপণ।

(৭৩) বিষ্ণুর গুণ, রক্ষা। তিনি যেমন জীবমাত্রের জীবন রক্ষার মূলকর্ত্তা, তেমনি শ্রীরাধার বদন শ্রীকৃষ্ণের জীবাতু; সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা তদাস্বাদন করিয়া তিনি জীবন-রক্ষা করেন। চন্দ্র ও এমনি ওষধি-উদ্ভিদাদির পোষক ও বর্দ্ধক, এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইনি অবরোধ করিলেও তুমি বলে
পূজহ অরুণাধর, ঐ দুই ফুলে।৭৪
তবে কৃষ্ণ, পূজনের উদ্যম করিতে
লাগিলেন ধনী কুন্দলতাকে ভৎর্সিতে।
কর্ণের উৎপলে কান্তে করিলা তাড়ন,
কৃষ্ণ তাহে কহিলেন—"শুন সখীগণ।৭৫
কন্দর্পের যজ্ঞারম্ভে বিঘ্ন-বিনাশিতে।
পঞ্চদেব-পূজা আমি চাহিয়ে করিতে।
কোপ কেন তাহাতে করেন তুয়া সখী ?
ভৎর্সন করেন কেন তরজিয়া আঁখি ?"৭৬

সর্ব্বাহ্লাদক, অথচ তাপও অন্ধকারের নিবারক। এই সকল গুণসাম্যে বদনকে চন্দ্র বলিয়া তাহাতে বিষ্ণুপূজনের নর্ম্ম-বিলাস।

(৭৪) শ্রীরাধার অরুণ বর্ণ-অধরোষ্ঠের দীপ্তির সহিত সূর্য্যকিরণের সমতায় এবং সেই হাসিমিশা অধর-দর্শনে সকলেরই, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিষাদ অন্ধকার দূরীভূত হয় বলিয়া, অধরে সূর্য্যপূজার-রঙ্গময় ব্যবস্থা দিলেন।

কেবলমাত্র সূর্য্য ব্যতীত-আর সকল দেবতাই পদ্ম-পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চনায় সমধিক সন্তুষ্ট হন, এই শাস্ত্রোক্তিকে ভিত্তি করিয়া মুখপদ্ম ও করকমল দ্বারা অন্য সকলের,—এবং সূর্য্যদেব, বাঁধুলীতে ও কুন্দপুষ্পে অধিক-পরিতোষ পান বলিয়া—কৃষ্ণের কুন্দদশনে ও অধর বাঁধুলীতে রাধাধর-সূর্য্যের অর্চ্চন-ব্যবস্থা দিলেন। ইহা অধর পানের ও দংশনের ইঙ্গিত মাত্র, একথা বলা বাহুল্য।

(৭৫) এই শ্লোকোক্ত, প্রাণেশ্বরীর-ভৎর্সন-সুধাময়ী-বাণীগুলি, অবশ্য ভাবনীয়। আমাদের মনে হয় তাহা এই প্রকার যথা—হে নির্লজ্জ-নাগরের দূতী কপটিনী-কুট্টিনি-কুন্দলতা! নিজাগ্রে গ্রহ পূজা করাইয়া স্বকীয়-অতনু-যজ্ঞ (বুঝি) দুর্ব্বারণীয়-শতঘরিয়া লম্পট-দেবরের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া তোমার এতই আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে ? যে মিত্রপূজা-ব্রতী-সতী আমাকেও তোমার দশাপন্ন করিতে চাহিতেছ ? মনে রাখিও অতিদর্পের বিপরীত ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিথ্যাটোপে ভুরু-বাঁকাইয়া হাস্য মুখে,
সখীরা ভর্ৎসন করিতেছে শ্রীকৃষ্ণকে।
দেখিয়া, বিশাখা সখী তাদেরে নিবারি
কুন্দলতা প্রতি কহিলেন আঁখি ঠারি।
"অলখিতে গ্রন্থি বাঁধো দোহার বসনে"
তারপর কহিলেন চাহি কৃষ্ণ পানে।৭৭
পতি পত্নী মিলি যজ্ঞ করার বিধান,
মিলন-পদ্ধতি—বস্ত্রে-বস্ত্রে গ্রন্থিদান।
কি বুঝিয়া তুমি, যজ্ঞ কর তাহা বিনে,
বিধি-হীন-যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে কেমনে ?
ধর্ম্মনিষ্ঠ-সখী মোর এই তো কারণে
প্রকাশ করেন ঈর্ষা সক্রোধ-বচনে।৭৮

---

(৭৭) সতী-শিরোমণি, আমাদের-এই বৃন্দাবনের অধীশ্বরীকে রাখাল হইয়া তুমি তাঁহারই রাজধানীতে এত অপমানিত, এত লজ্জিত করিতেছ ? কার বলে কি সাহসে তোমার এত গর্ব্ব ? লজ্জার মুখে আগুন দিয়াছ তাতো জানি; ভয়ও কি তোমার নাই ? কত বার কত লাঞ্ছনা পেয়েছ ! আমাদিগকে পর্য্যন্ত বহুবার হাতে-পায়ে-সাধাসাধনা করেছ ! তবু ও তোমার বুঝি শিক্ষালাভ হয় নাই ? ভর্ৎসনা এই প্রকার কিনা, রসিক ভক্তমণ্ডলীর বিবেচ্য।

(৭৮) নয়নেঙ্গিতে সখীগণকে বারণ করিয়া বিশাখাসুন্দরী, নবকৌতুকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক, অতি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে (৪৬ হইতে ৪৮ শ্লোকোক্ত-শ্রীরাধার তীব্রবিদ্রূপ-বাক্যাবলীর-উত্তর স্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহের বিধানাধীনে তাঁহার স্বেচ্ছা-গৃহীত-পতিরূপে উল্লেখ পূর্ব্বক,) হাসি লুকাইয়া কৃত্রিম-গাম্ভীর্য্যময় বদনে আড়নয়নে শ্রীরাধার পানে চাহিয়া চাহিয়া এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিলেন। যেন সত্য সত্যই শ্রীরাধার এইরূপ অভিপ্রায় তিনি জানেন। ধন্য শ্রীরাধার সখীগণের প্রেমসেবা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি বিশাখার বাক্য ভ্রূভঙ্গী করিয়া
কম্পিত অধরে রাই রহিলা চাহিয়া।
কুন্দলতা দুজনের বস্ত্রাঞ্চল লঞা
গ্রন্থি দিলা এই অবসরে পাছে গিয়া।৭৯

অলখিতে কার্য্য করি আইলা সম্মুখে,
পরিতুষ্ট-কৃষ্ণকে কহিলা মনোসুখে।

(নবগ্রহ পূজা)

সুমঙ্গল-যজ্ঞারম্ভে অন্যচর্চ্চা কিবে ?
নবগ্রহ-পূজাকর, সর্ব্ব-সিদ্ধি হবে।৮০
কৃষ্ণ কহিলেন-পূজাবিধি কহ শুনি,
তিহো রাই অঙ্গে আঁখি ঠারি কহে বাণী।৮১
সুচারু অধরে, আর নয়ন-যুগলে,
দুই গণ্ডে, কুচযুগে, মুখচন্দ্রে ভালে।
এই নয় স্থানে নবগ্রহকে পূজহ,
অধর-বাঁধুলী-ফুল সর্ব্বত্র ধরহ।৮২

(৭৯) সে দৃষ্টিতে যেন এইকথা ব্যক্ত হইল—দুষ্টা বিশাখে! সুচতুর লম্পটের প্রেম-চাহনিতে আত্মবিক্রয় করিলি ? আচ্ছা থাক্! দেখিব সুদের সহিত ইহার প্রতিশোধ দিতে পারি কিনা ?

(৮০) সুমঙ্গল-যজ্ঞারম্ভে অন্যকথায় কান দিয়া অথবা পরিহাস রসে ডুবিয়া, সময় ও শুভ লগ্ন অতীত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিতে গিয়াই পঞ্চ দেবতার পূজা পণ্ড হইল! এখন তুমি অতি সত্বরে নবগ্রহের পূজা কর। পূজা পাইয়া গ্রহগণ প্রসন্ন হইলেই তোমার সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।

(৮২) বাৎস্যায়ন-মুনি প্রণীত-কামশাস্ত্রে এবং উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি রস শাস্ত্রে, রমণীর যে নয়টী অঙ্গ চুম্বনের জন্য নিরূপিত আছে, সেইগুলির গ্রহণই গ্রহার্চ্চন, এইরূপ ব্যাখ্যায় রস-বিস্তারিকা-কুন্দলতা, ব্যবস্থা দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকা কহেন—“তুমি আচার্য্যা পূজার—
নিজ অঙ্গে গ্রহপূজা করাহ ইহার।”
এত কহি শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে পলাইতে—
গ্রন্থিবন্ধে রোধিলেক, নারিলা যাইতে। ৮৩
চাহিয়া দেখেন দুই-অঞ্চলে বন্ধন।
পূরিল মনের সাধ প্রফুল্ল বদন।
খুলিতে লাগিলা গ্রন্থি ঈর্ষা-প্রকাশিয়া
সখী, কৃষ্ণ, আর কুন্দলতায় ভৎ‍র্সিয়া। ৮৪
“কৃষ্ণ ধৃষ্ট-নট, ধৃষ্টা-নটী-বিশাখিকা,
ললিতাদি সভ্যা, কুন্দলতা-বিদূষিকা। ৮৫
পত্নী-কাঙ্গালের, পরপত্নীর-আঁচল—
অঞ্চলে বাঁধিয়া, বাঞ্ছা করিল সফল॥

এই সকল অঙ্গ চুম্বনে পরমানন্দজাত হইয়া নায়িকাগণ বিলাস-বাসনায়-লালসা-কুলা হন, এখানে তাহাকেই সর্ব্বসিদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত-নবগ্রহ অনুকূল হইলে সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে, এই গুণের-সমতাও-অঙ্গ নয়টীকে নবগ্রহ বলিবার অন্যতর কারণ। লীলা-পরিকরবর্গের-পরিহাসেও অসঙ্গতি নাই!

(৮৫।৮৬) ধৃষ্ট অর্থ নির্ল্লজ্জ (প্রেমের ভাষায় বেহায়া) আর ধৃষ্টা অর্থ--অসতী ভৎ‍র্সনের সারার্থ এই যে—কৃষ্ণ, চিরদিনই কুৎসিত রঙ্গরূপ নির্ল্লজ্জ-নৃত্যের দ্বারা বাহাদুরী- প্রদর্শক নাটুয়া। আজ বিশাখা তাহার ধৃষ্টা-নটিনী হইয়াছে এবং ললিতাদি সখীগণ দর্শক এবং কুন্দলতা সং সাজিয়াছে। কদর্য্যামোদিনীর-দল যার গুপ্তভাবে পরনারীর অঞ্চল এই পত্নী-কাঙ্গালের অঞ্চলে বাঁধিয়া ‘তাঁহার আশা পূর্ণ করিয়াছেন” ভাবিয়া, আহ্লাদে গলিয়া যাইতেছেন! কৌশলে তাহার “রণ্ড” নাম ঘুচাইবার-উচ্চলোভে এই অধর্ম্মাচরণ করিয়া, নারীর সখী হইয়া-লজ্জা-বিসর্জ্জনরূপ অধঃপাত এবং মূলধন বিনাশ লাভ হইল! এই ভাবে এদের সহিত আর কখনই আমি এখানে আসিব না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধর্ম্ম-আচারে বহু লোভে ইহা কৈল,
কিন্তু লজ্জা সখী গেল! মূল খোয়াইল ॥৮৬
এত কহি বস্ত্রাঞ্চল করিতে মোচন,
করে কর ধরি হরি, করেন রোধন।
অতি ব্যস্ত হৈলা ধনী, খুলিতে বন্ধন—
হেরি, অধরাদি কৃষ্ণ করেন চুম্বন।
তাহা নিবারণ আর বন্ধন মোচন,
করিতে, করেন ধনী বিবিধ যতন।৮৭
দেখিয়া ললিতা গিয়া মিথ্যা ঈর্ষা ভরে,
খসাইলা পটবন্ধ, ভর্ৎসিয়া কৃষ্ণেরে।৮৮
"যদি তব অঞ্চল বন্ধেতে সাধ যায়—
(ব্রজে তো দুর্ল্লভা কন্যা বিভা নাহি, হায়।)
ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা আছে বিদ্যমান,
ইহার অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন—বিধান।৮৯
শ্রীরাধিকা মুক্ত হৈয়া পটবন্ধ হৈতে—
দূরে সরি, ভ্রূ-চাপল্যে সহাস-দৃষ্টিতে।

---

(৮৭) পূর্ব্বোক্তরূপে বড়াই করিয়া—শ্রীরাধা, বস্ত্রগ্রন্থি খুলিতে আরম্ভ করিলে চতুর-চূড়ামণি-শ্রীকৃষ্ণ নিজকরে তাঁহার কর-নিবারণ-দ্বারা-বাধা দিয়া উহাতে তাঁহার আবেশ উৎপাদন-পূর্ব্বক, অতর্কিতে অধরাদি-চুম্বন-করিয়া নবগ্রহ পূজা করিতে লাগিলেন! ধনী-মণি, তজ্জনিত-আনন্দবিকার আবরণের নিমিত্ত তন্নিবারণও গ্রন্থিমোচন-ছলে হুঙ্কার, সীৎকার, অঙ্গ-মোট্টনাদি নানাচেষ্টায় অপূর্ব্ব-রসরঙ্গ-বিস্তার করিলেন। ৮৮নং শ্লোকোক্ত ললিতা সুন্দরীর-কপট ঈর্ষা-ময়-প্রেমভর্ৎসন ৮৯নং শ্লোকে বর্ণিত।

(৯০) রসকলাময়ী-ধনী যেন গ্রহার্চ্চন সময়ে গ্রন্থি বন্ধনের বাধায় পলাইতে পারেন নাই, কিন্তু এখন তো আর কান্তের-অঙ্গ লগ্ন-হইয়া থাকা যায় না, কাজেই কিছু দূরে সরিয়া কৃত্রিম-ক্রোধও হর্ষ-বিস্ফারিত-দৃষ্টিদ্বারা রঙ্গ ও আনন্দ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কহিতে লাগিলা বাণী ঈষত হাসিয়া—
কুন্দলতা প্রতি। কৃষ্ণে ইঙ্গিত করিয়া। ৯০
উপদেষ্টা অজ্ঞ, আর অজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তা,
ছাড়িয়া দিক্‌পাল—গ্রহপূজার ব্যবস্থা!
শুভযজ্ঞকর্ম্মে ছিদ্র হইল তাহাতে, ৯১
এতশুনি কুন্দলতা লাগিলা কহিতে।
তুমি অজ্ঞা, না জানহ; আমি ভ্রান্তা নয়,
কামযজ্ঞে অগ্রে গ্রহপূজা বিধি হয়।
পশ্চাৎ করিতে হয় দিক্‌পাল পূজন, ৯২
শুনিয়া পুছেন তারে ব্রজেন্দ্রনন্দন।—
কি কি নাম দিক্‌পালের? কোথা কার স্থান?
বিশেষ করিয়া কহ সকল বিধান।
তবে কুন্দলতা হাসি কহয়ে তাঁহারে
সখী সকলেরে দেখাইয়া আখি ঠারে।৯৩

(দিক্‌পাল পূজা।)

সবে বিদ্যমান—তব পূজা লইবারে,
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার তরে!—
সব দিক্‌পাল মূর্ত্তি আপনি আসিয়া
নিজ নিজ দিকেতে আছেন দাঁড়াইয়া।৯৪

প্রকটন পূর্ব্বক (স্বীয়-সখীগণকেও এমনি অর্চ্চনা-করিবার জন্য, মৃদুমধুর-হাস্যের সহিত প্রাণকান্তকে ইঙ্গিত-করিয়া) কুন্দলতাকে কহিতে লাগিলেন—

(৯১) উপদেষ্টাকুন্দলতা অজ্ঞা, কর্ম্ম-কর্ত্তা কৃষ্ণও অজ্ঞ; যজ্ঞারম্ভে দিক্‌পালের পূজাকরা শাস্ত্রের বিধান। তাহা না করিয়াই গ্রহপূজার অনুষ্ঠান!! কাজেই কর্ম্মে ছিদ্র হইয়া গেল, বাঞ্ছিত-ফল ফলিল না! (৯২।৯৩ পয়ার সরলার্থ)

(৯৪) সম্ভোগবাসনারূপ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, তাহারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈশানী বিশাখা ঐশান্যেতে বিদ্যমান,
ইন্দ্রশক্তি ললিতার, পূর্ব্বে অবস্থান।
অগ্নিরূপা-সুদেবিকা হয় অগ্নিকোণে,
যমশক্তি-তুঙ্গবিদ্যা আছয়ে দক্ষিণে।৯৫
নৈশাচরী-চিত্রা হয় নৈঋর্তে সংস্থিতা
পশ্চিমেতে রঙ্গদেবী, বারুণী-বিখ্যাতা।
ইন্দুলেখা-বায়বীর বায়ুকোণে স্থান,
কৌবেরী-চম্পকলতা উত্তরে দাঁড়ান।৯৬
উর্দ্ধের-রূপমঞ্জরী ব্রাহ্মী-সুবিদিতা,
রসময়ী অনঙ্গমঞ্জরী শৈবী হেথা।৯৭

সকলেই আগমন পূর্ব্বক যিনি যে দিকের দেবতা, সেই দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা দ্বারা সখীগণকে স্বেচ্ছাভিসারিণী বলিয়া পরিহাসও করিলেন।

(৯৫।৯৭) শাস্ত্রানুসারে শিব, ঈশান-কোণের পালক। শিবের এক নাম ঈশান, তাঁহার নামেই দিকের নাম। এমনি ইন্দ্র, পূর্ব্বদিকের পালক বলিয়া ঐ দিকের এক নাম ঐন্দ্রী দিক। অগ্নি, পূর্ব্বদক্ষিণ-কোণের পালক বলিয়া ঐ কোণের নাম অগ্নিকোণ। যম, দক্ষিণ দিকের পালক; সেইজন্য ঐ দিকের এক নাম যাম্য দিক; নৈঋর্ত নামক নিশাচর দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণের পালক, সেই জন্য উহার নাম নৈঋর্ত কোণ। বরুণ পশ্চিমদিকের পালক বলিয়া উহার নাম বারুণী দিক। বায়ু পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের পালক বলিয়া উহার নাম বায়ু কোণ। কুবের উত্তর দিকের পালক, এইজন্য সে দিকের এক নাম কৌবেরী-দিক। এমনি ব্রহ্মা উর্দ্ধদিগের এবং শেষ (অনন্তদেব) অধো দিকের অর্থাৎ পাতালের প্রতিপালক। সখীগণের যিনি যে দিকে দণ্ডায়মানা আছেন তদ্‌বিচারে তত্তদ্দিকপালের নামানুসারে, কুন্দলতা কহিলেন ঐ দেখ, ঈশানী বিশাখা ঈশানকোণে থাকিয়া শিবশক্তিরূপে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইবেন বলিয়া ঈশান কোণে দণ্ডায়মানা। উপরে থাকিয়া বৃষ্টির ন্যায় অশ্রান্ত রসবর্ষিণী ললিতা ইন্দ্রশক্তি শচীর মত পাটরাণীরূপে পূজিতা হইবার আশায় পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সব দিক্‌পাল, স্বকার্য্য-সাধন—
করিবারে, তব হিত-চিন্তা-পরায়ণ।
তুয়া পূজা পাইবারে আকুলিত মন,
ফল সিদ্ধি লাগি কর এদের পূজন।৯৮
শুনি সব সখী এই কুন্দলতা-বাণী,
ক্রোধ করি ভর্ৎসে তাঁরে (সুস্মের বয়ানী)।
"ধৃষ্টা-পামরি! তুমি আপনা পূজাও
পূজা লঞা দেবরের অভীষ্ট পূরাও।"

আছেন। প্রজ্জলিত অগ্নিবৎ উৎক্ষেপণকারিণী, ও প্রেমঘৃতাহুতগ্রাহিণী সুদেবী অগ্নিকোণে। যম-শক্তিতে পুংদর্পসংহারকারিণী তুঙ্গবিদ্যা দক্ষিণ দিকে। রাক্ষসী-শক্তিতে কন্দর্প-বিঘাতিনী-নৈশাচরী চিত্রা, নৈঋত কোণে বিগুমানা। এমনি বরুণেরশক্তিতে রসতরঙ্গে ভাসাইতে সক্ষমা রঙ্গদেবী, পশ্চিম দিকে; ও বায়ুবেগে বলপূর্ব্বক পাতিতও বিপর্য্যস্তকরণসক্ষমা ইন্দুলেখা বায়ু কোণে এবং কৌবেরী শক্তি-সম্পন্না-বিবিধাকার-বিলাস-রত্নের সম্পুটস্বরূপা ইষ্ট-সাধিনী চম্পকলতা উত্তর দিকে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন। পূজাগ্রহণার্থ সকলেই পরম আগ্রহবতী। সকলেই মঙ্গলদায়িনী।

আরোও দেখ—ব্রহ্মশক্তিময়ী, নানারস ও নানা আনন্দ সৃজন-কারিণীরূপ মঞ্জরী, জলকেলির সময়ে যেমন কুণ্ডতীরবর্ত্তী উচ্চস্থানে থাকিয়া জয়োচ্চারণাদির দ্বারা সুমঙ্গল সৃজন করেন, তেমনি এক্ষণেও আমাদের অপেক্ষা উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মানা এবং কুণ্ডগর্ভস্থ-কুঞ্জাধিকারিণী, শৈবীশক্তিতে তোমাকে নিজ বক্ষোপরি চিরধারণসক্ষমা (লীলাবিলাসে ঊর্দ্ধারোহণে অক্ষমা, সততই নিম্নাবস্থিতা, এই গূঢ় পরিহাস-ব্যঙ্গ) অনঙ্গ মঞ্জরী শ্রীরাধার নিকটস্থ নিম্নস্থানে রহিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে এই দিকপালগণের পূজাকর।

(৯৮) 'স্বকার্য্য-সাধন করিবার" এই কথাটিও-নর্ম্ম-ব্যঙ্গোক্তি। ইহাদ্বারা সখীগণকে কামুকী বলিয়া পরিহাস করিলেন।

(৯৯) এই যে হৃদয়োদ্বেলিত-আনন্দের অসম্বরণীয়-তরঙ্গে, বদনে হাস্যোদগম এবং তৎসঙ্গে কৃত্রিম-কোপ-প্রদর্শন পূর্ব্বক নোলক নাড়িয়া নাড়িয়া কুণ্ডল নাচা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হেরি কৃষ্ণ, তাহাদের পূজার কারণ—
হইলেন আগুসর হরষিত মন।৯৯
কৃষ্ণাগতি হেরি সবে সশঙ্কিত মনে,
আত্মরক্ষা লাগি রহিলেন সাবধানে।
অপরের-পানে হেরি—কৃষ্ণের ধাবন।
সম্ভ্রমে ভাবেন—নিজ-নিকটাগমন।১০০
যে দিকে চাহেন কৃষ্ণ যে সখীর পানে
সেই পলাইতে যায় অন্য সখী-স্থানে।
ধরি ধরি হরি হর্ষে করেন পূজন,
অর্দ্ধ পূজিতেই সবে করে পলায়ন।
অপরের সাহায্যে, ছলে, বা অতর্কিতে—
সকলেই পলাইয়া যায় চারিভিতে।১০১
কেহবা মিনতি করি কেহবা, তর্জ্জিয়া—
কেহ ভাগে কৃষ্ণ-ধৃত-উত্তরী-ছাড়িয়া।১০২

ইয়া,আঁখি ঘুরাইয়া ভর্ৎসনের ভাষায় রসবর্ষণ. ইহার পঞ্চামৃতাস্বাদে কেবল কুন্দলতার নহে, আমাদের প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরেরও পরমানন্দটীপরিচিন্তনীয় বটে।

(১০০) আক্রমণাশঙ্কায় শঙ্কিতমন, নহে। অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়া প্রযুক্ত যদি বামতা দেখাইতে না পারি, তাহা হইলে অন্যান্য সখীরা পরিহাসের ছল পাইবে, কি জানি তাহাই ঘটিয়া উঠে, এই শঙ্কা। সেইজন্য যিনি যে দিকে আছেন সেই দিকে রসপিপাসিত-রসিয়ার ধাবন দেখিলেই হৃদয়ের ব্যস্ততায় মনে করেন—এই বুঝি আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন।

(১০১) পূজা অর্থাৎ চুম্বনাদি আরম্ভ করিলেই কেহ অন্যসখীর সহায়তায়, কেহবা কোনও পলায়িতা-সখীকে ধরিয়া আনয়নাদির ছল করিয়া, কেহবা "ঐ অমুকে তোমার বাঁশীনিল" ইত্যাদি চতুরতায়, চতুর-চূড়ামণিকে অন্যমনস্ক করিয়া হঠাৎ পলাইতে লাগিলেন।

(১০২) কেহ কেহ স্তনাদিতে বেদনাদির ভাণে মিনতি করিয়া, কেহবা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হেলাযুত-হাস্যমুখ, রোদন-মিশ্রিত,
নয়ন-উৎফুল্ল-ভুগ্ন প্রান্ত অরুণিত।
এইরূপ সখীদের বদন-নয়ন—
দেখিয়া, হইলা সুখী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অপূর্ব্ব যজ্ঞের কথা কহন না যায়,
বিঘ্ন ঘটিয়াও লাভ কর্ম্ম-ফল-চয় ॥১০৩
ইতস্ততঃ পলাইয়া রাধিকা-আশ্রয়-
করি, দুর্গে গিয়া যেন হইলা নির্ভয়।
তাঁহার নিকটে থাকি, নয়ন-চকোরী—
প্রেরিয়া পিয়েন কৃষ্ণ-চন্দ্রের-মাধুরী।১০৪

তর্জ্জন দ্বারা নাগর-রাজকে ভাব-বিমুগ্ধ করিয়া, কেহবা নাগরকর্তৃক ধৃত-উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিলেন।

(১০৩) হেলা অর্থাৎ সুস্পষ্ট-সম্ভোগাভিলাষ এবং ভুগ্ন অর্থাৎ বাঁকা নয়নের অরুণবর্ণ কটাক্ষদ্বারা কপট-কোপাভিনয় ও শুষ্করোদনদ্বারা মিথ্যা ব্যথা প্রকটনাদি-দর্শনে আনন্দ-মূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দনের এত আনন্দ উপজাত হইল যে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিলেও কর্ম্মফলরূপ অপরিসীম সুখলাভে বিন্দুমাত্রও বাধা ঘটিল না! ইহাই এ যজ্ঞের অপূর্ব্বতা।

(১০৪) সখীগণ ইতস্ততঃ অর্থাৎ নানাদিকে পলায়ন করিলেও সকলেই শ্রীরাধার পশ্চাদ্দিকে গিয়া যেন কেল্লার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীরাধারই পরিচালনায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণটি নাবুঝার ফল নহে, সখীরা সকলেই প্রকৃত ব্যাপার জানিতেন, তথাপি এরূপ আচরণ করা দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সখীগণের প্রতিদানস্পৃহা। তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধার নিকটস্থ হওয়ার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে—রসোন্মদ নাগর, এইবার সখী তারাবৃত রাধাচন্দ্রমার দিকে চাহিয়া নিশ্চয়ই তারাগণকে ছাড়িয়া, চাঁদের সুধাপানে সকলকে সুখী করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না, অন্য কাণ্ড হইয়া গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়ে-বৃষভানুজার-কান্তির আশ্রিত
সভাকার মুখ-পদ্ম হৈল প্রফুল্লিত।
তৃষিত হইয়া তবে শ্রীমধুসূদন—
রাই-দুর্গ করিতে চলিলা আক্রমণ।১০৫
দেখিয়া করিলা রাই প্রণয়-হুঙ্কার
ভীত প্রায় হইলেন ব্রজেন্দ্রকুমার।
স্তব্ধ হৈয়া নেহারেন কুন্দলতা-মুখ,
কে কহিতে পারে তাহে হইল যে সুখ॥১০৬

---

(১০৫) বৃষরাশিস্থ-ভানু অর্থাৎ জৈষ্ঠ মাসের সূর্য্যের এক নাম বৃষভানু; সেই ব্যুৎপত্তিতে ঐ মাসীয় রৌদ্রের কান্তি, বৃষভানুজা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; সেই বৃষভানুজা দ্বারা যেমন কমল প্রফুল্ল হয়, তেমনি বৃষভানু রাজার কন্যা বৃষভানুজা শ্রীরাধার আশ্রয় পাইয়া সখীগণের বদনপদ্ম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং বিকসিত-পদ্মদর্শনে যেমন মধুপ-ভ্রমর-মধুসূদনের মধুপান-তৃষ্ণা সংবর্দ্ধিত হয়, তেমনি সখীগণের প্রফুল্ল বদন-কমল-দর্শন করিয়া মধুসূদন-শ্রীকৃষ্ণের, রস পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাঁহাদের নিকটে গমনার্থ চঞ্চল হইলেন।

(১০৬) শ্রীরাধাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি, সখীগণের উপরে নিপতিত হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা মহাবিক্রমের সহিত এক হুঙ্কার করায়, তাহার গতি স্থগিত হইল! ভাবিতে লাগিলেন এ কি ব্যাপার! আমাকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিয়া ইনি এখন হুঙ্কার দ্বারা বারণ করেন কেন? প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধার হুঙ্কারটি কলাগুরু নাগরকে বিস্মাপিত করার কৌতুক মাত্র। তাহাই হইল, ধৃষ্ট-গুরু নাগর স্তব্ধ ও ভীতপ্রায় হইয়া কুন্দলতার পানে চাহিতে লাগিলেন। সে চাহনির অর্থ "এ কি ব্যাপার!!"

সর্ব্বজ্ঞ-ভগবানের এই অনুপম-প্রেম-মুগ্ধতা ও শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ প্রেমের কুটিল গতিভঙ্গীর নিরুপম মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত রসিক ভক্তগণকে অবসর দিয়া সুরসজ্ঞ-গ্রন্থকর্ত্তা পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় এইস্থানে সর্গের সমাপ্তি করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি।)

এইরূপে রাধাকৃষ্ণ সখীগণ-সঙ্গে—
বিবিধ-বিলাস করিলেন রস রঙ্গে।
বেদ-অগোচর কথা প্রেম-সুধাময়,
ইহা যেই শুনে, তারে এ প্রেম মিলয়।
মধ্যাহ্ন কালের লীলা—রসময় কথা,
কর্ণ মন তৃপ্ত হয় শুনি এই গাঁথা।
গোবিন্দচরিতামৃত সদা কর পান
যাহা হৈতে পাবে সব বাঞ্ছিত-বিধান।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা অভিলাষ
গোবিন্দ চরিত কহে যদুনন্দন দাস।

ইতি—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত-মধ্যাহ্ন-লীলায় রাধাশ্যামের দর্শনজ-
ভাববিকার-গ্রহপূজা-কুসুমনর্ম্ম-দিকপাল পূজা
পঞ্চদেবতা পূজা-নাম নবমসর্গ।

পূজ্যপাদ যদুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তির "শুনে" শব্দের অর্থ ভক্তিবিশ্বাস পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবানের সর্ব্বাতিশায়ি প্রেমলীলার যথাযথ বর্ণনা জানিয়া আগ্রহের ও প্রীতির সহিত শ্রবণ। এইরূপ শ্রবণ প্রেমিক ভক্তের বদনে, ভক্তসঙ্গে করিলে নিশ্চয়, পয়ারোক্ত সৌভাগ্যলাভ হইবে। এ প্রেম অর্থ ব্রজজাতীয়-প্রেম, স্বয়ং ভগবান্ যে প্রেমের বশ, সেই প্রেম। বাঞ্ছিত-বিধান—অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়, অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণাঙ্গভক্তি-যাজনের প্রকৃত পদ্ধতি। প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী উভয়ের, ভাব, ব্যবহার ও বাক্যের ব্যাখ্যা (নিজেদের মনো) করার ছলে উভয়কে সুখী করাই এসব ক্ষেত্রে মঞ্জরীগণের মধুর সেবা।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দশম সর্গ।

মধ্যাহ্নলীলা। বংশীহরণাদি নানানর্ম্ম-বিলাশ ও কৌতুক।

(মূলের ১ম, শ্লোক)

অথেঙ্গিতেজ্ঞা কিল কুন্দবল্লী, সার্ব্বেষ্টদানঙ্গ-মখ-ক্রিয়ায়াম্।
বিল্লাদ্‌বিবীদন্তমিবাভ্যুগপেত্য, স্বয়ং বিযন্নের তদাহ কৃষ্ণম্ ॥১

(যদুনন্দন ঠাকুরের কৃত বন্দনা)

জয় জয় গৌরচন্দ্র-সর্ব্ব-রসধাম !
জয় জয় দীন-বন্ধু ! গদাধর-প্রাণ !
জয় রূপ সনাতন ! হে দীনবৎসল !
তোমা দোঁহা নামে প্রেম উপজে অন্তর।

বন্দনার তাৎপর্য্য—হে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ! তুমি রসময়বপু, সুতরাং সর্ব্বরসের আধার। তথাপি তোমার জগন্মঙ্গল-নবদ্বীপ লীলায় মুখ্যরস চতুষ্টয়ের মধ্যে মধুররসের এবং গৌণরস সাতটির মধ্যে করুণরসেরই পরাবধি—প্রতিপদে প্রকটিত। আনন্দশক্তির পরিণতিরূপা শ্রীরাধার ভাব-বিলাসের এবং ভজনাদি-সর্ব্ব সম্পদশূন্য-দীনজনের প্রতি অপার-কারুণ্যে তাহা সুপরিস্ফুট।

অতএব হে দীনবন্ধো ! হে গদাধরের প্রাণ ! তোমাকে প্রণাম। এমনি তুমি সর্ব্বোৎকর্ষে সদা বিরাজিত থাকো। তুমিতো সকলই জানো, বলদেখি আমার মত দীন, জগতে কে আছে ? ভজন সম্পদাদি তো দূরের কথা ! আমার মনটি পর্য্যন্ত পরের হইয়াছে ! সে, মিত্র-বেশধারি-শত্রুগণের দাস !! দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণও সেই ভীষণ দশাগ্রস্ত !! কেহই আমার নহে ! আমার কাযে (দাসোচিত-ভগবৎসেবায়) কেহ নাই !!

যাহাদিগকে আমার বলি—প্রকৃতপক্ষে তাহারা কেহই আমার নহে। স্মৃতিটি পর্য্যন্ত বিপক্ষ ! "একমাত্র তুমিই আমার প্রভু, ও আমি তোমার নিত্য দাস, এবং তোমার সেবাই যে আমার একমাত্র কর্ত্তব্য" এই নিত্যজ্ঞানটুকু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জয় জয় রঘুনাথ শ্রীভট্ট গোপাল !
শ্রীজীব গোসাঞি জয় ! হে দীনদয়াল !
জয় রঘুনাথদাস ! জয় ব্রজবাসি !
জয় গৌরভক্তবৃন্দ ! সর্ব্বগুণরাশি।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-ভকত-একান্ত !
সবে পদরজ দেও মোর শিরোপান্ত।
কহিব অপূর্ব্ব কথা—কৃষ্ণের বিহারে,
শ্রবণ-পরশ মাত্রে সর্ব্ব-চিত্ত হরে !!

(ক্রমিক অনুবাদ)

সর্ব্বেষ্টদ-যজ্ঞে বিঘ্ন উপজিল বলি,
বিষণ্ণ হইলা যেন কৃষ্ণ কুতূহলী।

পর্য্যন্ত সে উদ্‌বোধিত করেনা ! এমনি আমি সকলের উপেক্ষিত-দীনাতিদীন ! আমার সুহৃদ কেহ নাই !!

নিরাশার-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে তোমার "দীনবন্ধু ও গদাধরের প্রাণনাথ" এই সুমধুর নাম দুইটি প্রাণে জাগিয়া আশার বিদ্যুৎ-ছটার হৃদয় ঝলসিয়া উঠিয়াছে ; তাই সকাতরে করযোড়ে প্রার্থনা—তোমার এই ভরসাপ্রদ সুমধুর নামদ্বয় আমার সম্বন্ধে নিজগুণ ও ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত থাকুন এবং জগত জুড়িয়া তোমার মহিমা প্রকাশ হউক (এক জয় শব্দের দ্বারা প্রণাম, এবং অন্য জয় শব্দে সর্ব্বোৎকর্ষ প্রার্থনা) শ্রীগদাধরতো আমাদেরই প্রাণ-সর্ব্বস্ব-শ্রীরাধার স্বরূপ এবং তুমিও রাধা-ভাবাবিষ্ট তৎপ্রাণনাথ, সুতরাং আমার অধঃপাতে উপেক্ষা করা তোমার উচিত নহে।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিতে ও প্রেরণায় সিদ্ধাক্ষরে ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র প্রণয়ন-দ্বারা প্রেমভক্তি লাভের উপায়ের ও প্রকারের চিরপ্রদর্শক জগদ্‌গুরু শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, ও শ্রীজীব এই ছয় গোস্বামীর ও পূর্ব্বরীতিতে দুই দুইবার জয়োচ্চারণদ্বারা বন্দনা ও সর্ব্বোৎকর্ষ কীর্ত্তন পূর্ব্বক মনের দ্বারা কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। ইঁহারাই মহাপ্রভুর মত, আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ের প্রচারক ; ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া যিনি যতই শক্তি প্রদর্শক-মহাত্মাগণের আনুগত্য গ্রহণ করুন না কেন, ব্রজানুগা-ভজনের ফল ও ব্রজপ্রেম কখনই লাভ হইবে না। এবং ইঁহাদিগের কৃপা হইলে সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশ হইয়া তৎপ্রাপ্তি নিশ্চয় ঘটিবে।

ঠাকুর যদুনন্দন, এই বন্দনায় একটী নিজের পরীক্ষিত-সত্য, প্রকাশ করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুন্দলতা বুঝিলেন কৃষ্ণের ইঙ্গিত,
কৃষ্ণে ক্ষিপ্ত দেখি যেন হইলা চিন্তিত।১।
কৃষ্ণে কন—পশুপতি! পশুপতি-লীলা-
প্রকাশি, কন্দর্প নাশি, যজ্ঞ হত কৈলা !!
যজ্ঞনাশে দেবকর্ম্ম-নাশ, ফলক্ষয়!
অতএব নাশ-ধর্ম্ম ত্যজ মহাশয়!
দেবী-প্রেমপরবশ যে ধর্ম্ম তোমার,
সেই ধর্ম্মে মন দেও; এই সে বিচার।২

ছেন]। তাহা এই যে—"ভগবন্নাম গ্রহণের ন্যায় শ্রীপাদ রূপসনাতনের নাম গ্রহণেও প্রেমোদয় হয়" ইহাতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই। সিদ্ধ-পরিকরের নামে কেন সিদ্ধ শক্তি থাকিবেনা?

অনন্তর, ব্রজবাসিগণের-বন্দনার ফল এই যে—ব্রজবাসী মাত্রেই অভীষ্ট পূরণেও প্রেমদানে সমর্থ, চিন্তামণির গুণান্বিত-চিদ্‌বস্তু। স্বয়ং মহাপ্রভুরও ইহাদের আচরণ বিচার বিনা সকলকেই ভক্তিপূর্ব্বক-প্রণামের উপদেশ দান শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে।

তারপর যেখানে সেখানে শ্রীমহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যত ভক্ত আছেন জাতিবর্ণাদির ও বয়স-ব্যবসায়াদির বিচার না করিয়া ছোট বড় জ্ঞাত অজ্ঞাত সমস্তকে বন্দনা করিয়া সকলের পদধূলী প্রার্থনার-অনুষঙ্গে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে (১) যেমন শরীরের দ্বারা, তেমনি মনের দ্বারা বন্দনে ও পদধূলি গ্রহণেও বিঘ্ন নাশ ও অভীষ্ট লাভ হয় (২) ভক্তকে ছাড়িয়া ভগবানের ভজন হয় না।

বিশেষ কথা—এই যে বন্দনা ও প্রার্থনাময় মঙ্গলাচরণের পদ্ধতি, ইহাতেই ব্রাহ্ম্য-খৃষ্টানাদি-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূর্ণ উপাসনা !! ব্যাপারটি কত বড় ও কত মূল্যবান্ বিচার করুন।

(১) পূর্ব্বাধ্যায়ের-শেষ শ্লোকের বর্ণনানুসারে শ্রীরাধার রসগর্ভ-গভীর-হুঙ্কারে, সর্ব্ববাঞ্ছা-পরিপূরক ও সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদক-কন্দর্পযজ্ঞে (স্বেচ্ছাবিহারে) বাধা ঘটায় কৌতুক-সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র, কল্পিত-বিমর্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ কহেন—ভাল স্মৃতি করাইলে।
প্রাচীনেরা মাঙ্গল্যে শিব তো মোরে বলে?
তিঁহো প্রেয়সীকে অঙ্গ দিলা আপনার
সে ধর্ম্ম যাজন সদা কর্ত্তব্য আমার।৩
কিন্তু তিঁহো দিলা তারে অর্দ্ধেক শরীর,
সর্ব্ব-অঙ্গ দিব আমি করিলাম স্থির।
অপূর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্বাঙ্গ সকলি আমি দিব,
মহাদেব হইতেও যশস্বী হইব।

হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কুন্দলতার পানে চাহিয়া ইঙ্গিত-ভঙ্গীতে নবরঙ্গের যুক্তি করিয়া লইলেন, সুতরাং ইঙ্গিতজ্ঞা-কুন্দলতাও যেন শ্রীকৃষ্ণের বিষণ্ণতাদর্শনে চিন্তাকুলা হইলেন।

(২) অতঃপরে কুন্দলতা কহিলেন—পশুপতি-কৃষ্ণ! পশুপতি মহাদেব যেমন নিজ নয়নাগ্নিতে কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, তেমনি আজ তুমি পরাক্রম-শীলার বৃন্দাবন-রাজ্ঞীকে-অতিক্রম করিতে গিয়া কন্দর্পনাশ করিলে! সুতরাং কন্দর্পের যজ্ঞও হত হইল!! যজ্ঞনাশেই দেবতার কৃপার ও অনুকূল-কার্য্যের হানি হয়, কাজেই দিকপালগণের বরেও বঞ্চিত হইলে! বৃন্দাবন প্রেমের রাজ্য, এখানে দর্প খাটিবে কেন? যা হোক্, এক্ষণে পশুপতি-মহাদেবের প্রেয়সী-বশ্যতা রূপ কুলধর্ম্ম অবলম্বন কর।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—তুমি ভাল কথা স্মরণ করাইলে বটে। সকলের মঙ্গল-সাধনরূপ শিবকার্য্য করি বলিয়া প্রাচীন লোকে যথার্থই আমাকে শিব বলিয়া থাকেন, অতএব প্রেয়সীর প্রেমাধীনতা-রূপ-ধর্ম্মযাজনই আমার কর্ত্তব্য।

(৪) পূর্ব্বাঙ্গ শরীরের ঊর্দ্ধভাগ, অ-পূর্ব্বাঙ্গ-অধোভাগ। অপূর্ব্ব অঙ্গ এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দাতৃত্ব ও প্রেমবশ্য, বৈদগ্ধ্যাদি আর
সমধিক গুণ মোর ঘোষিবে সংসার ।৪
শুনি রাই সশঙ্কিতা—সাবধান হৈলা,
অলখিতে কৃষ্ণ তাঁরে ক্রোড়ে নিতে গেলা ।৫
কহিলেন "লহ গৌরী ! আমার শরীর,
চন্দ্রক-শেখর আমি (অত্যন্ত সুধীর)
শুনি রাই চাহিলা করিতে পলায়ন,
হঠাৎ আসিয়া কৃষ্ণ, করিলা ধারণ ।৬
তাঁহাকে ভর্ৎসেন ধনী, গদগদ বোলে,
অলপ-হসিতাননে, রোদন-মিশানে ।
কৃষ্ণকর ছাড়াইয়া এসব ভঙ্গীতে,
ঈর্ষা পরকাশি—দাঁড়াইলেন অগ্রেতে ।৭

ব্যুৎপত্তিতে ইহার অতি নিগূঢ়-রহস্যার্থ ও আছে । বৈদগ্ধী—নৈপুণ্য, সমস্ত-ক্রিয়ার নৈপুণ্য, রহোলীলা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের 'অভিপ্রেত অর্থের ভিতরে গণ্য । আর আদি শব্দে রসচাতুর্য্য, সৌজন্য, বাঞ্ছাপূরকতা, আহ্লাদকত্ব প্রভৃতি ।

(৫) চাতুর্য্যপ্রখরা শ্রীরাধা কান্তের কথা শুনিয়াই 'কি কাণ্ড ঘটিবে" তাহা বুঝিতে পারিয়া সতর্ক এবং শঙ্কাকুলা হইলেন এবং সুবিদগ্ধ-নাগরশেখর রসপূর্ণ বাক্যাড়ম্বরে তাঁহাকে আনমনা করিয়া অলক্ষ্য সত্বরতার সহিত হঠাৎ ক্রোড়ে যথা—
ধারণ করার দুরভিসন্ধিতে নিকটে গিয়া কথা কহিতে লাগিলেন ।

(৬) গৌরি ! (হে কোপিনি চণ্ডি) প্রসন্ন হও । চন্দ্রক-শেখর আমি, তোমাকে চূড়ান্তরূপে সর্ব্বাঙ্গ-দান করিতেছি লও ; (অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ পাতিয়া আমার প্রত্যেক অঙ্গ গ্রহণ কর) ; "চন্দ্রক" শব্দের দুই অর্থ (১) ময়ূর পুচ্ছ, (২) চন্দ্র ; সুতরাং (১) মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়াধারী-মহাক্রীড়াশীল আমি এবং (২) শিরে শশিকলা-ধারী মহাদেব-ধর্ম্মাক্রান্ত আমি । "চন্দ্রক-শেখর" শব্দের ও এই দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি । অত্যন্ত সুধীর—চাঞ্চল্য বিরহিত ।

(৭) শাঃ কি বিপত্তি ; লজ্জা ধর্ম্মাদি তোমার নাই বলিয়া কি সতী কুল-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকার মুখপদ্ম-পরিমলে-মাতি,
ভৃঙ্গগণ পড়ে আসি করিয়া ঝঙ্কৃতি!
"চকিত" ভাবের তাহে উদয় হইয়া,
চঞ্চল-নয়নে অলিগণে নেহারিয়া,
ভাবের বিক্রমে ধনী ধৈর্য্য হারাইলা!
রক্ষার লাগিয়া কৃষ্ণে আলিঙ্গন কৈলা!!৮
কৃষ্ণও করিলা ধরি গাঢ় আলিঙ্গন,
নিরখিয়া হাসিতে লাগিলা সখীগণ!
তাহাতে পাইয়া লাজ রাধা সুবদনী,
সরিতে চাহিলে, কৃষ্ণ ধরিলা তখনি।
নবমেঘে যেন থির-বিজুরী-বিকাশ,
এমতি সুষমা তাহে হৈল পরকাশ।৯

বতীগণেরও নাই? উন্মুক্ত স্থানে মধ্যাহ্ন-বেলায়, এ কি যথেচ্ছচার? কেহ কোনও দিক হইতে আসিলে যে আমার মৃত্যু-তুল্য দশা ঘটিবে! আর্য্যার আগমন ঘটিতেই বা কতক্ষণ? ইত্যাদি গদ্গদোক্তি।

উঃ! কর কি? এমন ব্যাঘ্র-বিক্রমে কোমলা অবলাকে ধরিয়া দুঃখ দিতে হয়? হৃদয়হীন! উন্মত্ত! মাতাল! দয়া বা সমবেদনা কিছুই তোমার নেই? ছাড়ো! বড় দুঃখ পাইতেছি। ইত্যাদি ভৎর্সন ভঙ্গীময় প্রেমোক্তি হাস্যগর্ভ-রোদনে বলিয়া হাত ছাড়াইলেন।

(৮) এই সময়ে ধনী-পদ্মিনীর বচন-বিলাসোদগীর্ণ শ্রীবদনের মহাপরিমলে মত্ত হইয়া অনেক গুলি ভ্রমর পুষ্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঝঙ্কার করিতে করিতে তাঁহার মুখের উপরে উড়িয়া আসিতে লাগিল। ভয়ের কারণ-বিনা অকস্মাৎ ভয়োৎপত্তির নাম "চকিত-ভাব"। এই ঘটনায় আমাদের সর্ব্ব-ভাবময়ীর অকস্মাৎ চকিত ভাবের উদয় হইল।

(৯) প্রেমরসে, নায়ক যাহা করিতে চাহেন, তাহাতে নায়িকার কায়িক বাধা প্রদান, কি আপত্তি বা অসম্মতি-প্রদর্শনের নাম বাম্য। রাম্যমনোহরা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈর্ষা, লজ্জা, হর্ষ, বামতাদি ভাবগণ
ললনা-গ্রহের মত আসিয়া তখন।
কায়-মন-বচন ধনীর ব্যাপিল
তাহার চেষ্টিত-হেরি সবে সুখী হৈল।১০
দিব্য দেন শ্রীকৃষ্ণকে, করেন নিন্দন,
তর্জ্জন আক্ষেপ কভু, মিনতি কখন।
সহাস-কাঁদনে, এই সব আচরণ,
ভুজ-বন্ধ ছাড়াইতে স্বহস্ত-চালন।
রাধিকার চেষ্টা দেখি কৃষ্ণসুখী হৈলা,
সখীরাও তাহে মহা আনন্দ পাইলা।১১

বিনোদিনীর (৭নং শ্লোকোক্ত বাম্যের পর চকিত ভাবের প্রভাব বিচার-বিদূরিতা হইয়া তৎকর্ত্তৃক কৃষ্ণালিঙ্গন, এবং সেই সুযোগে রসপিপাসিত-বঁধুয়ার সজোরে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ দেখিয়া, সমস্ত সখী হাসিয়া উঠিলেন।

(১০) যুবতীগণের শরীরে উপদেবতা বিশেষের আবেশ ঘটিলে, ঐ ললনা-গ্রহ তাহাকে যেমন চালায়—যেমন বলায় ও যাহা করায়, সে যেমন তেমনি চলে, বলে ও করে; সেইরূপে এককালে লজ্জা, বামতা ও ঈর্ষা ও গুপ্ত-হর্ষ, ধনী মণির শরীর, মন ও বাক্যকে পরিচালিত করিতে লাগিল !! তদ্দর্শনে সখীগণ ও শ্রীকৃষ্ণাদি সকলে পরমানন্দিত হইলেন।

(১১) এই শ্লোকে সেই সকল চেষ্টার প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। দিব্যের প্রকার—"আমার মাথা খাও, আর আমাকে লজ্জার সাগরে ভাসাইও না!" নিন্দা—"ভীতা, বিপন্না, বিহ্বলা অবলার প্রতি অতি-নিকৃষ্ট কামুকেরাও "অত্যাচার" করেনা; তোমার একি বিপরীত ব্যাধের রীতি?" স্থানাস্থান কালাকালের বিচারতো দুর্বৃত্ত দস্যুরাও করে, তোমার তাহাও নেই? রাক্ষসী নীতি কেন?" তর্জ্জন—"প্রশ্রয় পাইয়া তোমার ধৃষ্টতা একেবারে চরমে চড়িয়া গিয়াছে! এখনও আত্ম-সংবরণ না করিলে নিশ্চয়ই অনুতাপে পুড়িতে হইবে!!" আক্ষেপ —"হায়! আজ কি অশুভক্ষণে গৃহের বাহির হইয়াছিলাম! কেনই বা অরিষ্ট-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলিঙ্গন কৈলা যবে দোঁহে দোঁহাকারে,
কম্পাদি হইল সখীগণের শরীরে !!
আনন্দে উৎফুল্ল-মুখী দেখি সখীগণে,
কুঞ্জান্তরে-বৃন্দা ক'ন নান্দীমুখী স্থানে।১২
কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের রাধা আলিঙ্গনে—
অপরশে সুখ পাইলেন সখীগণে !!১৩
না দেখিলে দর্শনের উৎকণ্ঠা বাঢ়য়।
দরশনে পরশ-লালসা উপজয়!
কিন্তু কৃষ্ণ-পরশিলে ঈর্ষাবাম্য হয়!
এদের চরিত্র কিছু না হয় নিশ্চয় !!১৪

দুঃখের-পাতাল গঙ্গায় স্নানে আসিলাম! এইবার চূড়ান্ত শিক্ষা হইল !! মিনতি—"তোমার পায়ে পড়ি, বালাই যাই, দোহাই তোমার, আর দুঃখ দিওনা!

(আবরিত-হাস্য-সংযুক্ত—শুষ্ক-রোদনময়-দিব্য, নিন্দা, তর্জ্জনাদির প্রকার আমাদের যেরূপ অনুভব সেইরূপে নিবেদন করিলাম, রসিক ভক্তগণ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবেন।) এই সমস্ত চেষ্টাই প্রেম-পিপাসিত নাগর গুরুর বাসনার প্রবল বেগে ভাসিয়া যাওয়ায় পরিশেষে হস্ত চালনার দ্বারা কান্তের দুস্তরবন্ধন-মোচনের নিমিত্ত সুখজনক বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

(১২) প্রিয়া-প্রিয়তমের পরস্পর আলিঙ্গনে, রাধা বিনোদিনীর শ্রীঅঙ্গে যেমন মহানন্দজ-কম্প-রোমাঞ্চাদির উদয় হইল, তেমনি সখীগণের কলেবরেও পুলকাদি উপজাত হইল !! লীলা-দর্শনার্থ-কুঞ্জান্তরে-লুক্কায়িতা (৮ম সর্গ ১০৪নং শ্লোক দেখুন) বৃন্দাদেবী, তদ্দর্শনে-নিজ-সঙ্গিনী নান্দীমুখীকে সম্বোধন করিয়া রস বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

(১৩) কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণ এখন কেবলমাত্র রাধাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, সখীগণকে স্পর্শ-পর্য্যন্ত করেন নাই, তথাপি রাধালিঙ্গনজনিত-কম্পপুলকাদি আনন্দ-বিকার সখীগণের অঙ্গেও দৃষ্ট হইতেছে !!

(১৪) যেমন ইহা, তেমনি-ইহাদের সর্ব্বচরিত্রই আশ্চর্য্য। কিছুই বুঝিবার যো নাই, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন-ঘটিলেই উৎকণ্ঠা! আর তাঁহাকে দর্শন করিলেই

-Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা শুনি নান্দীমুখী কহেন তাঁহারে,
ব্রজাঙ্গনাদের রীতি কে বুঝিতে পারে ?
লোকোত্তর-চেষ্টা—(নিজসুখে নাহি মন !)
কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-সুখ সম্পাদন !!১৫
ব্রজকুমুদের-বিধু-কৃষ্ণের হ্লাদিনী-
-শক্তিস্বরূপা হন রাধা সুবদনী।
প্রেমকল্পলতার সারাংশ অনুপম,
সখীগণ হয় তাঁর পত্রপুষ্প সম।
কৃষ্ণ, লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়,
লতা হৈতে পত্রাদির শত সুখ হয়।
এইহেতু সখী, বহু সুখযে লভয়,
ইহাতে অধিক কিছু বিচিত্রতা নয়।১৬

স্পর্শের জন্য-লালসাকুলা ! অথচ এত সাধের নিধি সেই শ্রীকৃষ্ণ যখনই তাহাদিগকে স্পর্শ করেন তখনই তাঁহার প্রতি ঈর্ষা ও বামতা প্রকটন করে !!

(১৫) পাঁচ শ্লোকে নান্দীমুখীর উত্তর। যথা—ইহাদিগের চেষ্টা লোকবৎ হইয়াও লোকাতীত, কাজেই অপরে বুঝিবার নহে। আত্মনিষ্ঠ সুখের বাসনা মাত্রও ইহাদের নাই ! ইহাদের দেহ, মন, বাক্যাদি একমাত্র কৃষ্ণ-সুখ-সম্পাদনেই সদা নিয়োজিত ; তাই, ইহারা কৃষ্ণের সুখ পূর্ণরূপে অনুভব ও আস্বাদন করিতে পারে এবং তৎসুখে ভাব-বিকার-প্রাপ্ত হয়।

(১৬) আর শ্রীরাধার সুখকে তো ইহাদের সাহজিক-সুখ বলিলেও চলে। যে হেতুক—ব্রজরূপ কুমুদের প্রফুল্লতাকারি-চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিমতী-আনন্দশক্তিস্বরূপা আমাদের রাধা প্রেমকল্পলতারূপে লীলায় বিলসিতা ; এবং সখীগণ সেই লতার ফুল, পাতা ও মুকুল। কাজেই প্রেমরসের-জলধর যখন রাধালতাতে লীলামৃত-বর্ষণ করেন, তখন পুষ্প-কিশলয়াদি-রূপা-সখীগণের শরীরের হর্ষ প্রফুল্লতাদি, উদয় কিছুই বিচিত্র-ব্যাপার নহে।

(১৭) সখীগণের সুখ সৌভাগ্যাদির সমতা নাই, তুলনা নাই, অবধি নাই!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব-বিভু-স্বপ্রকাশ,
অতি সুখরূপ, নানা রসের বিলাস।
সর্ব্বশক্তি হইয়াও ঈশ্বর যেমন-
আপন চিচ্ছক্তি বিনা পুষ্ট নাহি হন।
সেইরূপ সখী বিনা ইহা পুষ্ট নয়,
অরসজ্ঞ জন এই তত্ত্ব না জানয়।
হেন সখী-পদ কেবা না করে আশ্রয়?
কৃষ্ণরসে-রসজ্ঞ যে সেই তো করয়।১৭
কৃষ্ণ হন উৎফুল্ল তমাল সুমোহন,
রাধা ফুল্ল-হেমলতা। দোহার-মিলন-
দরশনে, কার মনে সুখ নাহি হয়?
সচেতন লোকগণ যতেক আছয়?১৮

তাঁহাদের অনুগতি-বিনা ইহা অনুভবেরও উপায় নাই। দেখ—আমাদের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমভাব বিভু, স্বপ্রকাশ এবং পরম-সুখরূপ অদ্ভুত বস্তু। বৃদ্ধির স্থান নাই, অতএব বিভু, সূর্য্যকিরণের ন্যায় স্বপ্রকাশ-আপনি প্রকটিত হয়েন—অন্য আলোকের দ্বারা উহা দেখিতে হয় না। অতি সুখরূপ—অর্থাৎ স্বতঃই সকল সুখের পরমাবধিতে অবস্থিত। তথাপি, সচ্চিদানন্দময়ী-স্বকীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান্-ঈশ্বরের পরিপুষ্টির ন্যায়, সখীগণের দ্বারা তাহার পরিপুষ্টি! সখী বিনা ঐ ভাবের কার্য্যকারিতা ও বিক্রম যথোচিত রূপে ফুটে না! আহা! এহেন সখীপদবী, অথবা সখীগণের-পদাশ্রয় লাভের-নিমিত্ত কাহার না বাসনা জন্মে? কৃষ্ণরসে রসজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণসর্ব্বস্ব-কৃষ্ণচন্দ্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট-সুখদান-দ্বারা-সেবনের-রসাভিজ্ঞ ও রসলুব্ধ ভাগ্যবান্‌গণ, সকলেই সখী-পদাশ্রয়ের-জন্য লালসা করেন।

(১৮) দেখ বৃন্দে! এই যে আমাদের কৃষ্ণ, প্রফুল্ল-তমালের ন্যায়, রাধা-স্বর্ণ-লতাকে অঙ্গে লইয়া বিলসিত হইতেছেন, ইহা দেখিয়া বালক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, সৎ, অসৎ, খল, কপট আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্বাদি কোন্ সচেতনের সুখ না হয়? প্রেম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধাকৃষ্ণ-সুখে-মাত্র সখীর তাৎপর্য্য,
নিজ-সুখ-বাঞ্ছা নাই, বড়ই আশ্চর্য্য !
ইহাদের বাম্যেতে কৃষ্ণের সুখ হয়,
অতএব কৃষ্ণ-সঙ্গে বাম্য উপজয় ।১৯
এথা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণভুজে বদ্ধ হৈলা,
হিয়ায় হিয়ায় লাগি আনন্দে মাতিলা।
অতি সুখে প্রকটিত হইল বামতা
ললিতাকে ভৎর্সন করিয়া ক'ন কথা ।২০
"ধৃষ্টা-কৃষ্ণ-দূতী-কুন্দলতার সহিত—
মিলিয়াছ কপটিনি-ললিতা ! নিশ্চিত।

না থাকিলেও যাহার দর্শনে সুখ, প্রেম থাকিলে যে তাহাতে কত সুখ, বিচার কর। এই হিসাবে অপরিসীম ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রেমাধিকারিণী"-সখীগণের সুখ যে কত অধিক, কত অদ্ভুত, কি অনির্ব্বচনীয়—তাহা কি কেহ বলিতে পারে ?

(১৯) কিন্তু সেবার অনুষঙ্গ ভিন্ন, এহেন মহাসুখের অভিলাষও সখীগণের নাই !! রাধাকৃষ্ণের সুখসাধনই তাঁহাদের সমস্ত ব্যবহারের একমাত্র তাৎপর্য্য ! তথাপিও যে শ্রীকৃষ্ণের-দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে তাঁহারা বামতা প্রকাশ করেন, তাহার কারণ এই যে—ইহাদের বাম্যে রসিক-শেখর-শ্রীকৃষ্ণ বড়ই সুখী হন। তাহাতেই বাম্যটি তাহাদের স্বভাবে-মিশা। আপনি বাম্য উদয় হয়—ইচ্ছা করিয়া আনিতে হয় না।

(২০) আনুষঙ্গিকরূপে সখীগণের স্বভাব ও সুখসৌভাগ্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া পুনরায় ১১নং শ্লোকোক্ত-লীলার-কথা পরবর্ত্তী এই শ্লোকে আরম্ভ করিলেন। যথা—দেখ, হস্তচালনেও যেন নাগরকে নিবারণ করিতে অপারগ হইয়া, রসতুঙ্গিনী-রাইধনী, পরমসুখসম্পত্তি সুমনোহর-বাম্যকে বাক্যের-বিষয়ীভূত করিয়া নিজসখী ললিতাকে ভৎর্সনারম্ভ করিলেন।

(২১) যথা—কুন্দলতা, কৃষ্ণের নির্লজ্জা দূতী। সে সকলই করিতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নানা ছল করি মোরে এথায় আনিয়া
রঙ্গ দেখ ? শঠের গুরুর হাতে দিয়া ?
খল-ভর্ত্তার ধার্ষ্ট্য-নৃত্য (তটস্থ হইয়া)
দেখিতেছ বুঝি ? নেত্র ভঙ্গিমা করিয়া ?২১
আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণ তুয়া প্রাথর্য্য লইল ?
নিজ মৃদুলতা বুঝি তোমায় অর্পিল ?
তবে, এ বিচিত্র নহে ! বুঝিল এক্ষণে,
গুণ পরিবর্ত্তন করিলা দুইজনে ।২২
শুনিয়া ললিতা মৃদু-মন্দ-হাস্য করি—
রুষ্টপ্রায় প্রেমগর্ভ-তর্জ্জন-আচরি ।-

কপটিনি ললিতে ! তুইও নিশ্চয় কুন্দলতার সহিত মিলিতা হইয়াছিস ; এবং সেইজন্যই সূর্য্যপূজার ছলে আমাকে ঘরে। বাহির করিয়া—পূজার জন্য অপূর্ব্ব কুসুম চয়নের উপদেশেও পাতালঃগার (শ্যামকুণ্ডে) স্নান করাইবে বলিয়া এখানে আনিয়া শঠকুলগুরুর (কৃষ্ণের) হাতে নেত্রভঙ্গীদ্বারা অর্পণ করিয়া বুঝি রঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিস্ !! নিবারণে উদাসীনা (তটস্থা) হইয়া কুটিল দুর্জ্জন নিজভর্ত্তার নির্লজ্জ নৃত্য দেখিতেছিস্ ? (ভর্ত্তাশব্দের এক অর্থ মুনিব, অন্য অর্থ পতি।) মূলের পাঠ "শঠকুলগুরুহস্তে নেত্রভঙ্গ্যানিধায়" অতএব শেষ কথাটি "দুয়াদ্বয়ে" ব্যাখ্যাত হইবে।

(২২) ললিতে ! তুইতো কখনও এত মৃদ্বী ছিলেনা ! আর কৃষ্ণও এই বারের ন্যায় এত নিষ্ঠুরপ্রাখর্য্য কখনি প্রকটন করেন নাই। বুঝিলাম দিকপাল-পূজা কৃষ্ণের ব্যর্থ হয় নাই, তোর সম্বন্ধে সার্থকই হইয়াছে ; আলিঙ্গন দ্বারা তিনি তোর সমগ্র-প্রাখর্য্য গ্রহণ ও নিজমৃদুতা তোকে প্রদান করিয়াছেন। তাহাতেই আজ একরতি মৃদুতাও তাঁহাতে নেই এবং তুই মৃদুতার ভারে অনড় হইয়া রহিয়াছিস্ !!

(২৩) আনন্দের প্রবল বেগে বামাশিরোমণি শ্রীরাধার পক্ষে খাম্যের-বাঁধ রক্ষাকরা দুষ্কর হইয়া-উঠিয়াছে, দেখিয়া কলাবতী-ললিতাসুন্দরী. রোষ-রস-ময়-পরিহাসের-পাথর দিয়া তাহা গড়াভাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইলেন। কুণ্ডল-দোলকের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কহে—কৃষ্ণ! সতী-ব্রত-ধ্বংশি! ধৃষ্টরাজ!
কি আরম্ভ কৈলা তুমি সতীর সমাজ ?২৩
শ্রীকৃষ্ণ কহিলা "পুছ তোমার সখীরে,
বনে আসি ইনি কেন ধরিলা আমারে ?
নিজাঙ্গে আমার অঙ্গ করিয়া বেষ্টন,
মোরে তিনি আত্মসাত-কৈলা কি কারণ" ?২৪
শুনিয়া ললিতা ক'ন—"পুন্নাগের তরু,
মাধবী লতায় বেড়ে, সেইতো সুচারু।
বৃক্ষ কি লতাকে বেড়ে ? এতো নাহি শুনি!
সে, তোমা-বেড়িতে পারে, কেন বেড় তুমি ?২৫
কৃষ্ণ ক'ন "নিজ অঙ্গ দিলাম প্রিয়ারে,
তিনি তাহা আত্মসাত কৈলা হর্ষভরে।

ঝলকের সহিত মৃদুমন্দহাস্যান্বিত ফাঁকা-তর্জ্জনে প্রেমগর্ভ-ভ্রূভঙ্গী-পূর্ব্বক কহিলেন—কৃষ্ণ! তুমি যুবরাজ নয়,—নির্লাজ্জের রাজ!! নিজের মান মর্য্যাদা লজ্জা ধর্ম্ম খাইয়া সতীগণকেও তোমার সমাবস্থ করিতে দুরাশা কর ? এ কি কাণ্ড আরম্ভ করেছ ? সতীর তেজ যে কি ভয়ঙ্কর-বস্তু তা জান না ?

(২৪) (অষ্টম শ্লোকোক্ত-ভ্রমর নিকরের ভয়ে চকিতা-শ্রীরাধার কান্তালিঙ্গন লীলার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া) "ললিতে! আমাকে কেন বৃথা তর্জ্জন করিতেছ"—এইরূপ ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লোকোক্ত-উক্তি, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধার-বদনাবলোকন, পরিভাবনীয়। অর্থ সহজ।

(২৫) রসময়ী-ললিতা এই শ্লোকের কথা দ্বারা প্রকারান্তরে চকিত-ভাববতী শ্রীরাধাকৃত বিহ্বলাবস্থায় কৃষ্ণালিঙ্গনকে ইচ্ছাকৃত-ব্যাপার রূপে উল্লেখ করিয়া শ্রীরাধাকে লজ্জা দিলেন।

(২৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—ললিতে! তোমার তুলনা খাটিল না! আমি পুন্নাগ-ধর্ম্মে তোমার সখীকে আলিঙ্গন করি নাই। সুমঙ্গল শিবধর্ম্মে আপন-প্রিয়তমাকে অঙ্গদান করিয়াছি। এবং তিনি উহা পরমাগ্রহে গ্রহণ করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In.Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাতে কি হানি ? পুনঃ কেনবা লইব ?
'দত্ত-অপহারী' আমি হইতে নারিব !"২৬
ললিতা কহেন "শঠ ! ছাড়হ শঠতা,
ললিতার শৌর্য্য ক্রোর্য্য জানতো সর্ব্বথা !
শুদ্ধা, সুনির্ম্মল-যশস্বিনী শ্রীরাধারে,
এখনি ত্যজহ নিজ-মান-রক্ষাতরে।
ভৃঙ্গবর ! যদি কোনো বাসনা থাকয়
কুন্দলতা সনে কর যাহা ইচ্ছা হয়।
তোমাতেই রতিমতী, তব ভ্রাতৃ-জায়া
কেহ কিছু বলিবেনা ! সেও চায় তাহা।২৭
ললিতার আগে বায়ু না ছোয় রাধায় !
মমধাটী-শাটী পর, নহে ছাড়ো তায়"।২৮

ছেন। ইহা অতি উচ্চ কার্য্য, দোষহীন-প্রেমধর্ম্ম। তুমিতো জানো দত্তবস্তুতে দাতার কোনও স্বত্বই থাকে না, অতএব আমি দত্তাঙ্গ পুনঃ গ্রহণ করিয়া কথনই দত্তাপহারী হইতে পারি না। ছাড়ি কি করিয়া ?

(২৭) চতুর চূড়ামণিকে কথার প্রবন্ধে কাবু করিতে না পারিয়া রঙ্গিণী ললিতা, প্রতাপ প্রদর্শনে প্রবৃত্তা হইলেন। কহিলেন—ললিতার বীরত্ব এবং ক্রূরত্ব জান তো ? ললিতা চটিয়া উঠিলে ক্ষমা করিতে জানে না। যদি নিজের মান বাঁচাইতে চাও, তবে শঠতাময় কল্পিত-কথার ভেল্কি পরিত্যাগ কর, এবং এখনি জগৎ বিখ্যাত-শুদ্ধসতী আমার প্রিয় সখীকে ছাড়ো ! যদি বল কাম-মোহিত-পক্ষীর-উপরে শরাঘাত পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষেধ, তোমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছি কেন ? তবে শুন, ভৃঙ্গ এবং কামুক একার্থক শব্দ, উভয়ের কার্য্য ও সমান (অতএব হে ভৃঙ্গবর ! ইত্যাদি।)

(২৮) বড়াই বাঢ়াইয়া আরও কহিলেন--বায়ুর মত ভীম-পরাক্রম কাহারও নাই কিন্তু বায়ুও ললিতার সাক্ষাতে রাধাঙ্গ-স্পর্শ করিতে ভয় পায় ! (ভীতপ্রায় মন্দ মন্দ সেবা করে) তাঁহাকে এখনি ছাড়ো, নহিলে আমার ধাটি অর্থাৎ দ্রুত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এত কহি কোপ করি সখীগণ-লৈয়া-
চলিলা কৃষ্ণের কাছে; সংগ্রামে সাজিয়া।
সে শোভায় কৃষ্ণের আনন্দ উথলিল,
পুলকাশ্রু কম্পোদয়ে ব্যাকুল করিল।২৯
কান্তাঙ্গ-সঙ্গজ-সুখে কৃষ্ণ বিমোহিত।
তাতে হস্ত-কম্পে বংশী হইল পতিত।।
আনন্দে বিভোর কৃষ্ণ, তাহা না জানিলা,
সবে মানে ললিতার ভয়েতে ছাড়িলা।৩০
রাই, পটাঞ্চলে বংশী করিলা গোপন,
হেরিয়া হইলা সুখী সব সখীগণ।
তাহা দেখি বিশাখিকা আগে দাঁড়াইয়া
কৃষ্ণ সনে কহে কথা আনন্দ পাইয়া।৩১

তীব্র আক্রমণকে শাড়ীর ন্যায় পরিধান কর, অর্থাৎ এ আক্রমণ প্রতিরোধ বা ব্যর্থ করা তোমার শক্তিতে কুলাইবার নহে, অতএব শাড়ীপরা সহিষ্ণু-অবলার ন্যায় আক্রমণের বিক্রম সহিতে প্রস্তুত হও এবং সহিয়া হায় হায় করো।

(২৯) শ্রীকৃষ্ণ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া সকল কথাই অগ্রাহ্য করায়, রসপ্রখরা ললিতা অন্যান্য সখীগণকে লইয়া সংগ্রামে সাজিয়া অর্থাৎ উড়ানি খুলিয়া, মল্লের ন্যায় পরিধেয় বসনাদি আটিয়া পরিয়া, নয়ন ঘুরাইয়া, বাহু দোলাইয়া, "দেখি সামালো" বলিয়া বলিয়া হুঙ্কার করিয়া, ভূষণ ধ্বনিরূপ রণবাদ্য বাজাইয়া, সদর্প পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। সে শোভা দর্শনে (বিপরীত বিহারোচিত-পুরুষায়িত-প্রেয়সীর-লীলা-রসোদ্দীপনে) উচ্ছলিতানন্দে অশ্রুকম্প-পুলকাদি আনন্দজ-সাত্ত্বিকের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ সামলাইতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

(৩০) একেই তিনি রাধাঙ্গ সঙ্গজনিত-সুখাধিক্যে বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে আবার অঙ্গকম্পন আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার প্রেমজড়িমায়িত-কাম্পিত হস্ত হইতে সর্ব্বস্বধন মুরলীটি স্খলিত হইয়া পড়িল! যুদ্ধের প্রয়োজন ঘুচিয়া গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"বাহু যুগলেতে রাহু! হে কৃষ্ণ! তোমার-
বড়ই বিষম-ভুল হয়েছে এবার।
হঠে ধরিয়াছ যারে এতো রাধা হয়,
এ তোমার চির-ভোগ্যা-চন্দ্রাবলী নয়।

(রাহুলীলার কৌতুক)

রাধা আর তার-সখীগণ তারা হয়,
তারাকে রাহুর ধরা উচিত তো নয়!৩২
রাধার অদ্বৈতা আমি—বিশাখা নক্ষত্র,
ললিতা "নুরাধাতারা" বিখ্যাত সর্ব্বত্র।
জ্যেষ্ঠা তারা এই হয়—ধনিষ্ঠা প্রচার,
ইহোত ভরণী এই, চিত্রানাম আর।
এইরূপ তারা শ্রীরাধার সবসখী, ৩৩

(৩২) চন্দ্রমুখী-শ্রীরাধাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক আবৃত করাতে শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে রাহু-গুণান্বিত-গণ্যে বিশাখা সুন্দরী কহিলেন—কৃষ্ণ! তোমার নামের ব্যুৎপত্তি "আকর্ষণ পূর্ব্বক আনন্দ দানকারী" কিন্তু তোমার বাহুদ্বয় আকর্ষক ও পীড়ক! অতএব কার্য্যতঃ তুমি 'বাহু যুগলে রাহু।" রাহুর ধর্ম্ম চন্দ্রগ্রহণ, বারো মাসের পূর্ণচন্দ্রগুলি সকলেই তোমার গ্রহণীয়, সেই জন্য চন্দ্রাবলী (চন্দ্রেরআবলী, শ্লেষার্থে তদাখ্যা গোপী) তোমার সদা ভোগ্য, ইহা সকলেই জানে; কিন্তু এবারে কামাগ্নির বিষম-প্রদাহে দিশা-হারা হইয়া তুমি ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছ। (বাকীকথা সহজ বোধ্য)

(৩৩) জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে অশ্বিনী, ভরণী, প্রভৃতি নামে-সুবিখ্যাত নক্ষত্র সাতাইশটী। নক্ষত্রেরই নামান্তর তারা। তন্মধ্যে চিত্রানক্ষত্র চতুর্দ্দশ ও বিশাখা নক্ষত্র ষোড়শ স্থানীয়া, বিশাখা নক্ষত্রের আর এক নাম রাধা। তাহার পরে অনুরাধার এবং তৎপরে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের স্থান। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ; ললিতা সততই শ্রীরাধার পশ্চাতে থাকেন বলিয়া তাঁহার একনাম অনুরাধা;

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দুলেখা, সেও পূর্ণচন্দ্র নাহি লিখি।
অতএব তব গ্রহণের যোগ্যা সেও নয়,
তথা তুমি চল, যাহাঁ চন্দ্রাবলী হয়।৩৪
কৃষ্ণ কহিলেন—তুমি বিশাখা সুখদা!
শঙ্করের মূর্ত্তিসত্য, সর্ব্বসুখপ্রদা।
ললিতা হয়েন সত্য ইন্দ্রের মূরতি,
বাক্যরূপ-বজ্রাঘাতে ভয়ঙ্করা অতি।৩৫

আর ধনিষ্ঠা ইহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, এই সকল ভিত্তিমূলে যুক্তি খাড়া করিয়া ইহাদিগকে তারা সাব্যস্ত করিলেন। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া "ইহতো ভরণী" বলিয়াছেন ঠিক বুঝা যায় না (সম্ভবতঃ শ্রীরূপমঞ্জরী বা তুলসী মঞ্জরী ঐ কথার লক্ষিতা)

উপস্থিত লীলাদর্শনে প্রফুল্লা রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও চম্পকলতাকে, স্পষ্টরূপে রাহুর অস্পর্শনীয়া-তারার ভিতরে না ধরিয়া নিগূঢ় পরিহাস রচনা করিয়াছেন এবং এই গূঢ়ার্থেরই টিপ্পনী করিয়া চিত্রাসুন্দরী ৪৫ হইতে ৪৮নং শ্লোকে তাঁহাদিগকে রাহুর রীতিমত ভোগ্যা, মীন প্রভৃতি রাশিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩৪) ইন্দুলেখাকে রাহুর-'ভোগ-যোগ্যা' না বলিয়া 'দৃষ্টিযোগ্যা' রূপে কৌশলে প্রদর্শনপূর্ব্বক, এ শ্লোকে তাহাকে গ্রহণার্থে বিরুদ্ধ-লক্ষণাময় বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা—যদিবল "ইন্দুশব্দের অর্থ তো চন্দ্র, অতএব ইন্দুলেখাতো তারা নয়? তাহাকে গ্রহণ করিব না; তাহাও পার না, লেখা শব্দের অর্থ যে, কলা! কলাচন্দ্র রাহুর স্পর্শনীয় নহে। অতএব হে রাহু! অবিলম্বে তুমি চন্দ্রাবলীর নিকটে গমন কর।

(৩৫) শং অর্থ—মঙ্গল। মঙ্গল বিধান করেন বলিয়াই শিবের একনাম শঙ্কর, সেই ব্যুৎপত্তিতে নবমসর্গের ৯৫ নং শ্লোকে দিক্‌পালের পরিচয় প্রসঙ্গে কুন্দলতার কথিত কথার সমর্থন করিয়া, বিশাখার প্রসংশা পূর্ব্বক, এই শ্লোকে তৎসহ মধুরালাপের ভূমিকা করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে বিশাখে! চন্দ্রাবলী বহুভোগ করি
ত্যজিয়াছি। ভানবীয়-শ্রীর বাঞ্ছাধরি!
রসাস্বাদ-বিশেষের লালসে মাতিয়া-
বাসনা, সে সুদুর্ল্লভা-ভোগের লাগিয়া।৩৬
প্রতিতারা-ভোগ রাহু, ক্রমেতে করয়
অপূর্ব্বেন্দুলেখা-ভোগ কৌতুকে ইচ্ছয়।৩৭
এত কহি কৃষ্ণ, ইন্দুলেখা আলিঙ্গিতে
নিকটে চলিলা তার, হরষিত-চিতে।
হেরিয়া ঈষত্-হাসি; চকিতে সরিয়া—
ইন্দুলেখা কহে কৃষ্ণে ভুরু ঘুরাইয়া—।৩৮
"ধৃষ্টরাহু! ইন্দুলেখা তব ভোগ্যা নয়!
চন্দ্রাবলী পাশে যাও, সেই যোগ্যা হয়।

---

(৩৬) শুন বিশাখে! সরল ভাবে তোমাকে মনের কথা বলি—আমি চন্দ্রাবলীর ভোগ দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে ও তৃপ্ত হইতে পারিনা। বহু ভোগ করিয়া বিতৃষ্ণ হইয়া চন্দ্রাবলী ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহাও বাহ্য কথা। ত্যাগের মূল কারণ—বিশেষ রসাস্বাদের অভিপ্রায়ে, সুদুর্ল্লভা-ভানবীয়-শ্রীর ভোগ লালসা। (ভানু অর্থ সূর্য্য; ভানবীয়শ্রী—সূর্য্যের সৌন্দর্য্য। এইটি রাহুধর্ম্ম-প্রদর্শক বাহ্যার্থ। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত গূঢ়ার্থ—ভানবী—বৃষভানু পুত্রী শ্রীরাধা, তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্পদই ভানবীয়-শ্রী)

(৩৭) সুমঙ্গলে! "তারাতে রাহুর ভোগ নাই", তোমার একথা তো ঠিক্ নয়! শাস্ত্রানুসারে যখন মেষাদি-দ্বাদশ রাশির প্রত্যেকেরই সওয়া দুই-নক্ষত্র-সমন্বিত অবস্থান, তখন রাশিগণের ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমানুসারে প্রত্যেক তারাতে রাহুর ভোগ বিদ্যমান বটে, উহা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণের ন্যায়, লোক চক্ষুর-গোচর নহে-বলিয়া, ভোগাধিকার-অসাব্যস্থ হইতে পারে না। আর সাধারণতঃ কলা-চন্দ্রকে রাহু ভোগ না করিলেও, অপূর্ব্ব ইন্দু লেখাকে সকৌতুকে সর্ব্বদাই ভোগের বাঞ্ছা করে; ইহা উদাহরণের দ্বারা দেখাইতেছি—(তৎপ্রতি আক্রমণ)

(৩৮) আক্রান্তা হইয়া ইন্দুলেখা কহিলেন—বিধাতা বুঝি কেবলই ধৃষ্টতার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিম্বা তারা-ভোগকর ক্রম-আচরিয়া
আমার নিকটে কেন ? যাওহে সরিয়া।”৩৯
হরষিত হৈলা কৃষ্ণ একথা শুনিয়া
অলখিতে ললিতাকে ধরিলা আসিয়া।
উলসি ললিতা কোপে কহিতে লাগিলা
“কি অন্যায় ! প্রথমেই ক্রম-উল্লঙ্ঘিলা ?
অনুরাধা এবে তব লভনীয়া নয়,
বিশাখা-অন্তরাভোগ অনুরাধা হয়।৪০
সে, ইঙ্গিতে কৃষ্ণ, বিশাখারে আলিঙ্গিলা
বিশাখা রসেতে ভাসি কহিতে লাগিলা।

দ্বারা তোমাকে গড়িয়াছেন ! রাহুধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াও তাই ধৃষ্টতা-ছাড়িতে পার নাই? বলি, ও ধৃষ্টরাহু। ইন্দুলেখার, তোমার বিক্রম সহিতে শক্তি নাই ! সে তোমার ভোগের অযোগ্যা। যোগ্যে যোগ্যে মিলন হউক, তুমি মল্ল-তোষণী-চন্দ্রাবলীর নিকটে যাও। অথবা ক্রমানুসারে তারা ভোগ কর, (রাধার পরে অনুরাধার ভোগ শাস্ত্রীয় ক্রম, তদনুসারে ললিতাকে আলিঙ্গনের-ইঙ্গিত)

(৪০) ললিতাকে আক্রমণ করা শ্রীকৃষ্ণেরও একান্ত সাধ। কেবল সহায়ের ও সাহসের অভাবে এবং সুযোগের অপেক্ষায় নিরস্ত ছিলেন, সুতরাং ইন্দুলেখার কথায় পরমানন্দিত-হইয়া এবং ললিতাকে অনবধানা দেখিয়া তখনি অগ্রসর হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহাতে অতিশয় উল্লসিতা হইয়াও প্রণয়-কোপে প্রাগল্‌ভ্য-প্রকাশ করিয়া নিজ প্রিয়তমা বিশাখাকেও এইরূপ সুখী করাইবার অভিপ্রায়ে ললিতা কহিলেন—কি অন্যায় ! জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচা-রের সঙ্গে সঙ্গেই বিধিভঙ্গ ? অনুরাধার ভোগ তো বিশাখার পরে-হইবার বিধি ; আগে কেন তাহা করিতেছ ?

(৪১) “ধৃষ্টরাহু” শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে—তুমি নির্লজ্জের চূড়া-মণি ! ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় তরুণী-রমণীগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেও তোমার লজ্জা হয় না ? বুদ্ধি শুদ্ধি সবই বুঝি ললিতার সহাস-নয়ন-নৃত্যে লোপ হইয়াছে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ধৃষ্টরাজ! এখনি তো রাধা ভোগী হৈলা,
তবে কেন মোরে পুনঃ ছুঁইতে আইলা।
জাননা কি—রাধাও বিশাখা এক হয়?
রাধার ভোগে কি বিশাখার ভোগ নয়?
ক্রম-ভোগে-জ্যেষ্ঠা-ভোগ-অধুনা উচিত,"
শুনি কৃষ্ণ ধনিষ্ঠারে ধরিলা ত্বরিত ।৪১
হর্ষ-রোষে কহে তিঁহো "চিত্রাভোগ বিনা
বৃথা শ্রম কেন? নাহি পূরিবে কামনা ।৪২
তবে কৃষ্ণ অকস্মাৎ চিত্রায় ধরিলা
"সরহ লম্পট" বলি, সে ধনী কহিলা।
"ক্রমভোগ-সর্ব্বত্র" গ্রহের রীতি বটে,
তারাতেও উৎক্রমেতে ভোগ নাহি ঘটে!"৪৩

"এইমাত্র যে ক্রম-ভোগের দোহাই দিয়া আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছ (৩৭নং শ্লোক দ্রঃ), তদনুসারে অনুরাধা-ললিতার ভোগের পর উল্টা আমাকে আক্রমণ করিলে কেন? উন্মত্ত মাতালের-পারা চলিও না, "অনুরাধার পরে জ্যেষ্ঠার ভোগ।" এই বলিয়া আপন প্রেমপাত্রী-ধনিষ্ঠাকে সুখিনী করিবার উপায় বিধান করিলেন। এই সকল ভর্ৎসন-রসেই ভৌম-বৃন্দাবনীয় প্রকট-লীলার সর্ব্বোৎকর্ষ। ভর্ৎসনামৃতে সানন্দোত্তেজিত হইয়া রসিকশেখর ধনিষ্ঠাকে ধরিলেন।

(৪২) আনন্দগর্ভ-প্রেমক্রোধ-প্রকাশ করিয়া ধনিষ্ঠা কহিলেন—দেখ কৃষ্ণ! বিধিভঙ্গে কদাপি-ইষ্ট-সিদ্ধি হইতে পারে না। নক্ষত্র-গণের চতুর্দ্দশ স্থানীয়া, এবং আমাদের সকলের-অগ্রবর্ত্তিনী—চিত্রাকে ভোগ না করিয়া, তোমার সমস্তশ্রম বৃথা হইতেছে! (সর্ব্বভোগের) কামনা কখনও পূর্ণ হইবে না।

(৪৩) চিত্রা-সুখার্থিনী-ধনিষ্ঠার এই সুকৌশল-প্রেম প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণ তখনি চিত্রাকে ধরিলেন, "লম্পট! দূরে যাও" বলিয়া তিনি ভর্ৎসনা-পূর্ব্বক কহিলেন —"চিত্রার পরবর্ত্তী তিন জনের স্থলে (রাধা, বিশাখা, অনুরাধা ও ধনিষ্ঠা)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এতশুনি তুঙ্গবিদ্যা কন চিত্রা প্রতি,
"মাঝে মাঝে হয় বক্র অতিচার গতি।"৪৪
চিত্রা কন—তুঙ্গবিদ্যা তুলারাশি হন
"চিত্রায় ছাড়িয়া বিধি, তাহার পীড়ন।"৪৫
শুনি কৃষ্ণ কৈলা তুঙ্গবিদ্যা আক্রমণ,
আক্রান্তা হইয়া তিঁহো কহেন বচন।
ওহে রাহু! রঙ্গদেবী তুলাকে ছাড়িয়া
আমা পরশিলে ধৃষ্ট! কি কার্য্য লাগিয়া?৪৬

চারিজনকে ভোগ করণান্তর, তাহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক উল্টা গতিতে চিত্রাকে আক্রমণ, গ্রহ-রীতি না দস্যুরীতি? সর্ব্বত্র ক্রমানুসারি-ভোগই গ্রহের ধর্ম্ম, সুতরাং তারাতেও (উৎক্রম গতি) ক্রমভঙ্গ চলিতে পারে না!

(৪৪) রস-বিমুগ্ধ রসরাজ, মহা-আবেশে, মনের সাধে রস-পিপাসা-নিবারণে প্রবৃত্ত! কথা কাটাকাটি করিয়া কার্য্য হানি করিতে অনিচ্ছুক। কাজেই কাহারও কোন কথারই উত্তর তিনি না দিয়া আপন মনে প্রেমবতীগণের-মনের কামনা-পূর্ণ করিতেছেন। তুঙ্গবিদ্যা তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্রার আপত্তি খণ্ডন করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন— চিত্রে! গ্রহগণের অতিচার গতি (উল্টা গতি) এবং বক্রগতিও সময়ে সময়ে হয়; শাস্ত্রে আছে শুনিয়াছি।

(৪৫) জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে রাশিচক্রের সপ্তম স্থানে (৬ষ্ঠ স্থানীয় কন্যা রাশিস্থ-চিত্রানক্ষত্রের অতি নিকটে) তুলারাশির অবস্থান। বিচিত্র-বচনা চিত্রাসুন্দরী সেই সূত্র ধরিয়া ভাবিলেন তুঙ্গ-বিদ্যে! অতি চালাকির ডঙ্কা মারিয়া সারিতে পারিবে না! কহিলেন—চিত্রা রসের পরিমাপে-সুনিপুণা 'তুলারাশি' অতএব বিধিমতে এখনি আমাকে পরিত্যাগ ও তাহাকে পরিপীড়ন সমুচিত।

(৪৬) চিত্রা সুন্দরীর এই সুকৌশল-আগ্রহে রসপ্রমত্ত শ্রীকৃষ্ণ তুঙ্গ-বিদ্যাকে আক্রমণ করিলে তিনি ভর্ৎসনা সুধা-পরিবেশনের সহিত কহিলেন—ধৃষ্টরাহু! কন্দর্পরাজ্যে তোমার সমতুল্য-বিক্রমা-সুতরাং তুলা রাশি তো রঙ্গদেবী! নিকটস্থা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে কেন? আমার পীড়নেতো পরি-তৃপ্তি পাইতে পারিবে না? তুলা শব্দের 'তুল্য' অর্থ করিয়া এই পরিহাস।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রঙ্গদেবী-অঙ্গ তবে পরশিলা হরি,
তিহোঁ কহে "রাহু! কন্যারাশি-ভোগ করি!
পূর্ণদৃষ্টা-মীনরাশি চম্পক-বল্লরী
নিজ ধর্ম্ম রাখো, তাহে পীড়ন আচরি।৪৭
চম্পক-লতাকে তবে পরশ করিতে
তিহো কহে কুম্ভরাশি সুদেবী ধরিতে।৪৮
সুদেবী-পরশ কৃষ্ণ হাসিয়া করিলা
কাঞ্চন-লতাকে তিহোঁ দেখাইয়া দিলা।

---

(৪৭) এইরূপে স্বয়ং সুখী হইয়া রঙ্গদেবীর-সুখ সাধনার্থ ইঙ্গিত করিলে গোপী-জন-বল্লভ তৎক্ষণাৎ রঙ্গদেবীর অঙ্গ-সঙ্গী হইলেন ও রঙ্গভরে রঙ্গদেবী তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন যে—ওহে কন্যারাশি ভোগকারি-রাহ! কন্যারাশিস্থা-চিত্রার ভোগ সময়ে মীনের ন্যায়-রসমগ্না ও চঞ্চলা-প্রফুল্লা মীনরাশি চম্পক লতাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়াও তাহাকে পীড়ন না করায় তোমার রাহু ধর্ম্ম যথা-যথ-প্রতিপালিত হয় নাই। সেই ধর্ম্ম পালন কর। (প্রকৃত পক্ষেও রাশি-চক্রের ৬ষ্ঠ স্থানে কন্যা রাশির এবং দ্বাদশ স্থানে মীন রাশির স্থিতিতে, সোজা সুজি পূর্ণ-দৃষ্টিই পড়ে-বটে। আর কন্যারাশি-ভোগকারী শব্দের ধ্বনি অর্থে তুমি কাত্যায়নী-ব্রতপরা, বহুতর কুমারীগণের-পর্য্যন্ত ভোগকারী-রসিক, এই ব্যঙ্গটুকুও অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়।)

(৪৮) প্রেমাধীন-লীলাপুরুষোত্তম, রঙ্গদেবীর-প্রেমাদেশে হাসিতে হাসিতে চম্পকলতাকে ধরিয়া ধর্ম্ম-প্রতিপলানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি সুদেবীর, 'অনবধানে-অর্দ্ধোন্মুক্ত'-কুচ-কুম্ভের প্রতি ইঙ্গিতে রঙ্গিয়ার-নয়নাকর্ষণ করিয়া কহিলেন—কুম্ভরাশি সুদেবীর ভোগতো বাকি থাকিয়া গেল! অমনি তন্নিকটস্থা সুদেবীকে কৃষ্ণ সহাস্ত-বদনে আলিঙ্গন করিলেন।

(৪৯) সুদেবীর বহির্ব্যাময়-মনঃসাধ-সমাধান-সময়ে কাঞ্চনলতা হাস্ত প্রফুল্লা হইয়া আনন্দ প্রকটন করায়, তৎপ্রতিদান স্বরূপে সুদেবী রসোন্মত্ত-শ্রীকৃষ্ণকে তাহা দেখাইয়া কহিলেন—মধুসূদন! এই রসিকা সখীগণ তোমাকে রাহু সাজাইয়া রাচাইলেক মাত্র; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তো তুমি মধুসূদন ভ্রমর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তোমার যতেক সাধ, হে মধুসূদন !
প্রফুল্লা-কাঞ্চন-লতা করিবে পূরণ ।৪৯
তারে পরশিতে তিহোঁ কহে—এথা কেনে ?
তুমিতো চকোর, যাও চন্দ্রমুখী-স্থানে ।৫০
চন্দ্রমুখী শ্রীরাধার, বদন-চুম্বিতে,
মুখ ফিরাইয়া তিনি লাগিলা কহিতে।
শুন কৃষ্ণ ! পরনারী মুখেতে চুম্বন
কেন কর হৈয়া এত হরষিত-মন ?
বংশিকা তোমার-নারী চুম্ব দেহ তারে,
ধৃষ্টতা করিয়া দুঃখ কেন দেও পরে ?৫১
শুনি কৃষ্ণ-মনে বংশী স্মরণ হইল,
চিন্তেন বিস্মিত হৈয়া "বংশী কোথা গেল" ?

(বংশীহরণ কৌতুক)

নিকটে বা বস্ত্রাদিতে বংশী না দেখিয়া,
কুন্দলতাপানে কৃষ্ণ রহিলা চাহিয়া ।৫২

সুতরাং পুষ্পিতা-লতা ব্যতীত তোমার সাধ পূর্ণ হইবার নহে, কাজেই মনের সাধ মিটে নাই ! এই কাঞ্চনলতা ফুল্লা অর্থাৎ পুষ্পিতা হইয়াছে, এ তোমার সকল সাধ পূর্ণ করিবে। (সকল সাধ শব্দ নিগূঢ় অর্থান্বিত। আর পুষ্পিতা শব্দের এক অর্থ ঋতুমতী, সুতরাং গভীর-বিদ্রূপ !!)

(৫০) সুদেবীর এইরূপ রস-প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণ, কাঞ্চনলতাকে আলিঙ্গন করিলে তিনি শ্রীমতী রাধাকে সুখিনী করণার্থ মৃদু হাসিয়া কহিলেন—কৃষ্ণ! সুদেবী ভুল বলিয়াছে, তুমিতো ভ্রমর নয় ! তুমি চকোর !! অতএব আমার দ্বারাতো তোমার রস-পিপাসা মিটিবেনা ? চাঁদ বিনা চকোরের পিপাসা মিটে না ! তুমি চন্দ্রমুখীর নিকটে যাও ; অর্থাৎ তুমি চাঁদবদনী শ্রীরাধার নিকটে যাও, নহিলে তোমার উন্মাদ-মাতালতা কিছুতেই যাবেনা, এবং ঠাণ্ডা হইতে পারিবেনা। শ্রীরাধাই তোমার এই গ্রহরোগ-ছাড়াইবার দৈবশক্তি-সম্পন্ন রোজা ; অথবা অপূর্ব্ব-সিদ্ধৌষধি। ৫১ হইতে ৫৪ সরলার্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুন্দলতা চক্ষু দ্বারে কহে "রাই-স্থান"
সে ইঙ্গিত শ্রীরাধিকা করি-অবধান
সঙ্গোপে থুইলা বংশী তুলসীর স্থানে,
তুলসী লইয়া তাহা রাখিলা গোপনে।৫৩
ললিতা বিশাখাদির পশ্চাতে যাইয়া
রহিলা তুলসী, মনে শঙ্কিতা হইয়া।
তবে কৃষ্ণ রাইকে ধরিতে মন করি
কহিতে লাগিলা ঈর্ষা ভঙ্গিমা আচরি।৫৪
অদৃশ্য-চঞ্চল-মন বিশুদ্ধ আমার
কটাক্ষ-কন্দর্পাঙ্কুশে হর অনিবার।
দৃশ্য বংশী হরিবে যে অদ্ভুত তো নয়,
পাটচ্চৌরি! তুমি-বংশী-চোর মনে লয়।৫৫
বাহুপাশে বাঁধি তোমা, বসন ভূষণ—
কাড়ি, লয়ে যাবো কারা-কুঞ্জ-নিকেতন।
কন্দর্প-রাজার স্থানে করিব অর্পণ—
সমুচিত ফল লাভ হইবে এখন।৫৬

---

(৫৫) হে মহাচৌরিণি! চুরি বিদ্যায় তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! অন্য উদাহরণে কাজ কি? এই যে কামাদি-ক্ষোভ রহিত আমার বিশুদ্ধ মনটি, একে চক্ষুর অগোচর বস্তু তাহাতে আবার দাস, সখা, পিতামাতা, ধেনু-বৎসাদির চিন্তার-সদা সুচঞ্চল, এহেন মনকে পর্য্যন্ত আপন কটাক্ষরূপ-কামাঙ্কুশের-তীক্ষ্ণাগ্রে বিঁধিয়া ও টানিয়া তুমি হরণ কর! অতএব চক্ষুর গোচরীভূত-স্থির নিশ্চল-ভাবে প্রকাশরূপে-করে-বিরাজিত এই বংশীটি চুরি করাতো তোমার পক্ষে কিছুই অদ্ভুত নহে! নিশ্চয়ই তুমি আমার বাঁশী নিয়াছ মনে লাগিতেছে।

(৫৬) অতএব বাহুরূপ-রজ্জু দ্বারা এখনি তোমাকে বন্ধন করিয়া—অঙ্গের বস্ত্র ও অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া-নিকুঞ্জরূপ-নির্জ্জন কারাগারে লইয়া যাইব, তৎপর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা শুনি রাই, সবিশেষ ভাবোদয়ে-
চলিলা কান্তের প্রতি অবজ্ঞা করিয়ে।
কৃষ্ণ, তাহা হেরি যেন—বিচার-লাগিয়া
ধরিয়া রাখেন তাঁরে, না দেন ছাড়িয়া।৫৭
কহেন-"পলাতে চেষ্টা কেন কর চৌরি ?
বংশী না পাইলে তোমা ছাড়িতে না পারি" ।৫৮
তাহাতে, ললিতা মিথ্যা ক্রোধ-প্রকাশিয়া
চঞ্চল-নয়না, স্মিতা গর্ব্বিতা হইয়া।
কৃষ্ণের নিকটে ধাঞা তৎকাল আইলা,
সাটোপে তর্জ্জন করি কহিতে লাগিলা।৫৯

কন্দর্প-রাজার নিকটে অর্পণ করিব, রাজার বিচারানুসারে পীড়ন, মর্দ্দন প্রহারাদি ফল লাভ করিলেই তোমার শিক্ষা হইবে।

(৫৭) প্রাণনাথের এই রহস্য-লীলোদ্দীপক-বাক্যে অসাধারণ-ভাববিদ্ধা হইয়াও যেন অবজ্ঞাময় দৃষ্টির দ্বারা 'তুমি আমাকে ছুঁইতেও পারিবে না !! এই আমি চলিলাম !" এইরূপ ভঙ্গীতে দুই এক পদ চলা মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ বংশী-হরণের-বিচার ছলে শ্রীরাধাকে আগুলিয়া ধরিলেন। এবং (৫৮) কহিলেন চৌরিণি ! পলাইবে কোথায় ? বংশী না পাইলে তোমাকে ছাড়িব না।

(৫৯) "কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না" শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় ললিতা অন্তরে আনন্দিত হইয়া বাহিরে কপট-ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক নেত্র চাঞ্চল্য-সতর্কতা ও স্মিত সুমাধুরীতে-আনন্দ প্রকটিয়া হাত নাড়া ও নোলক-ঝাড়া দিয়া-দিয়া-পরাক্রম সূচক-উচ্চ বাক্যে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যথা—অপবিত্র-দেহ-নির্লজ্জ লম্পট ! এখান হইতে এখনি পলাও। ছল চাতুর্য্য এখানে খাটিবে না !

এই যে প্রেমবতী-প্রিয়াগণের কৃত প্রেম ভর্ৎসন, রসিকের-নিকটে ইহা অপেক্ষা পরামৃত আর কিছু নাই ! রসময়-রসিক শেখর-প্রেমলীলা বিহারী-হরি, অন্য কোনও ধামেই এই মহাবস্তুর আস্বাদন করিতে পারেন না ! এই রস-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"পরাঙ্গনা-সঙ্গমে পবিত্র-মূর্ত্তি ধারি!
কুল-ললনার সতী-ব্রত-ধ্বংশ কারি!
এথা কাজ নাহি, যাও তুমি ধৃষ্টরাজ!
ছাড়হ ছলনা; এই সতীর সমাজ।
স্নান করিয়াছে ধনী রবি পূজিবারে
অপবিত্র না করহ পরশিয়া তারে।৬০
সুমন-সরসী-তটে শৈব্যা যে আসিয়া,
নিজাধরামৃত দানে তোমা উন্মাদিয়া—
বংশী হরি নিল তব, অবকাশ পাঞা-
তুলসী আছয়ে সাক্ষী পুছহ ডাকিয়া।৬১

নির্য্যাস আস্বাদনেই বৃন্দাবনীয়-লীলার-পর-প্রকর্ষ। ইহা, পরাবধি প্রাপ্ত-প্রেমের ও মদীয়াতাভাবের মহারস। কৃষ্ণতুষ্টির সর্ব্বপ্রধান উপাদান। ইহা গোপী প্রেমের-সাহজিক-বৈভব, শিক্ষায় বা অনুকরণে ইহা লভনীয় নহে।

(৬০) এই শ্লোকোক্ত প্রায় সকল কথাই দ্ব্যর্থ বোধক। "পরাঙ্গনা সঙ্গমে পবিত্র" কথাটির বিপরীত-লক্ষণার অর্থ—অপবিত্র; কিন্তু ইহা বাহ্যার্থ। ভিতরের অর্থ এই যে—পরা-সর্ব্বতো শ্রেষ্ঠা যে স্ত্রী তাঁহার অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গ সঙ্গে বস্তুতঃই পবিত্র-মূর্ত্তি।

এমনি, "সতী ব্রত-ধ্বংশ-কারি!" শব্দের গভীরার্থ—তোমাতে অর্পিত প্রাণা তোমার সেবৈক-জীবনা-গোপসুন্দরীগণের মায়িক-পাতিব্রত্যরূপ মিথ্যা সতী ব্রতের-নাশক!

"এথা কাজ নাহি যাও" এ শব্দটিও ঐ প্রকার শ্লিষ্টার্থযুক্ত। যথা—এথা কাজ, নাহি যাও" অর্থাৎ রাধাগতপ্রাণ তোমার এখানেই থাকা কর্ত্তব্য। আর কোথাও যাইও না।

রবি-পূজিবারে বাহ্যার্থ সূর্য্য পূজার জন্য। মনোগত অর্থ-তুমিই রাধার নেত্র-প্রকাশক রবি; তোমা বিনা রাধা জগৎ অন্ধকার দেখে। তুমিই রাধা পদ্মিনীর প্রফুল্লক-সূর্য্য; সে তোমার অর্চ্চনারূপ প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্তই বনে আসিয়াছে। "অপবিত্র না করহ"—পবিত্র করহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

খল লোকে করে দোষ, ফলে সাধু লোকে।
শৈব্যা চুরি কৈল বংশী ধরহ রাধাকে ?"৬২
এতকহি তুলসীকে দেখান নয়নে,
শুনিয়া চলিলা-কৃষ্ণ, তুলসীর পানে।
রাধিকার-অবরোধ হইল মুকতি,
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন চন্দ্রমা-মূরতি।৬৩
অতর্কিতে ইঙ্গিতজ্ঞা-তুলসী, তখন-
রূপমঞ্জরীকে বংশী কৈলা সমর্পণ।
কৃষ্ণ আসি সত্বর ধরিলা তুলসীকে,
ভরিল শরীর তার সকম্প-পুলকে।৬৪
হস্তাঙ্গুলি বক্র করি বদনে ধরিয়া,
কহয় তুলসী তবে মিনতি করিয়া।—
ছাড়হ নিছনি যাই, হাহা কৃপাময়!
আমি তব দাসী হই স্পর্শ-যোগ্যা নয়।৬৫

(৬২) ষষ্ঠ সর্গের ৬৭নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে যে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিয়াছিল, সেই কথাকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন 'অবকাশ পাঞা' অর্থাৎ তোমাকে নিজাধরূপ-মধুপান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তোমার উন্মাদ-অবস্থার-সুযোগে সে তোমার বাঁশী হরিয়া নিয়াছে। আমরা তুলসীর মুখে শুনিয়াছি (সুমন-সরসী—কুসুম-সরোবর)

(৬৩) তুলসীকে কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গদান করাইবার নিগূঢ় অভিপ্রায়েই তাহার নিকট শ্রীরাধার-বংশী রক্ষা এবং ললিতার-নয়নেঙ্গিত। ইঙ্গিতের অর্থ—"তুলসীর নিকট তোমার বাঁশী আছে"। এই প্রকারের পরবর্ত্তী সমস্তলীলাই ঐ একই অভিপ্রায়-মূলক।

(৬৪) অতর্কিতে—অলক্ষ্য সত্বরতার-সহিত। সকম্পপুলক—শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শজ আনন্দে।

(৬৫) শ্রীকৃষ্ণ মুখচুম্বন না করেন, এই নিমিত্ত মুখ আচ্ছাদন এবং বি

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এতেক আগ্রহ কর যাহার লাগিয়া-
বংশী নাহি মোর স্থানে, দেখহ চাহিয়া।
শৈব্যা-করে সেই বংশী দেখিয়াছি আমি,
অতএব আমারে ছাড়হ কৃষ্ণ তুমি।"
এতকহি নেত্র-পাতে-ইঙ্গিত-করিলা,
"শ্রীরূপমঞ্জরী স্থানে বংশী" জানাইলা।৬৬
ইঙ্গিত-পণ্ডিতা তবে শ্রীরূপমঞ্জরী-
সাধু হৈলা, ললিতার করে বংশী ধরি।৬৭
কৃষ্ণ আসি রূপমঞ্জরীরে অলখিতে—
দৃঢ় বদ্ধ করিলেন, ভু-বাহু-পাশেতে।
বংশী অন্বেষিয়া কুচ পট্টির ভিতরে,
না পাঞা কহেন—"কোথা থুইলে বংশীরে?"৬৮

সরেন দেখিবার-কৌতুহলে বদনের উপরিস্থ হস্তাঙ্গুলীর বক্রীকরণ। তুলসী মঞ্জরী শ্রীরাধার পরিচারিকা শ্রেণীভুক্তা নিত্যসখী। বয়ঃকনিষ্ঠা এবং মৃদুস্বভাবা, তিনি আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-যোগ্যা মনে করেন না, তাহাই তার বিনয় নম্রতাময় সরল উক্তি, এবং পরের শ্লোকে পূর্ণ-দাক্ষিণ্য প্রকাশ—"তালাস করিয়া দেখ" !!

(৬৬) বাহিরে ৬১ নং শ্লোকোক্ত-ললিতাসুন্দরীর উক্তি পোষণার্থ বলিলেন শৈব্যার হাতে আমি তোমার বাঁশী দেখিয়াছি। শৈব্যা বংশীহরণ করার কথা ভাবতঃ বুঝা গেল, স্পষ্ট বলিলেন না।

(৬৮) কুচপট্টি—কাঁচুলী। (৬৯) যদিও সেবাপ্রাণা বলিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী ও পরিচারিকাশ্রেণীভুক্তা বটে, কিন্তু তিনি সম্পর্কে শ্রীরাধার খুড়াত ভগ্নী, (বিভানু গোপের কন্যা) বিশেষতঃ ইহার বয়স সাড়ে তেরো বৎসর এবং দলের প্রধানা, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত অপেক্ষাকৃত অসঙ্কোচ ভাবে ব্যবহার এবং ধার্ষ্ট্য।

'মানা মানাগিলা!" শব্দের দ্বারা বুঝা যাইতেছে কাঁচুলীর ভিতরে হাত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

কহিতে লাগিলা তবে শ্রীরূপমঞ্জরী,
"মানা-না মানিলা ? স্থির কৈলা মোরে চৌরী ?
মনোরথ পূর্ণ হৈল ? ভাগ্য যে তোমার !
বংশী লঞা কর গিয়া ধ্বনি-পরচার !!
সব গোপনারীগণে আহ্বান করহ,
আনিয়া তা সবা সঙ্গে সুখে বিহরহ।৬৯।
আলিঙ্গিয়া, পরাঙ্গনা-সতী-ব্রত যত
দূষিত করিতে ছল কর এতোমত !
সঙ্গোপনে নিজ বংশী রাখো লুকাইয়া !
সেই ছলে ফির, পরনারী-পরশিয়া ?৭০
এত কহি আঁখি ঠারে ইঙ্গিত-করিয়া—
"ললিতার স্থানে বংশী". দিলেন কহিয়া।
ললিতা জানিয়া তাহা অত্যন্ত ত্বরিতে-
থুইলেন বংশী কুন্দলতার-করেতে।৭১
কৃষ্ণ তারে ছাড়ি, গেলা ললিতার ঠাঞি
হুঙ্কারি, ললিতা ক'ন—'দূরে রহ, যাই।

দিয়া বংশী অন্বেষণ-ছলে-বাসনা পূর্ণ করণাদির সময়ে শ্রীরূপমঞ্জরী যে দৈহিক ও বাচিক নিষেধ করিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখে পরবর্ত্তী সমস্ত পরিহাস।

(৭০) "আলিঙ্গিয়া পরাঙ্গনা" এই শব্দের দ্বারা আরও নানাবিধ ব্যাপার বুঝা যাইতেছে। ফলতঃ শারদীয় মহারাসের সময়ে 'বাহুপ্রসারপরিরম্ভ' ইত্যাদ্য-সুপ্রসিদ্ধ-ভাগবতীয় শ্লোকে যে সকল লীলার কথা বর্ণিত, সেই—'বাহু-বিস্তার, আলিঙ্গন, করে, অলকে, উরুতে, নীবীতে, পয়োধরে, হস্তার্পণ, নখাঘাত, চুম্বন, হাস পরিহসাদি দ্বারা কন্দর্প-সংবর্দ্ধনাদি দ্বারা আনন্দ" এই অধ্যায়োক্ত সমগ্র লীলায় বিদ্যমান, সুতরাং সর্ব্বত্রই যথাসম্ভব এই সকল লীলা পরিভাবনীয়।

(৭২) তারে ছাড়ি—শ্রীরূপমঞ্জরীকে ছাড়িয়া। হুঙ্কারি—"হুঁ !—সাব

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোপিয়া কহেন—"হেথা কেন আগমন ?"
চাতুরী করিয়া আমা করিতে স্পর্শন ?
যদি বংশী না থাকয় আমার স্থানেতে,
তবে ধৃষ্টতার ফল পাবে ভাল মতে !৭২
আমরা সকল সহচরী-রাধিকার
চরণেও নাহি ছুঁই চিন্তামণি ভার।
শুকানো বাঁশের বাঁশী হরিব বা কেনে ?
কি কাজ হইবে এক হস্ত কাঠী-খানে ?৭৩
ছিদ্র পূর্ণ, রসহীন, কঠোর ; তাহাতে
ত্রিজগত-ব্যাকুলিত যাহার ধ্বনিতে।
হেন বংশী যদি তোমা হস্ত হৈতে গেল
অত্যন্ত মঙ্গল তরে, সভার হইল !!৭৪

ধান" !! এইরূপ উচ্চ শব্দোচ্চারণ করিয়া। কোপিয়া—কৃত্রিম রাগ-প্রকাশ করিয়া।

"যদি বংশী না থাকয়ে"—ইত্যাদি কথার অভিপ্রায় এই যে—আমি রূপ মঞ্জরী নয় যে কেবল কয়টি ফাঁকা কথা কহিয়াই নিরস্ত হইব। এইটি বুঝিয়া রাখো—আমার নিকটে যদি বাঁশী না পাও, তবে উপযুক্ত প্রতিফল পাইতে হইবে! তোমাকে বিড়ম্বিত না করিয়া, তোমার বসন ভূষণাদি না কাড়িয়া গায়ে ঘোল না ঢালিয়া ললিতা কিছুতেই ছাড়িবে না।

(৭৩) আমরা রাজ-নন্দিনী রাধার সখী। আমরা সামান্য ধনের লোভী হইব কি ? ভারে ভারে চিন্তামণি কেহ প্রদান করিলেও (গ্রহণ তো দূরের কথা) পায়েও ছুঁই না।

(৭৪) ছিদ্র শব্দের সাধারণ অর্থ ছেঁদা এবং সর্ব্বত্র প্রয়োগ-যোগ্য তাৎপর্য্যার্থ—খুঁত। ছিদ্রযুক্ত হইলে ভাব, ব্যবহার, আকার, বাক্য, যুক্তি বুদ্ধি, ভজন পূজনাদি কিছুই প্রশংসার বা আদরের হয় না, বরং "তুচ্ছ ও অকার্য্যকর"-বলিয়া ঘৃণার ও নিন্দার বিষয় হয়। এমনি রসহীন ও কঠিন হইলেও, "কেহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বচ্ছন্দে অবলা করু গৃহ কর্ম্মগণ,
স্বস্থানে থাকুক নীবী-কুন্তল বন্ধন।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সহ তৃণ খাও সুখে,
চলুক নদীর স্রোত-সাগরাভিমুখে।৭৫
জলেমগ্ন কন্যাগণে শীতে দুঃখ দিলা,
সভাকার পহিরণ-বাস হরি নিলা।
সেই অপরাধে বাঁশী গেল যে তোমার।
পরে দুঃখ দেয় যেই, দুঃখ হয় তার।৭৬
শুকানো বাঁশের কাঠী হস্তেক প্রমাণ
অন্তরে বাহিরে ছিদ্র-তাহার ব্যাখান।
গোকুলাধিকারী কৃষ্ণ, সর্ব্বস্ব-মানিয়া,
হাহাকার চিন্তা করে ইহার লাগিয়া!!

বা কিছু" প্রীতিপদ বা সুখ সাধক হয় না। বংশীর গায়ে ক্ষুদ্র নয়টী ছিদ্র এবং ভিতর ও ফাঁকা (বৃহৎ ছিদ্রযুক্ত) এবং শুষ্ক ও কঠিন বাঁশে উহা নির্ম্মিত। যদিও ইহাতেই বংশীর বিশেষত্ব ও কার্য্যকারিত্ব, তথাপি অপর-সাধারণ দ্রব্য বাক্য, ভাব ও ব্যবহারাদির সম্বন্ধীয় দোষ—বংশীতে আরোপণ ছলে ব্যজস্তুতি অলঙ্কারে বহু-দোষান্বিত-নগণ্য-বস্তুরূপে ব্যাখ্যা এবং জগদুন্মাদকগুণকে দোষরূপে উল্লেখ করিয়া পরিহাস।

(৭৫) এই বংশীধ্বনির দৌরাত্ম্যে অবলাগণের গৃহকর্ম্ম হইত না, নীবীবন্ধন ও কেশবন্ধন থাকিত না! হরিণীগণ তৃণ ভক্ষণ করিতে পারিত না! নদীর জল স্তম্ভিত হইত! বাঁশী যদি তোমার হাত ছাড়া হইয়া থাকে, ভালই হইয়াছে সকলের সকল বালাই দূর হইল।

(৭৬) জলে মগ্ন কন্যাগণে—কাত্যায়নীব্রতপরা কুমারীগণে। ৯ম সর্গ ৪৫নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(৭৭) এই শ্লোকে বিদ্রূপাত্মক-হাহাকার দ্বারা, সহানুভূতির ছলে পরি-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হায়! এইধন কেবা চুরি করি নিল?
এই মহাধন কেবা গোপনে রাখিল?৭৭
ললিতার ভঙ্গী-কথা শুনি কুন্দলতা,
শ্রীরাধার করে বংশী করি সঙ্গোপিতা।
কৃষ্ণের বিমর্ষছলা, ললিতার-হাস
দেখিয়া, সাকুত বাক্যে করেন প্রকাশ।৭৮
"সচ্ছিদ্রা-জর্জ্জরা-ক্ষুদ্রা-বাঁশের পর্ব্বিকা,
যার মূল্য হয় নয় অর্দ্ধ-বরাটিকা।
তুয়া হাত হৈতে গেল ভাল সে হইল,
বিষাদ করিছ কেন? কিবা হানি ভেল?
গোপেন্দ্রনন্দন তুমি, তোমার এ কাজ
হেরিয়া হাসয়ে সব গোপীর সমাজ!
হাসে সব সখীগণ তোমায় লইয়া
স্তব্ধ মৃতপ্রায় আমি ইহা নেহারিয়া!!"৭৯
শ্রীকৃষ্ণ কহেন-"মম বংশিকার গুণ
কুন্দলতা! জানিতে না হও সুনিপুণ।
না জানিয়া হেন বলা বিচিত্র না হয়!
তোমাপ্রতি বাঁশী নাহি গুণ প্রকাশয়।৮০

হাস্যের-শরবর্ষণ। যথা—আহা! অপরাধটি পঞ্চমহাপাতক হইতেও ভয়ঙ্কর! সুতরাং ইহার উপযুক্ত মহা দণ্ডের বিধান শাস্ত্রে নাই!!

(৭৮) সাকুত বাক্য—বিশেষ অভিসন্ধিময় কথা। অভিসন্ধি—শ্রীকৃষ্ণকে উত্তেজিত করিয়া বংশীর-বাহাদুরী ব্যাখ্যা করানো।

(৭৯) পর্ব্বিকা—পাব। জর্জ্জরা—অতি পুরাতনী, অকর্ম্মণ্যা। বরাটিকা—কৌড়ী। ভাল সে হইল—রাজ নন্দনের হাতে এত তুচ্ছবস্তু-থাকা লজ্জার কথাইতো বটে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার অন্তরে যবে যেই ভাব হয়,
আমার অসাধ্য কাজ বংশিকা সাধয়।
নারায়ণের-চিৎশক্তি সমগুণাধিকা
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী আমার বংশিকা।
আমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি করে নিরবধি,
অলৌকিক-শক্তি তার জানেন রাধাদি" ।৮১।৮২
ললিতা কহেন—বটে, তার গুণ জানি,
কামুকের-বল্লভা সে, কুট্টিনীর রাণী ।৮৩
তোমার বংশীর গুণ না হয় বাখানি,
সুধাপারী-নারী-চিত্ত-করীর বন্ধনী।
জগতে যুবতী যত নির্দ্দোষার গণ,
সভাকার সুকৃতি সে করয় হরণ!

(৮১।৮২) যেইভাব—যাহা করিবার ইচ্ছা। আমার অসাধ্য—যাহা আমার শক্তিতে, বৈদগ্ধীতে, বাক্যে, ব্যবহারে, কায়িক চেষ্টায় বা শত সহায়ের সাহায্যেও সম্পন্ন হইবার নহে। নারায়ণ—সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন সর্ব্বেশ্বর-মহাবৈকুণ্ঠের ঠাকুর। চিৎশক্তি—অন্তরঙ্গাশক্তি যাহা সচ্চিদানন্দের-নিদানীভূত এবং সতত তৎসহ-বিরাজিত-থাকিয়া লীলা সাধন করেন। চিৎশক্তির সমান বলাতেই অবধি বিহীন অসমোর্দ্ধগুণ সম্পন্ন বলা হইল। রাধাদি অর্থাৎ শ্রীরাধা এবং তাহার সখী প্রভৃতি আমার বংশীর অলৌকিক মহাগুণাবলীর পরিচয় অনেক পরিমাণে জানেন। শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর-ভাষায় এই কথাগুলি বলিলেন।

(৮৩) কিন্তু-সুকৌশল-কলাবতী-ললিতা এই কথায় ফাঁক পাইয়া ঠাট্টা তামাসার পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। "রাধাদি জানেন" এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়া উঠিলেন বটে, ইত্যাদি। হে কামুক! সে তোমার পরম বল্লভা, কুট্টিনীর কার্য্যে অদ্বিতীয়া!

(৮৪) তাহার অনন্তগুণ বটে। কত ব্যাখ্যা করিব? সে সুধাপারী নারী অর্থাৎ অমৃত প্রবাহ রূপিণী ব্রজ-বনিতাগণের চিত্তরূপ গজের বন্ধন-স্তম্ভ স্বরূপা ইত্যাদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধা "সিদ্ধ বংশিকা" তোমার,
অদ্ভুত গুণেতে পূর্ণা নাহি অন্ত তার।"৮৪
শুনি কৃষ্ণ কহেন—"এ প্রখরা ললিতা,
কুটিল কথার দৃঢ়কণ্টকে আবৃতা।
শঠচণ্ডী হরিয়াছে বংশিকা আমার,
পুনঃ পরিবাদ কথা কহয়ে তাহার"।৮৫
এত কহি ললিতার অঞ্চলে নাগর
ধরিবার সাধ করি পশারিলা কর।
ললিতা ত্বরিতে সরি ভ্রূভঙ্গী করিয়া
সগর্ব্ব-বচনে ক'ন হাসিয়া হাসিয়া।৮৬
বহুবার জান তুমি যাহার চরিত,
সে-ললিতা আমি, মহা বিক্রমে-বিদিত।
এই আমি চলিলাম-লৈয়া সখীগণ
শাঠ্য না ফলিল তব হে মধুসূদন।"৮৭

সৌরী—সূর্য্যপত্নী। স্বর্গেরই কি আর মর্ত্ত্যেরই কি, যত সুন্দরী যুবতী আছেন সকলকেই সে আকর্ষণ করিয়া ঘরের বাহির করে, এই সকল কার্য্যে বাস্তবিকই সে সিদ্ধশক্তি-সম্পন্না বটে।

(৮৫) সৃষ্টিকর্ত্তা এই ললিতাকে কেবল শুদ্ধ প্রখরতার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একবিন্দু মৃদুতাও দেন নাই। কুটিল কথারূপ-কণ্টকে গা ঢাকিলে "তাহার নিকটে কেহ ঘেঁষিতে পারিবে না" জানিয়া এই ধূর্ত্তা প্রচণ্ডা (শঠচণ্ডী) আমার বংশী চুরি করিয়াছে। এবং এক্ষণে তাহারই নিন্দা ও কলঙ্ক রটনা করিয়া দেখাইতে চাহিতেছে, এত তুচ্ছ বস্তু সে নিবার নয়!!

(৮৭) শাঠ্য না ফলিল—বংশী অন্বেষণের ছলে সকলের অঙ্গ-সঙ্গের-সৌভাগ্য লাভ করণার্থ যে কূট-শঠতার জাল বিস্তার করিয়াছিলা, তাহা বিফল হইল!!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এত কহি গমনের উদ্যম করিলা
অমনি সম্ভ্রমে কৃষ্ণ, বসনে ধরিলা।
ধরিয়া কহেন—"বংশী না দিয়া গমন
সুলভ নহিবে" এই কহিনু বচন।৮৮
তুমি বংশী-চৌরী, এই তার নিদর্শন—
ভীত হৈয়া যাহে করিতেছ পলায়ন।
নিজাঙ্গ-খুলিয়া সব দেখাও আমায়,
থাকো বা গমন কর—যাহা ইচ্ছা যায়।৮৯
শুনিয়া ললিতা নিলা বস্ত্র আকর্ষিয়া,
বক্রনেত্র করি ক'ন ঈষত হাসিয়া।
কামে-উনমত্ত যদি হইয়াছ এত
ভ্রাতৃজায়া-অঙ্গ দেখ করিয়া বেকত।৯০
নাহি দেখি বাঁশী তব, নাহি লই কভু,
পরম আগ্রহ যদি না ছাড়হ তভু।
তবে মূল্য দিব, যেই কহে কুন্দলতা,
নহে বাঁশী-সমকাঠী আনি দিব এথা।৯১

(৮৮) সম্ভ্রমে—ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি। সুলভ নহিবে—সহজ-সাধ্য হইবে না।

(৮৯) যখন ভয় পাইয়া তুমি ছলে পলাইতে চাহিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি বংশী-চৌরী। অতএব অঙ্গ তালাস না করিয়া ছাড়া যায় না। আমি পরনারী-স্পর্শ করিতে চাইনা, তোমার-অঙ্গের বসন তুমি নিজেই খুলিয়া দেখাইয়া আপন-নির্দ্দোষতা প্রমাণ কর; যদি তোমার নিকটে বাঁশী না দৃষ্ট হয়, তবে আর কোনও দায় নাই; আপন ইচ্ছানুসারে থাক বা যাও, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

(৯০) কথা শেষ না হইতেই অতর্কিতরূপে টান দিয়া ললিতা নিজ বসন ছাড়াইয়া লইলেন।

(৯১) পরম আগ্রহ—দুরভিসন্ধিমূলক জেদ। বাঁশী-সমকাঠী—এইরূপ পুরাতন অকর্ম্মা বংশখণ্ড।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মল্লী, ভৃঙ্গী, নামে দুই পুলিন্দের সুতা
শৈলেন্দ্র-আলয়ে আছে, সখী-অনুরতা।
আমার বচনে দিবে বংশ পর্ব্ব আনি,
জর্জ্জরা সচ্ছিদ্রা যৈছে তব বাঁশীখানি।৯২
শ্রীকৃষ্ণ কহেন—সেই পুলিন্দের সুতা-
আমাতে দোঁহার রতি সুধন্য বিদিতা।
আমার লাগিয়া কামব্যাধি-যুক্ত হৈল
আমা পাইবারে দুঃখ-সাগরে ডুবিল।
তৃণ-লগ্ন- চরণকুঙ্কুম-মোর লৈয়া—
তাপ দূর করে বক্ষে বদনে লেপিয়া।
তোমার-সখীর তারা ? মোর দাসী প্রায়—
গিরিধাতু গুঞ্জা যারা আমারে যোগায়।৯৩
বংশী হরো, আর মোরে কর অবজ্ঞান ?
বাঁধিয়া তোমায় দণ্ড করিব বিধান।
কে তোমারে রক্ষা করে করুক তো দেখি ?৯৪
(কহিয়া সাটোপে কৃষ্ণ পশারিলা আঁখি)৹

---

(৯২) পুলিন্দ—অসভ্য বন্য জাতি বিশেষ। শৈলেন্দ্র-আলয়ে—গোবর্দ্ধন-রূপ গৃহে। সখী-অনুরতা—আমাদের সখী-শ্রীরাধার অধীনা। বংশ পর্ব্ব—বাঁশের পাব।

(৯৩) তারা—মল্লী ও ভৃঙ্গী নামিকা পুলিন্দ-কন্যাদ্বয়। আমার প্রতি এই-রূপ অনুরাগবতী এবং দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা আমাকে মালার উপযোগী গুঞ্জা (কুঁচ) এবং অঙ্গ চর্চ্চার-উপযোগী রঙ্গীন গিরিমাটি প্রদান করিয়া থাকে, তাঁহারা তোমার-সখীর ? আমার নয় ? (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই উক্তিটি পরিহাস-রসাশ্লিষ্ট হইলেও ইহার ভিতরের গভীর সত্য এই যে কৃষ্ণানুরাগযুক্ত এবং কোনোরূপ কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ-নারী-পুরুষ, যতই না কেন অস্পৃশ্য ঘৃণিত হউক, সে কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণ তার বটে ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত)

(৯৪) তোমাদের বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে ! কিছুমাত্র ভয় না করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিশাখা হাসিয়া উপদেষ্টা-সম ধীরে
ললিতাকে পাছে করি কহেন কৃষ্ণেরে।২৫
"শুন যুবরাজ! ধন যদি নেয় চোরে,
নষ্টোদ্দেশী-বিনা তার উদ্দেশ কে করে?
উগ্রতাতে ক্রিয়াসিদ্ধি কখনো না হয়,
সুযুক্তিকরিলে কার্য্যে সুফল মিলয়।২৬
শুনিয়া চম্পকলতা কহিলা বচন,
সবনষ্টোদ্দেশিগণ অর্থলোভী হন।
বংশ-পর্ব্ব লাগি ইনি বহুধনব্যয়—
কেন করিবেন? ক্ষুদ্র-দ্রব্যতো নিশ্চয়।২৭
তুঙ্গবিদ্যা ক'ন—"মুগ্ধে! শুন মোর বাণী
কৃষ্ণের-সর্ব্বস্ব বংশী, আমি ইহা জানি।

আমার সাধের-বাঁশী চুরি করিয়াছ! আবার আমাকেও অবজ্ঞা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য? (অবজ্ঞান?);

(২৫) বিশাখা-সুন্দরী, রসান্তর-বিস্তার দ্বারা লীলায় নবীনতা ও নবসুখ-বিধানার্থ, সহাস্য-বদনে 'সুধীর-মধ্যস্থ-উপদেষ্টার ন্যায়' মাঝে পড়িয়া, অন্যবিধ কথার তরঙ্গ তুলিলেন;

(২৬) নষ্টোদ্দেশী—গণনা করিয়া যাহারা অপহৃত-ধনেরও চোরের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে। গোয়েন্দাকেও নষ্টোদ্দেশী বলে। বিশাখা কহিলেন—তুমি সম্যক্-গুণ-সম্পন্ন ব্রজ যুবরাজ, তোমাকে আমি কি উপদেশ দিব? তবে স্মরণ করিয়া দেওয়া সুহৃদের কার্য্য বটে। উগ্রতা আরম্ভ করেছ কেন? উগ্রতাতে কখনও কোনও ক্রিয়া সিদ্ধি হয় না। বিচার পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিতে হয়; তুমি নষ্টোদ্দেশীর-সাহায্যে তোমার বংশীর অনুসন্ধান জানিবার চেষ্টা কর।

(২৭) চম্পকলতা কহিলেন—একটা সামান্য-বংশ পর্ব্বরূপ-তুচ্ছ বস্তুর জন্য বহুলোভি-নষ্টোদ্দেশীকে বহু ধন দান বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, উনি তাহা কেন করিবেন? তুচ্ছ বস্তুর চেষ্টা ত্যাগই বিহিত।

(২৮।২৯) তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন—চম্পকলতে! তুমি জাননা, এই বংশীটির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে তার উদ্দেশ দিবে তার পুরস্কারে-
সে যাহা চাহিবে কৃষ্ণ তাই দিবে তারে।৯৮
"চোরধরি হৃতধন-আদায় করিয়া—
নষ্টোদ্দেশকেরে-দেয়, "বহু অর্থ, লৈয়া।"
এইরূপ-কার্য্য-নীতি আছে সর্ব্বথায়,
যেই চৌর সেই জন ধন দণ্ড পায়।৯৯
শুনিয়া বিশাখা ক'ন—বল কৃষ্ণ! তবে
তারে কিবা দিবে? যে উদ্দেশ করি দিবে।
যে করিল চুরি—দণ্ড কি করিবে তারে?
জানি, হিত-উপদেশ কহিব তোমারে।১০০
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ—"শুন মন দিয়া,
যে আমার বংশী দিবে উদ্দেশ করিয়া।
তারে দিব এই নিজ অঙ্গ-মণি-মালা,
চুম্বক-রতন দিব করমর্দ্দি-ফলা।১০১

আমাদের যুবরাজ যথার্থই সর্ব্বস্ব-স্বরূপ জ্ঞান করেন সুতরাং ধনব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবেন না। বিশেষতঃ নষ্টোদ্দেশী. চোরের উদ্দেশ-দিতে পারিলে, প্রথমতঃ চোরাই মাল হস্তগত করিয়া, তাহার পর চোরের-নিকট হইতে ধনদণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা হইতেই নষ্টোদ্দেশীর-পুরস্কার-দানের নিয়ম বটে। অতএব ধন-দানের প্রতিশ্রুতিতে গোয়েন্দা নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য।

(১০১) এ শ্লোকের ও পরের শ্লোকের সকল কথাই বাহ্যার্থ ও গূঢ়ার্থযুক্ত; যথা—"নিজ অঙ্গমণি-মালা"—এই শব্দের প্রথম গূঢ়ার্থ—নিজাঙ্গরূপ-মণিরমালা দান করিব অর্থাৎ নীলমণির-মালার ন্যায় তাহার কণ্ঠ লগ্ন হইব। দ্বিতীয় গূঢ়ার্থ—নিজাঙ্গ এবং মণিমালা দান করিব অর্থাৎ আমার সর্ব্বাঙ্গ তাহার অঙ্গে প্রদান ও দশন-মণির শ্রেণী তাহার অধরে এবং নখমণির শ্রেণী কুচমণ্ডলে অর্পণ করিব। বাহ্যার্থ—নিজাঙ্গে ধৃত মণির মালা দান করিব। "চুম্বকরতন" শব্দের বাহ্যার্থ—চুম্বকমণি নামক রত্ন। গূঢ়ার্থ—চুম্বদানরূপরত্ন। "করমর্দ্দফল" বাহ্যার্থ—কামরাঙ্গা নামক ফল। গূঢ়ার্থ—করে উরোজ-মর্দ্দনের-সুখরূপ ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে জন হরিল তার ভূষণ লইব,
অম্বর, তারুণ্য-রত্ন-ঘটাদি লুটিব।
বাহুপাশে বাঁধি তারে দণ্ড করিবারে—
প্রবেশ করাব কাম-কুঞ্জ-কারাগারে।"১০২
শুনি বিশাখিকা হাসি ক'ন অকপটে
ব্রজরাজ-নন্দনের যোগ্য এই বটে।
ইথে কৃপণতা যদি না করহ তুমি,
"করেতে আইল বংশী" কহিলাম আমি।১০৩
বংশীর উদ্দেশ সব কুন্দলতা জানে,
আমি তার কাছে শুনিয়াছি বিবরণে।

---

(১০২) ভূষণ—অঙ্গের অলঙ্কার, গূঢ়ার্থ—বিলাসে স্পর্শসুখের বাধক হারাদি। অম্বর—পরিহিত-বসন। রত্নঘট—পীনস্তন, এবং তৎস্থিত তারুণ্যরত্ন—নব যৌবন। এই সকল লুঠ করিব। এবং বাহুরূপ রজ্জুতে বাঁধিয়া, পীড়ন এবং প্রহারাদি দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত কন্দর্পের কারাগাররূপ নিকুঞ্জে লইয়া যাইব।

(১০৩) পশ্চিম দেশের লোকে রাজাকে রাজ বলে। সম্ভবতঃ সেই ব্যুৎপত্তিতেই "ব্রজরূপ রাজ্যের আনন্দ প্রদায়ক" এই অর্থে শব্দের প্রয়োগ করিয়া বিশাখা সুন্দরী হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন—হাঁ! ব্রজরাজ-নন্দনের-প্রদত্ত পুরস্কার এমনি চমৎকার হওয়া উচিত! কোনও কসুর না করিয়া যথাযথরূপে পূর্ণাঙ্গে যদি তুমি এইরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকো, তবে মনে কর তোমার বংশী তোমার করে আসিয়া গিয়াছে।

(১০৪) এখন যদি বিশাখা সোজাসোজি বংশীর সন্ধান বলিয়া দেন, তাহা হইলে প্রতিশ্রুত-পুরস্কার গ্রহণরূপ প্রগল্ভ-লীলার-পাত্রী হইয়া সখী সকলের উপহাস সহিতে হয়। সেই জন্য সুকৌশলে সেইটি কুন্দলতার উপরে ফেলিবার নিমিত্ত, এই শ্লোকোক্ত-কথাগুলি বলিলেন। শেষ চরণদ্বয়ের অভিপ্রায় এই যে—কি জানি কুন্দলতার-প্রদত্ত অস্পষ্ট-ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে আমার ভুল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারে তুমি প্রতিশ্রুত উৎকোচাদি দিয়া
বংশীর সন্ধান তব লও হে জানিয়া।
আমার উদ্দেশে প্রাপ্তি কষ্টকর হবে
কুন্দলতা উপদেশে এখনি মিলিবে।১০৪
হাসি কুন্দলতা প্রতি ক'ন বিশাখিকা
ভাগ্য বলে আজি তব লাভ সর্ব্বাধিকা।
নিজ দেবরের বংশী দেহ উদ্দেশিয়া,
দুর্ল'ভ উৎকোচ লও (আনন্দিতা হৈয়া)১০৫
"কুন্দলতা-কর্ণে লাগি বিশাখা সুন্দরী—
কি কহিলা" ইঙ্গিতজ্ঞা রাধা তাহা হেরি।
তখনি দিলেন বাঁশী, তুলসীর করে,
অতি সঙ্গোপনে দিলা সর্ব্ব-অগোচরে।১০৬

হইতে পারে,সুতরাং বংশীপ্রাপ্তি কষ্টকর হওয়ারই কথা. কুন্দলতার উপদেশ লইয়া তুমি অন্বেষণ করিলে এখনি মিলিয়া যাবে।

(১০৫) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অসাধারণত্ব এই যে, উহা কখনও মর্য্যাদার নীতির বা, ধর্মের মূল সূত্র অতিক্রম করে না। কুন্দলতার বিবাহ ইহাদিগের-বিবাহের ন্যায় মায়িক ব্যাপার নহে। সুতরাং শাস্ত্রতঃ এবং ধর্ম্মতঃ তিনি পরস্ত্রী ; সেই জন্য তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ-বিলাসাদি নাই। এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বিশাখার মন-গড়া-কল্পিত পরিহাস মাত্র। সখীগণের পরস্পর-সুখ-সাধনাভিলাষ-মূলক-চেষ্টার ন্যায় সাকৃত-কথা নহে।

(১০৬) প্রাণপ্রিয়তম শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পরস্পর-অঙ্গ সঙ্গ-সংঘটন ও সুখ-সংবর্দ্ধন করাই সখীগণের নিখিল চেষ্টা চরিত্রের সার উদ্দেশ্য। এক্ষণে তাহার তাহা ঘটাইবার মানসে শ্রীমতী বিশাখা, কুন্দলতার কানে কানে কহিলেন "তোমার নিকট বংশী আছে, এই কথা তোমার দেবরকে বলিয়া দেও," ইঙ্গিতজ্ঞা শ্রীশ্রীরাধা ইহা বুঝিতে পারিয়া অতি গোপনে বংশী, তুলসীর হাতে দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরম-আকুতে তবে কুন্দলতা পানে
চাহেন শ্রীকৃষ্ণ; "সব বলিবেক"-জ্ঞানে।
হেরি কুন্দলতা হাসি বিশাখাকে কয়
"আমি নাহি জানি চোর তুয়া দিব্য মোয়।১০৭
জানিতাম যদি আমি বংশীর উদ্দেশ
বিনোৎকচে কহিতাম তাহার বিশেষ।
দেবরের ধন—মোর নিজ ধন মানি,
তোমাদের সমান তো পর নহি আমি।১০৮
নিশ্চয় জানহ তুমি বংশীর উদ্দেশ,
উৎকোচ লইয়া তাহা কহ সবিশেষ।
তুমি অনুকূলা হৈলে শুনহ বিশাখা!
আপন প্রভুর করে আসিবে বংশিকা।১০৯
প্রতিভূ রহিনু আমি উৎকোচের দায়,
ইহো নাহি দিলে আমি দেয়াব তোমায়"।১১০
তবে কৃষ্ণে সন্ধান কহিলা নেত্রেঙ্গিতে,
কৃষ্ণ, মহোৎসুকে গেলা রাধা-সমীপেতে।
স্তব্ধ হৈলা প্রিয়ার কটাক্ষ-শরাঘাতে!!
হেরি কুন্দলতা ক'ন থাকিয়া পশ্চাতে।১১১

---

(১০৭) ৭৮নং শ্লোকানুসারে কুন্দলতাই শ্রীরাধার নিকটে বংশী দিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে সে সংবাদ প্রকাশ করিলেই, পারিতোষিকের পরিহাসে পড়িতে হইবে। সেই মুস্কিল এড়াইবার মৎলবে সকলকে শুনাইয়া বিশাখার প্রতি এই শ্লোকাবধি ১১০নং পর্য্যন্ত চারি শ্লোকের উক্তি। বাস্তবিকই যেন তিনি কিছুই জানেন না! তাহাই আগ্রহ অনুরোধ ও অনুনয় করিয়া যেন বিশাখাকে ১০৯ ও ১১০ শ্লোকের কথায় সাধিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপায়ে ১০৪।১০৫নং শ্লোকোক্ত বিশাখার পরিহাসকেও, ভাসাইয়া দিলেন।

(১১১) এইরূপে পরিহাস-সমরে বিশাখাকে পরাজয় করিয়া অন্তর্হিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"শ্যাম-রস, কৃষ্ণ! রাখিলে যে বংশিকায়—
বিন্দুরূপে, যাহে সর্ব্বজগত ভাসায়।১১২
সেই বিন্দু রাধার চিবুকে বিরাজয়
বংশী চুরি কৈলা রাই, নাহিক সংশয়।
বংশী, বশী-হৈল বিন্দু চিবুকে-লাগিল!
গুপতে লাগিল বিন্দু রাই না জানিল।
না জানাতে বিন্দুটি গোপন করে নাই,
চিবুকেতে বিদ্যমান রহিয়াছে তাই।১১৩
শুন ওহে কৃষ্ণ! বড় সৌভাগ্য তোমার,
দেখিলে যে এই বিন্দু, চিহ্ন-বংশিকা'র।

কুন্দলতা নয়নেঙ্গিতে বংশীহারা হরিকে জানাইয়া দিলেন শ্রীরাধাই বংশী অপহারিণী। মুরারী, অমনি চৌরী প্যারীকে ধরিতে ধাবিত হইলেন, কিন্তু ঈর্ষা-ক্রোধ-মদন-বাম্য-গর্ব্বাভিলাষাদি-নানাভাবের সংমিলিত শক্তিময় তদীয় কটাক্ষ শরের অসহনীয়-বিষম আনন্দাঘাতে, জড় হইয়া পড়িলেন!

(১১২) সুকৌশল-বিশারদা কুন্দলতা, তখন কবিত্বময় কথা দ্বারা তাঁহার সেই বিভোর-ভাব ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়া ১১৫নং পর্য্যন্ত শ্লোকের কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। যথা—দেখ কৃষ্ণ! তুমি বংশীর ছিদ্ররূপ-বিন্দুর ভিতরে যে জগৎ-পরিপ্লাবক কন্দর্পরস (শ্যামরস) রাখিয়াছিলে, উহা, রাধার চিবুকে কস্তুরী-বিন্দুরূপে নিজগুণ প্রকটন পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছে।

(১১৩) অতএব নিশ্চয়ই রাধা তোমার বংশী হরণ করিয়াছেন। "বংশী" এই শব্দেতেও অনুস্বার-বিন্দুরূপে সেই শ্যামরসের-প্রতিবিম্ব বিদ্যমান ছিল। বিন্দুটি বিনোদিনীর চিবুকে লগ্ন হওয়ায়—অনুস্বারচ্যুত-"বংশী" শব্দ-"বশী" হওয়ার ন্যায়—তোমার বংশীটিও রাধার-বশীকৃত হইয়াছে! সুচতুরা রাধা, বংশী লাভের আহ্লাদ-মগ্নতাতে ইহা জানিতে না পারায়, চুরির চিহ্ন এই চিবুকের-বিন্দুটি গোপন করিতে পারে নাই।

(১১৪) যাহা হউক বহু ভাগ্যের গুণে, ব্যাপার-বোধক-এই বিন্দুটি,

৫৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজাধরে আগে বিন্দু, গ্রহণ করহ
পাছে ন্যায়ে জিনি দণ্ডোৎকচ প্রদানহ।১১৪
স্থির হৈল তুয়া বাঁশী রাধিকার ঠাঁই,
লও বা, না লও তাহে মোর ক্ষতি নাই।
উৎকোচের মধ্যস্থ হইয়া আছি আমি,
বিশাখাকে প্রতিশ্রুত-বস্তু দেহ তুমি"।১১৪
কৃষ্ণ ক'ন-"বংশিকার বিন্দু আগে লৈয়া
এখনি উৎকোচ দিব সুস্থির হইয়া।
তবে কুঞ্জ-কারাগারে রাধিকারে নিয়া
বংশী লৈব, উৎকোচও লইব দণ্ডিয়া।১১৬
এত কহি কৃষ্ণ যান—রাধার অন্তিকে,
অধর দংশনে বাঞ্ছা, উৎসাহ অধিকে।
দেখিয়া ললিতা দেবী মিথ্যা-কোপ করি-
মাঝে গিয়া প্রকাশিলা-বচন-চাতুরী।১১৭
মিত্র পূজা না করিতে ক্ষত নাহি কর।
সরো! লোক-ধর্ম্মে দেব-ধর্ম্মেও না ডরো?১১৮

তোমার নয়নগোচর হইয়াছে। অতএব চতুরিণীর দল এইটি লুছিয়া বিলোপ করার পূর্ব্বে—এক্ষণেই—তুমি এই বিন্দুটি আপন অধরে গ্রহণ কর। তারপর বিচার বিতর্ক করিয়া তস্করিণীরদণ্ড, বংশী আদায়, বিশাখাকে উৎকোচ প্রদানাদি করিবা। এইরূপ ছলে চুম্বনের উপায় করিয়া দিলেন।

(১১৮) অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ-কথার বাতাসে লীলাসমুদ্রকে-উত্তাল-তরঙ্গিত করা সখীগণের এক ভারি আমোদ। কৌশল-কলায় সুপণ্ডিতা ললিতাসুন্দরী, সেই অভিপ্রায়ে—নিবারণ-ছলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দ্ব্যর্থবোধক এই শ্লোকোক্ত উৎসাহ ও উত্তেজনা পূর্ণ কথাগুলি বলিলেন। ইহার বাহিরের অর্থ এই যে—আমাদের সখী, মিত্র অর্থাৎ সূর্য্য-পূজার জন্য আসিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ কহিলা রাধে! শুনহ বচন—
আমিও না করি দোষ, না করে দশন।
তুমি দোষ কৈলা বিন্দু-চিবুকে ধরিয়া,
এত সব কথা উঠে এইত লাগিয়া।১১৯
এত বলি কান্তাধর-পান করি বলে,
চুম্বদানে বিন্দু লোপি কহিলেন ছলে।
চিবুকে থাকিয়া বিন্দু দেখিল আমারে-
আইলেক বর্ণ-সাম্য-মিত্রে-মিলিবারে।
দন্ত-দুর্গাশ্রয় কৈল তোমা ভয়ে ভাগি,
"দশন" "দংশন"-হয়ে গেল এই লাগি।১২০

সাবধান! পূজার পূর্ব্বে দশনাঘাতে ক্ষত-উৎপাদন-পূর্ব্বক তাহার পূজা বাদ করিও না!! ছি ছি! তোমার কি লোকাপবাদের ও দেবতার অসন্তুষ্টির ভয়ও নাই? সরিয়া দাড়াও!" ভিতরের অর্থ এই যে—ইনি তো আপন বন্ধু তোমাকেই স্বরযন্ত্রে-পূজা করিতে আসিয়াছেন! এ পূজায় ক্ষতাশৌচ নাই, নিকুঞ্জ-লীলারূপ পূজার আগেই তুমি স্বচ্ছন্দে দশন-দংশনদ্বারা পূজার শুভ অধিবাসোৎসব সাধন কর। এখানে লোকলজ্জার বা তোমার ক্রীড়া (দেবধর্ম) বিঘ্নের কোনও ভয় নাই।

(১১৯) ললিতার কথার উত্তর দিতে গেলেই কথার তুফানে বাঞ্ছিত কার্য্য পণ্ড হইবে। এই ভাবিয়া চতুর-চূড়ামণি, তৎসহ কোনও কথাই না বলিয়া নিজ প্রিয়তমার-সহিত কথা কহার ছলে অল্পে-অল্পে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও কহিলেন শুন রাধে! "আমার, কি আমার-দশনের কোনোও দোষ নেই! তোমার দোষেই এতকথা উঠিতেছে! তুমি চিবুকে বিন্দুধারণ করিলে কেন?"

(১২০) এইরূপ কৌশলে নিকটবর্ত্তী হইয়াই প্রিয়তমার অধর-পান পূর্ব্বক চিবুকে চুম্বদান-দ্বারা বিন্দু-বিলোপ করিয়া-বহিঃ ক্রোধ-ব্যথিতা-কুট্টমিত ভাবা-প্রাণেশ্বরীকে কহিলেন—আগেই তো বলিয়াছি আমার দশনের কোনও দোষ নাই। বর্ণ-সাম্যে আমার মিত্র—তোমার-চিবুকস্থ এই শ্যামোজ্জ্বল-বিন্দুটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি কুন্দলতা ক'ন "বড় ভাল হৈল,
কবিনী ও কবি দোঁহে উত্তম মিলিল।
বিন্দুচ্যুতি-চিত্র কাব্যে তব নিপুণতা,
বিন্দাগমে এ নাগর কবিবর তথা।১২১
গুণী আগে গুণী যদি কৈল আগমন
মণি-মালা দিয়া তাঁর করহ পূজন।১২২
ইহা শুনি কহিলেন রাই সুবদনী,
"দেবর-শিশিরে ফুল্লা-কুন্দলতা তুমি।
অরুণ অধর তাঁর কুসুম-দশনে—
পূজা কেন নাহি কর, কেন কহ আনে" ?১২৩

আমাকে দেখিয়াই আমার অঙ্গের সহিত-মিলিতে ধাবিত হইল। কিন্তু আবার তুমি নিয়া যাইবে বলিয়া (অন্য কোনও অঙ্গেসংলগ্ন না হইয়া) দশনরূপ-দুর্গাশ্রয় করায়-এই কাণ্ড ঘটিয়াছে অর্থাৎ—প্রথমাক্ষরে বিন্দু সংযুক্ত হইলে যেমন দশন শব্দই দংশন হইয়া যায়, তেমনি আমার দশন ও দংশন-ধর্ম্ম-প্রাপ্ত হইয়া তদুচিত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে।

(১২১) এই কথায় আনন্দিতা হইয়া কুন্দলতা কহিলেন—রাধে! তুমি যেমন চমৎকার "কবিনী", তোমার নাগর তেমনি অপূর্ব্ব কবি! তুমি যেমন 'বংশী'কে 'বশী' করিয়া বিন্দুচ্যুতি-চিত্র কাব্যের বিদ্যা-প্রদর্শন করিয়াছ, ইনিও তেমনি দশনকে দংশন-শীল করিয়া বিন্দাগম-চিত্র-কাব্যে পরম-পারদর্শিতা দেখাইলেন।

(১২২) গুণীর নিকটে গুণীর আগমন হইলে মণিমালাদ্বারা সংবর্দ্ধনাই নিয়ম। তোমার নিকটে নাগরের আগমন হইয়াছে, অতএব মণিমালা দিয়া তাহার পূজা কর। মণিমালা শব্দের গূঢ়ার্থ—দশনরূপ মণির-সারি। অতএব তুমিও দশনে প্রতিদংশন পূর্ব্বক প্রতিবাদ-হারের-পুরস্কার দেও, ইহাই আবরিত পরিহাস-রসের প্রেরণা।

(১২৩) শ্রবণমাত্র কথার পরিহাস গূঢ়ার্থ-বুঝিয়া নর্ম্মপণ্ডিতা-শ্রীরাধা কহি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি কুন্দলতা ক'ন—কৃষ্ণে কোপ করি,
এথা হৈতে যাও, বাসভূষা সব ধরি।
মুখরা—মুখরা-নপ্ত্রী ললিতা প্রখরা,
কুটিলা, প্রগল্‌ভা, বহু সংখ্যক, ইহারা।
ভীত, মৃদু, একা, তুমি বংশী কি পাইবে?
পলাইয়া রহ গিয়া যথা সখা সবে।১২৪।১২৫
পর-পুরুষেতে লুব্ধ-চিত্ত এ সবার
ত্যজিয়াছে সব ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার!

লেন—কুন্দলতা! শিশির-প্রপীড়িত-সাধারণ পুষ্পবৎ—তোমার দেবররূপ-শিশিরে সকল সুন্দরীগণ উত্যক্ত্যা! কিন্তু তুমি কুন্দপুষ্পের ন্যায় তাহাতেই প্রফুল্লা! হবে না কেন? দেবর শব্দের অর্থই তো ক্রীড়া গ্রহণকারী (দেব'-র) দেখ কুন্দলতে! সূর্য্যপূজনে কুন্দফুলই প্রশস্ত, অতএব তোমার দশনকুসুমে নিজ দেবরের পূজা করাই তোমার কর্ত্তব্য, অন্যকে তাহা করিতে কহিতেছ কেন?

(১২৪।১২৫) শ্রীরাধার সহিত কথা কাটাকাটিতে কাহারও জয়লাভের উপায় নাই, বিশেষতঃ নবনব-রঙ্গ রচনাই উপস্থিত লীলার রস, তাহারই নিমিত্ত কুন্দলতা যেন শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগকরিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন—দেখ কৃষ্ণ! এই রাধা, মুখরা বুড়ির-নাতিনী, কাজেই কথায় অদ্বিতীয়া! আর এই ললিতাতে লালিত্যের পরিবর্ত্তে প্রখরতার চূড়ান্ত! আর এদের সকল সঙ্গিনীই প্রগল্‌ভা (অর্থাৎ উদ্ধতা, নির্লজ্জা ও দাম্ভিকা! তাহাদের সংখ্যাও অনেক! কিন্তু তুমি মৃদু, ভয়াতুর এবং একা। এমন হইয়া কি তুমি বংশী পাইবে? এই যে তুমি বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়া গর্ব্বিত হইয়া আসিয়াছ, এসব বসনভূষণ বংশীর "ফাও" স্বরূপে ইহাদিগকে প্রদান করিয়া হারুয়ার বেশে এথা হইতে মান লইয়া পলায়ন কর। কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে—"বীর বিক্রমে ইহাদিগকে আক্রমণ কর, নহিলে বংশী পাইবে না," সুবল মধুমঙ্গল তো নিকটেই আছে, ভয় কি? তোমাকে ইহারা কোনও বিড়ম্বনাই করিতে পারিবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাকেও নিজ সঙ্গী করিবারে চায়।
সদৃশী করিতে করে বিবিধ উপায়।১২৬
ধর্ম্মনিষ্ঠ-সাধ্বী আমি, বিমল আশয়,
বাল-দেবরেরো সম্ভাষণ-যোগ্যা নয়।১২৭
হেন আমারেও এরা দুরুক্তি করিয়া—
দুঃখ দেয়! আমি যাই, সহি কি লাগিয়া?
বিশাখাতে বদ্ধ আছি উৎকোচ লাগিয়া
বন্ধ-বিমোচন কর, তারে তাহা দিয়া।১২৮
শ্রীকৃষ্ণ কহেন হাসি "এসো বিশাখিকা!
গ্রহণ করহ রত্ন উৎকোচ-অধিকা।
এত কহি হাসি তারে কৈলা আলিঙ্গন,
হাসি সব সখী কৃষ্ণে করিলা বেষ্টন।১২৯
তা সহ কলহ হৈল মহা কোলাহলে,
রাই, কুঞ্জে গিয়া লুকাইলা এই কালে।
যত্নে মূক করি ভূষা কিঙ্কিনী নূপুরে
প্রবেশ করিলা রাই কুঞ্জের ভিতরে।১৩০

(১২৬।১২৮) হায় হায়! পরপুরুষ-লুব্ধা-এই যৌবন-গর্ব্বিতার দল, ধর্ম্মাধর্ম্মের-বিচার পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে! আমাকে পর্য্যন্ত তাহাদের সমধর্ম্মা করিবার চেষ্টা করিতেছে!! নির্ম্মলমনা, ধর্ম্মনিষ্ঠা সাদৃশী-সাধ্বীকেও কুৎসিৎ কথায়-দুষ্টপরিহাস-দ্বারা দুঃখ দিতে চায়? বিশুদ্ধ চরিত্রা আমি যে বালদেবরেরও রস সম্ভাষণের অযোগ্যা" এই নির্ম্মল-বিচার ইহাদের কলুষিত হৃদয়ে উদয় হইবে কেন? এসকল শুনিয়া ও সহিয়া কাজ কি? আমি এখন ঘরে যাই। এই প্রকার সুকৌশলে শ্রীরাধাদির-পরিহাসের প্রত্যুত্তর দিয়া প্রথমতঃ বিশাখা সুন্দরীর সহিত রঙ্গিয়া-নাগরের দ্বারা দ্বন্দ্ব বাঁধাইবার অভিপ্রায়ে কহিলেন— বিশাখাতে বদ্ধ আছি ইত্যাদি।

(১৩০) পলায়নের ছল করিয়া নির্জ্জনে-কান্তসঙ্গলাভের-অভিপ্রায়ে রসময়ী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা দেখি অতি শঙ্কা পাইয়া তুলসী,
বৃন্দা-কাছে সঙ্গোপনে রাখিলেন বাঁশী;
বংশী পাঞা বৃন্দাদেবী অতি সুখী হৈলা,
হৃদয়ে রাখিয়া তার কহিতে লাগিলা।১৩১
"ক্ষুদ্র বংশে জন্মি তুমি বংশোত্তম হৈলা
সখীসনে রাধাকৃষ্ণে কতসুখ দিলা!"১৩২
বিশাখা, সখীর-হাস্যে—চঞ্চল-নয়নে—
আক্ষেপ করেন কৃষ্ণে গদ্‌গদ বচনে।
বাহু বন্ধ হৈতে কষ্টে বাহির হইয়া-
কহেন শ্রীকৃষ্ণে, রোষ-প্রকাশ করিয়া।১৩৩
আমি নাহি হই তব স্বীয়া বা সহায়া,
বংশীর উদ্দেশ আমি না দিনু বলিয়া।

রাধা, এই সুযোগে নিকটস্থ একটি কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন। এমন সুকৌশল কলায় চলিয়া গেলেন যে কিঙ্কিনী নূপুরাদি কোনও ভূষণেরই শব্দ হইল না। সব যেন বোবা হইল।

(১৩১) এই যে বৃন্দার নিকট বংশী রহিল, ১২শ সর্গের ৩৪নং শ্লোকানুসারে উহা ধরা পড়িবে।

(১৩২) ক্ষুদ্রবংশে—ছোট বাঁশে। বংশোত্তংশ—কুলের শিরোভূষণ, কিম্বা ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্তবাঁশের শ্রেষ্ঠ। চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, দেব মানবাদি সকলেরই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা এবং জন্মজীবনের যথার্থ সার্থকতা একমাত্র সপরিকর-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখসাধনে, ও সেবায়।

(১৩৩) বিশাখার দশা দেখিয়া সকল সখীগণ হাসিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি চঞ্চল নেত্রে তাহাদের ও শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া চাহিয়া—'কুন্দলতার-দেবার ষণ্ড! দিশেহারাধূর্ত্ত! কামোন্মত্ত-পরপীড়ক! উঃ উঃ! বড় দুঃখ পাইতেছি ছাড়ো!" ইত্যাদি-বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি মোর পর ; নিতে নারি পরধন
নিজ ভ্রাতৃ-জায়াকে করহ সমর্পণ ।১৩৪
এত কহি কহিলেন কুন্দলতা প্রতি—
"প্রগল্‌ভা হইয়া কেন হৈলা মুগ্ধামতি ?
দেবরের ধন তুয়া, অন্য ঠাঞি যায়,
রাখহ । মলিনা অন্যা কেন হবে তায় ?১৩৫
ইহা শুনি কুন্দলতা হাসি তারে কন—
"মোর-দেবরের কাছে আছে বহুধন ।
পরম-বদান্য হয় আমার দেবর,
দ্বিজে দান করে ধন, আনন্দ অন্তর ।
তোমরা সুদ্বিজা, আমি সেইতো আশয়ে—
ইহাতে নিষেধ নাহি করি, পাপ ভয়ে ।১৩৬
দান-প্রতিগ্রহে যদি কর, শঙ্কা ভয়
দ্বিগুণ করিয়া ধন দিলেই তো হয় ?"১৩৭

---

(১৩৫) প্রগল্‌ভা অর্থ নিরশঙ্কা ও পরিপক্ক-কামাতুরা । মুগ্ধা—ভয় লজ্জা ও শঙ্কাকুলা নবীনা নায়িকা । শেষ কথার অভিপ্রায়—তুমি যখন কৃষ্ণের দীয়, সহায়া ও বংশীর গোয়েন্দা তখন দেবরের এ ধন তোমার দাবীর ধন, ইহার গ্রহণে পরের মালিন্য, কিন্তু তোমার মালিন্য নাই ।

(১৩৬) দ্বিজ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ—ব্রাহ্মণ, যৌগিক অর্থ—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ । দ্বিজ শব্দে দন্তও বুঝায় । ব্রাহ্মণাদিকে দান—বাহ্যার্থ । দন্তদ্বারা-দংশন দানই গূঢ়ার্থ । আর সুদ্বিজা-শব্দেরও বাহিরের অর্থ—উত্তম বৈশ্য জাতিয়া গোপী । ভিতরের অর্থ—সুদশনা সুন্দরী ।

(১৩৭) স্ত্রীলোক বলিয়া যদি কৃষ্ণ-প্রদত্ত-দান প্রতিগ্রহে সঙ্কুচিত হও, তবে "দানরূপে" না লইয়া উপঢৌকনরূপে লও, এবং উপঢৌকনের-রীতিতে শেষে দ্বিগুণ করিয়া প্রত্যর্পণ কর । সে তো বড় সৌজন্যই বটে ! কথার তাৎপর্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একথা শুনিয়া তবে চিত্রা-সুনয়নী,
বিশাখার প্রতি ক'ন সুমধুর বাণী।—
আপন বেতন কেন বিশাখা! হারাও?
পরদ্রব্য বলি কেন বৃথা ভয় পাও?
যদি কহ ধনী তুমি ধনের কি দায়!
তবে দেও নিজ সখী-কুন্দলতিকায়।১৩৮
শুনি কুন্দলতা ক'ন চিত্রাদেবী প্রতি—
"কৃষ্ণের ধনেতে যদি নাহি কারো মতি।
যার ধন তার ঠাঞি থাকুক সর্ব্বথা,
কিবা ফল আছয় বলিয়া বৃথা কথা?১৩৯
এতকহি তবে কৃষ্ণে ক'ন কুন্দলতা,
হাসিয়া হাসিয়া, যেন করিয়া আস্থতা।

দারস্ত এই যে—শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে যে পরিমাণে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি করিবেন, তোমরা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে তাঁহাকে কর।

(১৩৮) এ শ্লোকে চিত্রাসুন্দরীর বিশাখাকে পরিহাস। কথার যুক্তি এই যে বিশাখে! নিজের প্রাপ্য পুরস্কার বা পরিশ্রমিককে তো পরদ্রব্য বলে না? উহা তো বেতনের মধ্যে গণ্য। তুমি আপন প্রাপ্য বেতন পরিত্যাগ করিতেছ কেন? যদি বল তোমার পূর্ব্বলব্ধধন এত বেশী সঞ্চিত আছে যে আর রাখিবার স্থান নাই, তবে আমি বলি পাওনা ধন কুন্দলতাকে দিয়া দাও! দানে পুণ্য আছে, ত্যাগেতো পুণ্য নাই। পূর্ব্বলব্ধ ধন—শ্রীকৃষ্ণ হৈতে ইতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত বহু চুম্বনালিঙ্গনাদি।

(১৩৯) চিত্রে! "পাওনা ধন, আমাকে-দিয়া দেও" বলিতে গিয়া "কুন্দলতাকে দিয়া দেও" বলিতেছ কেন? লজ্জা লাগে বুঝি? আচ্ছা কৃষ্ণের ধনে যদি তোমাদের কাহারও মৎলব না থাকে তবে তাঁর ধন তার কাছেই থাকুক! অকারণ কথা-চিবাইয়া ফল কি?

৫১

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আদান প্রদান কৃষ্ণ! না হয় উচিত—
তোমার। এ অতি ক্ষুদ্রা-গণের সহিত।
ধনাঢ্য যেমন তুমি তেমনি রাধিকা,
দোঁহে কর আদান-প্রদান-সর্ব্বাধিকা।"১৪০
ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, রাই অন্বেষিয়া-
তথায় শ্রীরাধিকারে দেখিতে না পাঞা।
কহেন—"ললিতা! তুমি গোপন করিয়া—
কোথা রাখিয়াছ রাই? আনহ যাইয়া।
বংশী-চৌরী-রাই তুমি কেন লুকাইলে!
তুমি দণ্ডযোগ্যা হবে, তারে না আনিলে।"১৪১
ললিতা কহেন "আমি দেখি শুনি নাই—
কে জানে কেমন করি কোথা গেলা রাই?
রাজত্ব করহ তুমি, তব যোগ্যাসনে—
আমার কি? আমি ঘরে চলিনু এক্ষণে।১৪২
কোনো সখী ক'ন—"রাই ঘরে চলি গেল!"
কেহ ক'ন—"সূর্য্যপূজা করিতে চলিলা।"

(১৪২) চিরনির্ভীক-ভাববতী-ললিতাসুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণের শাসনভীতিকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া সগর্ব্বে উত্তর দিলেন যে—আমি রাধার-হাজির জামিন নহি যে তাহার গতিবিধির প্রতি চাহিয়া থাকিব? কে জানে তিনি কোথায়? তোমার এইসব রাজার মত-শাসন দমনের-বড়াই দেখিয়া শুনিয়া হাসি রাখা যায় না। যা হোক, তোমাকে অপদস্থ করিয়া কাজ নাই। যাহারা তোমার যোগ্যা—তোমার ভয়ে বুদ্ধি হারা হয় না, তাহাদিগকে লইয়া তুমি কাজ কর, আমি ঘরে চলিলাম।

(১৪৩) শ্রীললিতার ঐ ইঙ্গিতে সখীগণ পরিহাসের রঙ্গবারি বর্ষণে—রসময় শ্রীকৃষ্ণকে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকে তাহারই দিগ্দর্শন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেহ ক'ন—"গেলেন মানস-গঙ্গা স্নানে,
ভবস্পর্শ-অশুদ্ধতা-শুদ্ধির কারণে ।১৪৩
এইসব পরিহাস শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া
কুন্দলতিকার পানে রহিলা চাহিয়া ।
যে কুঞ্জে আছেন রাই কুন্দলতা জানে,
জানাইলা সেই কুঞ্জ নয়নের কোণে।
ইঙ্গিত জানিয়া কৃষ্ণ সেকুঞ্জ-গহ্বরে
প্রবেশ করিলা অতি হরিষ-অন্তরে ।১৪৪
নিরখিয়া, কুন্দলতা সহ সখীগণ
চারিদ্বারে করিলেন কবাট-বন্ধন ।
লতাপাশ দিয়া চারি কবাট-বান্ধিলা,
সেই সেই দ্বারে দ্বারী-হইয়া রহিলা ।১৪৫
প্রাণকান্তে অন্তিকে দেখিয়া সুবদনী,
পলাবারে কুঞ্জদ্বারে আসিলা তখনি ।
দ্বারে আসি দেখিলেন নিরুদ্ধ কবাট
ভঙ্গ হৈল বাহিরেতে গমনের ঠাট !
বলে তাঁরে ধরি শ্যাম, আনিলা শয্যায়,
আনন্দ বাঢ়িল, দোঁহে-পরশি দোহায় ।১৪৬

(১৪৪) কুন্দলতার পানে চাহিবার অর্থ—রাধার সংবাদ-বলিয়া দিয়া এদের বিদ্রূপ হইতে বাঁচাও।

(১৪৫) বাম্য দেখাইবার নিমিত্ত শ্যাম-বিনোদিনী, কুঞ্জ মধ্যহইতে বাহিরে আগমন করিয়া অভীষ্ট লীলায়-বিলম্ব ঘটাইতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে সখীগণ কুন্দলতার সহিত মিলিয়া (শ্রীকৃষ্ণ ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র) একসঙ্গে কুঞ্জের দ্বার চতুষ্টয়ে লতাদ্বারা কবাট বন্ধ করিলেন। এবং দ্বারীর ন্যায় দ্বারের বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য—শ্রীরাধা, দ্বার খুলিতে আসিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কামানলে সুতাপিত কৃষ্ণ-মত্ত-করী
পুলকিলা, রাই-সুরতরঙ্গিণী-হেরি ;
করেন বাঞ্ছিত কত বিহার কৌশল
কত কলা, কত লীলা, হইয়া চপল ।১৩৭
আনন্দে নাগর, নীবী-কঞ্চুলি খোলেন,
কঙ্কনাদি বাজে, রাই,-হাতে বাধা দেন।
"ব-ব-বংশী, দে দে দেহ" নাগর চাহেন
আ-না-না-র কাছে নয় রাধিকা কহেন।
তারুণ্যাদি ধন কৃষ্ণ আত্মসাৎ কৈলা
করিতে তাহার রক্ষা রাই ব্যগ্র হৈলা।
কৃষ্ণ-ধার্ষ্ট্য-সেনাপতি, কৈল-পরাজয়—
রাধা-সখীসম-ধৈর্য্য লজ্জা-বাম্যাদয়. ।১৩৮

বাহুল্য কথার ছলে রাধাও বিলম্ব ঘটাইবেন এবং ততক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাবেন।

(১৩৭) বনানলে প্রতপ্ত-মত্তহস্তী যেমন নদী-নিকটে পাইলে আনন্দিত হইয়া অবগাহনার্থব্যগ্র হয়, কামানলে-উত্তাপিত-শ্রীকৃষ্ণ, সুরতরঙ্গিণী শ্রীরাধার বদন-দর্শনে তদবস্থাপন্ন হইলেন। সুরতরঙ্গিণী শব্দের এক অর্থ গঙ্গা। অন্যার্থ সুরত-রঙ্গিণী। কন্দর্পকেলিতে রঙ্গ-বিস্তারিণী।

(১৩৮) সেখানে কেহ নাই তথাপি বাধা কেন? উত্তর—প্রবৃদ্ধ প্রেমের স্বভাবে। ইহাই প্রেমের মর্য্যাদা, রসিকেন্দ্র নাগরের ইহাতেই সুখ। আনন্দের আধিক্যে কণ্ঠগদ্‌গদ হওয়ায় নীবীকঞ্চুলী খোলায় কাম্যনিক-বৈফিয়ত-রূপে ববংশী ইত্যাদি বাক্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এবং প্রেমগদগদ বাক্যে পরের প্রশ্নে শ্রীরাধা, উত্তর দিলেন।

শ্রীরাধার ধৈর্য্যলজ্জা বাম্য অবহিত্থা প্রভৃতি প্রথমতঃ সখীর ন্যায় শ্রীরাধার অনুবর্ত্তী ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধৃষ্টতারূপ সেনাপতির প্রতাপে তাহারা সকলেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল! অর্থাৎ রসিক-শেখরের পরাক্রম পূর্ণ-উদ্যম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রগাঢ় আবেশ যবে হইল দোহার,
নিজ নিজ পৌরুষতা করিলা অপার।
সীৎকার সহিত কণ্ঠ কূজিতাদি যত
পীযূষ-উৎকর-ধারা বহে শত শত।
অন্যোন্যালিঙ্গন নর্ম্ম-পূর্ব্বক-আচরি
রদে নখে বেশ-বিরচিলা বলিহারি।১৪৭

(ঠাকুর যদুনন্দনের উক্তি)

এইমত নানাক্রীড়া রসের উল্লাস, জয়যুক্ত হও রাধাকৃষ্ণের বিলাস।
যতযত রাধাকৃষ্ণ-কেলি সুমঙ্গল, তাহার শ্রবণে হরে সর্ব্ব অমঙ্গল।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবা অভিলাষে, এযদুনন্দন কহে মধ্যাহ্নবিলাসে

ইতি শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে বংশী-হরণ নাম দশম সর্গ।

রসলীলা-সম্ভূত রসোদ্দীপক-অঙ্গাদির স্পর্শ প্রভাবে—উত্তেজিতা শ্রীরাধার ধৈর্য্য, সঙ্কোচ, লজ্জাদি, সম্পূর্ণরূপে দূর হইল।

(১৪৭) অনন্তর উভয়েই আক্রমণাদি (এই শ্লোকোক্ত)-লীলা-আচরণ দ্বারা রসের-বাদর আরম্ভ করিলেন। নর্ম্মের নমুনা, শ্রীমতীর কথা—সহস্র রমণীর ঝুটা তোমার পবিত্র অধর ও তাহাদের স্তন-কুঙ্কুমাক্ত বক্ষ আমাকে ছুঁয়াইও না। কৃষ্ণের উত্তর—সেই জন্যই বুঝি মুখ বুক ফুলাইয়া দর্প দেখাইতেছ? ইত্যাদি।

ঠাকুর যদুনন্দনের উক্তি

মায়িক সংসারের মায়ার মানুষ আমরা মনে করিতে পারি, নারী পুরুষের-সম্ভোগ-ব্যাপারটি গোপনীয় বস্তু, লজ্জা সংকোচজনক, অশ্লীল বিষয়, গ্রন্থে ইহার বর্ণন কেন? ইহার শ্রবণে পাঠকের হৃদয়ে অশ্লীল-ছবির ছায়াপাত লজ্জাশীলতার-বিলোপ ও রিপুর জাগরণরূপ-অমঙ্গল ও অধঃপাত ঘটিবেনা কেন?

উক্ত পয়ারে ঠাকুর যদুনন্দন ইহারই উত্তর দিয়াছেন। কথার অভিপ্রায় এই যে ইহা প্রাকৃত-কামুক-কামুকীর—নিন্দিত বা অনিন্দিত—জাগতিক-কামা [illegible] নহে। ইহা রসঘন স্বয়ং ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি ও তদৈকাত্ম-বস্তুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্য কান্তাগণের সহিত পরম-মঙ্গল-প্রেমলীলা, ইহার শ্রবণে সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ হয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই এইরূপ।

আত্ম-সুখার্থ-অনুষ্ঠিত বা বাঞ্ছিত সমস্ত কামাচারই—"সর্ব্ব অমঙ্গল।" কারণ শ্রীভগবানের নিত্যদাস-জীবের তাহাতেই বন্ধন এবং তাহারই ফল—সংসার-দুঃখ। এই আদি রসের-কথাই উদাহরণে ধরুন—মায়িক-মানব উহাতে এত লুব্ধ ও এত আসক্ত যে মরণান্তেও, দেহান্তরে বা স্বর্গাদিতে আশাহরণে উহার ভোগ প্রার্থনা করে। এবং ইহারই অবস্থা বিশেষকে প্রেম বলিয়া ভ্রমযুক্ত হয়!!

অমৃতময় অপার্থিব প্রেম, যে কোনও রসেরই হউক না কেন (১) রসময় সর্ব্বেশ্বর হরিই তাহার একমাত্র বিষয়, (২) তাহার সহিত সর্ব্ববিধ-প্রেমব্যবহার চলে, (৩) আর নারী দেহেই আদি-রসাত্মক-সেবা-সৌভাগ্যেরও প্রেমানন্দের পরাবধি। এই সকল সুনিশ্চিত সত্যে অজ্ঞতাই উপরোক্ত-মহা অনর্থের মূল।

এই গ্রন্থোক্ত সমস্ত-প্রেমলীলার-অবগাহনই ঐ সকল সত্য-উপলব্ধির এক মাত্র উপায়। এই সকল লীলা কামক্রীড়া নহে, সুতরাং ইহাদ্বারা যথার্থ অশ্লীলতার উপর লজ্জা ঘৃণাদি নষ্ট হয় না ও রিপুর জাগরণাদি হয় না। পাপের উপর লজ্জা ঘৃণা বিরক্তিই সবিশেষ বৃদ্ধি হয়। তবুও যদি কোনও সজ্জন, ইহাকেও পার্থিব-কামাচার মনে করে, তবে তাহার এসকল লীলা শ্রবণের অধিকার নাই। এই জন্যই বিশ্বাসরূপ-যোগ্যতা লাভ করিয়া, যোগ্য ভক্তের সঙ্গে এই সকল রস শ্রবণাস্বাদনের নিয়ম। এবং এইরূপ শ্রবণাস্বাদনেরই নাম শ্রবণাখ্য ভজন।

(তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা)

বিশেষ কথা। শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত-গ্রন্থে আমাদের সর্ব্বেশ্বরীর কুঞ্জে গমনের প্রকার ও কুঞ্জ-লীলা সম্বন্ধে, দিনান্তরের বিশেষ-কাহিনী অতি সুন্দর বর্ণিত আছে, তাহার মূল কথাগুলি এইরূপ।

কুঞ্জান্তর-স্থিতা-লীলাদর্শনাভিলাষিণী-বৃন্দা ও নান্দীমুখী, কৌতুক-রঙ্গে যোগ না দিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। উভয়েই বাহিরে আসিলেন এবং নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে একটি ফুলের বড় পাপড়ি প্রদান করিয়া মৃদুস্বরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কহিলেন, "তোমার প্রার্থিত শ্রীরাধাদির বাম্য-বিদূরণের-উপায়রূপ-তন্ত্রোক্ত সিদ্ধ মন্ত্র, এই পত্রে ভগবতী পৌর্ণমাসী লিখিয়া দিয়াছেন।"

প্রকৃতপক্ষে উহাতে কিছুই লেখা নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে উহা পাঠের অভিনয় করিয়া, যেন নির্জ্জনে তল্লিখিত মন্ত্রজপের জন্য নিকটস্থ একটি কুঞ্জে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দিব্য তেজযুক্ত দেহে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া শ্রীমতীর মনে হইল—"নিশ্চয়ই ইনি মন্ত্রজপে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, না জানি কি বিড়ম্বনা ঘটাইবেন! অতএব আমি এখান হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া দেখি—ইনি কি করেন!"

শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রাধাকে অন্বেষণ করিতে, এবং সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ললিতার ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, অশোক কুঞ্জে প্রবেশ এবং তথায় নিজ কান্তাকে পাইয়া কহিলেন—বুঝিলাম তুমি কোনও সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছ। কি প্রবল আকর্ষণ! তাহাতে আমি চুম্বকাকৃষ্ট লৌহবৎ আসিয়া পড়িয়াছি! এবং তোমার এত বশীভূত হইয়া গিয়াছি, যে এখন যদি তুমি আমাকে ভুজ-রজ্জুতে বন্ধন করিয়া নখ, দন্তে, ক্ষত-বিক্ষত কর, তথাপি মহা বলবান্ আমি নিষেধ-বাধা দিতে সমর্থ হইব না!

রঙ্গিয়া নাগর-পুঙ্গবের এই প্রকার চাতুরী বচন শ্রবণে প্রথমতঃ ভ্রূকুটি ও হুঙ্কার করিয়া এবং তদনন্তর মৃদু হাসিয়া, রসময়ী-কহিলেন—ধূর্ত্ত! তুমি স্বয়ং পরদারাকর্ষক-মন্ত্র জপিয়া অধর্ম্ম-সঞ্চয় পূর্ব্বক, পতি-পরায়ণা-সতীর উপর কলঙ্ক-নিক্ষেপ করিতে চাও?

প্রাণেশ্বরীর স্মিত-সুধায় ও গদ্‌গদ-বচনামৃতে নাগরবরের নয়ন ও কর্ণ-বিভোর হইল। এই অবসরে বিনোদিনী সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু ধৃষ্টরাজ কি ছাড়িবার পাত্র? তিনি যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেন। অগ্রসর হইয়া প্রিয়-তমার-কঙ্কণ ধারণ করিলে তিনি যেন ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া "হায় হায়! অন্যায় কর কেন?" বলিয়া পরিতাপ করিতে, এবং কুচযুগল স্পর্শ করিলে কুঞ্চিত তনু হইয়া ত্যাগার্থ শপথ প্রদান করিতে, তৎপর বিম্বাধর দংশন করিলে—মিথ্যা-বাধা-ব্যঞ্জক সীৎকার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বলপূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া কেলি শয্যায় লইয়া যাইতে ভঙ্গী, গ্রীবা ও পদদ্বয় উচ্ছলনের সহিত না! না!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না! বলিয়া বাহ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। অনন্তর সম্পন্ন-সম্ভোগ-লীলার মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইল।

শ্রীকৃষ্ণ, মহোৎসবে-কৃতার্থ হইয়া একটি অতি চমৎকার কৌতুকলীলা আরম্ভ করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে—সেবাপরা কিঙ্করীগণের সাহায্যে কলাগুরু, প্রাণপ্রিয়তমার অঙ্গে কৃষ্ণাগুরু বিলেপন এবং নিজ বসনেও যোগ্যোপকরণে তাঁহাকে অবিকল-আপনার ন্যায় পুরুষ-সাজাইয়া করে রুদ্রাক্ষ মালা প্রদান পূর্ব্বক কুশাসনোপরি মুদ্রিত নয়নে জপমুদ্রায় বসাইয়া রাখিলেন, এবং নিজেও কৃষ্ণবর্ণ অগুরুতে চর্চ্চিত হইয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ললিতাদি সখীগণ—নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া "এক সমান-দুই কৃষ্ণ" দর্শনে চমৎকৃতা এবং বিস্ময়-বিমুগ্ধা হইলেন! কে আসল কৃষ্ণ? নিশ্চয় করিবার কোনও উপায় পাইলেন না!

বৃন্দা কহিলেন—আমার নিশ্চয় বিশ্বাস—যিনি রুদ্রাক্ষমালা জপ করিতেছেন, ইনিই আসল কৃষ্ণ, ভগবতী-পৌর্ণমাসীর প্রদত্ত-মন্ত্রপ্রভাবে রাধিকাকে আপন সমান রূপ করিয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতেছেন।

সখীগণ কহিলেন—এই যে আরও জপ করিতেছেন, ইহার ফলে না জানি আরও কত জনের এই দশা ঘটাইবেন! অথবা আরও কি করিবেন!! অতএব আমাদের সখীকে এই মান্ত্রিকের নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়া কর্ত্তব্য। এই যুক্তি করিয়া—'সখি! এসো" বলিয়া আসল কৃষ্ণকে তাহারা রাধা জ্ঞানে হাত ধরিয়া কুঞ্জান্তরে লইয়া গেলেন! কলাগুরু নাগরেন্দ্র, অবিকল শ্রীরাধার ন্যায় কণ্ঠস্বরে ললিতাকে কহিলেন—'সখি! অন্যকার দুঃখের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবার নয়! নির্জ্জনে তোমার নিকটে কহিব"।

কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া সখীগণ কহিলেন—সখি রাধে! তোমার সমগ্র অঙ্গের গুণ ও আকৃতিই অবিকল-নাগরের ন্যায় লাগিতেছে; কণ্ঠস্বর-অবিকৃত রহিল কি করিয়া? হাসিয়া নাগর পূর্ব্ববৎ শ্রীরাধার কণ্ঠস্বরে কহিলেন মন্ত্রপূত জল সে আমার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করায় সর্ব্বশরীর তদাকৃতি হইয়াছে, কিন্তু সে জল মুখের ভিতরে প্রবেশ করে নাই!

অনন্তর "ললিতা নির্জ্জনে-নিগূঢ় কথা শুনুক, তাহার মুখে আমরা পরে শুনিব" এইরূপ পরামর্শ করিয়া অন্য সখীগণ বাহিরে দূরে সরিয়া গেলে—চতুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চূড়ামণি, ললিতাকে গৃহের অভ্যন্তর ভাগে লইয়া গিয়া—দৃঢ়ালিঙ্গন, অধরপান, নীবী ও কঞ্চুলিকা উন্মোচন, উরোজ-দলনাদি করিতে লাগিলে, বিস্মিতা-হইয়া ললিতা কহিলেন—সখী এ কি কর ? রাধার স্বরে নাগর উত্তর করিলেন—ইহাই আমার রহস্য কথা ; লজ্জায় মুখে বলিতে না পারিয়া কার্য্যদ্বারা দেখাইতেছি ! এই বলিয়াই আপনার স্বাভাবিক স্বরে রসালাপ আরম্ভ করিয়া হাস্য রসের ও অদ্ভুত রসের সহায়তায়-পূর্ণরূপে স্বাভীষ্টলীলা সম্পাদন করিলেন।

ইহার পর, কথা শুনাইবার ছলে ললিতা সুন্দরী বাহিরে আসিয়া কহিলেন কেহ দুঃখিত থাকিও না। সখী সকলের নিকটে সমবেত-সভায়-পরিহাসের ভয়ে বলিতে সঙ্কুচিতা বটে, কিন্তু কথা, একে একে সকলকেই বলিবেন, এক একজন করিয়া গিয়া গিয়া শুনিয়া আইস। এই বলিয়া বিশাখাকে ভিতরে প্রেরণ করিলেন, তিনি বাহির হইয়া অন্য একজনকে পাঠাইলেন, এইরূপে ক্রমশঃ একে অপরাকে অভ্যন্তরে-প্রেরণ পূর্ব্বক সকলে সমান-দশাপন্ন হইয়া, কলেবরে ভোগাঙ্ক ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসুখ-সমাধান এবং শ্রীরাধার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।

তদনন্তর সকলসখী, কৃষ্ণবেশিনী শ্রীরাধার নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহাদের সম্ভোগ-চিহ্নাঙ্কিত-অঙ্গদর্শনে সমস্তবিদিতা-কুন্দলতাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—সাধ্বীগণ ! তোমাদের সাযুজ্য-দাতা (অঙ্গে গ্রহণকারী) মাধব তো এখানে। তোমাদের নয়ন-নিরঞ্জন, কেশ মুক্ত, অধর-বিরক্ত, এবং স্তনযুগল-পুনর্ভব-বিঘাতিত ! এইরূপ অঙ্গে চিহ্ন অর্থাৎ মোক্ষ চিহ্ন ময়-বেশ কে করিল ? (নিরঞ্জন শব্দের বাহ্যার্থ নিরুপাধি, গূঢ়ার্থ চুম্বন দ্বারা কজ্জলশূন্য। মুক্ত শব্দের বাহ্যার্থ মায়ামুক্ত ; গূঢ়ার্থ কবরী-বিমোচন। এইরূপ বিরক্ত শব্দের বাহিরা অর্থ আসক্তি-শূন্য, গূঢ়ার্থ—বিশেষ আরক্ত অর্থাৎ দংশন-চিহ্নেও চুম্বন লগ্ন-তাম্বূল রাগে অধিকতর টুকটুকে লাল। পুনর্ভব-বিঘাতিত শব্দের বাহ্যার্থ পুনর্জ্জন্ম-বিনাশ, গূঢ়ার্থ নখাঘাতযুক্ত (কর্ত্তনান্তে আবার জন্মে বলিয়া নখের এক নাম পুনর্ভব) ; আর অনঙ্গ শব্দের বাহ্যার্থ দেহহীন, প্রাপ্ত-মোক্ষদশা এবং কুন্দলতার মনোগত অর্থ-কন্দর্প।

বৃন্দা, কুন্দলতা ও নান্দীমুখী, কৃষ্ণবেশী শ্রীরাধার নিকটেই ছিলেন। কুন্দলতার পরিহাসের পরে নান্দীমুখী কহিলেন—তোমাদের কৃষ্ণ-বেশী সখীকে যে ঘরে লইয়া গিয়াছিলে, তিনি কি এখনও পূর্ব্ববেশেই আছেন ? (এখনও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথার ভিতরের পরিহাস—তোমাদিগের সহিত এতকাণ্ড করিয়াও কি বেশ ভাঙ্গেন নাই ?) এই পরিহাসের প্রত্যুত্তরে মধুর পরিহাস পূর্ব্বক স্মিতমুখী ললিতা কহিলেন—মন্ত্রকৃত সে বেশ সাধারণ চেষ্টায় ঘুচে নাই। তাঁহার বিশ্বাস পরম মহা সাধ্বী কুন্দলতা ও সুতীব্র-তপস্বিনী নান্দীমুখী গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন না করিলে এই যাদু যাইবে না! তাই তোমাদের দুজনকে তাঁর কাছে পাঠাইবার জন্ত আমরা আসিয়াছি, তোমরা এখনি তাঁর কাছে যাও।

নান্দীমুখী কহিলেন—তিনি তো আলিঙ্গনের কাঙ্গাল নয়। আমাদিগকে ডাকিবেন কেন ? তোমরা থাকিতে তাঁহার অভাব কি ?

বৃন্দা কহিলেন—ইহারা মুগ্ধা কুলাঙ্গনা, এদের তপস্যা নাই, তবে সতীত্বটী ছিল বটে, কিন্তু তাহা কৃষ্ণের গুণে আকাশ-কুসুমের ন্যায় বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই কথায় কুন্দলতা বৃন্দাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন—বৃন্দে! তুমি বনদেবী, তোমাতে বিস্তর সিদ্ধি বর্ত্তমান আছে, নানাবিধ ঔষধিও তুমি জানো, তুমি যাও, রাধার এই বেশটি দূর করিয়া দিয়া এসো।

এই কথায় সকলে হাসিতে আরম্ভ করিলে ললিতা কহিলেন—কলহে কাজ নাই; বৈরূপ্য উৎপাদকের কাছেই প্রতিকার আনিয়া লই। এই বলিয়া কৃষ্ণবেশী রাধাকে যেন যথার্থ-কৃষ্ণই জানেন, এইরূপ ভাবে সলজ্জ মধুর বচনে কহিলেন-"নাস্তিক চূড়ামণি! অভীষ্ট তো সিদ্ধ হইয়াছে। এখন কথা কও"

এই কথায় শ্রীরাধা, নিজ স্বাভাবিক-ভাব প্রকটন করিয়া যেন কিছুই তিনি জানে না, এইরূপ অভিনয়ের সহিত নিদ্রোত্থিতের ন্যায় কহিলেন—সখীগণ! তোমরা কখন আসিলে ? তোমাদের সেই ধূর্ত্ত-চূড়ামণি কোথায় ? আমি কি করিতে ছিলাম ?

অনন্তর সখীগণ শ্রীরাধাকে যথাবৎ নিজ বেশে, বাসে ও ভূষণে সাজাইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীরাধার স্বরে (শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) কহিলেন সখীগণ! এই ধূর্ত্তের মায়ার সীমা নাই! আমাকে (অর্থাৎ তিনি যেন রাধা) নিজের ন্যায়-পুরুষ-বানাইয়া এক্ষণে নিজে ঠিক আমার ন্যায় সাজিয়া, অবিকল আমার মত রূপ, লাবণ্য ও স্বভাব ধরিয়া তোমাদিগকে পর্য্যন্ত মোহিত করিতেছে !! ইহার পরে না জানি আরও কত কি করিবে ? অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে আমাদের কাহারও থাকিয়া কল্যাণ নাই। তোমরা আমাকে লইয়া নির্জ্জন-গিরি-গহ্বরে চল।

বহু চেষ্টায় আপনার প্রাণ-প্রেষ্ঠ সখীগণকে, নিজ-নাথের-সম্ভুক্তা করাইবার পর এক্ষণে আবার চতুর-চূড়ামণির সেই চেষ্টাস্থচক-পরিহাস শুনিয়া রাজ-নন্দিনী শ্রীরাধা, হাসিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। সকলের মুখেই হাসির ফুল ফুটিয়া উঠিল। ইত্যাদি

ইতি দশম সর্গের আস্বাদনী তাৎপর্য্য।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একাদশ সর্গ।

মধ্যাহ্নলীলা। শ্রীরাধার অঙ্গমাধুর্য্য-আস্বাদন।

(মূলের প্রথম শ্লোক)

নান্দীমুখীমনুস্মৃতাথসভাং সখীনা
মাগত্য তাং মুরলিকাং হৃদিনিহ্নুবানাং।
বৃন্দাব্রবীৎ ক্বনুগতৌ ব্রজকাননেশৌ ?
সখ্যো ! নিবেদ্যমিহনাবনয়োঃ পদেঽস্তি ॥১

(যদুনন্দন ঠাকুরকৃত বন্দনা)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়ানিধি !
জয়-সনাতন প্রিয় ! রূপ-সুখনিধি !
জয় দাস গদাধর প্রাণ-প্রিয়-প্রাণ !
জয় স্বরূপের প্রিয় ! রঘুনাথ-ত্রাণ !
কৃপা কর কৃপানিধি ! লইনু শরণ,
দুর্ব্বাসনা ছাড়ি সেবো তোমার চরণ।

বন্দনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা—জীব, কাহাকে প্রাণ-সর্ব্বস্ব জানিয়া ভজন করিবে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—পরাৎপর—পরমেশ্বরকে। ইহার পরের প্রশ্ন—তাঁহারতো "ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ও ভগবান" এই স্বরূপে অবস্থিতি; ইহার মধ্যে কোন স্বরূপের ভজন সর্ব্বোত্তম? ইহার বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত উত্তর—ভগবৎ স্বরূপের। কেন? উত্তর—আমরা শক্তি-শূন্য কলিপীড়িত, মায়ার দাস মানুষ। নিজের জোরে কোনও অনুষ্ঠানের দ্বারাই আত্মপায়ের ও অধঃপাতের নিদানীভূত মায়াকে জয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। পরমাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সে বিষয়ে কোনও রূপ সাহায্য পাওয়া যায় না, কারণ পরমাত্মা নির্লিপ্ত দ্রষ্টা এবং ব্রহ্ম নির্ব্বিকার; কাজেই জীবের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় গলে না, তাঁহারা সাক্ষাৎ উদ্ধার কর্ত্তা নহেন!! দয়া কেবল ভগবৎ স্বরূপেরই অসাধারণ ধর্ম্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্তব করে চতুর্ম্মুখ! শঙ্কর ভাবক!
সহস্র মুখেতে গায় মহেন্দ্র সেবক!!
হেন তুমি, তোমারে জানিতে শক্তি কার?
তোমার মিলনে হেতু, করুণা তোমার।
এমন দুর্ল্লভ জন্ম, মনুষ্য-শরীর—
অহঙ্কারে বৃথা গেল! বিধাতা অধীর!!
যেজন সকল ছাড়ি চাহে ভজিবারে,
তোমার দারুণ মায়া সদা তাড়ে তারে!!
কে এমন আছে বীর? সে তাড়না সহি-
তোমা ভজে—আপনার চিত্তে, থির রহি?
অধৈর্য্য মানস মোর—না শুনয়ে বাণী?
কৃপাগুণে বান্ধি রাখো স্বচরণে আনি।

একমাত্র শ্রীভগবানই জীবের দুঃখে কাতর, দুঃখ-নাশক, পরম-মঙ্গলকারী ও সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন উদ্ধার কর্ত্তা। জীব তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করা দুরূহ বলিয়া তিনিই সর্ব্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য শ্রীমূর্ত্তিতে জীবের নিকটে অবতাররূপে প্রকটিত হইয়া জীবোদ্ধার করেন!! ইহার পরের প্রশ্ন—শ্রীভগবৎ-স্বরূপেও তো নারায়ণ, বামন রাম, নৃসিংহাদি অনন্তমূর্ত্তি। তন্মধ্যে কোন রূপের ভজন সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ? - উত্তর—যে স্বরূপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দয়ার প্রকাশ সেই রূপই ভজনীয় ভাগ্যোদয়ে. এইরূপ সরল বিচারের ফলেই প্রকৃত-ভজনোৎকণ্ঠান্বিত সুবুদ্ধিমান্ জনগণের মনে. আপনা হইতে জগন্মঙ্গলাবতার পরম করুণাময় প্রভু শ্রীবিশ্বম্ভর চন্দ্রের শ্রীচরণে রতি মতি ও তদ্ ভজনে আগ্রহের উদয় হয়। অনন্তর সদ্ ভক্তের সহিত অনুশীলনের ফলে তাঁহার ভুবন-মঙ্গল লীলা. রূপ, গুণ ও শ্রীনামের যথার্থ প্রভাবানুভবে এবং কৃপার পরাবধির পরিচয় পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়া তৎপ্রেমে মগ্ন হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।

প্রকৃত পক্ষে ভুবনৈক-বন্ধু কৃপাসিন্ধু শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাতেই সকল সৌভাগ্যের বিকাশ এবং সর্ব্ব অমঙ্গলের নাশ হয়। অতএব তাঁহার সেই দেশকালে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাত্র বিচার বির হত ও অজস্র বর্ষিত নহ। কৃপাটি গ্রহণ ধারণের চেষ্টা করা সর্ব্বথা সর্ব্বজীবের কর্ত্তব্য। তাহা না করাতেই এ হেন মহাসৌভাগ্যের সুদিনে ও আমরা বঞ্চিত হইতেছি !!

শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবাঙ্গভজনার্থ মহাপ্রভুর কৃপাধারণের ভাজন—সর্ব্বাবস্থায়ই—উহা ধরা, অক্লিষ্ট ও আনন্দজনক, কাহারও পক্ষেই তাহা কঠিন-অসাধ্য বা অনধিকারের কার্য্য নহে। তাহার মধ্যেও প্রার্থনা ও বন্দনা এই দুইটী উপায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, অথচ মহাফলপ্রদ। তাই বন্দনীয় যদুনন্দন ঠাকুর এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে নিজে তাহা আচরণ করিয়া, আমুখে আমাদিগকে তৎশিক্ষা দিয়াছেন।

আলোচনীয় পয়ারের প্রারম্ভের "দয়ানিধি!" বিশেষণের প্রয়োগেই পূর্ব্বোক্ত ব্যখ্যা ও অনুরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত।

পয়ারগুলির ধারাবাহিক আস্বাদন যথা—হে দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র! নাম-প্রেমাদি-বিবিধ নিধিতে পরিপূর্ণ-অফুরন্ত-অগাধ অপার-কৃপানিধি তুমি, এমনি সর্ব্বোৎকর্ষে সদা বিরাজিত থাকো; কোনও কারণে যেন তাহাতে ব্যত্যয় ঘটে না! তোমার শ্রীচরণে অনন্ত প্রণাম। হে প্রভো! ধনে, মানে, যশে, প্রভাবে, বিজ্ঞতায় ও দূরদর্শিতায় অতুলনীয়-রাজমন্ত্রী-সনাতন গোস্বামিপাদ সর্ব্বাতিশায়ি-গুণ-রূপ মহিমা কারুণ্যাদি দ্বারা তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, জাগতিক স্বদ্বিমুখ সমস্ত আত্মীয় স্বজনে এবং অন্যান্য সাধনাদিতে আগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র তোমাকেই প্রীতির পরমাস্পদ জানিয়া তোমার শ্রীচরণাশ্রয় করেন। এবং সর্ব্বথা তথাবিধ গুণ-বিদ্যান্বিত-সুবিজ্ঞ-চূড়ামণি বন্দনীয় শ্রীরূপ গোস্বামীও, ঐহিক পারত্রিক-সর্ব্ববিধ সুখকে ধিক্কার করিয়া, সকলসুখের সার তোমার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। এই মহা বিচারক আত্মগণের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান্-না করিবেন? আহা! ইঁহাদের প্রতি তোমার অপরিসীম-করুণার কথা ভাবিয়া কাহার হৃদয় আর্দ্র না হয়? অতদূরেই বা যাই কেন? এই যে আমার প্রাণপ্রিয় সর্ব্বসম্মানিত-সুবিজ্ঞ সুপণ্ডিত—দাস গদাধর মহাশয় তোমাতে প্রাণার্পণ পূর্ব্বক কাটোয়ায় মহামহিমান্বিত তোমার শ্রীবিগ্রহের সেবা স্থাপন করিয়াছেন, এই গদাধরের মহা প্রভাবের কথাও (কাজীগণকে হরিবলানো প্রভৃতি) সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইঁহার পদানুসরণেই বা কাহার না প্রবৃত্তি হয়?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর—"সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম-শাস্ত্রে বৃহস্পতি"; রূপে কীর্ত্তিত, সিদ্ধান্ত-সাগর সিদ্ধজ্ঞানী শ্রীপাদ স্বরূপগোস্বামী মহোদয়ের বিজ্ঞতা, বহুদর্শিতাদি কাহার না সুবিদিত? এই ধন্যনামধন্য স্বরূপ দামোদর-মহোদয় প্রকটলীলা কালে তোমার সমস্ত ব্যাপার যথোচিত রূপে পরীক্ষা করিয়া প্রাণের "প্রাণরূপে" তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন !! এই সকল মহাত্মার প্রাণের প্রাণ-পরমাশ্রয়-তোমার শরণ গ্রহণের 'সঙ্কল্পেই' প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে? তোমার দাস্যাভিমান সুখের নিকটেই অন্য সমস্ত সৌভাগ্য তুচ্ছ লাগে।

হে প্রভো! অযোগ্যাধম-আমি বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম। যাহাতে আমার এই শরণাগতিটি সিদ্ধ হয়, সকল দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সুমঙ্গল শ্রীচরণ ভজন ও অনবরত তোমার গৌরসুন্দর ও শ্যামসুন্দর স্বরূপদ্বয়ের গুণলীলাকীর্ত্তন করিতে পারি, আমাকে সেই কৃপা কর, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদিকে যেন বিষবৎ বোধ হয়।

হে রঘুনাথত্রাণ! যখন পূজ্যপাদ শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তুমি "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য এবং অপ্সরাসম-স্ত্রীর কবল হইতে এবং বিষয়ী পিতামাতার দুশ্ছেদ্য-স্নেহ-বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমসেবা প্রদানের কথা মনে পড়ে, তখন ভরসায় বুক ভরিয়া যায়! আমি, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাও তোমাকে স্তবস্তুতি করিয়া পান না। শঙ্কর দিবানিশি তোমার ভাবে বিভোর। অনন্তদেব, অনন্তকাল যাবৎ সহস্রমুখে তোমার গুণগান করিতেছেন! তথাপি তোমার সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে পারেন না!! তুমি এমনি সুদুর্লভ ধন। তোমাকে পাওয়ার একমাত্র উপায় তোমার করুণা। সেই করুণা এই পরমদয়াল অবতারে যারে তারে, বিনাবিচারে প্রদান করিতেছ। কিন্তু কি দুঃখের কথা হায়! হায়! তথাপি আমি বঞ্চিত!! অহঙ্কারে মজিয়া নিজদোষে বঞ্চিত!! অহো! অহঙ্কারের কি ভীষণ অধঃপাতক শক্তি! উহাতে বিধাতার ধীরতা পর্য্যন্ত ধ্বংস করে! ব্রজলীলায় ব্রহ্মার-বৎস হরণ, ইহার সাক্ষী। আমার সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম এবং সাধের জীবনটিও, কেবল "আমি কর্ত্তা" এই অহঙ্কারে বৃথা গেল !!

শুনিয়াছি মায়া হইতেই অহঙ্কারের জন্ম। কিন্তু প্রভো! তোমার বিস্মৃতিতেই তো মায়ায় অধিকার? তবে যে ব্যক্তি সব ছাড়িয়া তোমাকে ভজিতে চায়, তোমার দারুণমায়া তাঁহাকে তাড়না করে কেন? ওঃ! সে কি সামান্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(ক্রমিক অনুবাদ)

তবে নান্দীমুখীসঙ্গে বৃন্দা হর্ষ-মন,
সখীর সমাজে করিলেন আগমন।
বংশী রাখি আপন হৃদয়ে লুকাইয়া
"রাধাকৃষ্ণ কোথা গেলা ?" পুছেন আসিয়া।
নিবেদন আমাদের, দোহার চরণে—
কিছু আছে। বৃন্দাদেবী ক'ন সখীগণে।১।
সখীগণ কহে—তাঁরা কলহ করিয়া
স্মর-সার্ব্বভৌম স্থানে গেলেন চলিয়া।
কহ শুনি নিবেদন কিবা সে আছয় ?
অথবা, সে যদি অতি গোপনীয় হয়—
কুঞ্জ-পট্ট গৃহে-তবে করহ গমন,
তথাই যাইয়া কথা কর নিবেদন।২।
বৃন্দা ক'ন—শ্রীরাধার দেহ প্রাণ মন—
তোমরা। তোদের কাছে কি আছে গোপন ?
তাঁরা দোহা সঙ্গে যবে থাকো এক ঠাঁই,
তখনি কহিব সব শুনিবে সবাই।৩।

তাড়না ? তাহা সহ্য করিয়া স্থির-চিত্তে যে তোমাকে ভজিতে পারে, বোধ হয় এমন বীর কেহই নাই !! তাহাতেই আমার অধীর মন কথা শুনেনা। মায়িক দুঃখের ভয়ে মায়ার বিরুদ্ধে চলেনা !! অতএব হে প্রভো ! হে কৃপাসিন্ধো ! তোমার জয় হোক। সর্ব্ববাসনাকর তোমার চরণে প্রণতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করি আমার এই দুষ্ট মনকে তোমার কৃপারজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া তোমার শ্রীচরণে স্থির রাখো। আর যেন মায়ার মোহে মন না টলে, দুই দিকে-দৃষ্টিরূপ বিড়ম্বনা হইতে আমাকে রক্ষা কর ! দিবা নিশি যেন তোমার নামরূপ গুণ লীলায় মন লাগিয়া থাকে।

(১।২।৩) দশম সর্গের ১০১ নং শ্লোকানুসারে বৃন্দার নিকটে থাকা শ্রীকৃষ্ণের বংশীকে বুকের কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া, পরের সর্গে-বিবৃত লীলা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিধুবন-বিলাসান্ত-দর্শন-লালসে
বেড়িলা সকল সখী কুঞ্জের চৌপাশে।
রতিলীলা-অবসান-সময় জানিয়া,
রহিলা আনন্দে কুঞ্জ-ছিদ্রে আঁখি দিয়া ।৪
তথা রাধা, বারবার-যতন করিয়া-
"সাজাইয়া দেহ মোরে" শ্রীকৃষ্ণে বলিয়া।—
বেশ-বিরচিতে পুনঃ করেন বারণ!
বিভ্রমের উছলনে অপূর্ব্ব ঘটন !!
এই রসে, সুখে কৃষ্ণ, বেশ-বিরচিলা,
আপনিও প্রিয়া দ্বারা বিভূষিত হৈলা ।৫

বিস্তার করণার্থ বৃন্দাদেবী, কুঞ্জান্তর-স্থিতা নান্দীমুখীকে আগে করিয়া, এই সময় কেলিকুঞ্জের-বহিস্থা ললিতাদি-সখীগণের নিকটে আসিলেন, এবং এই তিন শ্লোকোক্ত-কথাবার্ত্তা হইল। ২নং শ্লোকোক্ত "স্মর-সার্ব্বভৌম" শব্দের অর্থ— চক্রবর্ত্তী-রাজা মদন, অর্থাৎ প্রদ্যুম্নাখ্য-বৃন্দাবন লীলা–সম্পাদক-অপ্রাকৃত কন্দর্প। পট্টগৃহ—রাজ পাঠ।

(৪) "নিধুবন-বিলাসান্ত দর্শন" শব্দে—রাধা-মাধবের কন্দর্পলীলার অবসান দৃশ্য। অর্থাৎ—দোঁহার অনাবৃত ও তরঙ্গিত অঙ্গের-সুষমা; বেশ ভূষাদির বিপর্য্যয়ে ও সম্ভোগ-চিহ্নে কন্দর্পকৃত-শিঙ্গারের-সুমঙ্গল লালিত্য; নয়ন–বদনাদিতে বিকশিত-ভাব মাধুরী, এবং কেলি-শয্যার-সৌভাগ্য অর্থাৎ অঙ্গচর্চ্চা-যাবক-রাগ, কলেবরের- সম্প.র্দ্দন-পরিমল, এবং স্খলিত-বসন-ভূষণাদির শয্যায় পতনের শোভা, দেখা। শ্রীরাধার দাসীগণের-দর্শনানন্দ, ইহা হইতেও অধিক !! তাঁহারা রহোলীলা কালেও বাহিরে থাকিয়া পুষ্প-নির্ম্মিত-টানা-পাখায় ধীর বীজনাদি করিতে পারেন !! পয়ারার্থ সরল।

(৫) "তুমি আমার বেশ-ভূষাদি-সব এলোমেলো করিয়া ফেলিয়াছ। ললিতাদি-সখীরা দেখিয়া বিষম পরিহাস করিবে, যাহা যেমনছিল তেমনি করিয়া দেও।" এই কথা বলায় কথানুসারে-শ্রীকৃষ্ণ বেশ-রচনা করিতে আরম্ভ করিলে স্পর্শ-সুখজ-মদনাবেশ-বিভ্রমে (একে আর কথনের ন্যায়) "একি- করিতেছ ?

৫৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে কৃষ্ণ পদ্মপত্রে, কৌঙ্কুমীয় দ্রবে-
লিখিলা পত্রিকা এক নিজ মনোভাবে।
সে পত্রিকা রাখি শিরো-বেষ্টন-ভিতরে-
উঠিয়া কহেন "প্রিয়ে! চলহ বাহিরে।"৬
সখী-লজ্জা লাগি রাই কুণ্ঠিতা-নির্গমে,
"ন্যায়ে জিতি চৌরী প্রায়" কৃষ্ণ, পরাক্রমে।-
নিজ বামকরে রাই-করেতে ধরিয়া—
কুঞ্জাঙ্গনে আসিলেন হরষিত হৈয়া।৭
কুঞ্চিত-নয়না রাই, শ্যাম প্রফুল্লিত—
দেখি সুখে সখীগণ, বেঢ়িলা ত্বরিত।
সম্ভ্রমে পুছেন তারা, রাইকে সকলে—
আমা সবে ছাড়ি তুমি কোথা গিয়াছিলে?

এখন সাজানো কেন?" ইত্যাদি বাক্যে নিষেধ করেন! এইরূপ অবস্থায়, একে, অন্যের বেশ-বিরচন করিলেন।

(৬) বেশ বিরচন সমাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৯নং শ্লোকোক্ত রঙ্গরচনার অভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ সরিয়া, একটি পদ্মের পাপড়িতে কঙ্কুমের-রসদ্বারা এক পত্র লিখিয়া আপন পাগড়ির ভিতরে থুইয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন—"চল এখন বাহিরে যাই।"

(৭) সখীরা পরিহাসের দ্বারা লজ্জা দিবে-জানিয়া শ্রীরাধা বাহির-হইতে চাহেনা; কিন্তু-বিচারে দোষী সাব্যস্ত চৌরীকে রাজভৃত্যগণ যেমন বলে ধরিয়া কারাগারে লইয়া যায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হাতে ধরিয়া টানিয়া প্রফুল্ল বদনে কুঞ্জের বহিরাঙ্গনে লইয়া আসিলেন।

(৮.৯) তাহা দেখিবামাত্র সখীগণ, নিকটে আসিয়া দুজনকে বেরিয়া দাঁড়াইলেন। এবং অতি ব্যস্ততার সহিত লজ্জা সঙ্কুচিত-নয়না রাধাকে পরিহাস রসাত্মক-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যথা—আমাসবে ছাড়ি তুমি, ইত্যাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাগ না পাইনু তুয়া, বহু অন্বেষণে,—
কোথা দেখা হল তব ধৃষ্ট-কৃষ্ণ সনে ?
যা'হা হোক্ ভাগ্যে শীঘ্র আসিয়া মিলিলা,
ধৃষ্ট-কৃষ্ণ হস্তে পরাভব না পাইলা।৮।৯

এইমত পরিহাস করেন ভঙ্গীতে,
“অঙ্গে রতি-চিহ্ন” কৃষ্ণ, দেখান ইঙ্গিতে।
তাহে লজ্জা-ঈর্ষাদির ভরে উছলিতা-
হইয়া, কহিতে লাগিলেন রাই, কথা।১০
শ্রীকৃষ্ণের হাস্য দেখি ভ্রূভঙ্গী করিয়া-
গদগদ রুদ্ধ কণ্ঠ, চলাধর, হৈয়া।
তর্জ্জনি চালনা করি তাঁহারে তর্জ্জেন,
সখীদের হাস্য দেখি ভঙ্গীতে বলেন-।১১
“গৃহে যাইবার যবে করি আরম্ভন,
বস্ত্র-আকর্ষিয়া তবে করো নিবারণ।
লুকাইয়া রহি যদি গিয়া কোনো স্থানে,
তবে কৃষ্ণে ভঙ্গী করি পাঠাও সেখানে।
সঙ্গে থাকিলেও বিড়ম্বহ, দিয়া তায়,
তোমাদের সঙ্গে থাকা আর না জুয়ায়।১২

(১০।১১) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার অঙ্গেস্থিত রতি-চিহ্ন (নিজ দন্ত নখাঘাত প্রভৃতি) নয়নেঙ্গিতে সখীগণকে দেখাইয়া, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করার আগ্রহ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরাধা লজ্জা ও দ্বেষভরে উচ্ছলিতা হইতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন! সে হাস্যে গদ্‌গদ্ রুদ্ধকণ্ঠী-রাধা, ভ্রূভঙ্গী করিয়া ও স্পন্দিতাধরা হইয়া তর্জ্জনীচালনাদ্বারা তর্জ্জন করিতে (অর্থাৎ অচিরে প্রতিফল দিবার শাসন-ইঙ্গিত প্রকটন করিতে) লাগিলেন, এবং তাহাতে হাস্য-কারিণী সখী সকলকে ১২।১৩ নং শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লুকাইয়া ছিনু গিয়া কুঞ্জের ভিতরে-
দেখাইয়া দিলা স্থান মত্ত-ভুজঙ্গেরে!
মোরে পরশিতে দেখি চঞ্চল আইসে
কণ্টক-লতার মাঝে পশিনু তরাসে।
শত-পত্রা-কুব্জাদিক-কণ্টক লতায়-
সখী হৈয়া আজি রক্ষা করিল আমায়।১৩
এইমত ব্যাজে কথা ক'ন সুবদনী
শুনি কুন্দলতা কহে পরিহাস বাণী।—
যে কহিলে সত্য রাধে! নাহিক সংশয়,
কণ্টক-লতাই আজি তোমারে রক্ষয়।
নিরোধের চিহ্ন-স্পষ্ট-কৃষ্ণাঙ্গে, লতার,
ইহাইতো অপরূপ প্রমাণ তাহার!!১৪

---

(১৩) ভুজঙ্গ শব্দের দুই অর্থ—সর্প ও কামুক। কামুক অর্থই শ্রীমতীর মনোগত। সেই অভিপ্রায়ে কহিলেন—সখীকে রক্ষাকরাই সখীর কার্য্য তোমরাতো সেই কামুককে আমার-অবস্থান-কুঞ্জ দেখাইয়া সে কর্ত্তব্য পালন করিলা! তখন আমি আর কি করিব—নিরুপায় হইয়া শতপত্রা ও কুব্জাদি কণ্টক লতার ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিধির অনুকূলতায় তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধ হইল। কণ্টকলতারাই আজ, সখী-হইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। নহিলে তোমাদের মত্ত-ভুজঙ্গ আজ না জানি আমার কতাই দুর্দ্দশাই করিত!!

(১৪) ব্যাজে—ব্যাজোক্তি অলঙ্কারে। ছলকথা সৃষ্টি করিয়া প্রকৃত কথা গোপনের নাম ব্যাজোক্তি অলঙ্কার। শ্রীরাধার কথার ব্যাখ্যা দ্বারা ছলা-বাহির করণার্থ. কুন্দলতা উপহাসের সহিত যাহা কহিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে—"বুঝিলাম তোমার কণ্টক লতিকা-সখী-সকল খুব-সচেতন-বিক্রমান্বিতা বটে। তাই কৃষ্ণকে নিরোধ করিয়া কণ্টক-নখাঘাতে এমন ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে। অবশ্যই ইহা তোমার কথার সত্যতার উত্তম প্রমাণ বটে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভব-রক্ষা লাগি লতা, কৃষ্ণাঙ্গ-আচটে
অযোগ্য না হয় ; সখী রাখয়ে শঙ্কটে।
কিন্তু এ আশ্চর্য্য !—কেন কণ্টক-নখেতে-
ক্ষতোধিক-চিহ্ন দিল তোমার অঙ্গেতে ?১৫
গোপাঙ্গনা-যুবতী-লম্পট কৃষ্ণচন্দ্র,
উরে চন্দ্রাবলী ধরে নহে কিছু মন্দ।
তুমি কেন ধরিলে সে অ-হিতায় উরে ?
এ দুই বোলের কহ উত্তর আমারে।১৬
এইমত শব্দ শ্লেষ-বচন শুনিয়া,
কহেন ললিতা দেবী "শুন মন দিয়া
পরপুরুষের ভয়ে সতী ব্যগ্র হৈয়া
লতামাঝে প্রবেশয়ে যদি শীঘ্র গিয়া।
তাহাতে কণ্টকে অঙ্গ ক্ষত কি না হয় ?
ইহাতে তোমার কেন শঙ্কা উপজয় ? ১৭

---

(১৫) ঐ রূপে বিদ্রূপ করিয়া আরও কহিলেন—কিন্তু সখি! তোমার সেই সকল সখীরা নখ-কণ্টকে তোমাকে ক্ষতোধিক আচটিত করিল কেন ? সখীরা, শত্রুর কার্য্য কেন করিল ?

(১৬) তবে কি তোমার কণ্টক—বল্লী-সখীগণ শৃঙ্গার-কলায় পরম-নিপুণা বলিয়া সোহাগে সোহাগে, আহ্লাদে তোমার বক্ষদেশে চন্দ্রাবলী রচনা করিয়া তোমাকে সাজাইয়া দিয়াছে ? আর যুবরাজ কৃষ্ণকেও কপট আদরে আটকাইয়া তেমনি সাজাইয়াছে ? তাহা হইলে জানিতে ইচ্ছা করে,-গোপাঙ্গনালম্পট কৃষ্ণ আপন প্রিয়া চন্দ্রাবলীর নাম-সাম্যে নিজের বক্ষে এই সব চন্দ্রাবলী, সাহ্লাদে ধারণ উত্তম কথাই বটে, কিন্তু তোমার সেই অহিত-কারিণীর নাম-সাম্য-ময় এই চন্দ্রাবলীগুলি, তুমি আপন বুকে কষ্ট সহিয়া ধারণ করিলে কেন ?

(১৭) ব্যাজ-কথায় কাজ সিদ্ধ না হইলে বড় লাজ পাইতে ও অপদস্থ হইতে হয়। শ্রীরাধাকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া সুচতুরা ললিতা সুন্দরী, সাহজিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সব রাধাঙ্গের ঐছে বর্ণন শুনিতে,
নানা ভাবোদিত-প্রিয়া বদন হেরিতে।
কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা, দেখি সব সখীগণ—
করিতে লাগিলা সুখে রাধাঙ্গ বর্ণন।১৮
কবিতার মধুর রসালা বিরচিয়া,
রাধাঙ্গ-মাধুরী কর্পূরেতে সুবাসিয়া।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি তাঁরা করেন বর্ণন,
যদিও রাধিকা নেত্রে করেন বারণ।১৯
গোবিন্দের মুখারবিন্দের মন্দহাসি—
মকরন্দ-রসে সব সখীরা উলসি।—
গোবিন্দ-ইঙ্গিতে সবে হাসিতে হাসিতে
শ্রীরাধার অঙ্গ শোভা লাগিলা বর্ণিতে।২০

ও সুসঙ্গত প্রকারান্তরের সরল ব্যাজ-ব্যাক্যের যুক্তিতে কুন্দলতার পরিহাস-শর সমূহ ব্যর্থ করিয়া দিলেন! অধিকন্তু "নিজ মনের অনুরূপ-সন্দেহ-সঙ্কুলা" বলিয়া একটুকু প্রতিদান দিতেও ছাড়িলেন না।

(১৮) ঐ সকল উত্তর-প্রত্যুত্তরে অতি অপূর্ব্ব-কলায় ও অলঙ্কার পারিপাট্যে প্রিয়তমার অঙ্গবর্ণন শুনিয়া এবং তাহাতে-উপজাত শ্রীরাধার ভাব-মাধুরী অবলোকন করিয়া, রঙ্গিয়া নাগরমণি, সখীগণের মুখে এ প্রকারে প্রাণেশ্বরীর প্রতি অঙ্গের বর্ণনাগুলিতে এবং তৎসময়ে সমুত্থিত প্রাণপ্রিয়ার নয়ন-বদনাদির ভাব মাধুরী দেখিতে, আকুল হইয়া উঠিলেন এবং মৃদুমন্দ হাস্যের সহিত নয়নেঙ্গিত দ্বারা সখীগণকে সেই আগ্রহ জ্ঞাপনে বর্ণনের অনুরোধ করিলেন। তাঁহার আগ্রহে সখীরা একে একে বর্ণন করিতে লাগিলেন। (২১ হইতে ১৪৫ পর্য্যন্ত শ্লোকে তদ্বর্ণনা।)

(১৯।২০) দধি দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও গোলমরিচের সহিত চিনি ও এলাচি সংযোগে প্রস্তুত—তৃষ্ণা ও তাপ-শান্তিকর-স্নিগ্ধ-মধুর-পানকের নাম রসালা। সখীগণের কবিত্ব স্বভাবতঃই রসালার গুণসম্পন্ন, তাহাতে আবার রাধাঙ্গ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণন করিছে যেন কুন্দলতিকারে—
এইরূপ ভঙ্গী করি বর্ণেন তাঁহারে।২১

(রাধাঙ্গ-বর্ণন)

"কুন্দলতা-অঙ্গে দেখ ভোগচিহ্নগণ-
মধুসূদনের। বিলসিত-সুশোভন।
অপ্রস্তুত প্রশংসালঙ্কারে শ্লেষ দিয়া
কহিলা ললিতা। অতি আনন্দ পাইয়া।২২
"জগতের শিবলিঙ্গে এক চন্দ্র হয়
তাহাকে জিনিতে এর কুচকুম্ভদ্বয়।—

মাধুরীরূপ-কর্পূরে পরিবাসিত, সুতরাং পরমসুখে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা আস্বাদন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরাধা, নয়নেঙ্গিতে-বারম্বার নিবারণ করিলেও সখীগণ বর্ণনে ক্ষান্ত হইলেন না, কেন হইবেন? তাঁহারা তো জানেন যে শ্রীকৃষ্ণের সুখেই রাধার প্রকৃত সুখ সুতরাং গোবিন্দের-শ্রীমুখকমলের মৃদুমধুর-হাস্যরূপ মকরন্দে উল্লসিতা হইয়া তাঁহারা পরমসুখে প্রত্যেকে গোবিন্দের ইঙ্গিত পাইয়া বর্ণিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহাকে ইঙ্গিত করেন তিনিই বর্ণনা করেন. এইরূপ আনন্দ আরম্ভ হইল।

(২১) যেন শ্রীরাধার নিষেধ ইঙ্গিত-মানিয়া তাঁহাকে বর্ণনা না করিয়া, কুন্দলতার অঙ্গশোভাই বর্ণন করিতেছেন. এইরূপ-রসভঙ্গীতে কুন্দলতার পানে চাহিয়া বর্ণনারম্ভ. এবং এবং ৪১নং শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনা করিলেন।

(২২) "কুন্দলতা অঙ্গে দেখ" ইত্যাদি কথার বহিরার্থ—"হে কৃষ্ণ ও সখীগণ! কুন্দলতার-শরীরে-মধুসূদনের অর্থাৎ ভ্রমরের কৃত ভোগ-চিহ্ন সকল দেখ" ভিতরের অর্থ—কুন্দপুষ্পবৎ-দশন ধারিণী-দেহলতা যার সেই শ্রীরাধার-অঙ্গে মধুসূদন-কৃষ্ণের কৃত ভোগ চিহ্নাবলী দেখ। একের নামে অপরের বর্ণনার নাম "অপ্রস্তুত প্রসংশা" এবং দ্ব্যর্থবোধক বাক্যে—বর্ণনার নাম "শ্লেষালঙ্কার"।

(২৩) এক বস্তুর তাদাত্ম্যে অন্যবস্তুর অর্থাৎ এক বস্তুরূপে অন্যবস্তুর-বর্ণনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নখাঙ্কের ছলে ধরিয়াছে "চন্দ্রগণ" ?
(রূপক, উৎপ্রেক্ষা, বতিরেকেতে বর্ণন।)২৩
কৃষ্ণসুখ লাগি তবে বিশাখা সুদতী
কহিলেন হাসি, বিকাসিয়া দন্তপাঁতি।২৪
এই কুচশম্ভু ; সকলঙ্ক নিরখিয়া
ক্ষয়শীল-সিতকল-চাঁদেরে ত্যাজিয়া !

নামে "রূপকালঙ্কার," এই শ্লোকে কুচযুগলকে দুই শম্ভুরূপে বর্ণনায় রূপকালঙ্কার। শিবের বাণলিঙ্গ-মূর্ত্তি যুবতীর পীনোন্নত স্তনাকৃতি বলিয়া, ও চন্দ্র ধারণ-ধর্ম্মে তাদাত্ম্য। আর উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষের উপন্যাস দ্বারা বিতর্ক সূচক উপমা কথনের নাম—উৎপ্রেক্ষা। 'অবশ্যই, মনেকরি, সম্ভবতঃ, যেন, নিশ্চিত, নয় কি ?' প্রভৃতি শব্দ এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন. উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের পরিচায়ক। এখানে উপমান-শম্ভু হইতে কুচশম্ভুর উৎকর্ষ এবং "তাহারে জিনিতে" শব্দের দ্বারা উৎকর্ষের-হেতু উপন্যাস এবং প্রশ্ন চিহ্নের দ্বারা উহার পরিব্যক্তি। ব্যতিরেক অলঙ্কার—দোষের বা গুণের দ্বারা আধিক্য প্রদর্শন। এখানে কুচশম্ভুর অনেক চন্দ্রধারণ ও অধিকতরগুণশোভায়-ব্যতিরেক অলঙ্কার।

শ্রীরাধার অঙ্গ-বর্ণন শুনিয়া শুনিয়া, তদঙ্গশোভা-স্ফূর্ত্তির-সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনকারিণীর-অঙ্গ শোভার অনুভব, অতি আনন্দজনক-ভজন। অতএব ঐ সখীগণের সংক্ষেপে তাদের বর্ণ বয়সাদি বলিতেছি।—২২।২৩ নং শ্লোকের কথাগুলি শ্রীললিতা সুন্দরীর উক্তি ; তিনি শ্রীরাধা হইতে ২৭ দিনের বয়োজ্যেষ্ঠা, বাম-প্রখরস্বভাবা. গোরচনার-ন্যায় গৌরবর্ণা, শিখিপুচ্ছের ন্যায়-উত্তরীয় বসনে-আবৃতা, তৎপিতার নাম-বিশোক, মাতা বিশারদা, মায়িক বিবাহের পতি—ভৈরব। (২৪) সুদতী—সুদশনা।

(২৫) গগণ-চন্দ্রের কলা না ধরিয়া, শ্রীকৃষ্ণের নখ-চন্দ্রের কলা ধারণের কারণ কি ? এই শ্লোকে তাহার উত্তর যথা (১) আকাশের চাঁদের মোট পনরটি মাত্র কলা !! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নখরূপ-চন্দ্র, অসংখ্য কলান্বিত !—কতকৌশল বিস্তার করিয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই !! (২) আকাশের শশী ক্ষয়শীল, কৃষ্ণপক্ষের প্রতি-তিথিতেই হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়, নখচন্দ্র সদাপূর্ণ ও অক্ষয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সদাপূর্ণ, সুশীতল-অক্ষয়-শশাঙ্ক
কৃষ্ণ-নখ,—ধরিয়াছে তার কলা-অঙ্ক ।২৫
বিশাখার বাক্যে অতি সুতৃপ্তা হইয়া-
চম্পক লতিকা ক'ন কৃষ্ণে সুখ দিয়া ।২৬
"কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-নৃত্য-চিহ্ন নাগ-রঙ্গে,
তাহে-কৃষ্ণ-করাম্বুজ স্পর্দ্ধার তরঙ্গে—
এই কুচরূপ পদ্ম-নাগরঙ্গোপরি
নটন করিয়া চিহ্ন রাখিয়াছে ধরি ।২৭"
ইহা শুনি নারীশ্রেষ্ঠা-চিত্রা সুবদনী-
কহিতে লাগিলা মহা মধুময় বাণী ।২৮

---

(৩) আকাশের-শশাঙ্ক নিজের হিমগুণে আগুন-নিবাইতে পারে না, কিন্তু এই নখচন্দ্রের প্রভাবে কামাগ্নি ও বিরহাগ্নি দুইই নির্ব্বাপিত হয়!! (এই শ্লোকেও পূর্ব্বোক্ত তিন অলঙ্কার।)

বিশাখার ও শ্রীরাধার একদিনে জন্ম। ইনি বিদ্যুদ্বর্ণা এবং তারাবলী-চিত্রাঙ্কিত-উত্তরীয়-ধারিণী। (মুখরার ভগ্নী-পুত্র পাবন ইহার পিতা, জটিলার ভগ্নীকন্যা-দক্ষিণা-মাতা, এবং মায়িক পতির নাম বাহিক।)

(২৭) নাগরঙ্গে অর্থাৎ কালীয়নাগরূপ রঙ্গভূমিতে (নিকমার্থ কালীয়ের মস্তকোপরি) চরণের নৃত্যচিহ্ন-দর্শনে "আমি ইহা অপেক্ষা উত্তম নাগরঙ্গের উপরে নাচিয়া চিহ্ন রাখিব" এই রূপ স্পর্দ্ধা করিয়া যেন করযুগল, এই কুন্দলতার (রাধার) স্তনরূপ পদ্ম-নাগরঙ্গের (নারঙ্গি-ফলের) উপরে স্বেচ্ছানুরূপ-আস্ফালন করিয়া এই সকল চিহ্ন উৎপাদন করিয়াছে। ইহাই আমার মনে লাগে। বিশাখার-বর্ণনায় সুতৃপ্তা হইয়াও "চন্দ্র-চিহ্নাবলী শৃঙ্খলা-হীন উল্টা পাল্টা কেন?" তদ্বিষয়ে এইরূপ রঙ্গে চম্পকলতার উক্তি। (ইঁহার অঙ্গকান্তি-বিকসিত চম্পকপুষ্পের ন্যায়। চাসপক্ষীর ন্যায় নীলবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্রাবৃতা। শ্রীরাধা হইতে একদিনের ছোট। পিতার নাম আরাম, মাতার নাম বাটিকা, মায়িক-বিবাহের পতির নাম চণ্ড।)

(২৮।২৯) চিত্রা ভারিলেন—অনির্ব্বচনীয় বস্তুর কোনও বর্ণনাই নিখুত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্রা-স্বর্ণলতা শ্যাম-তমাল আশ্রয়।
পক্ব-বিম্বদ্বয় তাহে ধরিয়া আছয়॥
চালিত হইয়া তার-শাখা উপশাখা
শ্রীফল-যুগলে হৈল সুবিচিত্র-লেখা।২৯
শুনি তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন হৃষ্টা হৈয়া
সবে সুখী করি, শ্রীরাধারে লজ্জা দিয়া।৩০
"কি আশ্চর্য্য-শোভিত ইহার তনুবন।
মত্ত-কামকরী তাহে করে বিহরণ।
কৃষ্ণ হস্তপদ্ম তার মাহুত যে হয়
নখাঙ্কুশে কুচরূপ-কুম্ভ আকর্ষয়।
তাহাতে হইল এই ক্ষত বিদ্যমান,
লেপন করিল মৃগমদে কুম্ভ-স্থান।"৩১

হয় না, চম্পকলতারও, তা হইল না! নাগরঙ্গ নেবু তো এমন পীনোন্নত নহে! এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি, শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামতমাল, তাহার অঙ্গুলি ও নখকে তমালের-শাখা ও উপশাখা এবং শ্রীরাধাকে স্বর্ণলতা ও তাঁহার-নিতম্ব-স্তন দ্বয়কে বিম্বফল-যুগল ও কন্দর্প চাঞ্চল্যকে সমীর সঞ্চালনের সহিত উৎপ্রেক্ষা দিয়া এই শ্লোক বর্ণনা করিলেন। উপসংহারে উহ্যউক্তি এই যে—সেই জন্যই চিহ্নগুলি নূতনে ও পুরাতনে সংমিলিত!! (এই চিত্রা, কাশ্মীরের ন্যায় গৌর-বর্ণা, সাদা-কাচের ন্যায় উত্তরীয় ধৃতা। শ্রীরাধা হইতে ছয়দিনে ছোট, পিতা চতুর, মাতা চর্চ্চিকা, পতি-মঠ—পিঠর।)

(৩০.৩১) হর্ষিতা হইয়া সকলের মুখপানে এবং শ্রীরাধার পয়োধরের প্রতি প্রফুল্ল নয়ন ঘুরাইয়া রঙ্গভঙ্গীর সহিত তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন—আমার মনে আরও একটী উপমা জাগে। ইহার তনুখানি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের-সুখজনক-একখানি অপূর্ব্ব বন, এই বনে কন্দর্পরূপ-দুর্ন্নিবারণীয় মত্ত মাতঙ্গ সতত বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত সেই মাতা-হাতীকে চালাইবার ও থামাইবার মাহুত; তাঁহার-করাঙ্গুলের নখই অঙ্কুশ; তাই এই অঙ্কুশের তাড়নে কামকরীর-কুম্ভরূপ-স্তনদ্বয়ে এই সকল ক্ষত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দুলেখা, ইহা শুনি উল্লাস পাইয়া-
কহেন, দশন-ইন্দু-পাঁতি প্রকাশিয়া।৩২
"এই সুরতঙ্গিণী, কৃষ্ণ মত্তকরী,
বিহার করয়ে ইথে নিজ বাঞ্ছাপূরি।
নানামতে কর-আস্ফালন সেই কৈল,
কুচ-পদ্ম-কলিযুগে লিখন হইল।"৩৩
ইহা শুনি রঙ্গদেবী কহিতে লাগিলা,
শ্রীরাধা, নয়ন-ঠারি নিষেধ করিলা;
তথাপি কহেন কৃষ্ণের শ্রবণেচ্ছা জানি
কৃষ্ণ-কর্ণ-পূর্ণ করি, সুধাময়ী বাণী।৩৪

চিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছে ও ঘা শুকাইবার জন্য পরিপক্ক-সাহুত তদুপরি কুঙ্কুম লেপন করিয়াছে। নহিলে ইহার উপরে ক্ষতের ঔষধ কুঙ্কুম কেন?" (তুঙ্গ বিদ্যা চন্দন ও কর্পূরের সহিত-পরিপিষ্ট-কুঙ্কুমের ন্যায় কান্তিযুক্তা; পাণ্ডুবর্ণ দুকূলা; শ্রীরাধা হইতে পাঁচদিনে বড়; মাতার নাম মেধা, পিতা পুষ্কর, মায়িক বিবাহের পতি—বালিশ;) আত্যন্তিক দাক্ষিণ্যময়ী।

(৩২।৩৩) যথাবৎ-কৃষ্ণেঙ্গিত পাইয়া উল্লসিতা-ইন্দুলেখা ভাবিলেন—তুঙ্গ-বিদ্যার বর্ণনা অতি চমৎকার! তবু আক্ষেপ গেলনা! অনন্ত ভাবোদ্দীপক-বস্তুকে উপমায় বর্ণন মহানুষ্ঠিত!! ক্রমশঃ কুড্মোন্নত-তরুণীর স্তনের সঙ্গে নারাঙ্গির বা বিম্বের-সুচারু-সাদৃশ্য কোথায়? বিশেষতঃ বিল্ব বা করীকুম্ভের তো সর্ব্বদাই, একাকারে অবস্থান! আর এই কুচযুগল, লীলার বিভিন্নতায় কখন উর্দ্ধমুখ কখনো অধোমুখ কখন বা পার্শ্বাভিমুখ হইয়া বিলাসিত হয়! অতএব বাত্যাদির-পরিচালনে উক্ত ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র-স্ফুটোনোন্মুখ পরিপুষ্ট পদ্মকলিই এই চারুপয়োধরের-অপেক্ষাকৃত-সুন্দর উপমান। এইরূপ পরিভাবন দুর্নিবায় এই শ্লোকের বর্ণনা। (ইন্দুরেখা—হরিতালোজ্জ্বল-গৌরবর্ণা; দাড়িম্ব পুষ্পবৎ-রক্ত উত্তরীয়া, শ্রীরাধা হইতে তিন দিনে কনিষ্ঠা, মাতার নাম-বেলা; পিতার নাম—সাগর; প্রাতীতিক-পতির নাম দুর্ব্বল,)

(৩৪) ইন্দুলেখার বর্ণনা শুনিয়া সহজ-নিকুঞ্জ-বিহার, বিপরীত-বিলাস ও রমা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"এই বক্ষস্থলে দুই সুবর্ণ-কুম্ভেতে
বিধি, তরুণিমা-মণি থুইল গুপতে।
কৃষ্ণ-চৌর, নিজনখ-খন্তী-লাগাইয়া
খনন করিতে তাহা, গেল চিহ্ন হৈয়া।"৩৫
শশিমুখী-রঙ্গদেবিকা কহিলা হাসিয়া-
পরিহাস করি গিরিধরে সম্বোধিয়া।৩৬
"সুবর্ণ-দাড়িমী বনপ্রিয়া-প্রিয়া অতি।
নংফল ধরিল দুই, সুবর্ণের দ্যুতি।

নন প্রভৃতি নানালীলায়, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাণেশ্বরীর-চারুপয়োধরের সংস্থিতি সুখনারির-সুখস্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ পূর্ণ, এবং অনুরাগে ও লজ্জার উদয়ে শ্রীরাধা আরক্ত-বদনা ও লোল-কুন্তলা হইয়া কপট ঈর্ষা ও মিথ্যা ক্রোধাদি নানাভাবের আবেগে সঙ্কুচিত লোচনে সকলকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে রঙ্গদেবীকে নিজাঙ্গ বর্ণনে উন্মুখী দেখিয়া নয়ন চালনে-নিবারণ করিলেন, কিন্তু শুনে কে? আনন্দোন্মত্তা-রঙ্গদেবী বর্ণন করিতে লাগিলেন।

(৩৫) তরুণিম-মণি—নব-যৌবনরূপ-মণি। সুবর্ণ কুম্ভ শ্রীরাধার গৌরবর্ণ উন্নত পয়োধর। গুপতে—গোপন করিয়া, অর্থাৎ কলসের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া তাহাতে যেমন-গালা ইত্যাদি দ্বারা আবরণ দেয়, তেমনি স্তনের-বোঁটারূপ ঢাকুনি দ্বারা ঢাকিয়া, কুঙ্কুম-চর্চ্চা-দিয়া তদাচ্ছাদন পূর্ব্বক লুকাইয়া। (এই শ্লোকের বক্ত্রী-রঙ্গদেবীর বর্ণ পদ্মের পরাগ-কেশরের ন্যায়, উত্তরীয়ের বর্ণ জবাফুলের মত, ইনি শ্রীরাধা হইতে সাত দিনে কনিষ্ঠা। (পিতা—রঙ্গসার, মাতা—করুণা, প্রাতীতিক-পতি—বক্রেক্ষণ, সে ললিতার দেবর;)

(৩৬) চাঁদবদনী-রঙ্গদেবী ভাবিলেন-এত সোজা বর্ণনা না করিয়া আমি আবরণ দিয়া বর্ণিব। যত আবরণে কথা যায়, ততই বস্তুর মর্য্যাদা অধিক হয়; সুতরাং শ্রীরাধিকাকে স্বর্ণ বর্ণ দাড়িমীলতারূপে ব্যাজ-বর্ণনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক, হাসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিলেন—

(৩৭) আমি কাহারও অঙ্গ বর্ণনা করিব না! আমি দেখিতেছি 'স্বর্ণবর্ণ এক সম্পূর্ণ দাড়িমী লতাতে দুইটী সুন্দর-সুবৃহৎ স্বর্ণ-বর্ণ-ফল ধরিয়াছিল, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্যাম-শুক, নখে তাহা খনন করিল,
সেই চিহ্নগণ দুই দাড়িম্বে রহিল।"৩৭
চন্দ্রমুখী সখী তবে অবসর পাঞা
সহাস্য-বদনে ক'ন অতি হৃষ্ট হৈয়া।৩৮
"লোকোত্তর এই স্বর্ণ-দাড়িম্ব-লতিকা,
ফল রহে ভিন্ন! ফুলে রহে বীজ-পাকা!!
ভ্রমরের-ক্ষত পুষ্পে—দেখ বিদ্যমান!
আবরিত-বীজমালা! অপূর্ব্ব-বিধান!!"৩৯
ইহা শুনি হাসিহাসি জ্যেষ্ঠা ক'ন বাণী
সুধাময় কথা—কৃষ্ণকর্ণ-রসায়নী।৪০

গাছটি বন-প্রিয়ের অতি প্রিয়তমা, তথাপি শ্যামশুক তাহা নখে খনন করায়, চমৎকার চিহ্নযুক্ত হইয়াছে।" বনপ্রিয় শব্দের বাহ্যার্থ কোকিল; গুহ্যার্থ—বন-যার-প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্যাম-শুক-শব্দের বাহ্যার্থ—শ্যামবর্ণ শুকপক্ষী, গুহ্যার্থ সুমনোহর নাসিকা-বিশিষ্ট শ্যাম নাগররূপ-শুক-পাখী। বর্ণনাকারিণী সুদেবী রঙ্গদেবীর যমজ ভগ্নী এবং দেবর-পত্নী। বর্ণবস্ত্রাদি উভয়ের সমান। আকৃতিও প্রায় সমান।

(৩৮।৩৯) সখীর সমাজে মর্য্যাদা অতিক্রম নাই। প্রধানা অষ্ট সখীর বর্ণনা শেষ হওয়ায়, অন্যান্যের বর্ণনার অবসর আসিল। তখন চন্দ্রমুখী কহিলেন—শ্রীমতী সুদেবীর বর্ণিত দাড়িমী-লতিকাটি লোকাতীত বস্তু! তাই ইহার ফল একস্থানে এবং ফুল অন্যস্থানে! এবং পক্কবীজগুলি ফলের ভিতরে নহে, ফুলের ভিতরে!! আবার ফুল ভ্রমর-দংশনের-ক্ষত চিহ্নযুক্ত!!!

এইরূপে সুদেবীর ন্যায় ব্যাজগর্ভ-অপূর্ব্ব-বর্ণনায়, শ্রীরাধার আরক্ত ওষ্ঠাধরকে দাড়িম্ব-লতার ফুল, এবং তদভ্যন্তরস্থ দন্ত সমূহকে দাড়িম্বের-পক্কবীজ এবং শ্রীকৃষ্ণের দশন দংশনের চিহ্নগুলিকে ভ্রমর দংশনের ক্ষত, (যাহা কখনও কোথাও হয়না! সেইরূপ) বর্ণনার দ্বারা অলৌকিকতা-প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলকে আনন্দিত করিলেন। (ব্যতিরেকও অতিশয়োক্তি অলঙ্কার)

(৪০) খুলিয়া বর্ণনা করিলে শ্রীরাধার অঙ্গে 'অধিকতর ভাবশাবল্যের-বিক্রম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ইহাঁর লোচনাঞ্জনে কৃষ্ণের অধর-
হইয়াছে যেন পক্ব-জামের সোসর ।
ইহাঁর দশন-শুক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া
সে জম্বুফলের আশে আছয়ে বসিয়া ॥৪১
কৃষ্ণের ইঙ্গিতে তবে কাঞ্চন-লতিকা—
নাম ধরি বর্ণে । নেত্রে বারেন রাধিকা ।৪২
"রাধানাভি, রোমরেখা স্তন ও বদন
হেরিলেই মনে ভ্রান্তি হয় উৎপাদন ।-
সুধা-সরোবরে জাত একটি মৃণালে—
উপজাত, যেন দুই সুবর্ণ কমলে ।—
নিজকরে-মুকুলিত-রাখি নিরন্তর
বিরাজিত বদন,—অপূর্ব্ব-বিধুবর !"॥৪৩

-মাধুরী ব্যক্ত হইবে বলিয়া জ্যেষ্ঠা-ধনিষ্ঠা, অধিকতর খোলা কথায় বর্ণন আরম্ভ করিলেন ।

(৪১) দেখ ইহার (শ্রীরাধার) নয়ন-চুম্বনকালে কাচা কজ্জলের-রং লাগিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা-ঠোঁট দুখানি পাকা জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং তাহাকে প্রকৃত-পক্ব জম্বু বোধে ইহার দশনরূপ-ক্ষুধার্ত্ত শুকপক্ষী তদ্রস আস্বাদনের আশায় বসিয়া আছে ! (লুপ্তোপমাও কাব্যলিঙ্গালঙ্কার)

(৪২) ইহাতে শ্রীরাধা অধিকতর চঞ্চলা, লাঞ্ছিতা, সঙ্কুচিতা, ঈর্ষান্বিতা, ক্রোধস্ফীতা এবং অসহায়-বিপদাভিভূতার ভাবাক্রান্তা হইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুরী-ধারণ করায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল । এবং সর্ব্বনাম-বাচক "ইহার" শব্দ ছাড়িয়া শ্রীরাধার নাম ধরিয়া ঈদৃশ সুস্পষ্টরূপে-বর্ণনের জন্য তিনি কাঞ্চনলতাকে ইঙ্গিত করিলেন এবং ইঙ্গিতজ্ঞা রাধা তাহা বুঝিতে পারিয়া নয়নেঙ্গিতে নিবারণ করিলেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখেই রাধার সুখ জানিয়া অভিজ্ঞা-কাঞ্চনলতা, নাম ধরিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন ।

(৪৩) এই শ্লোকোক্ত-বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীরাধার নাভিটি যেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুনি মৃগনয়নী মাধবী ক'ন হাসি-
শুনেন শ্রীকৃষ্ণ, পরানন্দ-রসে ভাসি ।৪৪
"রাধা নাভি—হোমকুণ্ড। ত্রিবলী মেখলা ;
নিতম্ব-বেদিকা, স্রুব হয়-লোম-মালা।
কুচদ্বয় কুম্ভ, যজ্ঞপীঠ—সুজঘন,
হোতা কাম, করিয়াছে ঘটের স্থাপন।
কণ্ঠ-শঙ্খ। রাধা-অঙ্গ যজ্ঞশালা হয়,
কৃষ্ণ-চিত্তাকর্ষণের যজ্ঞ-সম্পাদয় ।৪৫

অমৃতের কুণ্ড, এবং উদরের উপরিস্থ-উর্দ্ধগামী-রোমাবলীর রেখাটি যেন তাহা হইতে উত্থিত একটি মৃণাল, আর স্তন যুগল যেন ঐ মৃণালের উপরে উপজাত দুইটি বিকাশ যোগ্য পদ্ম-কলি। বদনরূপ অপরূপ-চন্দ্রের গদা উদয়ের ঐ কলি যুগল প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছেনা !! "এই মহাশ্চর্য্য-দর্শনে কে না বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নয়নে তৎপ্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করে ? অতএব রাজনন্দিনী রাধা কৃষ্ণ নেত্রের উপর ঈর্ষা করেন কেন ?" ইহাই কথার ধ্বনি। (অপহ্নুতি অলঙ্কার)

(৪৪) ইহা শুনিয়া মাধবী, অতি সুমধুর হাস্য প্রকাশ করিলেন। সে হাসির অর্থ এই যে—কেবল মাত্র বিস্ময়ে ও কৌতূহলে তো কৃষ্ণ-নেত্রের চাহনি নয় ? অনিবার্য্য অন্য কারণ শুন, যাহার আকর্ষণ উচাটনাদির নিমিত্ত কোথাও আকর্ষণ-যজ্ঞ হয়, সে, সেই-যজ্ঞশালার প্রতি এইরূপ দৃষ্টি না করিয়াই পারেনা !! তাহাই হাসিয়া হাসিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

(৪৫) কৃষ্ণের চিত্ত-আকর্ষণের জন্য কন্দর্প, অভিচার যজ্ঞ করে। শ্রীরাধার অঙ্গ সেই যজ্ঞশালা। রাধার নাভী কূপ সেই যজ্ঞের হোমকুণ্ড ; ত্রিবলী তাহার মেখলা ; নিতম্ব—যজ্ঞ বেদিকা, জঘন—যজ্ঞপীঠ-আসন ; বেদীর উপরে ঐ আসনে কন্দর্প বসে। আর উদরের রোমরেখা ঘৃতাহুতির স্রুব এবং রসপূর্ণ-কুচকুম্ভদ্বয়, এই যজ্ঞের জলপূর্ণ মাঙ্গলিক-স্বর্ণঘট। আকারের ও গম্ভীর হুঙ্কার-শব্দ সাম্যে কণ্ঠ,—স্বর্ণঘটিত-শঙ্খ। এই নিমিত্তই ঐ সকল সকল দ্রব্যের প্রতি, কৃষ্ণের নয়ন সবিশেষ-আকৃষ্ট। (রূপক)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাসন্তী কহেন—রাধা-অঙ্গ নিরখিয়া
বৃষভানু কন্যা ধন্যা !!—ব্যাখ্যান করিয়া।৪৬
রাধিকার ভুরু—ধনু, শ্রীকটাক্ষ—বাণ !
ভুবাহু—পাশাস্ত্র, কণ্ঠ-শঙ্খ অনুপান।
দুইগণ্ডস্থল—হেম-ফলক সমান।
নিতম্ব—রথাঙ্গ ; নখ—অঙ্কুশ প্রমাণ।
অতএব রাই অঙ্গ, অনঙ্গরাজার—
নানা অস্ত্রপূর্ণ সুবিশাল অস্ত্রাগার।৪৭

---

(৪৬) বাসন্তী সখী, প্রেম-বিস্ফারিত-নয়নে শ্রীরাধার অঙ্গ মাধুরী-নিরীক্ষণ করিতে করিতে আনন্দ জড়িত-কণ্ঠে কহিলেন—জগতের মধ্যে আমাদের বৃষভানু রাজনন্দিনীই একমাত্র ধন্যা।

(৪৭) আমার মনে হয় যেন শ্রীরাধার অঙ্গখানি অনঙ্গরাজার এক সুবিশাল গুপ্ত-অস্ত্রাগার ! অনঙ্গ, আপনার পঞ্চবাণাদি সাধারণ অস্ত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে-পরাভব করিতে অপারগ হইয়া—যেন কতকগুলি অসাধারণ অব্যর্থ অস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া এই অস্ত্রাগারে রাখিয়াছে। দেখনা, সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ, চকিতনেত্রে যেন চোরের ন্যায়-ভয়ে ভয়ে "একবার এইটি, একবার ওটি," দর্শন করিতেছেন ! ইহাই কথার অভিপ্রায়। 'রাধিকারভুরুধনু"—টঙ্কারে কৃষ্ণকে ভীত করারও নয়ন শর বর্ষণের জন্য। শ্রীকটাক্ষ, বাণ—দেখিতে মনোহর বটে কিন্তু প্রাণঘাতী !! ভুবাহু, পাশাস্ত্র—সজোরে বাঁধিয়া বিবশ করিবার জন্য। কণ্ঠ, শঙ্খ—ধ্বনিতে নিজের উত্তেজনা বৃদ্ধি করার ও কৃষ্ণকে কাঁপাইবার জন্য। গণ্ড, হেমফলক—(সোণার ঢাল), ইহার আড়ালে লুকাইয়া কৃষ্ণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত। নিতম্ব, রথাঙ্গ—(চক্র) ইহার পরিচালন ফলে-কৃষ্ণের সকল অস্ত্র ব্যর্থ করণার্থ। নখাঙ্কুশ—কৃষ্ণের, গর্ব্বরূপ-মত্ত মাতঙ্গের অবাধ্যতা-নিবারণের নিমিত্ত। (রূপক)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা শুনি বৃন্দাদেবী কহিতে লাগিলা
যাহা শুনি কৃষ্ণ, চিত্তে অতি সুখী হৈলা। ৪৮
রাধার-সুতনু এই সুধা-সুরধুনী,
ভুবাহু-মৃণাল তাতে, স্তন—কোক জানি।
মুখ, নাভি, হস্ত, পদ,—পদ্মগণ হয়,
বক্রালক তাতে দেখি ভ্রমর নিচয়।
হাস্য—কুমুদিনী, নেত্র—ইন্দীবর সম,
লোমাবলী শৈবাল, তাহাতে মনোরম।
কৃষ্ণচিত্ত-করী, মহা আনন্দের ভরে,
কি দিবা কি নিশি তাহে আনন্দে বিহরে। ৪৯

(৪৮।৪৯) ভয়ঙ্করী-কথার অবতারণায় বিক্রম বর্ণনা, বৃন্দার ভাল লাগিল না। কথার স্রোত ফিরাইয়া তিনি রসমাধুর্য্য উদ্দীপন পূর্ব্বক কহিলেন, আমার মনে হয় রাধার এই প্রেমতরঙ্গিত ঢল ঢল তনুখানি যেন সুধার-সুরধুনী; দেখ সুরধুনীর সকল সম্পদ্ই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাই এ শ্লোকে বর্ণনা করিলেন। কোক—যুবতীর স্তনাকৃতি-চক্রবাক পক্ষী। বক্রালক—কোঁকড়া চুল। শৈবাল—সাফ্লা। শ্লোকার্থের নিদর্থ-পরিহাস ধ্বনি এই যে, তাহা না হইলে কৃষ্ণের মনরূপ মত্ত-মাতঙ্গ দিবারাত্র ইহাতে মহানন্দে বিহার করিবে কেন? (রূপক)

পূর্ব্বে ও পরে বর্ণিত পরানন্দ ধামের এইসকল সুললিত-বাগ্বিলাস-ব্যাপারকে, অসম্ভব বা কবিকল্পিত মনে করিলে, আমরা মহামঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইব। এই প্রকার রসরঙ্গময়ী বাচিক-সেবাদ্বারা রসলীলাবিলসিত-প্রাণের প্রাণ পরমদেবতা-শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের আনন্দবর্দ্ধনই সকল পুরুষার্থের সার, এবং প্রয়োজন-তত্ত্বের পরাবধি। বিশ্বাসপূর্ব্বক এই সকল লীলা নিরন্তর পাঠ, শ্রবণ, স্মরণ, অনুধ্যানাদির দ্বারা ইহাতে লালসাবদ্ধ-হওয়াই সকল সাধনাতীত মহাসিদ্ধি। "ব্রজসুন্দরীগণের সকলেই সতত অপ্রাকৃত-মূল-সরস্বতী কর্ত্তৃক-সেবিতা" এই সুনিশ্চিত-সত্যটি প্রাণে ধারণ করিয়া এই সকল লীলাসুধা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনর্ব্বার কৃষ্ণনেত্র-ইঙ্গিত-পাইয়া,
ললিতাদি। এক এক শ্লোক বিরচিয়া—
একে একে সকলেই প্রেমাবিষ্ট হৈয়া,
বর্ণেন রাধিকা অঙ্গ, কৃষ্ণে শুনাইয়া।৫০
শঙ্খ, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, পদ্ম ও কুঞ্জর
রথাঙ্কুশ, বাণ, হল, ধ্বজ মনোহর।
তোমর, স্বস্তিক, ধনু, মীনাদি অঙ্কন
রাধাপদ-যুগতলে যুদ্ধোপকরণ।
যাবক-কবচ-পরি, জগত জিনিয়া
কটকে রাজিত তিনি রাজ্যলক্ষ্মী লৈয়া।৫১

রসের আস্বাদনেই ভজন-সিদ্ধি; এবং অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, অবিশ্বাস করিলে বা জাগতিক ব্যাপারের সহিত-সমতা-মনন করিলে অধঃপাত।

নিজেশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধ্যান, বহুভাগ্যে জগদ্গুরু-গোস্বামিপাদগণের কৃপায় আমরা পাইয়াছি। সমাহিত-চিত্তে প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন না করিলে বড়ই বঞ্চিত হইল।

(৫০) পূর্ব্বোক্তরূপে নিজ প্রাণেশ্বরীর অঙ্গ-বর্ণনা শুনিয়া শুনিয়া রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আনন্দ উথলিয়া উথলিয়া উঠিল। এবং "পৃথক্ পৃথক্ ভাবে" প্রত্যেক অঙ্গের এইপ্রকার ভাব-রসময়ী-বর্ণনা শুনিবার নিমিত্ত শ্রীললিতাদি সখী সকলকে আগ্রহ-ইঙ্গিত জানাইলে, যথাক্রমে তাঁহারা প্রত্যেকে একএকটি-শ্লোক রচনা করিয়া বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন।*

(৫১) নিকুঞ্জলীলার অবসানে ৫নং শ্লোকের বর্ণনানুসারে প্রিয়ার বেশ রচনাকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণে যে স্বহস্তে যাবক পরাইয়া দিয়াছেন, সেই লাক্ষারসে-বর্ম্মিত (আবরিত) যুদ্ধোপকরণরূপে এই শ্লোকে সমর্থে চরণ-চিহ্নের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমতী রাধার শ্রীচরণদ্বয়ে প্রকৃত পক্ষে ১৯টি চিহ্ন আছে, কিন্তু রসপ্রসঙ্গে এ শ্লোকে ১৪টি মাত্র চিহ্নের বর্ণনা করিয়া "আদি" শব্দের

* (ষোড়শ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবর্ণন এবং সপ্তদশ সর্গে তদ্রূপ বর্ণন দ্রষ্টব্য।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা আরোও চিহ্ন থাক।—স্বীকার করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত উনবিংশ চরণ চিহ্নের চিন্তা ভক্তগণের অতি কর্ত্তব্য ভজনাঙ্গ। অতএব আমরা পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড দ্বাদশাধ্যায়ের শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার ধ্যান দিতেছি। যথা—

"ছত্রারিধ্বজবল্লী পুষ্পবলয়ং পদ্মোর্দ্ধরেখাঙ্কুশ
মর্দ্ধেন্দুঞ্চ যবঞ্চবামমথ যা শক্তিং গদাং স্যন্দনম্।
বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত, দর, ধত্তেহন্য সব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমূন-বিংশতি, মহালক্ষ্মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥

অর্থাৎ শ্রীরাধার বাম চরণ তলে ছত্র, চক্র (অরি) ধ্বজ, লতা (বল্লী) পুষ্প, বলয়, পদ্ম উর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধেন্দু (আধখানা চাঁদ) ও যব। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তার নীচে চক্র, তারতলে ছত্র, তারতলে বলয় বিদ্যমান। আর শ্রীচরণের মধ্যভাগ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিস্থান পর্যন্ত কিঞ্চিৎ-বক্র উর্দ্ধরেখা। মধ্যমাঙ্গুলির তলে পদ্ম, তার নীচে পতাকাযুক্ত ধ্বজ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির তলে অঙ্কুশ এবং শ্রীচরণের সর্ব্বনীচে (গোড়ালিতে) অর্দ্ধচন্দ্র, তাহার উপরে লতা ও ফুল, রেখাঙ্কিত।

দক্ষিণ চরণতলে শক্তিশেল, গদা, রথ (স্যন্দন) বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্ব্বত, এবং শঙ্খ (দর) বিরাজিত। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ; তর্জ্জনী ও মধ্যমার তলে পর্ব্বত; কনিষ্ঠার তলে বেদী; তার তলে কুণ্ডল, সর্ব্বনীচে গোড়ালিতে মৎস্য, মৎস্যের উপরে রথ, রথের উভয় পার্শ্বে শক্তি ও গদা বিদ্যমান। "তিনি শুইয়া আছেন, আর আমি চরণোপান্তে-বসিয়া পদ-সেবা করিতে করিতে ঐসব চিহ্ন দেখিতেছি, এইরূপ আবেশে ধ্যান কর্ত্তব্য। মূলশ্লোকে উক্ত উনবিংশ চিহ্নমধ্যে কেবলমাত্র শঙ্খ (দর,) অর্দ্ধচন্দ্র, যব, পদ্ম, অঙ্কুশ; ধ্বজ, তোমর (গদা,) মৎস্য ও স্যন্দন (রথ) এই নয়টি মাত্র চিহ্নের নাম বলিয়াছেন এবং অবশিষ্টগুলির অর্থাৎ চক্র, ছত্র, বল্লী, পুষ্প, বলয়, উর্দ্ধরেখা শক্তি, বেদী, কুণ্ডল, ও পর্ব্বত এই দশটীর নাম ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং অতিরিক্তরূপে কুম্ভ, ধনু, বাণ এই তিনটি চিহ্নের নাম শ্রীরাধার-হস্তাঙ্ক-হইতেও হল ও স্বস্তিক এই দুইটি নাম শ্রীকৃষ্ণের হস্তাঙ্ক হইতে আনিয়া যোগ করিয়াছেন! এইরূপ ব্যতিক্রম করার কারণ বিচার্য্য বটে। আমাদের মনে হয়—এইগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছেন। নানা কথার এইরূপ বিপর্য্যয় বর্ণনা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনে তদনুসন্ধানের ঔৎসুক্য ও বিস্ময় উৎপাদন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যার পদ-দ্যুতি দ্বারা শোভার লবণে-
পাইল পল্লব নাম কিশলয়গণে ।
নলিনী মলিনী হ'য়ে সে পদ প্রভায়-
"পদ মল"-অর্থ যুক্ত "পদ্ম"-নাম পায় ।
রজনীতে কোকবধূ দুঃখে নিনদয়
সেই দশা রক্তোৎপল যা হতে লভয় ;
তাহাতে তাহার নাম হয় "কোকনদ,"
কোথা উপমিত-হবে "রাধার সে পদ" ।৫২

এবং রহস্যলীলার স্মৃতি উদ্দীপন করাই সুচতুরাবক্তৃী ললিতা সুন্দরীর উদ্দেশ, সেইজন্যই পয়ারে "জগত জিনিয়া বিরাজিত" বলিয়াছেন। 'জগত জিনিয়া' শব্দের প্রকরণসঙ্গত-রসময় অর্থ—"জগদ্বিজয়ি কন্দর্পের পরাভবকারি শ্রীকৃষ্ণের মনকে কন্দর্পযুদ্ধে জয় করিয়া।" এই বিজয় ব্যাপারে বাহু বা জঙ্ঘাই তোমোক্ত -তোমর, করনখই অঙ্কুশ, মনই রথ, আনন্দ গর্বই-বিজয় ধ্বজা এবং শঙ্খাদি অপর পাঁচটি মাঙ্গলিক-উপকরণ বলিয়া এই নয়টীর নাম গ্রহণ এবং চক্র ও ছত্র প্রভৃতি নাজ্ঞাতিক ভয়ঙ্কর অস্ত্র বলিয়া ও ছত্র বর্ষী প্রভৃতি যুদ্ধানুষ্ঠানে অবশ্য ব্যবহার্য্য না থাকায় ইহাদের নাম বর্জ্জন। আর হৃদয়াকর্ষক -বক্রবাক্য হল স্বরূপ, মত্ততা কুম্ভর স্বরূপ, ভ্রূ ও নয়ন কটাক্ষ ধনুর্ব্বাণ স্বরূপ, অঙ্গরাগের মঙ্গল মুদ্রা স্বস্তিকরূপে আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন ১৬শ সর্গের ৬নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য। শ্রীরাধার করতল-চিহ্ন ৬৬নং শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

(৫২) অতঃপর বিশাখাসুন্দরী, ব্যতিরেকাদি মধুর অলঙ্কারে মহিমাপ্রাধান্যে পদতলের রাতুল-কান্তির অপূর্ব্বতা বর্ণন করিতে লাগিলেন যথা—"শ্রীরাধার যে পদতলের প্রভায় কমলিনী মলিনী হইয়া "পদের মল"—এই ব্যুৎপত্তিযুক্ত 'পদ্ম'নামে অভিহিত হইয়াছে এবং রক্তকুমুদ মলিন হইয়া (কান্তি গৌরব-কলঙ্কিত হওয়ায় দুঃখে) কোকপক্ষীর দুঃখার্ত্ত-দৈন্য-নিনাদের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া 'কোকের ন্যায় নাদকারী' এই ব্যুৎপত্তিযুক্ত 'কোকনদ" নাম পাইয়াছে ; সে পদতলের তুলনা চলিতে পারেনা !" কথার নিগূঢ়ধ্বনি এই যে—এ হেন মহিমান্বিত [illegible] পর্শ আমরা পাইয়া ধন্য, এ চরণের শোভা কিছুই বাড়াইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপূর্ব্ব-"রাধিকা পদনখ"-চন্দ্রাবলী,
অকলঙ্ক সদাপূর্ণ। বহে গন্ধাবলী।
কৃষ্ণের হৃদয়াকাশে সদাই উদয়।
অরুণ-রুচিতে করে আনন্দ হৃদয়॥
কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়রূপ কৈরব প্রকাশে,
বলে চন্দ্রাবলী-স্মৃতি সতত বিনাশে।৫৩
রাধাপদযুগে "গুল্‌ফ" লুকাইল কেন?
ইহার কারণ মন দিয়া সবে শুন।
রাধাতনু-রাজ্যে নবতারুণ্য-রাজার—
আগমনে। উপজিল অনীতি আচার।

পারেন নাই! আনতারই শোভাও সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। তবে তাঁহারও বিনম্রতা প্রকটিত হইয়াছে বটে। (ব্যতিরেক)

(৫৩) অতঃপর বিচিত্র-রচনা-পটীয়সী চম্পকলতা, রাধা-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া তৎপদনখের-বর্ণনাচ্ছলে শ্রীনখাবলীর সহিত বিপক্ষা কৃষ্ণকান্তা-চন্দ্রাবলীর তুলনা করিয়া, উৎপ্রেক্ষাও শ্লেষাদি অলঙ্কারে তাহার অপকর্ষ-প্রকাশ পূর্ব্বক সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবলীশব্দের যৌগিক অর্থ—চন্দ্রের শ্রেণী, গূঢ়ার্থ ঐ নামের কৃষ্ণকান্তা। শ্রীরাধার পদনখ-রূপ-চন্দ্রাবলী কলঙ্কশূন্য, ক্ষয়শূন্য (সদাপূর্ণ) এবং পরম-সুগন্ধস্রাবী!! শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়াকাশে সতত—উদীয়মান (চন্দ্রবৎ) অরুণকান্তিতে সমুদিত-থাকিতে মহানন্দ প্রদা! আর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপ কুমুদাবলীর প্রফুল্লতাকারীও বারোমাসের সমুদয়চন্দ্রের বা গোপী চন্দ্রাবলীর স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্তকরা যাহার শ্রীপদনখেরই এত শোভা! এত মহিমা! এত মাধুরী! তাঁহার সার্ব্বাঙ্গিক সৌন্দর্য্য বর্ণন কার সাধ্য? কৃষ্ণের ন্যায় এমনি মুগ্ধ হইয়া অনিমিখ-আঁখিতে এই রূপের পানে চাহিয়া থাকাই ঠিক। ইহাই ধ্বন্যর্থ। নখের আরক্তবর্ণ মহত্ত্বক্ষণ। রূপক বিরোধ ব্যতিরেক শ্লেষ।

(৫৪) স্ত্রীলোকের গুল্‌ফ (পায়ের নিম্নস্থ দুইপাশের ঘুটিকা) যত ছোট হয় ততই সুন্দর। শ্রীমতী চিত্রাসখী অপূর্ব্বভঙ্গীতে তাহা ব্যক্ত-করণ দ্বারা ঘুটিকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্তনযুগ, জঘন, এ—দস্যু তিনজন-
মাঝার-স্থূলতা বনে করয়ে লুণ্ঠন।
"ফুকার করিবে মধ্যদেশ," ইহা জানি—
বাঁধিল ত্রিবলী দিয়া, মনে ভয় গণি।
এ সব দেখিয়া রাধা পদের ঘুটিকা
শঙ্কা পাঞা লুকাইল নিজাঙ্গ, অধিকা।৫৪
স্তম্ভ-ভাবারম্ভ হেমরম্ভার করিয়া—
রাধিকার "জঙ্ঘা" এই আছে বিরাজিয়া।
অনঙ্গ-তাপেতে আর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ-করীর-
স্নিগ্ধ-ছায়াশালে-স্তম্ভ, গঠিত বিধির।৫৫
কৃষ্ণ-চিত্ত-মত্তকরী-বন্ধন লাগিয়া
বিধির নিকটে কাম, প্রার্থনা করিয়া

-মহাসৌন্দর্য্য প্রকটনার্থ কহিলেন—শ্রীরাধার গুল্‌ফের বর্ণনা কি করিয়া করিব? উহা যে পদের ভিতরেই লুকাইয়া রহিয়াছে। লুকাইল কেন? শুন বলি!—রাজ-পরিবর্ত্তনে রাজ্যে প্রথমতঃ চোরদস্যু ও বলবানগণের উপদ্রব অবশ্যই হইয়া থাকে। তেমনি শ্রীরাধার দেহরাজ্য হইতে বাল্য পৌগণ্ডের অধিকার অবসান হইয়া নবতারুণ্য রাজার অধিকারে, স্তনদ্বয় ও, জঘন, এই তিনদস্যু মধ্য দেশের স্থূলতারূপ সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে; এবং মধ্যদেশ তাঙ্গুষ্টে ফুৎকার চিৎকার না করিবার জন্য ত্রিবলীরূপ রজ্জুতে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহা দেখিয়া শিষ্ট শান্ত ঘুটিকাগুলি ভয় শঙ্কায় আত্মগোপন পূর্ব্বক লুকাইয়া রহিয়াছে।

(৫৫) অতঃপর সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপা তুঙ্গবুদ্ধি শ্রীমতী তুঙ্গবিদ্যা ঘুটিকার উপরিস্থ জঙ্ঘার বর্ণনা করিয়া কহিলেন—মানের ভয়ে হেমরম্ভাকে স্তম্ভভাব-যুক্ত করিয়া শ্রীরাধার জঙ্ঘা দুইটি দেখ যেন কন্দর্প-তাপিত-কৃষ্ণকরীর স্নিগ্ধ-ছায়াশালার বিধি-নির্ম্মিত-স্বর্ণ স্তম্ভের ন্যায় অটল-গৌরবে স্থির হইয়া বিরাজ করিতেছে! স্তম্ভের অবিচলতায়ই গৃহের দৃঢ়ত্ব ও স্থায়িত্ব, এবং তাহাতেই কৃষ্ণ করীর অবিচল আনন্দ, ইহাই বাচ্যধ্বনি। রূপক ও উৎপ্রেক্ষা।

(৫৬) পরম মনঃসংযোগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, জঙ্ঘার শোভা অবলোকন-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই স্বর্ণালানে তারে রেখেছে বাঁধিয়া
মাধুর্য্যের দৃঢ়তর শৃঙ্খলিকা দিয়া।৫৬
"রাধাজানু" নহে এই অনুমান হয়—
কন্দর্পের গুপ্ত-স্বর্ণ-সম্পুট নিশ্চয়।
গোবিন্দের নেত্র-মন-রত্ন চুরি করি-
সঙ্গোপনে রাখিয়াছে এ সম্পুটে ভরি।৫৭
রাই "উরুযুগ" শোভা কি দিব উপমা?
যতযত বিচারিয়ে কেহ নহে সমা!
করীর শুণ্ডের সম বলিতেও ভয়,
কর্কশ কঠিন-চর্ম্ম! সে কি তুল্য হয়?
রাম-রম্ভা কহিতেও লজ্জালাগে চিতে।
সার হীন বস্তু! অনুচিত উপমাতে।

করিতে দেখিয়া কোকিল-নিন্দিত কণ্ঠে ইন্দুলেখা সুন্দরী কহিলেন—আমার মনে হয় এই দুইটি জঙ্ঘা যেন দুইটি স্বর্ণের আলান (গজবন্ধনের খুটী) শ্রীকৃষ্ণের মনরূপ-হস্তীকে বন্ধনের-নিমিত্ত কন্দর্পের প্রার্থনায় বিধাতা, এই দুইটি আলান তাহাকে গড়িয়া দিয়াছেন। আর কন্দর্প. মাধুর্য্যের-শৃঙ্খল দিয়া কৃষ্ণের মন মাতঙ্গকে উহাতে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।

(৫৭) অতঃপর সুরঙ্গিণী-রঙ্গদেবী জঙ্ঘার উপরিস্থ জানুর অর্থাৎ পায়ের হাটুর বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। অঙ্গে সংগোপিত-হাটুই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যে সবিশেষ প্রশংসনীয়, তাহাই সুকৌশলে প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন—"শ্রীরাধার জানুদ্বয় যেন কন্দর্পের দুইটি গুপ্ত-স্বর্ণ-সম্পুট, গোবিন্দের মনও নয়ন রত্ন রাধার শোভা দ্বারা হরণ করিয়া কন্দর্প সেই চোরা মাল এই জানুরূপ কৌটার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছে।" ইন্দুলেখার দ্বারা জঙ্ঘার বর্ণনা করাইয়া পুনঃ অন্য সখীর দ্বারা জানুর বর্ণনা করাইবার অভিপ্রায়ে—রাধার-জানুদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত দর্শনে, সপরিহাসে মনোরঙ্গে রঙ্গদেবীর এই বর্ণনা।

(৫৮) কেবলমাত্র কাব্যরস আস্বাদ জন্য শ্রীকৃষ্ণের, এই রাধাঙ্গ বর্ণন করা-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে, রাধার উরু—হরি, করভ-বিলাসে-
করাগ্রে সেবন করে পরম-হরষে ।৫৮
বৃষভানু-নন্দিনীর "নিতম্ব-মণ্ডল"
বর্ণিবার-ভাষা নাই ! নাহি বাক্যবল ।
গোবর্দ্ধন-নিতম্বে, ও কালিন্দী-পুলিনে—
বিহরিয়া যতসুখ হয় কৃষ্ণ মনে ।
রাধার নিতম্বে সেই দ্বিবিধ আনন্দ—
এককালে আস্বাদন করেন গোবিন্দ ।৫৯
রাধিকার "শ্রোণীদেশ" পুলিন সমান,
কবি সব কহে । সত্য মানি সে বাখান ।
বিলম্বিত-বেণী হয় যমুনার ধারা,
আকারে নিতম্ব দেশ পুলিনের পারা ।

নের দুর্বার আগ্রহ নহে, যতক্ষণ যে অঙ্গের বর্ণনা চলিবে, ততক্ষণ প্রাণ ভরিয়া-সেই অঙ্গের সৌন্দর্য্য-সুধা আস্বাদন এবং বিশেষ বিশেষ-লীলার উদ্দীপন দ্বারা রসামৃতে নিমজ্জনই চতুর চূড়ামণি-রসিকেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা জানিয়াই কোনও কোনও অঙ্গের বিস্তার বর্ণনা বা দ্বিবিধ-ত্রিবিধ বর্ণনা ইত্যাদি দ্বারা সখীগণ প্রেমসেবা করিতেছেন। তদনুসারে এই শ্লোকে সুচতুরা-সুদেবী কর্তৃক—হরির, করভ বিলাসের উদ্দীপন। করভ বিলাসের অর্থ—করী শাবকের ন্যায় ক্রীড়া পূর্ব্বক, অর্থাৎ-বাচ্চা হস্তী যেমন অভিলষিত-বস্তুর-উপরে আপন শুণ্ডের অগ্রভাগ-বুলাইয়া বুলাইয়া সুখ এবং আমোদ আস্বাদন করে তেমনি (মন প্রাণাদি হরনকারী-হরি) শ্রীকৃষ্ণ, নিজ করতল-বুলাইয়া বুলাইয়া প্রেয়সী শিরোমণি-শ্রীরাধার যে উরুযুগলের লালন-সেবা করেন ! সে উরুযুগলের সহিত কঠিন-কর্কশ করীশুণ্ড বা অসার রামকলা বৃক্ষের তুলনা দিতে আমার ভয় হয়। এসকল বর্ণনা কথার-আড়ম্বর মাত্র নহে, এতদ্দ্বারা লীলার, ও বস্তুর-ধ্যানের উদ্বোধন-আমাদের করা কর্ত্তব্য।

(৫৯) প্রধানা অষ্ট সখীর বর্ণনা সমাপ্ত হইলে—চতুরিণী চন্দ্রমুখী, তার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাঞ্চী-হংস শ্রেণী-শব্দে নট-কৃষ্ণমন
বৃত্তি-নটী সহ রাস করে সর্ব্বক্ষণ।৬০
"করীদেহ, করীকর, করী-কুম্ভসনে—
মধ্যকরি শ্রোণী, উরু-স্তন, চোর তিনে।
নিশ্চয় স্থূলতা চুরি করেছে আমার!"
"রাধা-মধ্যদেশ", এই করিয়া বিচার,
ভয়ে রাগে শোকাবেগে সিংহের সহিত
মিতালি করিয়া, বলী হয়েছে নিশ্চিত।৬১

করিয়া শ্রীরাধার নিতম্ব-দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দোন্মাদিত-করণার্থ কহিলেন—শ্রীরাধার অনির্ব্বচনীয় নিতম্বদেশের বর্ণনা চলেনা, এই শ্রীকৃষ্ণ যেমন করিতেছেন, এমনি অনিমিষে ইহা দেখিয়া আঁখি সফল করিতে হয়। গোবর্দ্ধনতটের ও কালিন্দীতটের বিস্তারিত-রাসস্থলী-যুগলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিলসিত-হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যে পরমাতিশায়ি-সুখ হয়, শ্রীরাধার নিতম্ব-বিলাসে সেই উভয়বিধ সুখ একীভূত ও সমৃদ্ধ হইয়া এককালে উদয় হয়! অতএব বিভোর হইয়া উহা দেখিবেন সে আর বিচিত্র কি?

(৬০) শ্রীকৃষ্ণ, রাধার নিতম্ব হইতে নয়ন সরাইতে পারিতেছেন না! দেখিয়া, শ্রীমতী কাঞ্চনলতাও রসসিঞ্চন পূর্ব্বক চন্দ্রমুখীর বর্ণনার পোষকতায় নিতম্বের প্রকারান্তর বর্ণনা করিয়া কহিলেন, কবিগণ যে যমুনা পুলিনের সহিত রাধার শ্রোণীর উপমা দেন তাহাও সুন্দর বটে, যেহেতু নিতম্বদেশ স্বভাবতঃই পুলিনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং শ্রীরাধার নিতম্ব-লম্বিত-বেণীটি যমুনার সুনীল-নীর-ধারার তুল্য, হংসশ্রেণীর শব্দে-শব্দায়িত-পুলিনের ন্যায় শ্রোণীও, কাঞ্চীর ধ্বনিতে মুখরিত, যমুনাপুলিনে কৃষ্ণ যেমন রাস নৃত্য করিয়া থাকেন, তেমনি রাধার নিতম্বেও তাঁহার মনরূপ নট নিজবৃত্তিরূপা নটীগণের সহিত নৃত্য করে। ঐ দেখ, (ইতিধ্বনি)

(৬১) অতঃপর শ্রীরাধার কটিদেশে রসিক-শেখরের দৃষ্টিভঙ্গী-দর্শনে, মাধবী বুঝিলেন রাসলীলাও নিকুঞ্জলীলা-কালীয় এই ক্ষীণ কটির মহাবিক্রমের কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদয় হইয়াছে। তাহাতে কহিলেন—এই ক্ষীণ ভঙ্গুর-কটির এত

৫৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধার নিতম্ব, স্তন, দরিদ্র আছিল,
মাঝার পুষ্টতা-ধন দুজনে হরিল।
কলহ করয়ে দোঁহে, বিধাতা দেখিয়া
স্থাপন করিলা সীমা ত্রিবলী রচিয়া।৬২
বাল্যরূপ মিত্র যদি দেহ ছাড়ি গেল,
তাহার বিরহে "মধ্যদেশ" ক্ষীণ-হৈল।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলি বিধি, ভয় পাঞা
বাঁধিয়াছে ত্রিবলীর তিনগুণ দিয়া।৬৩
সুধাসরসীতে একি হেমাম্বুজ-দল—
ভৃঙ্গ-মালান্বিত ? মাঝে প্রফুল্ল কমল ?
তা, নহে ; রাধার "নাভী, তুন্দ রোমাবলী,"
(নিশ্চয়ান্ত-সন্দেহে বর্ণন কৈলা আলী।৬৪

অর্জিত দলবিক্রম কেন ? তাহার কারণ শুন,—এই কটি বিচার করিয়া বুঝিল "শ্রোণী, হস্তীদেহের সহিত মিত্রতা করিয়া, এবং উরু, হস্তী-শুণ্ডের-সহিত মিত্রতা করিয়া, এবং কুচযুগল-হস্তীকুম্ভের সহিত মিত্রতা করিয়া আমার মাংসলতা হরণ করিয়াছে। অতএব কোনও মহাবলীর সহিত আমারও মিত্রতা করা আবশ্যক, নহিলে নবযৌবন রাজার-অবিচারের রাজ্যে বাস করা অসাধ্য হইবে"; এই যুক্তি করিয়া সে হস্তী অপেক্ষাও মহাপরাক্রান্ত সিংহের সহিত মিতালি করিয়া তাহা হইতে এতবল লাভ করিয়াছে।

(৬২) আবৃত বা গুপ্ত অঙ্গের প্রত্যক্ষবর্ণন চলেনা, সেইজন্য নিতম্বের বর্ণন রীতিতে বাসন্তী সখী এই শ্লোকে ত্রিবলীর বর্ণনা করিলেন। কিবা শব্দের দ্বারা বিতর্ক পূর্ব্বক পরের শ্লোকেও তদ্বর্ণন।

(৬৪) নানা ভাবে ব্যাকুলিত:-শ্রীরাধার অসম্বৃত-উত্তরীয়ের ফাঁকে পরিদৃষ্ট উদর-শোভা, নাভীর শোভা এবং উদর-রোমাবলীর শোভা, এই শ্লোকে নিশ্চয়ান্ত সন্দেহালঙ্কারে বৃন্দাদেবী অঙ্গুলী-প্রদর্শন দ্বারা দেখাইয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুধার সরসী শ্রীরাধার অঙ্গ ; তাহার উপরে ভাসমান বিচ্ছিন্ন স্বর্ণপদ্মের দল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অশ্বত্থের পত্রগণে কম্পিত করিয়া,
হেম-কমলের দল-সকলে স্তম্ভিয়া।
মহারাজ-লক্ষ্মী সম চারু শোভা ধরি,
লোমাবলীরূপ কস্তুরীর টীকা-পরি।
"উদর" শ্রীরাধিকার, মহিমার নিধি,
বিলসিত হইতেছে শোভার অবধি।৬৫
রাধিকার "করতলে" সৌভাগ্যাঙ্ক যত
সব, কৃষ্ণ সেবা উপচার অঙ্কিত।
ভৃঙ্গার, অম্ভোজ-মালা আর যে ব্যজন
চন্দ্রকলা, ছত্রযূপ কুণ্ডল শোভন।
শঙ্খ, বিল্ববৃক্ষ, বেদী আসন বেকত,
পুষ্প, লতা, চামর স্বস্তিক আদি যত।

অর্থাৎ পাপ্‌ড়ি তাঁহার উদর, তদুপরি-বিলসিত ভৃঙ্গমালা উদর লোমাবলী; এবং প্রফুল্লপদ্ম নাভি। প্রথমতঃ সন্দেহ এবং শেষে নিশ্চয়।

(৬৫) শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল এখনও রাধার উদার উদরের সৌন্দর্য্যদর্শন ছাড়ে নাই দেখিয়া এই শ্লোকেও উদরের বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্বত্থপত্র এবং স্বর্ণ-কমলের দলের সহিত আকার সাদৃশ্যে তুলনা করিয়া—'এই উদরের সৌন্দর্য্য-প্রতাপে ভীত হইয়া অশ্বত্থপত্র সতত কম্পিত এবং স্বর্ণপদ্মের দলসকল, স্তম্ভিত" এই কথাদ্বারা তাহাদের অপকর্ষ প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক কহিলেন—ইহাদিগকে পরাভব করিয়া বিজয়িনী উদরশোভা, লোমাবলিরূপ-কস্তুরীর রাজটীকা পরিয়া মহতী রাজলক্ষ্মীর ন্যায় শোভা ও মহিমায় বিরাজিত!!" রাজার বা রাজ্ঞীর দর্শন, স্থির ও অচঞ্চল হইয়া করিতে হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল নেত্রদ্বয় এখন অনিমিষ, ইহাই পরিহাসধ্বনি।

(৬৬) শ্রীকৃষ্ণ, সহজেই নিজ প্রাণেশ্বরীর অঙ্গ শোভায় সদানুর, তাহার উপর স্বরসিকা সখীগণ কবিতা কুসুমে সাজাইয়া ও লীলা জাগাইয়া তাহা দেখাইতেছেন! কাজেই শ্রীকৃষ্ণের সাধ মিটিতেছে না, এইরূপে ইত্যাদি অঙ্গের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুই হস্ত তলেতে-এই যে চিহ্নগণ ;
কৃষ্ণপরিচর্য্যা লাগি করিলা ধারণ ।৬৬
কামাঙ্কুশ সমতীক্ষ্ণ যার শিরোদেশ,
মাণিক্যের পূর্ণচন্দ্রে শোভিত-বিশেষ ।
এরূপ চম্পক-কলি-শ্রেণী যদি হয় ;
তাহা যদি বিকসিত-কমলে মিলয় ।
কিশলয় কমল-বিজয়ী শোভাময়
"রাধাহস্ত"সহ তবে উপমা চলয় ।৬৭
রাধিকার "করনখ" তীক্ষ্ণকামটঙ্ক,
উৎকীর্ণ-চিত্রেতে লিখে নানাসূক্ষ্ম অঙ্ক ।

অঙ্গেরও বর্ণনার্থ সখীগণকে ইঙ্গিত করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীললিতাসুন্দরী শ্রীচরণের চিহ্ন হইতে বর্ণনা ধরিয়াছিলেন, এবারে শ্রীহস্তের সৌভাগ্য-চিহ্নাবলী হইতে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। সকল কথার সারার্থে শ্লোকের উপসংহার এইরূপ পরিহাস-বিস্ময়-উহ্য যে—তথাপিও হাত দুখানি কৃষ্ণসেবা করিতেছনা কেন? আদি শব্দে বাণ, তোমর, বাজী, কুঞ্জর, বৃষ, অঙ্কুশ বজ্র, শকট, ধন এবং অসি। সে গুলি সেবোপকরণ নহে বলিয়া শ্লোকে ধরেন নাই।

(৬৭) স্মিতবদনা বিশাখা সুন্দরী, শ্রীরাধার করাঙ্গুলির বর্ণন-প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া কহিলেন—জগতে যদি এমত চম্পকের-কলি থাকিত—যাহার শিরোভাগে, কামাঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ প্রান্ত মাণিক্যের চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত, এবং এইরূপ পাচ পাচটি চম্পক-কলি যদি প্রফুল্ল-পদ্মের প্রান্ত হইতে বাহির হইত, তাহা হইলেই শ্রীরাধার নখচন্দ্ররাজিত-করাঙ্গুলির ও কিশলয়-কমল-বিজয়ি করতলের সহিত তুলনা দিয়া বর্ণনা করা কথঞ্চিৎ চলিতে পারিত, জগতেতো তাহা নাই! (অতএব) যার তুলনা তার ঠাঁই।

(৬৮) কন্দর্প, সৌন্দর্য্যের দেবতা। তাঁহার সকলদ্রব্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, অথবা দ্রব্যদ্বারাই তৎস্বামীর- উদ্দীপন হয় বলিয়া—কামাঙ্কুশ, কামটঙ্ক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করিয়া করেন। শ্রীমতী চম্পকলতা পূর্ব্বশ্লোকের পরিশিষ্টরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণবক্ষস্থল, নীলরত্নের কবাট
উল্লাসে লিখিল তাতে নানা চিত্রঠাট ।৬৮
শ্রীরাধার "বাহুযুগ,", স্বর্ণলতা হয়,
কন্দর্পের পাশ হয় লীলার সময়।
মূলে বীজ-কোষ, অগ্রে কমল শোভিত,
তথাপিও নহে স্বর্ণ-মৃণাল, নিশ্চিত।
বাহুমূলে কুচযুগরূপ বিল্বফল !!
পল্লব শ্রীকরতল করে ঝলমল।
কৃষ্ণফুল্লতমাল-বেষ্টন পটুতায়
লতার-ধরম-পরকাশি শোভা পায় ।৬৯

এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ এবং শ্রীরাধাকে লজ্জা দিয়া কহিলেন—'চম্পক কলিকার শীর্ষস্থ মাণিক নির্ম্মিত চাঁদের প্রান্তভাগ যতই কেন সুতীক্ষ্ণ হউক না তদ্দ্বারা মণির উপর খোদাই কার্য্য চলেনা। অতএব সখী বিশাখার উপমা কেবলমাত্র শোভাংশে—গুণাংশে নহে। গুণাংশে শ্রীরাধার করনখাবলী এক একটি কামের টাকি (টঙ্ক); সেই জন্য এই দেখ কৃষ্ণের বক্ষস্থলরূপ কবাট-দ্বারা তিনি মনের সাধে কত উৎকীর্ণ-চিত্রই (খোদাই করা চিত্রই) লিখিয়াছেন।

(৬৯) প্রফুল্লমুখীচিত্রাসুন্দরী ভূমিকা করিলেন তোমরা দুজনের কথাই সুন্দর, শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গই এমনি একাধিক গুণযুক্ত বটে। তদনন্তর কহিলেন—এইতো তাঁহার বাহুযুগল সুষমার-স্বর্ণলতা, কিন্তু লীলাবিলাসে কন্দর্পের পাশ (বন্ধনাস্ত্র) হইয়া যায় !! যদি বল—মৃণালের গোড়াস্থ বীজ কোষের ন্যায় যখন এই বাহু যুগলের মূল বর্ত্তুলাকৃতি, এবং মৃণালাগ্রে প্রফুটিত কমলের ন্যায় ইহারও অগ্রভাগে রাতুল কোমল ও সুগন্ধ করতল রহিয়াছে অতএব ইহাকে স্বর্ণ-মৃণালও তো বলা যাইতে পারে? না, সূক্ষ্ম বিচারে তাহা বলা যায় না। কারণ কুচযুগলরূপ দুইটি শ্রীফল ধারণ এবং শ্যামতমালকে বেষ্টন-তো লতার ধর্ম্ম ! মৃণালেতো উহা থাকিতে পারেনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

কামার্ত্তিসাগর কৃষ্ণ, তরণ লাগিয়া,
রাধা-হেম নৌকা বিধি দিল নিরমিয়া।
নৌকাদণ্ড হয় নাভিউর্দ্ধ-লোমশ্রেণী
"বাহুযুগ" অপরূপ করোয়াল-গণি।১০
শ্রীরাধার পার্শ্ব—সৌন্দর্য্যের কন্যাদ্বয়,
মাধুর্য্যের পুত্র—কৃষ্ণ পার্শ্ব-যুগ হয়।
এ যুগল বরকন্যা ক্রম-বিপর্য্যয়ে—
বরণের-লাগি পরস্পরে আলিঙ্গয়ে।১১
এ কি? স্মরজয়-লিপি-সুবর্ণ পট্টক?
না কামের ছুরীরাখা-স্বর্ণের-ফলক?

---

(১০) তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন—লীলার উপর লক্ষ্য করিয়া ক্রিয়া সাম্যের-প্রাধান্যে বর্ণনা করিতে হইলে, আমি বলি—শ্রীরাধার গৌরজল তনুখানি শ্রীকৃষ্ণের কামার্ত্তিরূপ-সাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত বিধাতার নির্ম্মিত একখানি সোনার-নৌকা। উদর-লোমাবলী এই নৌকার দাঁড়, দাঁড়ের টানে সমস্ত নৌকা পরিচালিত হয়। আর বাহু দুখানি সেই নৌকার দুই করোয়াল; হাতে করোয়াল ধরাই নৌকা ঠিক চালানের মূলকার্য্য, (সমুদ্রগামী সকল নৌকাতেই দুইখানি করিয়া করোয়াল থাকে),

(১১) অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মন বুঝিয়া লীলারসের উদ্দীপনের-সহিত সকলের কথাই চলিতে লাগিল। রঙ্গদেবী কহিলেন—শ্রীরাধার উভয় পার্শ্ব যেন সৌন্দর্য্যের দুইটী কন্যা, আর শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বদ্বয় যেন মাধুর্য্যের দুইটী পুত্র, এই উভয় বংশের মিলন অতি সুখপ্রদ এবং সহজ সুন্দর, কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর-দূরতা ও দুর্ল্লভতাতেই প্রেমের সদা-সংবর্দ্ধন ও উৎকর্ষ; সেই জন্যই বুঝি একের বাম-পার্শ্বের সহিত অপরের দক্ষিণ পার্শ্বের বরণাকাঙ্ক্ষা এবং আলিঙ্গনাদি ব্যবহার? ইহা বিধির বিধান? না দেহীর-ধর্ম্ম-দেহে প্রকটন?

(১২) বিপরীত দিকস্থ-সখীগণের প্রতি নিরীক্ষণ করা কালে, অসম্বৃত-উত্তরীয়ের ফাঁকে শ্রীরাধার বেণী-বিলম্বিত-পৃষ্ঠদেশের শোভা দেখিয়া এবং

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মদনের-পাশাস্ত্রের তূণ বা নির্ম্মিত ?
তাহা নয়। "রাধাপৃষ্ঠে" বেণী বিলম্বিত।৭২
রাধিকার সহজাবনত-অংসদ্বয়"
কৃষ্ণ-করভারে নম্র, কবিগণ কয়।
বিচার করিলে কিন্তু দেখি লক্ষ্মীগৌরী
উচ্চ-সৌভাগ্যেতে সকলেই মানে হারি।
অতএব মোর মনে ইহাই নিশ্চিত
"অবনত হইয়াও সর্ব্বোচ্চে রাজিত"।৭৩
সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত, কাব্য, এ তিনের লক্ষ্মী,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের-সুখে সুখ-পূর্ণা দেখি।
তিন রেখা রূপে কি বিধাতা হরষেতে—
সংস্থাপন করিলেন রাধার কণ্ঠেতে ?৭৪

শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া সুদেবী কহিলেন—'ইহা কি বস্তু ? একি কন্দর্পজয়ের সনন্দ লেখা-সুবর্ণের পাট্টা-পত্র ? অথবা স্বর্ণপীঠোপরি কন্দর্পের-ছুরিকা সংরক্ষিত ? কিম্বা পাশাস্ত্রের বিস্তৃত-স্বর্ণতূণের উপরে মদনের নাগ পাশ ? কিঞ্চিৎ পরে হাসিয়া আপনি কহিলেন—নাগো! তা তো নয়! এযে শ্রীরাধার পৃষ্ঠে বিলম্বিত বেণী শোভা পাইতেছে !! (এইরূপে অপূর্ব্বভঙ্গীতে পূর্ব্বোক্ত তিনগুণ-যুক্তভাই বর্ণনা করিলেন।)

(৭৩) চন্দ্রমুখী কহিলেন—"রাসেও বনভ্রমণলীলায় গিরিধর-শ্রীকৃষ্ণের-বীর বাহু স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে বলিয়া শ্রীরাধার স্কন্ধদেশ অবনত" কবিগণের একথা আমি মানি না। আমি বলি শ্রীকৃষ্ণের এই নিখিল দুর্ল্লভ সুললিত-বাহুর সুখস্পর্শ সন্নিকরূপে সদালাভের সৌভাগ্য-ভরে ইহা অবনত অতএব অবনত হইয়াও সর্ব্বোচ্চ !! বহুভাগ্য বানেরাই নিরহঙ্কার ও অবনত হয়।

(৭৪) রেখার বর্ণন ছলে, মাধবী—শ্রীরাধার কণ্ঠকে সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত ও কাব্যসম্পদের আধাররূপে ব্যক্ত করিয়া গুণের ও লীলার উদ্দীপন করিয়া দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৌন্দর্য্যেও সৌভাগ্যে, উন্নত নাসা স্তন,
নিজ নিজ-অধিকারে করে আকর্ষণ—
রাধার কণ্ঠকে। তাই তিন-রেখা দিয়া
সীমা করি দিলা বিধি বিবাদ ভাঙ্গিয়া। ৭৫
রাধাকণ্ঠ ধ্বনি শুনি পিক গেল বন,
সুধা কটু হৈল! জড় হৈল বীণাগণ!
"কণ্ঠ-শোভা" দেখি শঙ্খ সমুদ্রে পৈশয়!
কোন্ কবি আছে তার উপমা-বলয়? ৭৬
"মৃগমদ বিন্দু রাই-চিবুক উপর,"
বর্ণিতে উপমা মনে উপজিল মোর।
"প্রভাতের ভানুর প্রভায়-বিকশিত—
স্বর্ণ-পদ্ম-দলে যেন ভ্রমর নিদ্রিত।
কিম্বা হেম গৃহের গবাক্ষে—পিক এক,
নিস্পন্দ হইয়া যেন বসিয়া আছেক।"
কৃষ্ণাঙ্গুলি-সঙ্গ ভাগ্য—করি প্রকটন—
অমনি করিছে বিন্দু, আমায়-ভর্ৎসন! ৭৭

(৭৫) সৌন্দর্য্যের সঙ্গীতের, ও কাব্যের লক্ষ্মীত্রয়কে রেখারূপে রাধার কণ্ঠে স্থাপনের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক বলিয়া বাসন্তী সকলের কৌতুহল-নিবৃত্ত করিলেন।

(৭৬) এই শ্লোকটি বৃন্দাদেবীর-বিরচিত। 'সখীগণ, রাধাকণ্ঠের-সৌন্দর্য্য ও তৎকণ্ঠ-ধ্বনির মধুরতা বর্ণন করিলেন না কেন?" তাহার কারণ প্রদর্শনছলে, কোকিলের-কণ্ঠ-ধ্বনির ও সুধার মধুরতার সহিত সামান্যাকারে-সাম্য থাকিলেও তদপেক্ষা শ্রীরাধার কণ্ঠধ্বনির-বহুশ্রেষ্ঠতা এবং শঙ্খের শোভা পরাভবি-কণ্ঠ সৌন্দর্য্য; ব্যতিরেক-অলঙ্কারে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৭) কৃষ্ণাঙ্গুলি-সঙ্গ অর্থাৎ হস্তাঙ্গুলির দ্বারা চিবুক উন্নমিত করিয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বদন চুম্বন লীলা-কালীয় সৌভাগ্য আমার মনে জাগাইয়া দিয়া এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"বন্ধুজীব-তুল্য রাধা-ওষ্ঠাধর" হয়,
কথা সত্য, কিন্তু তার গভীর আশয়।
"বিম্বাধর" শব্দও নিগূঢ় অর্থময়,
"বান্ধুলীরফুল" "বিম্বফল" অর্থনয়।
বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হয় জীবাতু স্বরূপ,
আর তাঁর-জীবনের-বিম্ব-অপরূপ ॥৭৮
সর্ব্বানন্দপূর্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিময়,
রাধার-অধররস তাঁর জিউ হয়।
ইহার অধিক আর মহিমা কি আছে?
অন্যগুণ শোভা কেন বরণিব মিছে?৭৯

চিবুক-বিন্দুটী যেন আমাকে ভর্ৎসন করিতেছে যে "আমার অপমান-সূচক উপমাও তোর মনে উঠে? ছি! ছি! ছি!" এই শ্লোকটী ধনিষ্ঠার উক্তি?

(৭৮) পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ৫০নং শ্লোকের লিখিতমত-পর্য্যায় ক্রমে সখীগণ রাধা বিনোদিনীর অবশিষ্ট অঙ্গ সকলও, (প্রতি শ্লোকে নানা লীলা উদ্দীপন পূর্ব্বক) বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। তদনুসারে এই শ্লোকে শ্রীমতী ললিতা সুন্দরীর উক্তি।

"শ্রীরাধার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীব তুল্য" কবিগণের এই কথাটি সুধন্য প্রয়োগ বটে কিন্তু অনেকেই ইহার নিগূঢ় অর্থ না জানিয়া "বন্ধুজীব নামে আখ্যাত বাঁধুলী ফুলের তুল্য আরক্ত" এই অর্থ করেন, কিন্তু "বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের জীবনীভূত" ইহাই বন্ধুজীব শব্দের আসল অর্থ। রাধাধর-সুধারসেই তদ্বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধারণটি এই অর্থের সমর্থক-লীলা।

আর বিম্ব শব্দের "বিম্বফল" অর্থও বাহিরা কথা। প্রকৃত অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের-বিম্ব (মণ্ডলী) অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, ঐ অধরে অবস্থিত। তাই মানের সময়ে রাই, পিছন-ফিরিয়া বদন লুকাইলে শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণে মরিয়া যান। ইহাই কথার ধ্বনি।

(৭৯) এই শ্লোক পূর্ব্ব-শ্লোকেরই পরিশিষ্ট উক্তি মাত্র। 'সর্ব্বানন্দ সর্ব্বা

৫৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

কুন্দ কুন্দে, শিখরাস্তে "রাধার দশন"—
জিনি, নিজ কান্ত্যে করে বিশ্ব উন্মাদন,
দেখি বিধি ওষ্ঠাধরে কৈল আচ্ছাদন,
নহিলে শ্বেতিম সব হইত ভুবন ।৮০
কুন্দপুষ্প সমাকার, হীরকের কাঁতি,
বিচিত্র শ্রীরাধিকার দশনের পাঁতি ।
শুকসম,—কৃষ্ণাধর-বিম্ব আস্বাদিয়া
হইল শিখররুচি লালিমা লাগিয়া ।৮১
রাধিকার "জিহ্বা,"মণি-অরুণের-হাতা,
কৃষ্ণে সদা পরিবেশে—নর্ম্ম-রস গাঁথা ।

যুত এবং সর্ব্বশক্তিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ রাধার অধর," এমহিমাগানের পর অন্যগুণ-গান চলেনা।

(৮০) বাহিরে বামাপ্রকাশ ও নিষেধ ইঙ্গিত করিলেও প্রকৃত পক্ষে সখী-গণের কথিতে হর্ষিনী হইয়া রাধা বিধুবদনী স্বভাবতঃ মৃদুমধুর হাস্য করিতে ও মাঝে মাঝে লজ্জায় ও সতর্কতায় ওষ্ঠাধরের দ্বারা দন্ত-বিকাশ আবরণ করিতে-ছিলেন। এইবার তদ্রূপ-করিতে দেখিয়া সুবিদগ্ধা বিশাখা সুন্দরী, তাহার একটী (কবিজনের অদ্ভুত রাজত্বগুণ যুক্ত) অপূর্ব্ব কারণ কল্পনাপূর্ব্বক এই শ্লোক বর্ণনা করিলেন। (শিখর—পক্ব দাড়িম্বের বীজাভ মণিবিশেষ)

(৮১) হীরকের কাঁতি—সমুজ্জ্বল চক্চকে শ্বেতবর্ণ। কুন্দের ন্যায় আকৃতি অথচ হীরকের ন্যায় কান্তি, অতএব বিচিত্র। বিম্বফল-দংশনে তাহার রস লাগিয়া শুকের চঞ্চু যেমন কতকটা আরক্ত হয়, তেমনি কৃষ্ণের বিম্বাধরের রস, চুম্বন কালে-লাগিয়া দশনের সেই দশা ঘটিয়াছে !! ইহা পরিহাস-পরিপাটি মাত্র। [illegible] শ্রীরাধার তাম্বুলরাগে কিঞ্চিৎ লালিমান্বিত-দশনের, এইরূপ সপরিহাস বর্ণনে চতুরা চম্পকলতা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

(৮২) পূর্ব্বশ্লোকের বর্ণনায় লজ্জান্বিতা হইয়া প্রেম-বিহ্বলা শ্রীরাধা নিমেষমধ্যে জিহ্বা বুলাইয়া দশনের লালিমা লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রূপ

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৎকাব্য-বিলাস, কাব্য সুধা অনুপম
পাকভেদেকৃত-নানা মিষ্টান্নের সম ।৮২
কৃষ্ণের সংকীর্ত্তিরূপা-বিদগ্ধা নর্ত্তকী
রাধাকণ্ঠালয়ে রঙ্গে, প্রবেশি অলখি।
তার সূক্ষ্মারুণ সাটী, রসনার ছলে—
প্রকটিত করে সদা আপন আঁচলে ।৮৩
শ্রীকৃষ্ণের নাম, আর তদীয় সুকীর্ত্তি,
এই দুই নিত্য নব-যুবক যুবতী—
সদা দোলিবার লাগি, রচিল বিধাতা
রাধাজিহ্বা-হিন্দোলা ! অরুণ বস্ত্রান্বিতা ।৮৪

সখীগণের দৃষ্টিতে তাহা পড়িয়া গেল ! তাহারা তিনজনে তিনশ্লোকে তদীয় জিহ্বার বর্ণনাপূর্ব্বক তৎপরিজ্ঞাপন ও লীলা-উদ্দীপন দ্বারা আনন্দ তুঙ্গিত করিয়া তুলিলেন।

এই শ্লোকে বিচিত্র রচনা-দক্ষা চিত্রাসুন্দরী, রূপকালঙ্কারে কহিলেন—এই যে শ্রীরাধার জিহ্বা হঠাৎ দেখা দিয়া লুকাইল, ইহা যেন একখানি অরুণমণির হাতা ! সাধারণ হাতায় পাকভেদে বিরচিত নানা প্রকার মিষ্টান্ন পরিবেশনের ন্যায়, এই হাতা শ্রীকৃষ্ণকে নর্ম্ম মধুময়-নানাবিধ সঙ্গীতের রস, নানাপ্রকার প্রেম-বাণীর রস, বিবিধ কাব্যরস, এবং অধরামৃতরূপ অনুপম সুধারস পরিবেশন করে ! সুতরাং কার্য্যবিশেষে প্রকাশ ও কার্য্যান্তে-রসে লুকায়ন ইহার স্বভাব সঙ্গত কার্য্য বটে।

(৮৩) রসোত্তুঙ্গা-তুঙ্গবিদ্যা, সহাস্তে সন্দেহালঙ্কারে এই শ্লোক বর্ণনা করিলেন। শ্লোকের নিগূঢ় অভিপ্রায় ও উপমার সার্থকতা এই যে, সেই সময়ই বর্ত্তমানে সখী চিত্রা সুন্দরীর কথিত রসপরিবেশনের কোন কার্য্য বিনাই নৃত্য বেগে শাড়ীর আঁচল বাহিরে উড়ার ন্যায়, রসনাখানি দেখা দিয়াছিল।

(৮৪) রসভঙ্গিমার সহিত রঙ্গদেবীও রসনার বর্ণনায় যোগদিয়া এই শ্লোক রচনাপূর্ব্বক, শ্লোকের অন্তর্গর্ভের-সাঙ্কেতিক-যুক্তিতে দেখাইলেন যে, এই কার-সেই কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকীর্ত্তি রাধার রসনারূপ অরুণ বর্ণের হিন্দোলায় যখন বেগে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকার কথা, নর্ম্ম প্রহেলিকাময়
সুধার সাগরে যেন তরঙ্গ বহয়!
শব্দ, অর্থ, দুইশক্তি করয় বিস্তার
রস, অলঙ্কার, বস্তু, ধ্বনি, পরচার!!
ধ্বনিকণা, ভৃঙ্গী ভৃঙ্গ পিকী পিকগণে—
সতত শিখায়, কৃষ্ণকর্ণ-রসায়নে।৮৫
শ্রীরাধার "বাক্যাবলি" রসালা নিশ্চয়,
তেই তাহে শ্রীকৃষ্ণের-পিয়াসা নাশয়।
প্রেম—ঘৃতরূপ, নর্ম্ম—সীতাবলী তাতে,
রসালাপ—মধু, স্মিত—কর্প্পূর সহিতে।
মিথ্যা ঈর্ষ্যা—তাহাতে মরিচ সম ভায়
শীতল সুতৃপ্ত করে এই রসালায়।৮৬

কখন ধীরে সদাই দোল খাইতেছে। লক্ষ্য করিয়া দেখ! এখনও দশন-যবনিকার অন্তরালে জিহ্বা-হিন্দোলায়, আপনা আপনি মৃদু মৃদুরূপে অল্প স্বল্প দোলিতেছে। এই নিঃশব্দ-দোলন বড়ই মধুর।

(৮৫) নিঃশব্দ-জিহ্বা-নর্ত্তনে ইনি, কি বলিতেছেন? তাহা কি করিয়া বলিব! ইহার সকল কথাই নর্ম্মময় অথবা প্রহেলিকাময়, (নর্ম্ম—পরিহাস। প্রহেলিকা—গভীর কূটার্থক বাক্য) সকল কথাতেই উচ্চারণের ও বর্ণ-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে, ও নানার্থের সম্মিলনে শব্দশক্তি ও অর্থ শক্তির বৈচিত্র্যময় ঈর্ষাগর্ব্ব, পরিহাস, বিনয়াদি নানাবিধ দুর্ব্বোধ্যভাব বিদ্যমান্ থাকে; সুস্পষ্ট উচ্চারণের বেলায়ই কি ইহার সব কথার উদ্দেশ্য বুঝা যায়? তবে তখন, ভ্রমর ভ্রমরী ও কোকিল কোকিলারা উচ্চারণ-কলা শিখে এবং কৃষ্ণের কর্ণ আনন্দ-প্রফুল্ল হয় বটে। নিঃশব্দ-রসনা-সঞ্চালনে তাঁহারা বড়ই বঞ্চিত হইতেছেন!! এই শ্লোক সুদেবীর উক্তি।

(৮৬) এইরূপ, সুকৌশলে কৃষ্ণ সুখের হানি জানাইয়া শ্রীরাধাকে কথা কহাইবার চেষ্টা অতিসুন্দর দেখা, তাই প্রফুল্লাক্ষী-চন্দ্রমুখী ও এই শ্লোকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্মুখে এই কি? —সুধানদী অনুপাম?
কৃষ্ণ-চিত্ত-হংস যাতে খেলে অবিরাম।
অথবা কি চাঁদের কিরণ-সুধা হয়?
কৃষ্ণাক্ষি-চকোরী-যুগলের পরাশ্রয়।
কিম্বা সুধাময়-শ্বেত-মেঘাবলী ইহা?
কৃষ্ণতনু চাতকীর প্রাণরূপা যাহা।
তাতো নয়! এ যে আমাদের রাধিকার—
সুখময় "স্মিত-সুধা"-তরঙ্গ বিস্তার !!৮৭
শ্রীকৃষ্ণের গুণ-ততি-কল্পলতাচয়,
রাধার হৃদয়োদ্যানে সদা বিরাজয়।
সে লতায় প্রস্ফুটিত বহু-পুষ্পচয়,
"রাধিকার-হাস্য" ছলে বাহিরে খসয় ।৮৮

শ্রীরাধার বাক্যরসকে ঘৃত, চিনি, মধু, কর্পূর ও মরিচ মিশ্রিত কৃষ্ণপ্রিয়-রসালা নামক উপাদেয় স্নিগ্ধ-পানীয়রূপে বর্ণনা করিয়া, তৎপানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট, অপূর্ব্বভঙ্গীতে প্রকটন করিলেন।

(৮৭) পরম সুচতুরা শ্রীরাধা, এই সখীদ্বয়ের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসির অর্থ—চালাকি করিয়া তোমরা আমাকে কথা কহাইতে পারিবে না! সেই হাস্য-দর্শনে মাধবীর ন্যায় প্রফুল্লা মাধবী সখী, এই শ্লোকে পরিমলময়-কবিত্বের ফুল ফুটাইয়া প্রবাহিত-সুধাতরঙ্গরূপে, সুধামুখী রাধার সেই মন্দমধুর-হাস্যের বর্ণনা করিলেন।

(৮৮) তখন বাসন্তী কহিলেন—না সখি! তোমার উপমা খাটিল না! স্মিত-সুধার বিস্তারিত তরঙ্গ-প্রবাহ হইলে অবহিত্থার বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইত; কিন্তু তাহাতো যেমন ছিল তেমনি আছে! তোমরা সকলেই জানো রাজনন্দিনীর হৃদয়খানি শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ কল্পলতাবলীর অপূর্ব্ব উদ্যান। ঐ সকল কল্পলতায় সর্ব্বদা অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং তাহাই হাস্যরূপে বাহিরে ঝরিয়া পড়ে। এই হাসি, সেই পুষ্পের রাশি!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রাধামুখ", সুধার অক্ষয় সরোবর,
তাহা হৈতে বহে পঞ্চনদী ক্রম-পর ।
বাক্য, হাস্য,গন্ধ, সুপঞ্চমস্বর, গীত,
সুধানদী-রূপে কৃষ্ণার্ণবেতে ধাবিত ।৮৯
"রাইমুখ" সুমেরু শিখরে পরাজিয়া
পঞ্চ-সুধা-সুরধুনী বাহির করিয়া,
বিরাজিত । স্মিতসুধা, গানামৃত আর
গন্ধসুধা, বাক্যসুধা, স্বরসুধাধার—
কৃষ্ণরূপ-সুধার সাগরে মিলিবারে
তাহা হ'তে নিকশিয়া চলে বেগ ভরে ।৯০

---

(৮৯) ধনিষ্ঠা কহিলেন—সখি ! বাসন্তি ! এই রূপের হাসি'যে ইচ্ছাকৃত-কার্য' অতএব তোমার মীমাংসাও ঠিক মিলিল না। ইচ্ছাকৃত না হইলে স্মিতমুখে নাথের পানে চাহনি কেন ? রাধিকার সমস্ত ব্যাপারই কৃষ্ণার্থে কৃত—কৃষ্ণার্থে অর্পিত—কৃষ্ণার্থে ব্যবহৃত। এইরূপ ভূমিকায় এই শ্লোক বর্ণন করিলেন। ক্রমপর অর্থ—কখনো বাক্য সুধার নদী, কখনও হাস্য সুধার নদী, কখনও গন্ধ সুধার নদী, কদাপি পঞ্চমরাগালাপের সুধানদী, কুত্রচিৎ সঙ্গীতামৃতের নদী প্রবাহিত হয়, কিন্তু সব নদীই কৃষ্ণার্ণবে ধাইয়া চলে।

(৯০) বৃন্দাদেবী কহিলেন—ধনিষ্ঠার সিদ্ধান্ত অতি সুন্দর, কিন্তু রূপকাদি নিখুঁত নহে। সরোবর সমভূমিতে থাকে, কিন্তু বদনতো দেহের ঊর্দ্ধদিকের বস্তু? সরোবর বলি, কি—করিয়া ? অথচ উচ্চে স্থিতির ও বর্ণের সাদৃশ্যে এ বদনকে স্বর্ণ-গিরি সুমেরু-শিখর বলাও চলেনা ! কারণ সুমেরু-শিখর হইতে একটি গঙ্গাও বাহির হয় নাই, কিন্তু সখী রাধার শ্রীমুখ হইতে—স্মিত সুধার, গন্ধ সুধার বচন সুধার, সঙ্গীত সুধার ও স্বর সুধার পাঁচটি সুরধুনী নিঃসৃতা হইয়া (ক্ষার সমুদ্রে না-গিয়া) কৃষ্ণরূপ-সুধার-সাগরে প্রধাবিত হওয়ায় রাধাবদন মহাসুমেরু-শিখররূপে বিরাজিত ! রূপকে ইহার বর্ণনা চলেনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণ অাঁখি পথিকের সুযাত্রা কারণ
বিধি কৈল, রাইমুখ-পদ্মের সৃজন।
নয়ন-খঞ্জন দুই তার মাঝে দিল
লোল বলি নাসা-হেমদণ্ডেতে বাঁধিল ।৯১
কৃষ্ণ অাঁখি চকোরের প্রীতির লাগিয়া,
রাই-মুখ-চন্দ্র বিধি কৈল হর্ষ হৈয়া।
নয়ন-হরিণ তাহে, চঞ্চল বলিয়া—
রুদ্ধ কৈল, দুইদিকে কর্ণ-পাশ দিয়া ।৯২

(৯১) এক এক সখী যেমন একটি করিয়া শ্লোক বলিতেছেন, অমনি "তৎ-শ্রবণে শ্রীরাধার বদনে কি প্রকার ভাবোদয় হয়," তাহা দেখিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মুখপানে চাহিতেছেন। এবং তৎপরেই বর্ণন-কারিণীর পানে চাহিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কাজেই তাঁহার নয়ন-দ্বয় পথিকের ন্যায় এখান হইতে ওখানে যাইতেছে। কিন্তু আগে শ্রীরাধার বদন দেখিয়া অন্যত্র যাইতেছে। এই পরমোল্লাস-প্রদা লীলা-অবলোকনে এ শ্লোক বিরচিত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে পদ্মোপরি-খঞ্জন-দর্শনে অতি শুভ-যাত্রা হয়, তদবলম্বনেই এ শ্লোকের রস সৃষ্টি। "লোল বলিয়া চাঞ্চল্য বশতঃ খঞ্জন দুইটি কি জানি উড়িয়া যায়," এই ভয়ে নাসারূপ স্বর্ণদণ্ডে বিধাতা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। এই শ্লোকাবধি আবার পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনারম্ভ; সুতরাং এইটি শ্রীললিতা সুন্দরীর উক্তি।

(৯২) শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে সখীগণের পানে চাহিতেছেন, তখনও আড়-নয়নে শ্রীরাধার বদন দর্শন ছাড়িতেছেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতী বিশাখা কহিলেন—ললিতে! তোমার উপমা ঠিক্ নহে! কৃষ্ণের অাঁখি পথিক নহে—চকোর এবং আমাদের প্রিয় সখীর বদন, পূর্ণচন্দ্র! দেখনা এক নিমিষের জন্যও চকোর দুটি, চাঁদের সুধাপান-ছাড়িতেছে না!! অতএব আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ চকোরের প্রীতি সম্পাদনের নিমিত্ত বিধাতা পরম আনন্দে শ্রীরাধার বদনরূপ চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদীয় নয়ন দুইটি এই চাঁদের-কোলের চঞ্চল হরিণ! তাঁহারা পলাইবে বলিয়া উভয় পার্শ্বে কর্ণরূপ-পাশ (অর্থাৎ দড়ীর জাল) স্থাপন করিয়া পথরোধ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না ! না ! রাই মুখোপমা চন্দ্র কভু নয় !
সকলঙ্ক-ক্ষয়ি চন্দ্র, দিনে ম্লান হয় ।
চন্দ্র-পদাঘাতে পদ্ম বিমলিন যথা
রাইমুখে গগণ চাঁদের দশা তথা ।
সদাপূর্ণ মণ্ডল ! নির্ম্মল ! মনোরম
রাইমুখ-সুধাকর অতি অনুপম !।৯৩
সুবর্ণ দর্পণজয়ী "রাইগণ্ড"দ্বয়
স্বর্ণভূমে-লাবণ্য-সরসী সম হয় !
সরসীর সব-সুষমায় বিরাজিতা !
সুবর্ণ তাড়ঙ্ক—পদ্মকলি ; সুনিশ্চিত ;
সুন্দর শৈবাল তাহে কস্তুরীর চিত্র,
মকরকুণ্ডলদ্বয়—মকরী বিচিত্র !!
কৃষ্ণের মনের তৃষ্ণা সকল হরয় !
অতএব রাই-গণ্ড—সরোবর হয় ।৯৪

---

(৯৩) হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কুণ্ডল ও নোলক দোলাইয়া চম্পকলতা কহিলেন—না ! না ! আকাশের চাঁদ কখনই শ্রীরাধার বদনের উপমেয় হইতে পারে না ! সে কলঙ্কযুক্ত এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রাপ্তিতে কলায় কলায় ক্ষয় হয় ! দিনের বেলায় কান্তিশূন্য ও মলিন থাকে ! আর আমাদের রাধার শ্রীবদন—নির্ম্মল উজ্জল ও নিষ্কলঙ্ক এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রাপ্তিতে (অর্থাৎ কৃষ্ণের পক্ষীয় কুন্দলতা ধনিষ্ঠা প্রভৃতির মিলনে) আরোও অধিকতর প্রেমোজ্জল হয় !! আবার চাঁদের কিরণরূপ পাদ প্রহারে কমলিনী যেমন নিষ্প্রভ এবং বিষাদ-সঙ্কুচিত হয়, আমাদের সখী রাধার শ্রীবদনের প্রভায় গগণ চাঁদের ঠিক্ সেই দুর্দ্দশা ! রাধার বদনের তুলনা জগতে নাই । ইহা মহাদ্ভুত চন্দ্র !!

(৯৪) প্রাচীনকালে স্বর্ণের চাকাকে ঘসিয়া চক্‌চকে করিয়া দর্পণ করিত, বর্ণ ও ঔজ্জল্যের পক্ষে প্রথমতঃ তৎসহ সমতা স্থাপন করিয়া, পরে তাহাতে অপরিতোষ বশতঃ স্বর্ণভূমি সুমেরুর উপরিস্থ বিধাতা নির্ম্মিত সরোবর সুষমের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাবণ্যের সরোবর রাধার বদন
তাহে ইন্দীবর দুই "প্রফুল্ল-নয়ন।"
কৃষ্ণের নয়ন-ভৃঙ্গ-যুগে-পোষিবারে
বিধি গড়িয়াছে, অতি সন্তোষের ভরে॥
পূর্ণচন্দ্র দুই গণ্ড দিয়েছে দু-ধারে
কিরণেতে ইন্দীবর ফুল্ল রাখিবারে॥৯৫
রাধার "ললাটরূপ" পিঞ্জর-ভিতরে
কীর-রাজ রহে তনু আবরণ ক'রে ?
বিম্বাধর দেখি তৃষ্ণা তাহার বাড়িল ?
"নাসা" ছলে চঞ্চু তাই বাহির করিল ?৯৬
ইহার "নাসিকা" অদভূত-কামবাণ,
মুক্তাফল তাহার আগেতে বিদ্যমান।

সহিত তুলনাপূর্ব্বক চিত্রাসুন্দরী, শ্রীরাধার গণ্ডদ্বয়ের বর্ণনা করিলেন। পদ্ম, শৈবাল, মকরী প্রভৃতিই সরোবরের সম্পদ্ এবং তৃষ্ণানিবারণ তাহার গুণ, সেইজন্য গণ্ডে ঐ গুলির অস্তিত্ব দেখাইলেন ও শ্রীকৃষ্ণের পিপাসা শান্তির বর্ণন-ছলে, গণ্ড-চুম্বনলীলা উদ্দীপন পূর্ব্বক অনর্থে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিলেন।

(৯৫) পূর্ব্ব-শ্লোক শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়তমার নয়নে লুব্ধদৃষ্টি প্রদান পূর্ব্বক গণ্ড-চুম্বনের পিপাসা পরিজ্ঞাপন করিতে দেখিয়া, তুঙ্গবিদ্যা রসের তরঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—বিধাতা কৃষ্ণের নয়নরূপ ভ্রমরযুগলের পোষে (পালনার্থ) শ্রীরাধার-বদনরূপ লাবণ্যের সরোবরে নয়নরূপ নীলকমল নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার নিকটে গণ্ডরূপ পূর্ণচন্দ্র দিয়াছে। উদ্দেশ্য, তাহার কিরণ সতত প্রাপ্ত হইয়া ইন্দীবরদ্বয় সদা প্রফুল্ল রহিবে; তাই আছে।

(৯৬) প্রাণনাথের ঐ চুম্বনাবেদনে নাসিকার প্রস্ফুরণ ও লোলক-দোলনাদি দ্বারা শ্রীরাধারও চুম্বনাভিলাষ-প্রকটন দেখিয়া তিন শ্লোকে, লীলা-উদ্দীপনের সহিত তিন সখী, নাসিকার বর্ণনা করিলেন। এই শ্লোক ইন্দুরেখা সুন্দরীর উক্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোল-ভ্রূ-ধনুর যোগে কাটে ধৈর্য্য-বর্ম্ম,
তবু অলক্ষ্যেতে গিয়া বিন্ধে কৃষ্ণ-মর্ম্ম !!৯৭
রাধিকার নাসা, তিল-কুসুমের-তুল,
মদন-ব্যাধের—সুবিচিত্র-মহাগুণ !
অধোমুখ-তূণ-স্থিত স্মিত-রূপ বাণ,
কৃষ্ণচিত্ত-মৃগপ্রতি করে সে সন্ধান !৯৮
রাধিকার নাসাস্থিত মুক্তার বরণ
গুঞ্জাসম রক্ত-কৃষ্ণ হৈল কি কারণ ?
"নেত্রাঞ্জনাধর রাগে এইরূপ হয়"
অরসজ্ঞ কবি সবে ঐছন কহয়।
আমার মতেতে শুন তাহার কারণ,
কৃষ্ণ-অনুরাগ আর কৃষ্ণের বরণ—
রাধাহৃদি হৈতে, নিশ্বাসেতে বাহিরয়,
তাতে রক্ত-কৃষ্ণবর্ণ, মুকুতাতে হয় ।৯৯

---

(৯৭) অদ্ভুততা এই যে অগ্রভাগে মুক্তাফল রহিয়াছে, সুতরাং তীক্ষ্ণাগ্র নহে, তথাপি ছেদন-বিন্ধন করে !! সুতরাং অদ্ভুত বাণ !

(৯৮) পূর্ব্ব-শ্লোক রঙ্গদেবীর এবং এই শ্লোক সুদেবীর উক্তি। শ্রীরাধার লোলক নাড়ায় ও সুমধুর হাস্যে, বাণবিদ্ধ-হরিণের ন্যায় কৃষ্ণ-চিত্তে আকুলতার অনুভবে এই শ্লোক বর্ণনা।

(৯৯) দোলনকালে অধরোষ্ঠের লালিমা-সম্পাতে স্বচ্ছ লোলকের কতকাংশ আ-লোহিত, এবং কজ্জলাক্ত-নীলনয়নের-কান্তি প্রতিভাত হইয়া খানিকটা কালোবর্ণ দেখাইতেছে দেখিয়া, অপহ্নুতি অলঙ্কারে এই বাস্তব-ব্যাপারের অপলাপ পূর্ব্বক, অপূর্ব্ব-কারণ-কল্পনায় মাধবী তদ্বর্ণন করিলেন।

গুঞ্জা অর্থ—কুচের বীজ ; গুঞ্জা দুই প্রকার, রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ। উভয় প্রকারের উপরেই খানিকটা অংশ কালবর্ণ থাকে। এ শ্লোকে রক্তবর্ণ গুঞ্জাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা। কথার ধ্বনিতে বুঝিতে হইবে, তৎকালে প্রেমময়ীর বদনে অপূর্ব্ব অনুরাগের ভাব প্রকটিত হইতেছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সর্ব্ব-মাধুরীর সারে রাধার নয়ন"
গড়িতে লাগিল ধাতা, (করিয়া যতন) ;
সেই কালে পৃথিবীতে পড়িল যে লেশ,
তাহাতে গড়িল সৃষ্টিসার সবিশেষ
ভ্রমর, চকোর, মৃগী, অম্ভোজ উৎপল,
সফরিকাদির সৃষ্টি তাহাতে সকল ।১০০
নবীন পদ্মের গর্ব্ব যে করে ভঞ্জন,
সফরীর লীলাগতি করয়ে মর্দ্দন ।
অচ্যুত-রঞ্জন অঞ্জলিত-তব "আঁখি"
খঞ্জন হয়েছে আজি ; শুনহ সুমুখি ।১০১
কৃষ্ণকর্ণে নটরূপ-মকর কুণ্ডল
তাদের বিবাহ লাগি বিধাতার ছল ।

---

(১০০) "সর্ব্বমাধুর্য্যের সারে"—সৃষ্টিকার্য্য মনোহররূপে সম্পাদনার্থ বিধাতার ভাণ্ডারে যত প্রকার মাধুর্য্যের উপাদান ছিল, সমস্তের সারাংশ একত্র মিশাইয়া। "সৃষ্টিসার সবিশেষ"—উত্তম-সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যেগুলি বিশেষ-উৎকৃষ্ট, এইরূপ ভ্রমর চকোরাদি।

প্রবর্দ্ধমান্-অনুরাগের সহিত নানাভাবের সমাবেশে, সুনয়নী শ্রীরাধার নয়নযুগলে পরম-চমৎকার মাধুরীর বিকাশ এবং নানাচ্ছন্দের চাঞ্চল্য ও বিস্ফারতাদি দর্শনে ইহা বাসন্তী সখীর বর্ণনা।

(১০১) "শ্রীমতী রাধার নয়নের চাঞ্চল্য-লীলা-অবলোকনে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ-রঞ্জিত-দেহে মাধুরী বর্দ্ধিত" দর্শন করিয়া বৃন্দা কহিলেন—সখি রাধে! সখীরা কিছুই বাচালতা করিতেছেনা, বরং সম্যক্ বলিতে পারিতেছে না। আমি দেখিতেছি—নবীন কমলের গুণ সৌন্দর্য্যাদিকে পরাভব এবং সফরীর সাহজিক-নৃত্যগতিকে মর্দ্দনকারী তোমার কজ্জলাঞ্চিত-নয়নযুগল আজ যেন যথার্থই খঞ্জন হইয়া কৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিতেছে।

(১০২) "নয়নে, নয়ন নিরীক্ষণ না করিয়া শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণের বিলোলিত কুণ্ডলের শোভা দেখিতেছেন" শ্রীমতীর এই প্রকার ভঙ্গী-প্রদর্শন-ব্যঞ্জক আকর্ণ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধার-বদন সুধা-সরসীর জলে
নয়ন-মকরী দিল : নৃত্যশিক্ষা ছলে !—
চঞ্চল চরিত দেখি, পলায়ন-ভয়ে
রক্ষণ করিল কর্ণরূপ জাল দিয়ে ।১০২
রাই নেত্র পদ্মে তারা অলি, প্রজাপতি,
প্রজারূপে উপজায় মনোসাধ অতি ।
কটাক্ষের ধারারূপে সেই প্রজাগণ
জনমিয়া, করিতেছে বাহিরে গমন ।১০৩
"বাঁকাভুরু" অপরাজিতার লতা হয়,
নীলনেত্র পুষ্পতাতে, নাহিক সংশয় ।১০৪

বিশ্রান্ত নয়নের মধুর চেষ্টা দর্শনে, ধনিষ্ঠা তৎসমর্থন-পূর্ব্বক এই শ্লোক বর্ণনা করিলেন। যথা, কৃষ্ণের সদা-নর্ত্তনশীল মকর-কুণ্ডলরূপ মকর-যুগলের বিবাহ দিবার জন্য বিচার করিয়া বিধাতা, শ্রীরাধার বদনরূপ অমিয়-সরোবরে নয়নরূপ-দুইটি মকর-কুমারী সৃজন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কুণ্ডল-রূপ নটাচার্য্যের নিকটে-নৃত্য শিক্ষার উপলক্ষে তাহারা চাঞ্চল্যযুক্ত হওয়ায় কর্ণরূপ জাল, দুই পার্শ্বে স্থাপন করিয়া অবরোধ রচনা করিয়াছেন।

(১০৩) প্রতি শ্লোকে পরিহাসের খোঁচা না দিয়া, ধনিষ্ঠার ন্যায় পক্ষসমর্থন দ্বারা, আনন্দময়ী রাজনন্দিনীর বদনে নবভাবের শোভা-প্রকটনার্থ বৃন্দাদেবীও রাধাকটাক্ষের (বিবিধভাবে, সকলের প্রতি সাহজিক গতির) ব্যাখ্যা করিয়া তদীয় মনোরঞ্জন করিলেন। যথা - প্রজাপতি ব্রহ্মা, যেমন গর্ভোদশায়ী নারায়ণের নাভি পদ্মে থাকিয়া অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি করেন, এবং সেই সকল সৃষ্ট-প্রাণীগণ বাহির হইয়া সর্ব্বত্র গমন করে, তেমনি শ্রীরাধার নয়নরূপ-পদ্মস্থ তারা-ভ্রমর-রূপ-প্রজাপতির—আপন স্বভাবে 'নানামনোভাবরূপ" প্রজাগণ সৃষ্টি, এবং কটাক্ষ-পথে তাহাদের বহির্গমন !! ইহা কোনও বিশেষ-অভিসন্ধিমূলক ব্যাপার নহে।

(১০৪) পূর্ব্বশ্লোকশ্রবণে প্রসন্না হইয়া শ্রীরাধার ভ্রূকৌটিল্য দূর হইল, ভ্রুযুগল স্বাভাবিক-বক্রতা ও স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হইল। নয়ন-কোণের ক্রোধ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একি ? রাহু অর্দ্ধচন্দ্র গ্রাস করিয়াছে ?
দন্তাঘাতে গলিয়া কলঙ্ক পড়িতেছে ?
তাহা নয়। ভ্রূলতা ও কেশের মাঝারে,
রাধিকার বিমল "ললাট" শোভা করে।১০৫
রাধার "ললাট" যেন নবচন্দ্র-লেখা,
তলে চারুভুরু আর উপরে অলকা।
মাধবী লতার স্বর্ণবর্ণ-নবদলে
ভ্রমরের সারি যেন উপরে ও তলে।১০৬
রাধার "ললাট" এই অনুপম ইন্দু
তাহে যেই মৃগমদ, সিন্দুরের বিন্দু।
বিধাতার লিপি যেন যাইতেছে দেখা
সে লিপিতে আছে এই কথাগুলি লেখা—
"ইহার বল্লভ কৃষ্ণ—গুণ মণি-খনি,"
এ হইবে কেবল শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী।"১০৭

ব্যঞ্জক-রক্তিমা দূর হইয়া প্রফুল্লতাময় স্বাভাবিক নীলিমার উদয় হইল। তদ্দর্শনে পরম-পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীললিতা এই শ্লোক দ্বারা সরলভাবে তাহাই প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—এই বাঁকাভুরু—ইত্যাদি।

(১০৫) অতঃপর সকলেই এই প্রকার-সরলভাবে পুনরায় পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনারম্ভ করিলেন। এই শ্লোক শ্রীমতী বিশাখার উক্তি। কেশরূপ-রাহু, যেন ললাটরূপ-চন্দ্রের উর্দ্ধাংশ গ্রাস করিয়াছে। আর তাহার চর্ব্বণে চন্দ্রের কলঙ্ক, গলিয়া পড়িতেছে! ভ্রূযুগল সেই গলিত কলঙ্কের দাগ।

(১০৬) "সখি বিশাখে! ললাটের উপরেতো অলক (ক্ষুদ্র কুঞ্চিত গুচ্ছ কেশ); তুমি তাহার শোভা-অপলাপ করিয়া বর্ণনা করিলে কেন?"এইরূপ ভূমিকায় চম্পকলতা কর্ত্তৃক এই শ্লোক।

(১০৭) শ্রীরাধার ললাটস্থ কামযন্ত্রনামক তিলক এবং তাহার উভয় পার্শ্বস্থ কস্তুরীর পত্রভঙ্গ-চিত্রের বর্ণনায়, এই শ্লোক চিত্রাসুন্দরীর উক্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অরুণ-বসনাবৃত "সিন্দুর-তিলক,"
সীমন্ত-রেখার সহ দিতেছে ঝলক ।
সমুচ্চ-শিখর-তাম্র-অর্ঘ্য-পাত্র কিবা
বাম-করাচ্ছাদ-মুদ্রাযুত, পায় শোভা ?১০৮
রাধার "কুন্তল" যেন নিবিড় কানন,
কৃষ্ণ-চিত্ত-করী তাহে করে বিহরণ ।
তার গণ্ড-মদের-সিন্দুর সীঁথিপথে,
পড়িয়া কি শোভিতেছে "সীমন্ত"-মিষেতে ?১০৯
রাধাশ্রয়ে, মুখ চন্দ্র, কেশ-অন্ধকার
দোঁহে বৈর-শূন্য ! তবু ভয় দোহাকার ।
অন্ধকার নিজসীমা-রক্ষা লাগি ভয়ে,
"অলকা"-সৈন্যের সারি, বসাইল তাহে ।
চন্দ্রও, ললাটরূপ-নিজকলাব্যূহে-
স্থাপন করিয়া, ভয়শূন্য হৈয়া রহে ।১১০

---

(১০৮) এই শ্লোকে তুঙ্গবিদ্যাকর্ত্তৃক সীঁথির সিন্দুর-রেখার বর্ণনা । উহা রক্তবর্ণ-বসনের ফাঁকা ঘোম্‌টাতে ঢাকা, যেন কন্দর্পের করাচ্ছাদ-মুদ্রাযুক্ত পূজার তাম্র-কোষা । (অর্চ্চনাঙ্গে কোষার উপরে করাচ্ছাদদ্বারা জলশুদ্ধি করিতে হয় । রক্ত বসনের ঘোমটা কামের করতলরূপে বর্ণিত ।)

(১০৯) এই সময়ে বাতাসে রক্তবসনের ফাঁকা ঘোমটা সরাইয়া কেশেরও সীমন্তের শোভা, উন্মুক্ত করিয়াছিল । তদ্দর্শনে রঙ্গময়ী রঙ্গদেবীর এই শ্লোক বর্ণনা । কুন্তল—চুল, গণ্ডমদের সিন্দুর—গণ্ডের-মদস্রাবে বিধৌত হইয়া নিপতিত সিন্দুরদ্রব । (পোষা হাতীকে সিন্দুরে চর্চ্চিত করা হয় ।)

(১১০) সুদেবী সুন্দরী, উন্মুক্ত কেশের সহিত অলকা, ললাট ও বদনের (পাশাপাশি-সংস্থানের-কারণ ছলে) সৌন্দর্য্য বর্ণন করিলেন । বর্ণনের ভাবার্থ—চন্দ্রে ও অন্ধকারে চিরশত্রুতা, কখনও একত্রে থাকিতে পারে না । কিন্তু দেখ, প্রেমের ঠাকুরাণী-শ্রীরাধার মহিমা-প্রভাবে, আজ কেশ ও বদনচন্দ্রে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাইমুখ-পদ্মমধু পানের প্রয়াসে
"অলকা"-মধুপমালা, বসিল হরিষে।
কৃষ্ণের নয়ন-মৃগ-বন্ধনের তরে
মদন-মৃগারি, জাল কৈল তাঁহাদেরে।১১১
মনোবৃত্তিরূপ-লতাঙ্কুর রাধিকার
কৃষ্ণে ভাবিভাবি বর্ণ ধরিল তাঁহার।
প্রেম-সুধা-সেকে সেই সূক্ষ্মলতাচয়
"কেশরূপে" বাড়ি, শিরোপরি বিরাজয়।১১২
শ্রীরাধার শিরোরুহক-চামরগণে—
পোষণ করিয়া অপনার শোভাদানে !

তাহাদিগের একত্রাবস্থান !! কিন্তু সংস্কার সহজে ছাড়েনা, তাই যেন বৃথা ভয় করিয়া দুজনেই মাঝখানে প্রহরী রাখিয়াছে !! কেশের পক্ষে অলকার শ্রেণীকে এবং বদনচন্দ্রের পক্ষ হইতে নিজ কলারূপ ললাটকে মধ্যস্থানে স্থাপন করিয়াছে।

(১১১) মদনমৃগারি—মদনরূপ ব্যাধ। তারে—অলকাবলীকে। শ্রীকৃষ্ণকে স্থির নেত্রে প্রিয়তমার অলকাবলীর-লালিত্য-অবলোকন করিতে দেখিয়া মাধবী সখীর এই উক্তি।

(১১২) অনুরাগের বর্ণ লাল। শ্রীরাধার অনুরাগ-সঞ্জাত-অসংখ্য মনোবৃত্তি রক্তবর্ণ ছিল, একাগ্র-ভাবে নিরন্তর কৃষ্ণকে ভাবিতে ভাবিতে কালো হইয়া এবং তাঁহার পরিসিঞ্চিত প্রেমজল পাইয়া, বাড়িতে বাড়িতে কেশরূপে বাহিরে বহির্গত হইয়াছে। ইহা বাসন্তীর উক্তি।

(১১৩) শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যে যেমন জগৎপ্রতিপালিত হয়, তেমনি শ্রীরাধার অদ্ভুতগুণসম্পন্ন কেশ-শোভায় শ্রীকৃষ্ণের সাধ, আহ্লাদ, আনন্দ ও কৃতার্থতার পরিপোষণ ও সংবর্দ্ধন। সখীগণের তাহাতেই পরমানন্দ পরিপুষ্ট হয়, ইত্যাদি গুণে, এবং "কেশ" শব্দে বিষ্ণুও বুঝায়, এই অর্থ-সাম্যে শ্রীরাধার কেশকে শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যের ন্যায় মহিমান্বিত উল্লেখ করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী, দ্ব্যর্থবোধক-বাক্যে তদ্

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিতিকণ্ঠ-কলাপদ হইয়া সতত—
বিরাজিত শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যের মত।১১৩
কৃষ্ণ-কান্তি মনে ও নয়নে যত ছিল।
সব মিলি শ্রীরাধার "কবরী" হইল।১১৪
নতভ্রুবা রাধিকার "বেণীর"-মহিমা
অতুল। ত্রিবেণী মাত্র কিঞ্চিত উপমা।
সরস্বতী-রত্নাবলী, গঙ্গা-মুক্তাফল,
শ্রীযমুনা—নীলকান্তি। ত্রিবেণী অতুল।১১৫

বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম কথার প্রথমার্থ—শ্রীরাধার শিরোরুহক (কেশ সকল) নিজ শোভার লবমাত্রদ্বারা, চামরগণের-পোষক (গৌরব সংবর্দ্ধক); দ্বিতীয়ার্থ-শিরোরুহ—কচ অর্থাৎ মস্তকের কেশ, অমরগণেরও পরিপোষক (অমৃতগুণ সম্পন্ন); দ্বিতীয় কথার প্রথমার্থ—শিতিকণ্ঠ শব্দে ময়ূর, তাহার কলাপ—ময়ূর-পুচ্ছ; তাহার 'দ' অর্থাৎ শোভা-খণ্ডক; দ্বিতীয়ার্থ—শিতিকণ্ঠ—শিব, তাহার কলা অর্থাৎ অঙ্গের একাংশের (লীলাংশের) পদ অর্থাৎ আধারস্থান স্বরূপ।

(১১৪) ধনিষ্ঠা, হৃষ্টা হইয়া কহিলেন—শ্রীরাধার মনে ও নয়নে বাল্যকালাবধি সঞ্চিত, বর্দ্ধিত, ও পরিপুষ্ট কৃষ্ণকান্তিই কবরীরূপে পরিণত হইয়াছে!! নহিলে কবরী কার না আছে? বল দেখি কবরীতে কোথাও এত শোভা কেহ দেখেছ?

(১১৫) এই বর্ণনা শুনিয়া "আবার পরিহাসের-শরবর্ষণ-আরম্ভ হইবে বুঝিয়া, শ্রীরাধা ভ্রূ-অবনত ও কুটিলিত করিলেন, তদ্দর্শনে ললিতার ইঙ্গিতে সুর ফিরাইয়া কোনও সেবাপরা সখী (সম্ভবতঃ তুলসী) মুক্তাবলী ও রত্নরাজী দ্বারা-অঙ্কিত শ্রীরাধার বেণীর শিঙ্গার সময়ের-অনাচ্ছাদিত শোভা বর্ণনা করিলেন। মুক্তাফল শুভ্রশ্বেত; রত্নাবলী শ্বেতারক্ত; এবং লম্বিত বেণীর কেশ নীলবর্ণ বলিয়া, শ্বেতসলিলা গঙ্গার ও শ্বেতারক্ত সলিলা সরস্বতীর সহিত নীলজলা যমুনার-মিলনরূপ ত্রিবেণীর সহিত উপমা দিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিলাস-বিস্রস্ত কেশ রাধায় দেখিয়ে
নিজ পুচ্ছ-পিঞ্ছ-শোভা, হুকারের ভয়ে।
চামরী সকল গেল পর্ব্বত গহ্বরে,
শিখীগণ প্রবেশিল বনের ভিতরে।১১৬

(দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দ)

কুঙ্কুম-সৌরভ ময়, রাধার সর্ব্বাঙ্গ হয়, যে গন্ধের লবে মত্ত হরি,
নাভি, আখি, কেশ,ভুরূ, যেন মৃগমদাগুরু, লিপ্ত, নীলোৎপল গন্ধে ভোরি।
বক্ষ, কর্ণ, নাসা, মুখ, শ্রীকর, শ্রীপদযুগ, সকর্পূর-পদ্ম–গন্ধান্বিত,
কক্ষ, নখ, শ্রোণীদেশ,তাহার সৌরভাশেষ, কেতকীতে চন্দনমিলিত।
১১৭

(১১৬) উগাতে শ্রীরাধার ভাব ফিরিল। কিন্তু পুনরায় তাঁহার-কুটিলদৃষ্টির সুমাধুরী দর্শনার্থ রসিকশেখর-নাগরের সাধ হওয়ায় তদিঙ্গিতে (সম্ভবতঃ শ্রীরূপ মঞ্জরী) রহস্যলীলায় আলুলায়িত শ্রীরাধার কেশের বিশেষ শোভাটি, ময়ূরের পিঞ্ছ এবং চমরীর-পুচ্ছকে তুচ্ছকরণ দ্বারা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিলেন। "হুস্কারের ভয়ে"—তৎপ্রতি লোকে থু থু দিবে এই ভয়ে।

(১১৭) অতঃপরেও এইরূপে প্রাণপ্রিয়তমার "গুণ চরিত্রের" বর্ণনা শুনিয়া জুড়াইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, "তোমাদের সখী কি শুধুই রূপের মানুষ ?" ইত্যাকার ইঙ্গিতবাক্যে সখীগণকে আগ্রহে উত্তেজিত করায়, পূর্ব্ববৎ একাদিক্রমে, সখীগণ শ্রীরাধার গুণচরিত্রাদি বর্ণন আরম্ভ করিলেন। এই শ্লোকে শ্রীললিতাকর্ত্তৃক তদীয় অঙ্গ-গন্ধ-বর্ণনা। যথা—শ্রীরাধার সার্ব্বাঙ্গিক-স্বত-সম্মিলিত-সুগন্ধ কুঙ্কুম গন্ধের ন্যায় হইয়াও তৎপরাভবি-উৎকর্ষান্বিত। অথচ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন সৌরভ !! তাঁহার নাভীতে, নয়নে, কেশেও ভুরূতে মৃগমদ ও অগুরু-সংযুক্ত নীল বর্ণ-সুঁদীর উগ্র মধুর সদ্‌গন্ধ ! বক্ষস্থলে, মুখে, কর্ণেও নাসিকায় এবং হস্তে পদে কর্পূর-সংমিলিত-পদ্মের তীব্র মধুর পরিমল। বগলে, নখে ও শ্রোণী-দেশে চন্দন-সংলিপ্ত কেতকী-কুসুমের সৎসৌরভ বিরাজিত বটে। (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের বর্ণনা ১৭শ সর্গের ৯নং শ্লোকের ব্যাখ্যাতে দ্রষ্টব্য।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াহলাদি, নানাগুণ অনবধি, গুণেতে উদারা রাধিকার,
রাধার যে সবগুণ, যেন হে অলপ উন, সবগুণাবলী-সুবিস্তার ।১১৮
যতেক উপমাবলী, আছয়ে জগত ভরি, সবে মরদিল রাধাঅঙ্গ,
হরির মাধুরী সম, রাই-অঙ্গ নিরুপম, এমাধুরী-সম-কৃষ্ণঅঙ্গ ।১১৯
প্রেম অপ্রমেয় তহি, গুণের উপমা নাহি, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে মণ্ডিত,
রুচির-চরিতাসম, তারুণ্য অদ্ভুততম, কেননা ভুলিবে কৃষ্ণচিত্ত ?১২০

কোথা "রাধাপতিব্রতা" ভুবন বাখান কথা,
কোথা পরবধূ-অপবাদ !!
কোথা প্রেমোদ্রেকাবধি, কোথা বহু বার্য্যতাদি,
কৃষ্ণসঙ্গ-বিঘ্ন পরমাদ !!

---

(১১৮) বিশাখা কহিলেন—গুণের বিচারে মানসিক-সৌন্দর্য্যই শীর্ষস্থানীয়। আমাদের সখী রাধা সমস্ত মানসগুণেই মনোহরা ! (উদারা) ; তাঁহার অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে কোনওটিই ক্ষুদ্র বা কম (উন) নহে ! সমস্তই সুবিস্তারগুণ এবং জগদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়বর্গের আনন্দপ্রদ ও বর্ণনাতীত।

(১১৯) চম্পকলতা কহিলেন—ঠিক কথা ! জগতে উপমার উৎকৃষ্ট বস্তু যত কিছু আছে, সমস্তই শ্রীরাধার অঙ্গসৌন্দর্য্যে মর্দ্দন করিয়াছে ; একমাত্র তাঁহার সেই অঙ্গই তদীয় সুবিস্তৃত গুণাবলী ধারণের উপযুক্ত আধার। শ্রীরাধার অপূর্ব্ব-অঙ্গমাধুরী কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গমাধুরীর সহিত তুলনীয়। সেই পরমাধারে সম্পুটিত, তদযোগ্য-মহাদ্ভুত-গুণাবলীর বর্ণনা চলে না।

(১২০) চিত্রা কহিলেন—তাই বটে। সকলগুণের সারাৎসারগুণ হয় প্রেম। শ্রীরাধার প্রেম তো অপরিমেয় !! শ্রীরাধারগুণের সহিত কথঞ্চিৎ সাম্যেও উপমা দিবার যোগ্য কেহ কোথাও নাই ! তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ি (অসমোর্দ্ধ) মাধুর্য্যে সুমণ্ডিত মনোহর (রুচির) চরিত্রও সেইরূপ-অনুপম (অসম) ; সদানবায়মান নব যৌবনও (তারুণ্য) অদ্ভুত হইতে অদ্ভুত !! অতএব সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণের মনও বিভোর হইয়া থাকে। ওগো ! সহজে কি কৃষ্ণের মন ভোলে ! ইহাই তাৎপর্য্য।

(১২১) তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন—কিন্তু সখি ! তিনটি বিষম-শেল আমার হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ! (১) যে রাধার পাতিব্রত্য—সমস্তজগতের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোথায় উৎকণ্ঠা তাঁর, কৃষ্ণ লাগি হাহাকার
নিত্যসঙ্গ অলব্ধি : বিশেষ,
এই তিন শেলে হিয়া, মূলের সহিত গিয়া,
বিন্ধে মোর ; না পাই উদ্দেশ !!১২১
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িণী কেবা অতিশয় ?
একারাই ! তাহা বিনা অন্য কেহ নয় !
কৃষ্ণের প্রেয়সী কোন্ অনুপমগুণা ?
কেবল রাধিকা, কেহ নাই তাহা বিনা।
কেশে কুটিলতা, আর নয়নে চাপল,
কঠোরতাময় যার শ্রীকুচযুগল।
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূরণেতে সমর্থা রাধিকা,
আর কারো এসামর্থ্য-নাহি যায় দেখা।১২২

সমস্ত পতিব্রতাগণের আরাধিত, বাঞ্ছিত, এবং প্রসংশিত ; তাঁহার পরবধূ-অপবাদ কেন ? (২) রাধার সদাবর্দ্ধমান অনবধি মহাপ্রেমে এত বার্ধাতা ও কৃষ্ণসঙ্গ-বিষয়ে এত বিঘ্নবিপদ কেন ? (৩) অভিলাষানুরূপে বিশেষভাবে কৃষ্ণসঙ্গ-অপ্রাপ্তিতে সতত তাহার হৃদয়-বিদারিকা উৎকণ্ঠা ও হাহাকার কেন ? আমি ইহার কোনও মীমাংসাই বিচার করিয়া পাইনা !! (প্রকৃত পক্ষে, এ তিনের প্রভাবেই প্রেমপ্রকর্ষের ও প্রেমমহিমার পরিচয়)

(১২২) স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া ও বিনাপ্রশ্নে-উত্তর-দানাদিরূপ—পরিসংখ্যা অলঙ্কারে নবীন রঙ্গে শ্রীমতী রঙ্গদেবী, এই শ্লোকে শ্রীরাধার অপরূপ গুণও মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। কথার সার এই, যে যাহারা কুটিল, চঞ্চল, বা কঠোর তাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নয়, কিন্তু শ্রীরাধার অসাধারণ গুণাধিক্য হেতু তদাশ্রয়ে কুটিল কেশ, চঞ্চল-নয়ন, ও কঠোর কুচযুগল শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও মহাসুখপ্রদ !! এইরূপ বিরুদ্ধ-গুণ-নিচয়ের সমাবেশ হেতু একমাত্র শ্রীরাধাই কৃষ্ণের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিতে সমর্থা। (প্রকৃতপ্রস্তাবে মনের চঞ্চলতায়, হৃদয়ের কুটিলতায় এবং বুদ্ধির-নিষ্ঠুরতায়ই-দোষ ; বক্রকেশ, চঞ্চলনয়ন এবং এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রফুল্ল-পুন্নাগাশ্রিতা, সদা প্রফুল্লিতা,
মধুসূদনাশ্রয়াতি-আমোদে-পূর্ণিতা।
অপরূপ-পত্রভঙ্গে শোভিতা অধিকা
বৃন্দাবনে বিরাজিতা এই মাধবিকা।১২৩
দীক্ষা নাহি করে রাই। শিক্ষা নাহি করে।
গুরুমুখে শ্রবণ, পঠন না আচরে!
তথাপিও জগতের যত অবলার—
যাহাতে বিস্ময় জন্মে লাগে চমৎকার।
কলাম্ভোধি-কৃষ্ণ, আর ব্রজগোপীচয়—
যাতে তুষ্ট, সে কলার মহাচার্য্যা হয়॥১২৪

কঠিন স্তন স্বতঃই সুন্দর এবং প্রশংসার্হ। সুতরাং এই কথাগুলি বর্ণনের ভঙ্গী মাত্র।)

(১২৩) এই শ্লোক সুদেবীকৃত। মাধবীলতা যেমন প্রফুল্ল-পুন্নাগের (নাগকেশরবৃক্ষের)আশ্রিতা হইয়া সারা বসন্ত প্রফুল্ল-কুসুমান্বিতা হয় এবং মধু সূদনের (ভ্রমরের) লোভনীয় আমোদে (পরিমলে) পূর্ণ এবং নবপল্লবের ভঙ্গিমায় সমধিক সুশোভিতা হয়; সেই সকল ধর্ম্ম শ্রীরাধাতে আরোপ করিয়া, তাহাকে মাধবীরূপে বর্ণনা করিলেন। শ্রীরাধাপক্ষে মাধবী-শব্দের অর্থ অত্যন্ত স্বাধীন-কান্তা; পুন্নাগ অর্থ পুং-নাগ, অর্থাৎ পুরুষোত্তম; পত্রভঙ্গ অর্থ কস্তুরী প্রভৃতি দ্বারা তদঙ্গে বিরচিত পত্রাদির অনুকৃতি; মধুসূদন কৃষ্ণ; সতত কৃষ্ণাশ্রিতা এবং কৃষ্ণের আশ্রয়ভূতারূপে শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন; এত মহিমা লতায় নাই ইহাই অদ্ভুত গুণ।

(১২৪) মাধবী, গর্ব্বোৎফুল্লা হইয়া, কলাকৌশল কহিলেন। যথা—কি আশ্চর্য্য! আমাদের শ্রীরাধার সুললিত কলাবৈদগ্ধীর একবিন্দুও উপদেশ, অভ্যাস, বা শিক্ষালব্ধ, কিম্বা দেখিয়া শুনিয়া জানা নহে। অথচ যাবতীয় জগতের যুবতীবৃন্দ যাহাতে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়, নিখিল কলার সাগর শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়াগ্রণী ব্রজ-বনিতা মণ্ডলী সহ যাহাতে পরম পরিতুষ্ট; সখী রাধা সেই সকল কলার মহা আচার্য্যা! বনদেবি ইহা অপেক্ষা অদ্ভুতগুণ আর কি আছে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণলাগি রাধা কুলধর্ম্ম যে ত্যজিল!
কৃষ্ণ লাগি নারীধর্ম্ম, পতি উপেখিল।
তথাপিও সতীগণ বাঞ্ছে রাধারীত!
বিচিত্র গড়িল বিধি তাহার চরিত।১২৫
স্বপনে জাগরে কিম্বা সুষুপ্তি সময়
রাধা-তনু-মন-বাক্যেন্দ্রিয়-কৃষ্ণময় !!১২৬
সফরি. কুরঙ্গ, আর চকোরী. খঞ্জন,
মদন-বিশিখরূপ-নীলোৎপলগণ।

---

(১২৫) বাসন্তী, আনন্দগরবে উন্মাদিতা হইয়া কহিলেন—ইহাতো অদ্ভুত-ব্যাপার! মহা প্রসংশা! ইহাতে তো সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা হবেই, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য তাঁহার যে কুলধর্ম্ম এবং নারী-জনোচিত ঐহিক-পারত্রিক সমস্ত ধর্ম্মত্যাগ, এরূপ আচরণতো মনুষ্য সমাজে সকলেরই নিন্দনীয়, তথাপিও লক্ষ্মী, সাবিত্রী. গৌরী, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাবতীয় সতীগণ শ্রীরাধার এই প্রেম-রীতির উচ্চপ্রশংসায় মুখরিত! দেখ—এই বিচিত্র-চরিত্র-মহিমাটি কি নিরুপমা! কত অদ্ভুত-তমা !! (এই শ্লোকে "সুনির্ম্মল-কৃষ্ণপ্রেমের সর্ব্ব ধর্ম্মোপরি অবস্থিতি," সাধকের পরিভাবনীয়।)

(১২৬) ধনিষ্ঠা, গৌরবে ফুলিয়া কহিলেন—"প্রশংসা করিবেন না?" আমাদের কৃষ্ণময়ী রাধার যে—দেহ, মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়-জুড়িয়া—স্বপ্নে, জাগরণে ঘোর-নিদ্রায়-পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বিলসিত !! এমন মহাদ্ভুত-প্রেম আর কোথায় আছে?

(১২৭) এই সময়ে শ্রীরাধা একবার প্রেমনয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করায়, তিনি সকল রঙ্গকৌতুক ভুলিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে প্রিয়তমার বদন অবলোকন করিতে লাগিলেন! তদ্দর্শনে বৃন্দাদেবী কহিলেন—এসব বিচার অবশ্যই সতীগণের-মনে উদয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, বিচার করিয়া রাধার বশ নহেন, বিচারের সময়ই তাঁহার নাই। রাধার নয়ন-নৃত্য-দর্শন মাত্রেই তাঁহার মন বিভোর হইয়া যায়, তিনি আত্মহারা হন। একথার উদাহরণ প্রত্যক্ষ !! ফলতঃ—ইহা কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নহে। যে নয়ন সতত সফরীমৎস্য-নির্জ্জিত আনন্দ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অম্ভোজ-ভ্রমরাদির গর্ব্বচূর্ণ করে
রাই আঁখি,—নৃত্যে কৃষ্ণচিত্ত-ধৈর্য্য হরে ।১২৭
চকোর চাতক কেন আকাশে পলায় ?
সরোজিনী কেন রাধে ! জলেতে লুকায় ?
হে কৃষ্ণৈক-তানে ! কেন ইহাদের লাজ ?
এত দীন ভাব ধারণের কিবা কাজ ?১২৮
"চাঁদে, মেঘে, সূর্য্যে আমাদের একতান
অতুলিত" ইহাদের ছিল অভিমান ।
কিন্তু রাধে ! গোবিন্দে তোমার এক তান
দেখি চূর্ণ হইল সকল গর্ব্ব মান ।১২৯
বাণীশক্তি, ভূ শকতি, লীলাশক্তি আর
সকল যুবতী-শ্রেষ্ঠা, সদ্‌গুণের সার ।

নৃত্যগতি-বিশিষ্ট ; হরিণের (কুরঙ্গের) অবলোকন-বিজয়ী-আকুল প্রেমকলান্বিত-চকোরী অপেক্ষাও অধিক একতান-পিপাসাযুক্ত ! খঞ্জন-গঞ্জন-চটুল-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ ! কন্দর্পবাণরূপ-নীলোৎপল হইতেও বিপুল-গুণশক্তি-বিশিষ্ট ! পদ্মপরা-ভবি-চিত্তাকর্ষণও নয়ন-স্নিগ্ধ-করণ গুণাদিতে পরিপূর্ণ ! ভ্রমর ভৎর্সক-চিক্কণ-কৃষ্ণ চারুতারকায় বিলসিত !—সেই অসীম শক্তিও রসভাব-সমুচ্ছলক-শোভাকর নয়নের মনোমোহন-মধুর চাহনিতে অজিতেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, ইহাতে আর কথা কি ?

(১২৮।১২৯) শ্রীললিতাসুন্দরী, নিজেই প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর দিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণৈকতানতা বর্ণন করিতে লাগিলেন, চকোরের বড় গর্ব্ব ছিল—চাঁদে আমার অসাধারণ একতানতা ; চাতকেরও এইরূপ মেঘে একতানতার-গর্ব্ব ছিল, এবং সরোজিনীর (পদ্মের ও) সূর্য্যে-একতানতার বড় বড়াই ছিল; কিন্তু রাধে ! কৃষ্ণের প্রতি তোমার সর্ব্ব-বিস্মারক-একনিষ্ঠপ্রেম দর্শনে সকলের গর্ব্ব গিয়াছে !

(১৩০) "চকোর, চাতক ও সরোজিনীর অসাধারণ-একতানগুণের-পরাভবেই প্রেমময়ী রাধার প্রেম-মহিমার-উচ্চপ্রশংসা" কেহ এ ভুল করিবেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই তিন হতেও শ্রীশক্তি শ্রেষ্ঠাজানি,
তা হোতেও গোপাঙ্গনাগণে শ্রেষ্ঠা মানি।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা সব যূথেশ্বরীগণ
তাহার মাঝেও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা হন।
তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠা রাধা সুবদনী
যার তরে তৃষ্ণ কৃষ্ণ, দিবস রজনী।১৩০
চন্দ্রাবলী, গুণরূপ-প্রেমাদিক যত—
যত্নে প্রকটয়—কৃষ্ণের বশের নিমিত্ত।
শ্রীরাধার সহজ-প্রকট-প্রেমগুণে
চন্দ্রাবলীকেও তাঁর নাহি থাকে মনে !!১৩১
"সর্ব্বগুণ-খনি রাই, দোষাদি রহিত"
চিহ্ন দেখি একথাটি না হয় প্রতীত।
কেশে কুটিলতা ! লোল—যুগল নয়ন !
কুচযুগে কঠিনতা হয় বিলক্ষণ !!১৩২

এইরূপ ভূমিকায় বিশাখাসুন্দরী এই শ্লোকোক্ত বর্ণনা করিলেন। "বাণীশক্তি (সরস্বতী) ভূশক্তি,—(অনন্ত পৃথিবীর অংশিনী-শক্তি মূর্ত্তি) লীলাশক্তি,—(বৃন্দাদেবীর অংশভূতা-নারায়ণ-প্রিয়া) ইহারা নারীশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু লক্ষী ইহাদের হইতে শ্রেষ্ঠা। গোপাঙ্গনা কৃষ্ণকান্তাগণ লক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠা, তৎশ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী—দলের প্রধানা—চন্দ্রাবলী; শ্যামলা, তারা, পালী, ধন্যা, প্রভৃতি ব্রজসুন্দরী মধ্যেও, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—যে রাধার সঙ্গ ও দর্শন লাভার্থ দিবারাত্রি নিরন্তর-পিপাসান্বিত, তাঁর সঙ্গে কার তুলনা ?

(১৩১) এই শ্লোকে একটিমাত্র উদাহরণে শ্রীমতী বিশাখাসুন্দরী, চন্দ্রাবলী অপেক্ষা শ্রীরাধার উৎকর্ষ অকাট্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সহজপ্রকট—বিনা চেষ্টায় স্বতঃ প্রকটিত।

(১৩২) চম্পকলতা, নিন্দাচ্ছলে-প্রশংসারূপ-ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে তিনটি অসাধারণ উৎকর্ষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক—চন্দ্রাবলী হইতে শ্রীরাধার উৎকর্ষ বর্ণন করিলেন। "বিলক্ষণ" শব্দটি তিন অঙ্গের গুণত্রয়ের বিশেষণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাই নেত্র চকোরিণী, কৃষ্ণমুখ-চাঁদে,
হাস্য সুধাপান করে পরম আনন্দে।
কৃষ্ণের নয়ন ভৃঙ্গ, সতৃষ্ণ হইয়া—
রাই মুখপদ্মে সদা রহয়ে পড়িয়া !১৩৩
কৃষ্ণ কাছে রাই যদি বিনাবেশে রয়,
তথাপি প্রফুল্লা ! ভাব-অলঙ্কারময় !—
দেখি সব সখিগণ বহুসুখ পায় !
কি কহিব সেই কথা কহিল না যায় !!
কৃষ্ণবিনা তৃষাকুলা-মলিনা দেখিয়া,
বিভূষিতা থাকিলেও দুঃখী-সখী-হিয়া !১৩৪
রাধাগ্রে-স্ফূরিত-কৃষ্ণ, পাছে কৃষ্ণচন্দ্র !
দুইপার্শ্বে কৃষ্ণ ! চিত্ত-বৃত্তিতে-গোবিন্দ !

---

(১৩৩) সখীগণের মুখে এইপ্রকার পরিপাটিময় চন্দ্রাবলীর-অপকর্ষ ব্যাখ্যান শুনিয়া, আমাদের-শ্যাম-সোহাগিনী ও শ্যাম সুন্দর, প্রফুল্লবদনে পরস্পরের-বদন পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সরস্বতী-রূপিণী তুঙ্গবিদ্যা, সেই দৃষ্টির বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। কথার নিষ্কর্ষ এই যে—এ দুজনের-নয়ন অন্যত্র যায় না! কেন-যাইবে? যাহা ঐ নয়নের-জীবাতু তাহাতো আর অন্য কোথাও নাই!

(১৩৪) শ্রীরাধার বেশের বর্ণনা কোনও সখীই করিলেন না। কেন? রঙ্গিণী রঙ্গদেবী, এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রকটন করিলেন। "শ্রীরাধার ন্যায় ভূষণের ভূষণাঙ্গিনীর পক্ষে ভূষণাদি ধারণ বৃথা। তাহাতে স্বাভাবিক অঙ্গ সৌন্দর্য্যই আচ্ছাদিত হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণসঙ্গলাভে শ্রীরাধাঙ্গ যে প্রকার অপূর্ব্ব ভাবভূষণে শোভিত হয় (৯ম, সর্গ দেখুন) ও সখীগণকে সুখী করে, প্রফুল্লবদনী রাধার সে ভাবভূষণের নিকটে স্বর্ণের ও রত্নের ভূষণ অতি তুচ্ছ। পক্ষান্তরে কৃষ্ণবিরহাবস্থায় তাঁহার মালিন্যেরও সখীগণের বিষাদের একবিন্দুও তো ভূষণ শোভায় দূর হয় না।

(১৩৫) সুমধুর হাস্যের সহিত সুদেবী কহিলেন—তবে শ্রীরাধার শোভা-সংবর্দ্ধক একটি মহিমান্বিত ভূষণ আছে বটে, সেই ভূষণের বর্ণনা আমি করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আখির-বিষয়-কৃষ্ণ ! শ্রীগণ্ডযুগলে,
কুচযুগে কৃষ্ণ, আর হারের তরলে।
তেই রাধা "কৃষ্ণময়ী" সর্ব্বত্র বিদিতা
কাহারো কল্পিত নয়—সত্য এই কথা।১৩৫
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্য ভর, কামকে জিনিল,
হারি কন্দর্পের অতি দুঃখ উপজিল।
তাঁহারে তো কাম কিছু না পারে করিতে
তাঁর প্রিয়া রাইকে পীড়য়ে অলক্ষিতে।১৩৬
কৃষ্ণ যবে পরশেন রাধাঙ্গ-নিচয়
সখী-অঙ্গে স্বেদকম্প রোমাঞ্চাদি হয়।

সে নীলমণির মহাভূষণ স্বয়ং তাঁহার সোহাগের বঁধুয়া !! সেই ভূষণটি সখী রাধার অঙ্গের ভিতরে, বাহিরে, দূরে, অদূরে. আগে, পাছে. পার্শ্বে, সর্ব্বত্র স্ফূরিত হন! চিত্তের বৃত্তি ও নয়নের বিষয় হইয়া বিরাজ করেন! প্রতিবিম্বরূপে রাধার কুচযুগে, পদযুগলে, হারের ধুকধুকিতে (তরলে) স্ফূরিত হইয়া বিলসিত হন! (ধ্বনি,— লীলায় কি করেন তাহা বলিয়া কাজ নাই) সেই সার্ব্বাঙ্গিক ভূষণ ধারণের নিমিত্তই তিনি "কৃষ্ণময়ী" নামে সর্ব্বত্র বিদিতা।

(১৩৬) কৃষ্ণময়ীও কৃষ্ণসর্ব্বস্বা-শ্রীরাধার তো আত্মসুখ-বাসনা নাই, তবে তাহার শরীরে কন্দর্প-পীড়া হয় কেন ? শ্রীমতী ইন্দুলেখা সুন্দরী, এই শ্লোকে রসময়-রহস্যের সহিত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। "কৃষ্ণের সুখে তাঁহার সুখ, দুঃখে দুঃখ ও কৃষ্ণের কন্দর্প-পীড়ায় কন্দর্প-পীড়ার উদয়" এই সত্যটি কাব্যাকারে প্রকটিত করিয়া সকলকে সুখী করিলেন। যথা,—কৃষ্ণাঙ্গ সৌন্দর্য্যে-কন্দর্প পরাজিত হইয়া ইত্যাদি।

(১৩৭) এই সময়ে প্রিয়তমার-হাবভাবময়-শ্রীবদন-দর্শনানন্দে উন্মাদিত হইয়া, কোনও কথা গোপনে বলার ছলে শ্রীকৃষ্ণ, তদীয়-অঙ্গস্পর্শ-করায় যুগপৎ শ্রীরাধার ও সখীগণের শরীরে স্বেদ-কম্পাশ্রু রোমাঞ্চের উদয় এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রাধাধর-চুম্বনে সেইরূপে শ্রীরাধার ও সখীগণের শরীরে আনন্দ-প্রমত্ততার উদয়.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধাধর-মধু-পান করিলে মাধব,
সখীদের মত্ততা !! কি-বিচিত্র এসব !১৩৭
পুরুষের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, সদ্‌গুণের সার,
নারী বরিয়সী রাই, সর্ব্ব-গুণাধার;
এই দুজনের সঙ্গ-করি সংঘটন,
বিধাতার-গুণজ্ঞতা, করয়ে নর্ত্তন !১৩৮
কৃষ্ণ-দন্ত-অক্ষ-মালা পরি, কুতূহলা-
এ বদান্যা, নিজ-চারু-মণিমালা দিলা।
রাধাধর-মধু কৃষ্ণ, সুখে করি পান
করিলেন আপনার দন্তক্ষত-দান।
লাভ করি সে লীলার-ঈষদালোকন
নিজ দেহ দান করিলেন, সখীগণ !!১৩৯

হইল !! তদ্দর্শনে বৃন্দাদেবী রাধাশ্রিতা-সখীগণের-প্রেমের পরাবধি তাঁহাদের ধর্ম্ম ও শ্রীরাধার সহিত-তাদাত্ম্য বর্ণনদ্বারা শ্রীরাধার অপূর্ব্ব-মহিমা প্রদর্শন করিলেন।

(১৩৮) মাধবী কহিলেন,—অতএব সকল বর্ণনার সার সংক্ষিপ্ত কথা এই যে—আমাদের নাগররাজ যেমন নারায়ণাদি নিখিল-পুরুষ-পুঙ্গবের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ; তেমনি আমাদের রাধাবিনোদিনী লক্ষ্মীপ্রভৃতি যাবতীয়-রমণীরত্নের-শিরোমণি! এই দুইজনের সম্মিলন-সঙ্ঘটন করিয়া বিধাতার গুণজ্ঞতা (পরের মুখে প্রশংসা শ্রবণের-অপেক্ষা না করিয়া) যেন আপনা আপনি আনন্দে নাচিতেছে।

(১৩৯) দশম সর্গের ১৪৭নং শ্লোকোক্ত—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার প্রেমাচরণ লক্ষ্যে এই শ্লোকে শ্রীরাধাকে পরিহাস করিয়া, কুন্দলতা কহিলেন—রাধার সকলগুণই তোমরা বর্ণন করিলে, কিন্তু একটি কর নাই। রাধার মত বদান্যা কেহ নাই। এই দেখ—কৃষ্ণদন্ত-অক্ষমালার (বাহ্যার্থে ক্রোড়ীকৃত-পুষ্প মালা; গূঢ়ার্থে—নখাঙ্কের-মালা) পরিয়া আপনার মনোহর মণিমালা (বাহ্যার্থে-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধনীর সৌন্দর্য্যভর বাড়ে কৃষ্ণ সঙ্গে,
রসের তরঙ্গ-নেত্রে, নানা-ভঙ্গী-অঙ্গে।
মরমে উল্লাস এত-বাড়য়-রাধার,
যেন অন্য রাই! হেন নবীন-আচার।১৪০
সৌরভে পূরিয়া দিগ-বিদিক্ সকল-
কৌমল্য-সৌন্দর্য্য মধু ঢালে নিরমল।
হেন রাধাকমলিনী-ছাড়ি কৃষ্ণ অলি,
কণ্টক-কেতকীবনে কেন যায় চলি ?১৪১
মাধবে মাধবী যথা রমণীয়া হয়
মাধবীতে মাধবশ্রী তেমনি বাড়য়।

মণিতে-নির্ম্মিত হার; গূঢ়ার্থ—নখমণির-চিহ্নমালা) কেমন অকাতরে দান করিয়া কৃষ্ণকে বিভূষিত করিয়াছেন!! দন্তক্ষত-দানে কৃষ্ণের প্রশংসা তোমরা করিতে পার, কিন্তু সে প্রশংসাও রাধাতেই পর্য্যবসিত, কেননা-নিজাধর পান করাইয়া রাধা তাঁহাকে মধুমত্ত না করিলে কখনই এতো পারিতেন না।

(১৪০) ধনিষ্ঠা কহিলেন,—অসীমতা ও সর্ব্বোর্দ্ধতা খুব উচ্চ প্রশংসা বটে; কিন্তু শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে তদপেক্ষা ও অসাধারণ উচ্চ প্রশংসা এই যে,—অসীম হইয়াও উহা কৃষ্ণসঙ্গে অসম্ভব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়!! ইহা সততই প্রত্যক্ষ! এখনও প্রত্যক্ষ!! সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সিন্ধুতে কৃষ্ণসঙ্গে যে রসের তরঙ্গ; নেত্রেও গাত্রে যে সুমোহন ভঙ্গী; এবং অন্তরে যে উল্লাসের উচ্ছলন; তাহাতে সর্ব্বদাই রাধাকে নূতন ও অদৃষ্ট-পূর্ব্বা বলিয়া প্রতীতি হয়।

(১৪১) প্রেমোল্লাস-প্রফুল্লা শ্রীরাধার অঙ্গসৌরভে দশদিক্ পরিপূর্ণ! সৌন্দর্য্য তরঙ্গে অঙ্গ পরিপ্লাবিত, এবং কোমলতায় গঠিত মূর্ত্তিখানি, দেখিতে দেখিতে মাধবী তাহা বর্ণনান্তর মন্তব্য দিলেন—"আমি বুঝিতে পারিনা, এহেন রাধা-পদ্মিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভ্রমর মধুহীন, সৌন্দর্য্যহীন, কোমলতাহীন—কণ্টকময় কেতকীবনে কেন গমন করে?" কণ্টক-কেতকীবন—চন্দ্রাবলীর দল! মানবাম্যাদিরূপ পবনেতে সদা নৃত্যশীলা প্রেমলতার স্বাধীন দোলনের বাধক তাঁহাদের দাক্ষিণ্যই—প্রেমকণ্টক, এই অভিপ্রায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ বৈদগ্ধি বিধি প্রকট করিয়া
যোগ কৈল দোহে দোহা উল্লাস পাইয়া।১৪২
রাই শোভা হেরি বিধি, বিস্মিত হইয়া।
"নিজ সৃষ্টি নহে" জানি বহু লজ্জা পাঞা।
সৃষ্টি-সার-বস্তু দিয়া রাধার সমান
যুবতী-গড়িতে চায়, না হয় নির্ম্মাণ।
ফলে পূর্ব্ব সৃষ্টিগণ নিরর্থক হৈল।
তাতে বিধাতার আরো লজ্জা উপজিল॥১৪৩
নিরমিত রাই মুখ, বিধাতা দেখিয়া,
"পদ্মচন্দ্র বহুদোষ-জড়িত বুঝিয়া
চন্দ্রে মসী অঙ্ক দিয়া লেপন করিল,
পদ্মেতেও অলিরূপ মসী প্রদানিল।১৪৪

(১৪২) মাধব শব্দের এক অর্থ বসন্তকাল, অন্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণ, এমনি মাধবী শব্দের এক অর্থ বাসন্তীলতা এবং অন্য অর্থ অত্যন্ত স্বাধীনা নায়িকা অর্থাৎ শ্রীরাধা। এই উভয়ার্থক-শ্লিষ্ট বাক্যে বাসন্তী, এই শ্লোক বর্ণনা করিলেন। কথার তাৎপর্য্য এই যে যেমন বসন্তকালের সঙ্গলাভেই মাধবীলতা প্রফুল্লা হইয়া শোভা বিস্তার করে, এবং তদ্দ্বারা বসন্তেরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তেমনি আমাদের শ্রীরাধা, মাধব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই প্রফুল্লা নিজেরও শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব প্রফুল্লতার বিকাশ করেন, ইহা বিধাতার এক অপূর্ব্ব বৈদগ্ধী !! তাঁহার এই ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য।

(১৪৩।১৪৪) সভাধিষ্ঠাত্রী-শ্রীমতী ললিতাসুন্দরী, বাসন্তীর বর্ণনাকে ছাটিয়া তাহারই পরিশিষ্টরূপে কহিলেন—কোন বিধাতার বৈদগ্ধী ? ইহা জড়জগৎস্রষ্টার বৈদগ্ধী নহে। কেন নহে ? বলি শুন,—জগৎস্রষ্টা বিধাতা আমাদের রাই বিনোদিনীর লোকাতীত-শোভাদর্শনে বিস্মিত হইয়া, পরে যখন বুঝিতে পারিলেন "এ বস্তুতো আমার সৃষ্ট নহে !" তখন লজ্জিত হইয়া নিজসৃষ্ট-সমস্ত-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদির-সার-সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীরাধার তুল্য একটি সুন্দরী নারী নির্ম্মাণের চেষ্টা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকার গুণগণ অগণন হয়,
গান করিবারে সরস্বতী না পারয় ।
আমাদের চেষ্টা বৃথা ! বাণীর ভাণ্ডারে-
বর্ণিবার বাক্য নাই ! কে বর্ণিতে পারে ?১৪৫
এইরূপে সখীগণ, রাধাঙ্গ-বর্ণন—
সালঙ্কারে করি, হৈলা সহাস্যবদন ।
তাহা শুনি শ্রীরাধিকা হইলা তখনি-
উলসিতা সঙ্কোচিতা কুটিল-নয়নী ।
শ্রীরাধার সেই শোভা, সখীর বর্ণন,
দেখি শুনি তৃপ্ত, কৃষ্ণ আঁখি-কর্ণ-মন ।১৪৬

করিলেন, কিন্তু কিছুতেই গঢ়িতে সমর্থ হইলেন না ! কাজেই অধিকতর লজ্জান্বিত হইলেন এবং লেখা অশুদ্ধ হইলে লেখকেরা যেমন উপরে কালির আঁচড় দিয়া তাহা ব্যর্থ করে, তেমনি তিনিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পদার্থরূপে নিজের পূর্ব্ব-সৃজিত পদ্মে ও চন্দ্রে নানা দোষ ও গুণ-হীনতা দেখিয়া, চন্দ্রের উপরে কলঙ্কের কালি নিক্ষেপ ও পদ্মের উপরে ভ্রমররূপ মসীবিন্দু প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ব্যর্থ করিয়া রাখিয়াছেন ।

(১৪৫) শ্রীরাধার পরম মহোত্তম-অতুলনীয় গুণাবলী সম্যক বর্ণনের শক্তি কাহারও নাই ! স্বয়ং সরস্বতী ও সামর্থ্যাতীত ! বর্ণনের উপযোগী ভাষাও সরস্বতীর-ভাণ্ডারে নাই ! অতএব আমাদের সে চেষ্টা করা বৃথা !! এই বলিয়া কথা সমাপ্ত করিলেন ।

(১৪৬) বর্ণনা এইস্থানে সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু আনন্দের তরঙ্গ ও ভাবের বিক্রিয়া, নিজনিজ প্রভাব-বিস্তার করিতে লাগিল । সখীগণ আনন্দপ্রফুল্লা হইয়া পরম প্রেমে শ্রীশ্রীরাধামাধবের-বদনাবলোকন ও ভাবাস্বাদন করিতে লাগিলেন । মহাভাব-স্বরূপিণী প্রেমময়ী শ্রীরাধা অন্তরে পরম-উল্লসিতা ও বাহিরে লজ্জা-সঙ্কোচিতা হইয়া বর্ণনকারিণী সখীগণের প্রতি এবং তৎপ্রয়োজক নিজ বল্লভের প্রতি প্রেমবৈবাময়-কুটিলনয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ-মন-নয়নেও সখীগণের-বিরচিত বর্ণনাশ্রবণ ও নিজপ্রাণেশ্বরীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(যতুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি)

এইতো কহিলো রাধার শ্রীঅঙ্গবর্ণন,
ইহা যেই শুনে, পায় শ্রীরাধাচরণ।
মধ্যাহ্নের লীলা কথা অমৃতের সার,
কর্ণ মন তৃপ্ত করে এক-বিন্দু যার।
গোবিন্দ-চরিতামৃত নিত্যই নূতন,
বিচারিলে মিলে প্রেম-অমূল্য রতন।
ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদে প্রণতি বিস্তর
নিজগুণে কৃপা মোরে কর নিরন্তর।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ
এ যতুনন্দন কহে মধ্যাহ্ন-বিলাস।

(একাদশ সর্গ সমাপ্ত)

ভাব-বিকার-জনিত-নবনব মধুরিমা-দর্শনজ, পরম-পরিতৃপ্তি ও কৃতার্থতা প্রকটিত হইতে থাকিল। এই সকল লীলাতরঙ্গে সাঁতার দেওয়াই পাঠকীর্ত্তনের সার্থকতা।

(পূজ্যপাদ যতুনন্দন ঠাকুরের নিজোক্তি)

"যেইশুনে" এই কথায় "যেই" শব্দের অর্থ যে কোনও ব্যক্তি, জাতি বর্ণ বয়স, লিঙ্গ-নির্ব্বিশেষে উত্তম, অধম, পণ্ডিত মূর্খ, পাপী, পুণ্যবান, সকলই এই কথার অন্তর্গত বটে, তবে "শুনে" বলিতে যেমন তেমন করিয়া শুনা নহে। একাগ্রচিত্তে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, স্থিরধীর হইয়া "ব্রজোপাসক, ও গোস্বামিপাদগণের মতানুবর্ত্তী সজ্জন ভক্তের মুখে" ও লীলারসিক মহাত্মাগণের-চরণসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণে এতল্লিখিত ফললাভ সুনিশ্চিতই হয়।

বিচারিলে মিলে শব্দে 'ইহা জীবাত্মার অধঃপাতক-ইন্দ্রিয়সুখ ও স্বার্থাভি-সন্ধিমূলক জাগতিক ব্যবহার নহে, সঙ্কীর্ণ মায়িক গণ্ডীবদ্ধ-পাপপুণ্যের বিচারা-ধীন ব্যাপার নহে। ইহা নিখিল নরনারীর দেহমন-ইন্দ্রিয়-বিহারী রসময়-স্বয়ং ভগবানের প্রেমলীলা, এবং এই সকল লীলোচিত যে জীবের নিজধর্ম্ম ও নিত্য-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বান্ত-নিত্য নির্ম্মল চরম আনন্দ." ইত্যাদি বিচারপূর্ব্বক ইহার উপযোগিতা, উপাদেয়তা ও সুবিমল-মধুরতা বুঝিলে মিলে।

"ঠাকুর"—অপ্রতিহত শক্তিতে সর্ব্বোপরি বিরাজিত অর্থাৎ প্রভু। এমনি পদে পদে ঠাকুর বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া এই সকল গ্রন্থ শ্রবণকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

"সেবা অভিলাষে"—সেবা প্রাপ্তির অবিচ্ছিন্ন বাসনায়, একমাত্র-ঐ আকাঙ্ক্ষান্বিত হইয়া। মহাজন গণের "সেবাপ্রাপ্তিরলোভ" অন্য আকাঙ্ক্ষায় বাধা প্রাপ্ত হয় না; সদা জাগ্রত, এবং আর্ত্তি ও আর্ত্তনাদময় এইরূপ অটুট অভিলাষেই ভজনসিদ্ধি। আমাদের নানা অভিলাষের ভিতরে সেবা অভিলাষটি খ্যাহবস্থ থাকায়, ফলে বঞ্চিত রহিয়াছি!! আমাদের সকল কার্য্যই "সেবা বিনা আর কিছু চাইনা" বলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, হরিরলুঠ কুড়ানের ন্যায় বিদ্রূপাত্মক! কাজেই কিছু হইতেছে না!! পূজ্যপাদ ঠাকুর যদুনন্দনের চরণে লুটাইয়া তাঁহার ভাবটি গ্রহণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ইতি একাদশ সর্গের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri.

দ্বাদশ সর্গ ।

সকৌতুকে রাধাশ্যামের মাধ্যাহ্নিক বনভ্রমণ ও ঋতুশোভা দর্শনাদি ।

(মূলের প্রথম শ্লোক)

তথাহ বৃন্দাব্রজকাননেশৌ পদাম্বুজে বামৃতুকারুমুখ্যোঃ ।
নিবেদিতং ষড় ভিরিহাস্তি যত্তৎ সার্দ্ধং সমাকর্ণয়তাং সখীভিঃ ।১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-গোসাঞি ।
শক্তি দেহ প্রভু ! যেন তুয়া গুণ গাই ।
জয় জয় জয় শ্রীগোসাঞি সনাতন !
তোমার কৃপায় ভক্তি জানে সর্ব্বজন ।
জয় জয় শ্রীরূপগোস্বামি-চরণ !
যিহো প্রকাশিলা ব্রজলীলারস-ধন ।
জয় জয় শ্রীজীব গোসাঞি জীব নাথ !
জয় রঘুনাথ ভট্ট ! দাস রঘুনাথ !

বন্দনার রসাস্বাদ । গোসাঞি অর্থ প্রভু, এখানে স্বয়ং ভগবান । জীব, ভগবানের নিত্যদাস । প্রভুর শক্তি ও কৃপাব্যতীত কিছুই সুসম্পন্ন করিবার, কোনও কার্য্যেই সাফল্য লাভ করিবার সামর্থ্য জীবের নাই । সর্ব্বকার্য্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ-স্মৃতি ও মহিমা-অনুভূতির সহিত, অনুষ্ঠানারম্ভ করিলে আর অসিদ্ধি বা অমঙ্গল ঘটিতে পারে না । ইহাই প্রথম-ছত্রদ্বয়ের শিক্ষা ।

আপন অন্তরঙ্গ-পার্ষদ শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদের দ্বারা সর্ব্বেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্ কলি-কলুষিত-লোকসমাজে সুনির্ম্মল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রচার করিয়াছেন । তৎপূর্ব্বে লোক-সাধারণে নিজের সুখস্বার্থ ও মঙ্গললাভের নিমিত্ত ভগবদ্ভজন করিত । "উহা প্রকৃত ভক্তিধর্ম্ম ও ভগবৎ সেবা নহে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi